ব্ল্যাকমেইলিং

বিক্রমাদিত্য

সাহিত্যলোক ৩২।৭ বিডন স্ট্রীট । কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীকিশোরকুমার ধর
২৯/ সি, যোগীপাড়া লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
ও রঙিন ফটোগ্রাফ ঃ
শ্রীতপনলাল ধর
প্রচ্ছদের কাগজ-ভাস্কর্য ঃ
শ্রীশংকর নন্দী

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

ব্ল্যাকমেইলিং

বোম্বাই শহরের বুকে বসে আপনি যদি কখনও ফস্ করে বলে বসেন যে, রাজার নাম শোনেন নি, তাহলে সবাই চোখের ভুরু তুলে আপনার মুখের দিকে তাকাবে। আর সে দৃষ্টিভঙ্গির মানে হলো যে, আপনি হলেন গবেট, এই শহরের কোন খবরই আপনি রাখেন না। কিংবা ওরা ভাববে যে, সদ্য হালে আপনি বোম্বাই শহরে এসেছেন।

কিন্তু দুটো অভিযোগই মিথ্যে। আপনি গবেট নন কিংবা বোম্বাইর নতুন বাসিন্দাও নন। তবু যদি কোন কারণে রাজার নাম না শুনে থাকেন, তাহলে আজ আপনাকে রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। শহরের সবাই রাজার নাম শুনবার জন্য ব্যগ্র। মেয়েরা ফিস্‌ফিস্ করে রাজার নাম বলবে; জিজ্ঞেস করবে, রাজা কি বিবাহিত না অবিবাহিত, তার কয়জন মেয়ে-বান্ধবী আছে? ছেলের দল এসে বায়না ধরবে: রাজা তোমার সাহায্য ছাড়া আমরা পাড়ায় থিয়েটার করতে পারছিনা। কিংবা বলবে, আমাদের কয়েকটা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকে কিনে দিতে পার ভাই। পলিটিসিয়ানরা রাজাকে ছাড়া এক কদমও এগিয়ে যেতে পারেন না···।

আসলে রাজা সব ধরনের কাজ করে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ অবধি—ইংরাজীতে যাকে বলেন 'জ্যাক অব অল ট্রেডস।'

যার সঙ্গে আপনারা এতোক্ষণ কথা বললেন কিংবা যার কাছ থেকে আপনারা রাজার গল্প শুনবেন, আমি সেই বান্দা অর্থাৎ আমার নাম হল রাজা। আমার পরিচয়, ঐ যে আগে বললুম 'জ্যাক অব অল ট্রেডস'···আসলে আমি জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে ভালবাসি···কিন্তু আমার শত্রু নিন্দুকেরা আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করেন না। বলেন, আমি হলুম প্রফেশন্যাল পলিটিক্যাল অ্যাজিটেটর···পুলিসের কর্তারা বলেন, ভাড়াটে গুণ্ডা। ওরা বলবে: ঐ শালাকে পয়সা দিন, সব করবে···মার্ডার, রেপ, স্মাগলিং···

ছিঃ ছিঃ, বলুন তো মানুষ এত নিন্দে কি করে করতে পারে!

সত্যিই আপনারা যদি আমার জীবন-কাহিনী শোনেন, তাহলে আপনারা বলবেন, পুলিসেরা নিন্দুক। কাজ-কর্ম কিছুই করতে পারে না, শুধু পরের নিন্দে গেয়ে বেড়ায়। আসল কথা কি জানেন? এই সংসারে যদি আরো কিছু রাজা থাকতো, তাহলে আপনারা আর পাপ-পুণ্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন না কিংবা ভালোমন্দের বিচার করতেন না।

বলতেন: জীবনে শুধু একটি জিনিস আছে; আর সে হলো 'লাইফ'।

আর লাইফ জিনিসটি কি করে উপভোগ করতে পারেন, তার একটু ফিরিস্তি আজ আমাকে দিতে হবে। নইলে আপনারা বলবেন, রাজা ব্লাফ, ফোর টুয়েন্টি।

কল্পনা করুন ঃ ভোরবেলা এগারটার সময় ঘুম থেকে উঠলেন। দেরীতে ঘুম থেকে উঠবার একটা গৌণ কারণ আছে। তার কারণ গতকাল রাত্রে পার্টি থেকে আপনি ফিরেছেন চারটের সময়। দুটো স্লিপিং ট্যাবলেট গিলে আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কয়েক ঘন্টার জন্যে দেহের উত্তেজনা-চাঞ্চল্য সব ভুলে গেলেন। ভোরে বয় এসে চা রেখে গেল। আপনি পেয়ালায় কড়া চা ঢাললেন— তারপর পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আপনার ঘুমের নেশা ভাঙলেন। পাশেই খবরের কাগজ পড়ে আছে। সাধারণতঃ খবরের কাগজ পড়েন না, কিন্তু তবু একবার সিনেমার পাতা কিংবা স্পোর্টসের পাতায় চোখ বুলিয়ে নেন— আর কাগজের কোথাও যদি কোন সুন্দরীর ছবি থাকে, তাহলে একবার লোভী ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকান। অফিসে যাবার বালাই নেই।

হয়তো আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে কিংবা রোজগারের অবৈধ পথ আছে। দুপুরে লাঞ্চে যাবার আগে দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে টেলিফোন করলেন। ওদের সঙ্গে কিছু মিষ্টি আলাপ হলো। তারপর আপনার বান্ধবীদের কাউকে নিয়ে লাঞ্চ খেতে শেরটনের হোটেলে গেলেন। বান্ধবীদের সংখ্যা অগুণতি ঃ রেখা, মালতী, আল-বেলা ও কামেলিয়া। এই ব্যাপারে আপনি জাত-ধর্ম বিচার করেন না। সুন্দরী নারীর সাহচর্য আপনি কামনা করেন। যে কোন দেশের, যে কোন ধর্মের হোক, আপনার প্রয়োজন হলো, 'দি মোস্ট বিউটিফুল গার্লস।'

বিকেলের জন্যে আপনার ভিন্ন বান্ধবী চাই। সত্যি কথা আপনি কারো কাছেই বলেন না। কারণ 'লাইফ' এনজয় করবার আগে আপনি তিন সত্যি করে কসম খেয়েছেন Thou shall not tell the truth.

এলো সন্ধ্যা, শুরু হলো 'লাইফে'র প্রথম দৃশ্য, প্রথম অঙ্ক। আজ সন্ধ্যায় আপনি কাকে নিয়ে বেরুবেন, সেইটে হলো আপনার প্রধান সমস্যা। ডায়েরীর পাতা খুললেন। বান্ধবীদের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর দেওয়া আছে। এই লিস্টে সব ধরনের বান্ধবীদের নাম আছে। বিবাহিতা, ডিভোর্সী, অবিবাহিতা, ফিল্ম স্টার, নার্স আর এয়ার হোস্টেস।…

কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার রুচি ঠিক হয়ে গেলো। ঠিক করলেন যে, আজকের সন্ধ্যায় আপনি আল-বেলাকে নিয়ে ড্যান্স করতে যাবেন। টেলিফোন করে আপনি আল-বেলাকে বললেন, তৈরী থেকো। আমি আসছি।

তারপর আটটার সময় আপনি স্পোর্টস মডেলের গাড়ীটি নিয়ে রাত্রের অভিনয়ের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু করলেন। আল-বেলা আপনাকে দেখে বললো, আজ তোমাকে দেখতে ভারি সুন্দর লাগছে।

আল-বেলা কথাটা অতিরঞ্জিত করে বলে নি। ব্ল্যাক টাই, দামী স্যুট, ওপরের পকেটে লাল রংয়ের সিল্কের রুমাল, গায়ে দামী সেন্ট যে কোন মেয়েকে আকর্ষণ করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বান্ধবীকে নিয়ে নাচের ফ্লোরে গেলেন। নাচ শুরু হলো। খুব দ্রুত লয়ের বাজনা, নাচছেন আর বান্ধবীর সান্নিধ্য আপনার দেহের উত্তেজনা বাড়াচ্ছে ·· ···

কিছুক্ষণ পরে আবার টেবিলে ফিরে এসে হুইস্কির গ্লাসে লম্বা চুমুক দিলেন। আর একবার আড়চোখে বান্ধবীর দিকে তাকালেন। বান্ধবীও আপনার মতো জীবনের নেশায় উত্তেজিত। তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্য আর বিস্তৃত করে বলতে হবে না। সে হলো যৌনধর্ম অর্থাৎ প্রাইভেট লাইফ।

কিন্তু নাটক শেষ হবার আগে আর একটি কথা বলা দরকার।

আপনার পেশা হল, ব্ল্যাকমেলিং।

* * *

কিন্তু আমি হলুম প্রফেশন্যাল পলিটিক্যাল অ্যাজিটেটর। ব্ল্যাকমেলিং আমার পেশা নয়। যারা ব্ল্যাকমেলিং করেন, তাদের শায়েস্তা করা কিংবা কঠিন সাজা দেয়া হলো আমার কাজ।

অস্বীকার করবো না যে, পড়াশুনা, বেশীদূর অবধি করি নি। এজন্যে বাবা-মাকে দুষবো না। পেন্নাম করি তাঁদের। আমাকে পণ্ডিত করবার অনেক চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু সবই ভাগ্য। জীবনের প্রথম দিন থেকে আমার যে জিনিসটার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, সে হলো হৈ-হল্লা-হাঙ্গামা করা। ক্লাসের সেরা গুণ্ডা ছিলুম আমি। এমন কি টিচার আমার নাম রোল কল করতে আতঙ্কিত হতেন। বলাতো যায় না, কখন হয়তো ওকে ঢিল-পটকা ছুঁড়ে বসি! স্পোর্টসম্যান ছিলুম। আমাকে ছাড়া কোন খেলা হতো না।

আমার বন্ধুরা বলতো, আমি হলুম ফায়ার ব্রিগেড। অর্থাৎ যদি কখনও আমার টীম চার-পাঁচ, এমন কি এক গোলও খেলো, তক্ষুণি ডাক পড়তো রাজার। রেফারীর মাথা ফাটাতে হবে। তাই প্রতি খেলার প্রারম্ভে রেফারী আমাদের দলের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করতেন, আজ মাঠে কী রাজা এসেছে? যদি শুনতে পেতো যে, আমি খেলার মাঠের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছি, অমনি সতর্ক হতো! আমার টীমের বিরুদ্ধে তিনি কোন গোল ডিক্লেয়ার করতেন না। কারণ পরিণাম কী হবে, তার অজানা ছিলো না। তাঁকে যেতে হবে হসপিট্যালে।

ম্যাট্রিক আমি পাস করতে পারি নি, তার কারণ পরীক্ষায় বই দেখে টুকতে গিয়ে ধরা পড়লুম। হেডমাস্টার এবং অন্য মাস্টারেরা খুশী হলেন। বন্ধুরা শোক জানালো। তাই স্কুল থেকে বিদায় নিতে হলো। তারপর একদিন বাড়ী থেকেও বিদায় নিতে হলো। কারণ হলো, প্রেমঘটিত ব্যাপার। পাশের বাড়ীর

একটি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম দানা বেঁধে উঠছিলো। হঠাৎ একদিন আমাদের চোরা প্রেম ধরা পড়লো। ব্যস, বাবা ডেকে সাফ জবাব দিলেন, গুড বাই। বাড়ী থেকে বেরোও।

এরপর আর বাড়ীতে থাকা যায় না। বাড়ী ছেড়ে আমি রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। সেদিন থেকে আমি হলুম সিটিজেন অব দি ওয়ার্ল্ড। কিংবা বলতে পারেন ফ্রিম্যান।

পেশার জন্যে পলিটিক্যাল পার্টিতে যোগ দিলুম। নীতি নিয়ে রাজনীতি করা আমার অভ্যেস ছিলো না। কখনও বামপন্থী, কখনও ডানপন্থী রাজনীতি করতুম। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আমার প্রাধান্য ছিল। তার প্রধান কারণ হলো, আমি ছিলুম দলের পাণ্ডা।

এ কাজ থেকে বেশ দু-পয়সা হতো। এছাড়া লাইসেন্স বিক্রি করে, চাকুরীর তদ্বির করে আমার হাতে বেশ ক্ষমতাও হয়েছিলো। কিন্তু আমার ভাগ্য ছিলো অলক্ষুণে। কারণ পসার যখন বেশ জমিয়ে নিয়েছি আর সেই সঙ্গে যখন দু-চারটে উপসর্গও জুটেছে, তখন আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। এক দিন থানায় ডেকে আমাকে বলা হলো যে, আমার নাম ওঁরা খাতায় টুকে রেখেছেন, কারণ আমি হলুম গুণ্ডা।

তারপর থেকে আমার বিড়ম্বনার অন্ত ছিলো না। শহরে কোথাও গোলমাল হলেই পুলিশ হুমকি দিয়ে বলতো ঃ ডাক শালা রাজাকে।

না, এ রকম ঝকমারি আমার আর ভালো লাগতো না। ভাবছি, কী করে জীবন সুখে-শান্তিতে কাটাতে পারবো··· এমনি সময় একদিন এক ফিল্ম ডিরেক্টর আমাকে ডেকে বললেন, রাজা, আপনি অ্যাকটিং করবেন?

অ্যাকটিং? আমার এই ছোট প্রশ্নে ছিলো বিস্ময় ও কৌতূহল।

আমি কোনকালেই সিনেমা দেখবার পোকা ছিলুম না। মাঝে মাঝে দু-চারটে ফিল্ম দেখেছিলুম বটে, তবে সেগুলো বিলেতি ছবি। স্মাগলিং কিংবা ফাইটিং পিকচার। ফিল্ম ডিরেক্টরের প্রস্তাবের কী জবাব দেবো ভাবছি, এমনি সময় ডিরেক্টর আমাকে লোভ দেখালেন। বললেন, রাজা, ফিল্ম দুনিয়াতে আছে নাম, যশ, টাকা। আর···

ডিরেক্টর তাঁর কথা শেষ করলেন না। আমার মুখের দিকে তাকালেন।

কী বলতে চান ডিরেক্টর? আমার জানবার কৌতুহল হলো।

আর কী? আমি ওঁর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলুম। ঃ গ্লামার গার্ল—ডিরেক্টর আমার লোভকে আরো তীব্র করবার জন্যে ছোট জবাব দিলেন।

ডিরেক্টরের প্রস্তাব আমায় আকর্ষণ করল। সত্যিই, আর পুলিসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে পারিনা। এর চাইতে ফিল্ম দুনিয়াতে কাজ করে আনন্দ

আছে, পয়সা আছে।

আমি ফিল্মে কাজ শুরু করলুম। আমাকে স্টান্টম্যান কিংবা বলতে পারেন ফাইট করবার রোল দেয়া হলো। মাঝে মাঝে আমি হিরোর পরিবর্তে ডামির রোল করতুম। কিছুদিনের জন্যে সুখে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলুম।

* * *

'পচা শামুকে পা কাটে।'

এই ফিলিম দুনিয়াতে কাজ করতে গিয়ে আমি প্রেমে পড়লুম। ফিল্মে কাজ করবার সময় একটি এক্সট্রা মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসা হলো। কিন্তু মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই। ওরা হুজুগের মাথায় কখন কী করে বসে, তার ঠিক নেই। আমি যে মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করতুম, তার নাম ছিল ময়না। মেয়েটি ফিল্মে নাচতো।

একদিন শুটিং-এর শেষে ময়নার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিলো। কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি রাখতে পারি নি। সেদিন আমার পার্টির দাদারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে ওঁরা একটি ডেমোনস্ট্রেশন করবেন। এই ডেমোনস্ট্রেশন করবার জন্যে লোক চাই। অর্থাৎ ডেমোনস্ট্রেশনে যোগ দেবার জন্যে কিছু লোক ভাড়া করতে হবে। আর লোক ভাড়া করবার কনট্রাক্ট আমাকে দেয়া হতো। আজ পার্টির দাদারা বললেন, রাজা পারবে কিছু লোক দিতে? ডেমোনস্ট্রেশনে চার ঘণ্টার জন্যে শুধু চীৎকার করবে। প্রতি লোককে পাঁচ টাকা করে দেবো। আর গলা ভাঙলে পেপস ওষুধের দাম দেবো।

লোক যোগাড় করতে আমার বেশ কিছুটা সময় লাগল। কাজ শেষ করে যখন স্টুডিওতে ফিরে গেলুম, তখন দেখতে পেলুম, ময়না স্টুডিওতে নেই। অনেকক্ষন আমার জন্যে দেরী করে চলে গেছে। এক ভদ্রলোকের গাড়ী করে বোম্বাই শহরে গেছে। স্টুডিওর একজন আমাকে এই খবরটি দিলো।

ভদ্রলোক এবং গাড়ীর কথা শুনে আমি চিন্তিত হলুম। ময়না কী তাহলে আর একজন শিকার পাকড়েছে! মেয়েদের কথা বলা যায় না! কখন কী করে বসে!

সেদিন আমার সন্দেহ অমূলক ছিলো না। ঘটনাটা আর ব্যঞ্জনা করে বলবো না। সংক্ষেপে বলবো ঃ ভদ্রলোকের নাম ছিল ছটু। ছটুরাম সিকদার বিজনেসম্যান। ময়নাকে দেখে তাঁর ভালো লেগেছে। তিনি ময়নাকে স্টুডিও থেকে সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দফতরে নিয়ে গেলেন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দফতর থেকে ময়না যখন বেরিয়ে এলো, তখন তার পদবী হলো মিসেস সিকদার।

ময়নার বিয়েতে আমি মনে আঘাত পেয়েছিলুম। ভাবলুম, ফিলিম দুনিয়া

ছেড়ে দেবো, আবার পলিটিক্যাল অ্যাজিটেশনের কাজ শুরু করব। এমনি সময় ময়নার স্বামী ছটুরাম আমাকে এসে বলল, রাজা আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে বিজনেস করবে?

: পার্টনারশিপ! আমার জবাবে ছিলো বিস্ময়, কৌতূহল।

: হ্যাঁ রাজা, নিউদিল্লীতে আমার একটি সেকেন্ড-হ্যান্ড মোটর বেচাকেনার দোকান আছে। আমরা বিদেশী এম্ব্যাসি থেকে সস্তায় বিলেতি গাড়ী কিনি এবং পরে সেগুলোর ওপর মোটা কমিশন বসিয়ে বাজারে বিক্রি করি। আমাদের এই সেকেন্ড- হ্যান্ড গাড়ী কিনবার সবচাইতে বড় খদ্দের হলো ফিলম স্টার। তোমার বোম্বাইর ফিল্মজগতে কনট্যাক্ট আছে। তুমি একটু চেষ্টা করলে এইসব গাড়ী চড়া দামে ওদের কাছে বিক্রি করতে পারবে।

আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এই প্রস্তাবের পেছনে রয়েছে ময়না। হয়তো বুঝতে পেরেছে যে, হুজুগে পড়ে সে ছটুরামকে বিয়ে করেছে। এখন আবার রাজাকে ফিরে পেতে চায়।

প্রস্তাব ঠেলে ফেলে দিতে পারলুম না। হিসেব করে দেখলুম ফিল্মের স্টান্টম্যান হওয়ার চাইতে বিজনেসম্যান, সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ীর মোটর দোকানের পার্টনার হওয়া অনেক ভালো। এছাড়া ময়নার সান্নিধ্যও পাবো। আমার পাপ মন। অবিবাহিতা মেয়ের বন্ধুত্ব চাইতে আমি বিবাহিতা নারীর বন্ধুত্ব কামনা করি। তাই ছটুরামের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলুম।

এই নতুন পেশা শুরু করবার আগে কী ছাই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, আমি এক বিরাট রহস্য-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বো?

রহস্য হলো, স্মাগলিং আর ষড়যন্ত্র হলো স্মাগলারকে ব্ল্যাকমেল করা। আর এই ব্ল্যাকমেলারকে ধরতে আমাকে কলকাতায় দৌড়ুতে হবে।

*　　　*　　　*

সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ী বেচাকেনার ভেতর বেশ আনন্দ-উত্তেজনা ছিল। এই কাজের জন্যে আমাকে প্রায়ই নিউ দিল্লীর বড়ো বড়ো দূতাবাসের কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হতো। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমি বিভিন্ন দূতাবাসের ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে পরিচিত হলুম। গাড়ী বেচাকেনা ছাড়াও ওদের সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা হলো। এম্ব্যাসীর ককটেল পার্টিতে আমার নিমন্ত্রণ আসতো। এইসব ককটেল পার্টিতে আমি একা যেতুম না। ছটুরামের বউ ময়নাও আমার সঙ্গে যেতো। ছটুরাম কোন আপত্তি করলে বলতুম, আহা, বুঝছো না কেন, সেলসম্যানশিপের জন্যে সুন্দরী মেয়ের দরকার হয়। ময়নাকে দেখলে ডিপ্লোম্যাটদের মন ভিজে যাবে। আর আমার কাছে সস্তা দরে গাড়ী বিক্রি করবে।

আমার এই জবাব একেবারে মন-গড়া ছিল না। অনেক দূতাবাসে আমি

ময়নার সূত্র ধরে আলাপ-পরিচয় করেছিলুম। গাড়ির দর কষাকষির সময় ময়নাকে সামনে রাখতুম। ময়নাকে দেখে ডিপ্লোম্যাটরা বেশী দাম হাঁকাতে পারতেন না।

*　　　　*　　　　*

একটি দিনের কথা আমার মনে আছে। মনে রাখবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। কারণ, সেদিন থেকে আমার ভাগ্য পরিবর্তন শুরু হলো।

বেলা দশটাব খানিক বাদে আমার দোকানে দু-জন লোক ঢুকল। দেখতে দু-জনই গুণ্ডা প্রকৃতির। বড়ো বড়ো জুলফি, ঝাঁকড়া চুল, হাতের মাংসপেশী দেখলে মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

লোক দুটোকে দেখে ওদের মুখের দিকে তাকালুম। প্রথমেই যাচাই করবার চেষ্টা করলুম, ওরা কী ধরনের ক্রেতা। এরা কী সত্যিই গাড়ী কিনতে এসেছে, না গাড়ী দেখতে এসেছে। আমার শো-রুমে সেদিন একটি নতুন মডেলের মার্সিডিজ গাড়ী ছিলো। গাড়ীটি আমি কিনেছিলুম এক সাউথ আমেরিকান দূতাবাস থেকে। বেশ সস্তা দরেই কিনেছিলুম। তারপর ভারত সরকারকে বেশ মোটা টাকা ডিউটি দিতে হয়েছিলো। তবু আমি এই মার্সিডিজ গাড়ী বিক্রি করে বেশ মোটা টাকা লাভ করবার স্বপ্ন দেখছিলুম।

লোক দুটোর চালচলন, কথাবার্তা দেখে মনে হলো না যে, ওরা গাড়ী কিনবার পাত্র। হয়তো বাইরে থেকে শো-রুমে মার্সিডিজ গাড়ী দেখে ভেতরে গাড়ীটাকে আরো ভালো করে দেখতে এসেছে। মার্সিডিজ গাড়ী দেখা অনেকের শখ।

আমি চেয়ার থেকে লোক দুটোর কাছে গেলুম। লোক দুটো গাড়ীর চারপাশ দু-একবার ঘুরলো। আমি প্রথমে কোন প্রশ্ন করলুম না। শুধু দু-একবার বেশ বিরক্তির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালুম।

ঃ আপনারা গাড়ী কিনবেন? বেশ কিছুক্ষণ পরে এই প্রশ্নটা আর না করে পারলুম না অনেকক্ষণ পরে ওদের চালচলন, ভাবভঙ্গী দেখে আমার মনে বিরক্তি ধরে গিয়েছিলো।

দুটো লোক এবার আমার কাছে এসে দাঁড়াল। একজন লোক পকেট থেকে একটি বিলাতি সিগারেট বের করে তার বন্ধুর হাতে দিল। তারপর নিজে একটি সিগারেট মুখে পুরলো।

আপনার কী নাম? লোকটি সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে বেশ ভারিক্কী চালে প্রশ্ন করলো।

লোকটির প্রশ্ন করবার কায়দা দেখে আমার মনে বিরক্তি ধরে গেলো। এমন বেয়াদবী ঢংয়ে আমাকে কেউ কোনদিন প্রশ্ন করে নি। তবু ভাবলুম,

হাজার হোক ওরা হলো ক্রেতা, খদ্দের। কাজেই আমাকে দু-চারটে অপ্রিয় প্রশ্ন, জেরা সহ্য করতে হবে বৈকি।

: আমি ভেবেছিলুম, আপনারা এই পুরানো মার্সিডিজের দাম জিজ্ঞেস করবেন। অবিশ্যি আমার নামের সঙ্গে গাড়ীর দামের কোন মিল নেই; তবু আপনারা যখন জানতে চাইছেন, তখন আমাকে স্বীকার করতে হবে, আমার নাম রাজা।

: ভালো করেছ তোমার নাম বলে। আমরা আবার বেয়াদবী জবাব একেবারেই সহ্য করতে পারিনে। যাক, আমাদের পরিচয় দিই। আমার নাম তোতন আর এ হলো লাট্টু। আমরা বোম্বাইতে থাকি—দিল্লীতে এসেছি…

ওদের কথা শেষ হবার আগেই আমি বললুম: সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ী কিনবার জন্যে দিল্লীতে এসেছেন?

লাট্টু হাসলো। আমি দেখলুম, কথা বলবার সময় ওর সোনার দুটি দাঁত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

কিন্তু লাট্টুর হাসি আমার একদম ভালো লাগে নি। মনে হলো শয়তানের হাসি। আর ঐই হাসি দেখবার পর আমার মন বলতে লাগলো, এরা গাড়ী কিনবার পাত্র নয়। গাড়ী কেনা এবং এই শো-রুমে গাড়ী দেখতে আসা একেবারে বাহানা। এরা দু-জনেই গভীর জলের মাছ। আমার সঙ্গে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা দেখা করতে এসেছে। কী উদ্দেশ্য? সেইটে আমার জানা দরকার।

লাট্টু এবং তোতন শয়তান হতে পারে বটে; কিন্তু রাজাও পাত্তর সহজ নয়। বোম্বাইর পুলিসের খাতায় আমার নামের পেছনে লেখা ছিলো: রাজা, 'দি মোস্ট রিফাইনড' স্কাউনড্রেল ইন দি টাউন। 'দি রিফাইনড' স্কাউনড্রেল বলবার কারণ হলো, আমার আদব-কায়দা ছিলো পুরো সাহেবী। আর কার যে কখন সর্বনাশ করবো, কেউ বলতে পারতো না। আর এছাড়া মারপিটে আমি ছিলুম একেবারে 'রাজা'।

: আপনাদের পরিচয় পেয়ে খুশী হলুম। কিন্তু এবার বলুন তো আপনারা কী চান?

আমার প্রশ্নে লাট্টু কিংবা তোতন কোন জবাব দিলো না। আর একবার গাড়ীর চারপাশ ঘুরে বললো, লাভলি কার? দাম কত!

প্রশ্নটা শুনে মনটা আনন্দে ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাহলে হয়তো ওরা সত্যি সত্যি খদ্দের, গাড়ী কিনতে চায়। কী অন্যায়, আমি ওদের ভুল সন্দেহ করেছিলাম।

: কিনবেন গাড়ী? আমি বেশ একগাল হেসে জবাব দিলুম, খুব বেশী দাম নয়। দেড় লাখ।

: মিস্টার…লাট্টু কী জানি বলবার চেষ্টা করলো। আমি ওর কথাটা লুফে নিলুম।

ঃ যদি সত্যি আপনারা কেনেন, তাহলে দাম আরো এক পার্সেন্ট কমিয়ে দেবো···আমি লাট্টু তোতনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম।

ঃ সাইমন জনের নাম শুনেছেন? তোতন এবার মুখ খুলল।

সাইমন জনের নাম শুনে আমি চমকে উঠলুম। সাইমন জনের নাম আমার কাছে অপরিচিত নয়। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো না; কিন্তু তার বহু কাজকর্মের ব্যাপারে আমি বেশ খানিকটা ওয়াকিবহাল ছিলুম। তিনি ছিলেন পয়সাওয়ালা লোক। ব্যবসা করতেন, তবে কিসের করতেন জানিনা। বাজারে একটা জনশ্রুতি ছিলো, সাইমন জন পাওনাদারদের 'ব্ল্যাঙ্ক চেকে' পেমেন্ট করতেন। ব্যাঙ্কে তাঁর অঢেল টাকা ছিলো।

সাইমন জনের নামের সঙ্গে আমার পরিচিত হবার আর একটি কারণ ছিলো। সাইমন জনের ছেলে—তবে আসল ছেলে নয়, সৎ ছেলে—ডিকি জনের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ছিলো। আমি যখন ফিলম লাইনে স্টান্টম্যানের কাজ করতুম, তখন ডিকি জন ছিলেন ফিল্মের প্রডিউসার। ও'র একটা ছবিতে আমি কাজ করেছিলুম। ছবি তুলবার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। আর সেই দুর্ঘটনায় ডিকি জন মারা যান।

আজ হঠাৎ আবার তোতনের মুখে সাইমন জনের নাম শুনে চমকে উঠলুম। সাইমন জনের নাম এরা করলো কেন? কী উদ্দেশ্য? সাইমন জন কী চান আমার কাছ থেকে? অনেকগুলো প্রশ্ন-কৌতূহল এসে আমার মনে জড় হলো। সম্প্রতি বাজারের কানাঘুষোয় শুনেছিলুম, সাইমন জন কিছু কালোবাজার, কিছু স্মাগলিং-এর কাজ-কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। কিন্তু ও'কে কোর্টে টেনে নেবার মতো কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাই সাইমন জন আজও প্রকাশ্যে, বাজারে হম্বিতম্বি করে বেড়াচ্ছেন··· ···আমি জানতুম, সাইমন জন রাজনীতি করেন। তাঁর কিছু রাজনৈতিক মুরুব্বী আছেন, যাঁদের সাইমন জন নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে থাকেন। তাই সাইমন জনের বিরুদ্ধে হাজার রকমের কানাঘুষো থাকলেও বাজারের সেই গুজবকে প্রমাণ করবার মত তথ্য পাওয়া যেতো না।

কিন্তু আমি আর একটি খবর জানতুম, যা সাধারণ লোকের জ্ঞাতব্য ছিল না। আমি জানতুম, এই কালোবাজারের পেছনে কিংবা স্মাগলিং-এর কাজকর্মে সাইমন জন ছিলেন শিখণ্ডী। অর্থাৎ ফ্রন্ট। এদের পেছনে আরো শক্তিশালী লোক ছিলেন, যারা আসলে স্মাগলিং, কালোবাজারি, কিংবা নাইট ক্লাবের ব্যবসা করতেন। আর এই শক্তিশালী দলের সর্দার ছিলেন বাবু জাভেরী। বিচিত্র মানুষ বাবু জাভেরী আর বিচিত্র তাঁর কাজকর্ম। কিন্তু তাঁর পেশার এবং কর্মপদ্ধতির পরিচয় দেবার আগে এই কাহিনীর পটভূমিকা বোম্বাই শহরের কিছুটা গৌরচন্দ্রিকা করা প্রয়োজন।

বিচিত্র শহর বোম্বাই। শহরের জীবনের গতি দেখলে কক্ষণো কারো মনে হবে না যে শহরের নাগরিকের জীবনে আর একটি জীবন আছে, যার ইতিহাস কেউ জানতে পারে না। সেই জীবনের ইতিহাস কখনও কখনও পুলিসের খাতায় টুকে রাখা হয় বটে, তবু পুরো খবর কেউ জানতে পারে না। আর সেই জীবন হলো স্মাগলিং, কালোবাজার, নাইট ক্লাবের জীবন।

প্রতি রাত্রে বোম্বাই শহরের নাগরিকেরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন এরা একদল সজাগ-তৎপর হয়ে ওঠে। এঁরা হলেন স্মাগলার, দিনে ভদ্রলোক। এরা হলেন টাকার কালোবাজারের সর্দার। এঁদের কাছে কোন ধর্ম নেই, ভগবান নেই, নীতি নেই। এঁদের কাছে আছে ক্ষমতা, পয়সা……

প্রতি রাত্রে এদের বাড়ীগুলো আলোয় ঝলমল করে ওঠে। পার্টি হয়, কখনও স্টিরিও রেকর্ডের সঙ্গে তাল রেখে বিলেতি নাচ হয়—কখনও বা দেশী নাচ। নাচের পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীদের পরিবর্তন হয়। ডোরা সুজান যখন রাম্বা কিংবা টুইস্ট নেচে ক্লান্ত হয়, তখন নাচের আসরে আসেন আর একদল অপ্সরা –মালতী, রেখা…নাচের আসরকে জমিয়ে তুলবার জন্যে সবচাইতে বড়ো আনুষঙ্গিক হলো বিলেতি মদ—মানে স্কচ-হুইস্কি। ব্ল্যাক লেবেল, শিভাজ রিগ্যাল কিংবা সামথিং স্পেশাল।

নাচের আসরের পেছনে আর একটি ছোট ঘর থাকে, যাকে বলা হয় প্রাইভেট চেম্বার। ঐ চেম্বারে আপনি বান্ধবীদের নিয়ে যেতে পারেন। তবে এর জন্যে কিছু বেশী পয়সা খরচ করতে হবে।

নাচ-গানের আসরে এদের বাড়ী যখন ডগমগ করতে থাকে, তখন দলের সর্দার চোরাই কারবারের হিসেব কষতে থাকেন। বাজারের দুর্লভ ওষুধ কিংবা পাউডার-মিল্ক তিনি স্টক করে রেখেছেন। প্রকাশ্যে ও জিনিস বিক্রি হয় না। লুকিয়ে কয়েকটা দোকানে এইসব দুষ্প্রাপ্য জিনিস চড়া দামে বিক্রি করা হয়। অবশ্য সবগুলো দোকানের মালিকই হচ্ছেন এই দলের সর্দার। এইসব দুষ্প্রাপ্য জিনিস টেবিলের কাউন্টারের পেছনে বিক্রি করা হয়।

রাতের আঁধার যখন আর একটু ফিকে হয়ে এলো, তখন দলের সর্দার তার বিলেতি গাড়ী করে বেরুলেন তাঁর ইন্সপেকশন ট্যুরে।

বোম্বাই শহর শান্ত, ঘুমিয়ে আছে। …মাঝে দু-একটা মাল সরবরাহকারী ট্রাক কিংবা দুধের ভ্যান রাস্তার নিস্তব্ধতা ভেঙে করে তীব্র আর্তনাদ করে ছুটে যাচ্ছে……। দলের সর্দারও যাচ্ছেন তাঁর স্মাগলিং-এর আস্তাখানায়। সাগরেদরা প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছে। সর্দার এলেই স্মাগলিং-এর ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে। ইনফরমারেরা খবর দেবে, কোথায় এন্টি-স্মাগলিং স্কোয়াডের পুলিসেরা লুকিয়ে আছে। পুলিস স্মাগলারদের ধরবার জন্যে কী নতুন প্ল্যান-নকশা করছে। কী করে সেই প্ল্যান-নকশা বানচাল করতে হবে।

সর্দার এলেন। নিজের আসল রূপকে ঢেকে রাখবার জন্যে তিনি কালো চশমা পরেছেন। আর পরেছেন মাথায় উইগ। সর্দারকে দেখে বুঝবার জো নেই, তিনি কে কী তাঁর পরিচয়—কী তাঁর নাম? ভক্তদের, সমর্থকদের কাছে তিনি সর্দার নামে পরিচিত। তিনি স্বল্পভাষী, কিন্তু দৃঢ় তাঁর মন। সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয় না। কারো জীবনকে তিনি পরোয়া করেন না। তাঁর কাছে নারীর জীবন, বেঈমান অনুচরদের জীবন অতি খেলো—সস্তা। যে নারী তাঁর হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, তার সর্বনাশ করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সর্দারের নীতি হলো: ওয়ানস মাই গার্ল অলওয়েজ মাই গার্ল।

যে অনুচর তাঁর সঙ্গে বেঈমানী কিংবা প্রতারণা করবার চেষ্টা করেছে, তাকে সংসার থেকে সরিয়ে দিতে সর্দার সংকোচ বোধ করেন না।

সর্দার কঠোর নির্দয়হীন তবু তিনি দলের পাণ্ডা। তাঁর একটি আঙুলের নির্দেশে পৃথিবী থেকে একটি জীবন সরে যেতে পারে— অন্য একটি জীবন উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

ভালোবাসা! না, সর্দার কোনদিন ভালোবাসায় বিশ্বাস করেননি। নিজের জন্ম নিয়ে কোনদিন অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেন নি। হয়তো অতীতের সেই বিস্মৃত কাহিনীগুলোকে রোমন্থন করলে তাঁর মন বিষাদে ভরে উঠতো। আজ অতীতের পানে তাকিয়ে লাভ নেই। এখন জীবনের অনেকটা পড়ে আছে। সেই জীবনকে উপভোগ করতে হবে। আর জীবন উপভোগ করবার জন্যে আছে নারী এবং সুরা—অদম্য আকাঙ্ক্ষা···উৎসাহ, আর পরিশ্রম করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

তবু এই আলোয় ঝলমল-করা জীবনের মধ্যিখানে তাঁর আর একটি মহিলার মুখ মনে পড়ে। তিনি সর্দারের মা···জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন। তারপর একদিন হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগে মারা গেলেন। সেদিন তাঁকে ওষুধ কিনে দেবার সামর্থ্য সর্দারের ছিল না। মা মরে যাবার পর কান্নার সুযোগও সর্দার পান নি। সৎকার-সমিতির লোকেরা এসে মার দেহটি নিয়ে গেলো। কোথায়, সেদিন এই প্রশ্ন করবার মত সর্দারের সাহস ছিল না। কিন্তু আজ মার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে সর্দার বুঝতে পেরেছেন, পয়সা না থাকলে জীবনে বেঁচে থাকা যায় না।

'মানি মানি'···টাকা হলো সোনা - টাকা হলো জীবন। আর এই টাকা তাঁকে রোজগার করতে হবে। টাকা তাঁকে ক্ষমতা দেবে—লোককে বশ করবে। তাই সর্দার কোনদিন ভাবপ্রবণতায় কিংবা ভালোবাসায় বিশ্বাস করেন নি··· শুধু চেয়েছেন পয়সা এবং ক্ষমতা···

* * *

দুবাই থেকে মাল আসে। বিলেতি মাল। সমুদ্রের বেশ খানিকটা দূরে মাল নিয়ে ধাউ নৌকোগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। বেশীক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়াবার জো নেই। সরকারের এন্টি-স্মাগলিং স্কোয়াডের মোটরলঞ্চগুলো চরকিবাজির মতো সমুদ্রের চারদিকে ঘুরছে। ওরা স্মাগলারদের ধরতে চায়, আর স্মাগলাররা ওদের এড়িয়ে যেতে চায়। প্রতিদিন ওদের সঙ্গে জল পুলিশ আর কাস্টমসের লুকোচুরি খেলা হয়।

নৌকার ভেতর আছে অনেক টাকার মাল। রেডিও, পেন, ঘড়ি, ট্রানজিসটর—আরো কতো কি! বোম্বাইর বাজারে, দিল্লীর ফুটপাতে এইসব মাল বিক্রি হবে। তারপর সেই মাল বিক্রির টাকা দিয়ে নেপাল থেকে আফিম কেনা হবে। আর সেই আফিম নৌকো করে যাবে মধ্যপ্রাচ্যে। সেখান থেকে মের্সাই শহরে। এমনি করে প্রতিদিন বিলেতি মাল আসে এবং আফিম পাচার করার জন্যে শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন হয়। বিশ্বস্ত অনুচরের দরকার হয়, যারা সর্দারের গলা কাটবে না। শুধু তাই নয়, সরকার স্মাগলার-দের ধরবার জন্যে কী করছেন, সেই খবর জানবার দরকার হয়। সরকার মহলের খবর বের করবার জন্যে লোক রাখতে হয়। ব্যবসায়ীরা যাকে বলেন কনটাকট ম্যান—পাবলিক রিলেশন্স অফিসার—সর্দার তাদের বলেন ইনফরমার। সরকারী বড়ো বড়ো কর্মচারীদের তুষ্ট রাখবার জন্যে সুন্দরী মেয়ে, সুরা এবং অর্থের প্রয়োজন আছে। অবিশ্যি এর জন্যে পয়সা ব্যয় করতে সর্দার কার্পণ্য করেন না।

সর্দার শুধু ধাউ নৌকা দিয়ে মাল স্মাগল করেন না। এয়ারপোর্টে জাহাজঘাটায় তাঁর লোক আছে। সুন্দরী মেয়ে, ওদের মিষ্টি মুখ দেখে বুঝবার যো নেই যে, ওরা ব্লাউজের ভেতরে করে আফিম বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ-ঘাটায় কুলীরা, কমিশনে কাজ করে। জাহাজ থেকে কাস্টমসের চোখে ধুলো দিয়ে মাল নিয়ে আসা হয়। কখনও-বা বিদেশী মাল আমদানির ভেতর চোরাই মাল থাকে বন্দোবস্ত সেখানেও আছে, যেই শুনবে মালটা সর্দার আমদানী করেছেন, অমনি মাল বিধিনিষেধের বেড়াজাল পার হয়ে গেলো।

রাত্রে সর্দার নাইট ক্লাবের মালিক। সুন্দরী মেয়েদের মনিব—আর স্মাগলার। কিন্তু যেই দিনের আলো দেখা গেলো অমনি সর্দারের চেহারা পাল্টে গেলো। তিনি হলেন ব্যবসায়ী, বিজনেসম্যান, শেয়ার মার্কেটে ফাটকা খেলেন। শেয়ার কেনেন আর সেই শেয়ারের দাম একটু বাড়লেই বাজারে বিক্রি করে দেন। আর এই কয়েক মুহূর্তের লেনদেনে তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করেন। কখনও তিনি কয়েক ঘণ্টার জন্যে কোন বড়ো কোম্পানীর সবচাইতে বড়ো অংশীদার। আর এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি কোম্পানীর জাল শেয়ার তৈরী করেন। শেয়ারের কাগজ দেখলে বোঝবার যো নেই শেয়ারগুলো আসল না

ঝুটো মাল। আর এই জাল শেয়ার বিক্রী করেন কলকাতা-বোম্বাই-র শেয়ার বাজারে। আর এই জাল শেয়ার বিক্রী থেকে তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে সর্দার কখনও পুলিসের চোখে ধুলো দিতে পারেন নি। পুলিশ জানে সর্দারের আসল পেশা কী। তারা জানে শেয়ার মার্কেটের ব্যবসাটা হলো মুখোষ। তার আসল কাজ হলো স্মাগলিং, ব্ল্যাক মার্কেটিং এবং পিম্পিং—অর্থাৎ নাইট ক্লাবের মেয়ে, বড়লোকদের দেহের খিদে মেটাবার জন্যে সাপ্লাই করা। যদি কখনও স্মাগলিং কিংবা ব্ল্যাক মার্কেটিং করতে গিয়ে সর্দারের কোন সাগরেদ ধরা পড়লো তাহলে সে কখনও মুখ ফুটে বলবে না যে সে হলো সর্দারের তাঁবেদার এজেন্ট। বিচারে অবিশ্যি সাগরেদ ছাড়া পায়—কারণ তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা বড়ো কঠিন ব্যাপার। কারণ এজেন্ট কোনদিন সর্দারকে দুচোখে দেখেন নি—এমন কি তার নামও তার কাছে অপরিচিত। হ্যাঁ, একটা মিডলম্যানের মাধ্যমে সর্দারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিলো বটে এবং এই মিডলম্যানের কাছ থেকে ওরা চোরাবাজারের ওষুধগুলো পেয়েছিলো। তবে ওষুধের আসল মালিকের নাম তাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত।

*　　　*　　　*

এ হলো সর্দারের গতানুগতিক জীবন। তার এই জীবনের উপর আর একটা জীবনের স্তর আছে।

সর্দার ধর্ম করেন এবং গরীব দুঃখীকে অজস্র পয়সাকড়ি দান করেন। অবিশ্যি দান করার প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষকে বিভ্রান্ত করা। সবাই বলেন ভদ্রলোকের দয়া আছে। গরীবরা ওর নাম উচ্চারণ করে সর্দারের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সঙ্গে সর্দার বিশেষভাবে জড়িত। কোন প্রতিষ্ঠানে তিনি চেয়ারম্যান—কোন প্রতিষ্ঠানের পেট্রন, পৃষ্ঠপোষক। আর সবাই সর্দারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্য ব্যগ্র, লালায়িত।

সর্দারের এই বৈচিত্র্যময় জীবনে কখনও ভাটা পড়ে না ক্লান্তি আসে না। প্রতিদিনই যেন তিনি বেশী কাজ করবার প্রেরণা উদ্দীপনা পান। প্রতিদিনই যেন তার মনে হয় জীবনে আরো অনেক কিছু করবার আছে।

বোম্বাই শহরে স্মাগলিং ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারের কাজ করবার জন্যে সর্দারের আরো প্রতিদ্বন্দ্বী আছে··· ক্ষমতায়, ব্যবসায় ওরা সর্দারের চাইতে কোন অংশে হেয় নন। সর্দার স্মাগলিং, পিম্পিং, ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারের কাজ তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লাভ ভাগ-বাটোয়ারা করেন। কে কোন্ এলাকায় ব্যবসা করবে—কোন্ পাড়ায় ওষুধ বিক্রী করবার অধিকার কার আছে তার হিসেব-নিকেষ ওরা আগে থেকে করে রেখেছেন। কেউ কারু এলাকায় মাথা গলায় না।

প্রতিটি এলাকায় প্রতিটি দোকানের মাসিক রেট বেঁধে দেয়া হয়েছে। বলা আছে চাঁদা দাও—নইলে বিপদ হবে। মাঝে মাঝে সর্দার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে দেখা করেন, বিবিধ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু নিজের গোপন ব্যবসার কথা কেউ কখনও কারু কাছে বলেন না। আর সবাই জোট মিলে ঠিক করেছে, প্রাণ যাবে কিন্তু পুলিসের কাছে কেউ কোন কথা বলবে না।

* * *

এ হলো বোম্বাই-র সর্দারের জীবন কাহিনী। এই শহরে শুধু এক সর্দার থাকেন না। প্রায় ডজনখানেক কিংবা আরও বেশী সর্দার শহরের চারদিকে ভদ্রলোকের মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সাইমন জন এই দলের একজন। তবে সাইমন জন বড়ো সর্দার নন। ছোট সর্দার। বাবু জাভেরী হলেন তার আসল মনিব। পর্দার আড়াল থেকে বাবু জাভেরী হুকুম দেন, সাইমন জন সেই হুকুম তামিল করেন।

* * *

আজ তোতন যখন সাইমন জনের নাম আমার কাছে করলো আমি তখন বেশ খানিকটা চমকে উঠলুম। আমি যখন পলিটিক্যাল পার্টিতে প্রফেশনাল অ্যাজিটেটরের কাজ করছিলুম তখন তার কাজকর্মের সঙ্গে আমি বেশ পরিচিত ছিলুম। কিন্তু বাবু জাভেরীকে আমি কখনও নিজের চোখে দেখি নি শুধু আমার চেলাদের কাছে শুনেছিলুম যে সাইমন জনের আসল মনিবের নাম হল বাবু জাভেরী। অতীতেই এই স্মৃতি রোমন্থন করতে আমার বেশী সময় লাগে নি। কিন্তু হঠাৎ লাট্টুর প্রশ্নে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো।

আপনার গ্যারেজের গাড়ীগুলো ইন্সিওরেন্স করেছেন?

লাট্টুর প্রশ্ন আমার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করল। পুরান গাড়ী বিক্রীর সঙ্গে ইন্সিওরেন্সের কী সম্পর্ক?

আমি লাট্টুর কথার কোন জবাব দিলুম না। শুধু চোখ তুলে লাট্টু এবং তোতনের মুখের দিকে তাকালুম। আমার এই দৃষ্টিতে ছিল বিরক্তির রেশ। গাড়ী এবং গ্যারেজ আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এর ভেতর লাট্টু এবং তোতনের নাক গলাবার কী দরকার। তাই বিরক্তির মেজাজে আমি প্রশ্ন করলুম : আপনাদের এই কথা জানবার কী দরকার?

ধরুন, কাল যদি আপনার গ্যারাজে আগুন লাগে এবং আপনার স্টকের সব গাড়ীগুলো পুড়ে যায় তাহলে কী করবেন? ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কী আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেবে?

আমি কোন জবাব দেবার আগে তোতন বললো : আসল কথা কী জানেন? আমরা দুজনে হলুম সাইমন জনের দলের লোক। সাইমন জন আপনার

সঙ্গে দেখা করতে চান। আর আপনি যদি সাইমন জনের কথা না শোনেন তাহলে গাড়ীগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে বৈকি!

আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, আজ কোন বিশ্রী নোংরা কাজ করবার জন্যে সাইমন জন আমাকে স্মরণ করেছেন। আর আমাকে যে তার প্রয়োজন এ খবরটা তিনি লাট্টু এবং তোতনের মারফৎ পাঠিয়েছেন। আমি যদি সাইমন জনের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করি তাহলে আমাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে বৈকি! আর আমার প্রথম ভবিষ্যৎ হলো গাড়ীর গ্যারাজ। হয়তো ওরা গাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেবে। আসলে সাইমন জনের প্রস্তাব হলো: রাজা তোমাকে আমার প্রয়োজন। যদি তুমি আমার কথানুযায়ী কাজ করো—চমৎকার! যদি তুমি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করো তাহলে নিজেকে সামলাও।

এ আর কিছু নয়: ব্ল্যাকমেলিং।

: সাইমন জন?

আমি ইচ্ছে করেই দু-একবার সাইমন জনের নাম উচ্চারণ করলুম। তোতন এবং লাট্টু আমার কাছ থেকে একটা সরল সহজ জবাব পাবার জন্যে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

: সাইমন জন নামটি আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। ওর সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। তবে উনি হয়তো আমাকে দেখে থাকতে পারেন। তবে ওর কথা আমার কাছে বলছেন কেন?

: সাইমন জন অবিলম্বে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনার সঙ্গে ওর কয়েকটি জরুরী কথা আছে—তোতন বললো।

আমি বিজনেসম্যান। রাজনীতি নিয়ে আজকাল আমি আলোচনা করি না—আমি বেশ একটু কৈফিয়তের সুরে জবাব দিলুম।

: সাইমন জন আপনার সঙ্গে বিজনেস নিয়ে কথা বলবেন—লাট্টু জবাব দিলো।

: কী ধরনের ব্যবসা? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

: তার পুরো ফিরিস্তি সাইমন জন আপনাকে দেবেন। আগে আপনি ওর সঙ্গে দেখা করুন। তারপর কী ধরনের ব্যবসা করবেন এই নিয়ে আলাপ আলোচনা করুন—তোতন মন্তব্য করলো।

হঠাৎ লাট্টু মার্সিডিজ গাড়ী এক পাক ঘুরে এসে সোজা আমাকে জিজ্ঞেস করলো: আচ্ছা—সাইমন জনের ছেলে ডিকি জনের নাম শুনেছেন?

ডিকি জনের নাম শুনে আমি চমকে উঠলুম। ডিকি জনের সঙ্গে আমি ফিল্ম লাইনে কাজ করতুম। ডিকি জন ছিলেন প্রডিউসার ডিরেক্টর। আর আমি ছিলুম স্টান্টম্যান। কিন্তু এতো অতীত দিনের কথা। পুরানো দিনের কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কী?

ডিকি জনকে আমি চিনতুম। অল্প-বিস্তর। কিন্তু তার কথা আপনারা আজ জিজ্ঞেস করছেন কেন?—আমি লাটুর প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলুম।

আপনি জানেন ডিকি জন আজকাল কোথায় থাকেন? তোতন এই প্রশ্নটি করে কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। হয়তো সে আমার মুখের ভাব প্রতিক্রিয়া দেখতে লাগলো।

তাহলে কী লাটু—তোতন আমার অতীত জানে? ওরা কী জানে যে আমি আর ডিকি জন ফিল্ম লাইনে এক সঙ্গে কাজ করতুম। আর—

আর বাকী কথাটা আজ নাইবা বললুম। আমি শুধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লাটু—তোতনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম: মিস্টার, প্রথমে ভেবেছিলুম যে আপনারা দু-জনে আমার গ্যারাজ থেকে গাড়ী কিনতে এসেছেন। কিন্তু এখন আপনাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে আপনারা আমার অতীত জীবনের কিছুটা জানেন।

: অল্প-বিস্তর। এখন বলুন ডিকি জনের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় ছিলো? তোতন আবার জিজ্ঞেস করলো।

: আলাপ পরিচয়! আমি ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করলুম। আপনারা যখন আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে এতো কথাই জানতে পেরেছেন তখন এ কথাও নিশ্চয় জানেন যে দু-বছর আগে ডিকি জন যখন মারা গেলেন তখন তার মৃত্যুর জন্য কে দায়ী ছিলো?

কথাটা বলে আমি তোতনের মুখের দিকে তাকালুম। তারপর নিজেই জবাব দিলুম। আমিই দায়ী ছিলুম। আরো সহজ সরল ভাষায় বলতে পারেন, ডিকি জনকে আমিই খুন করেছিলুম।

* * *

ভেবেছিলুম আমার কথা শুনে লাটু এবং তোতন হকচকিয়ে যাবে। কিন্তু আমার জবাব শুনে ওদের মুখের হাব-ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। বরং তোতনের মুখে খানিকটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারলুম, ওরা আগে থেকেই জানতো, আমি ডিকি জনকে খুন করেছি।

তোতন এবার পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। একটি সিগারেট লাটুকে দিলো। তারপর প্যাকেটটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো: লাইক সিগারেট?

আমি আপনাদের ব্রান্ড সিগারেট খাই নে—এই বলে আমি নিজের সিগারেট প্যাকেট বের করলুম। তারপর একটি সিগারেটে আগুন ধরালুম। আলতো করে সিগারেট ধরানো আমার স্টাইল। তোতন তার লাইটার দিয়ে আমার

সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ বলুন, আপনার সঙ্গে ডিকি জনের শেষ কবে এবং কোথায় দেখা হয়েছে ?

নিজের স্মরণশক্তিকে প্রখর করবার চেষ্টা করলুম। আমার আবার সব কথা মনে থাকে না। দিনে হাজার বিষয় নিয়ে চিন্তা করি···আর সব কথা মনে রাখব কী করে ? আমার জীবনে বৈচিত্র্যকর ঘটনা তো আর কম ঘটে নি। প্রেম আর ঝগড়া করেছি। সব কথা মনে ধরে রাখবার মতো ক্ষমতা আমার নেই। ভাবতে লাগলুম ডিকি জনের সঙ্গে আমার শেষ কোথায় দেখা হয়েছিলো। কলকাতায়, খিদিরপুরে ? হ্যাঁ, এবার আমার আবছা মনে পড়তে লাগলো ঃ ডিকি জন আর আমি, একটা ছবি শুটিং করতে কলকাতায় খিদিরপুরে দু-বছর আগে গিয়েছিলুম। ডিকি জন ছিলো ছবির ডিরেক্টর আর আমি ছিলুম ছবির স্টান্টম্যান। আমার রোল ছিলো মারপিট করবার—অর্থাৎ আমি ছিলুম গুণ্ডার সর্দার। সীনটা আমাকে ভালো করে বোঝাবার জন্যে ডিকি জন নিজেই হিরোর অভিনয় করতে লাগলো।

'সীনে' ছিলো আমি হিরোর মুখে ঘুষি মারবো। কিন্তু ডিকি জন আমার ঘুষির ধাক্কা সামলাতে পারে নি। সে জাহাজের রেলিং থেকে জলে গড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু ডিকি জন আর জল থেকে উঠে আসে নি। জলে বিস্তর খোঁজা হলো। কিন্তু কোথায় ডিকি জন ? অনেক খোঁজাখুজির পর পুলিস বললো জলের স্রোতে ডিকি জনের দেহ অন্য কোথাও ভেসে গেছে। অবিশ্যি ডিকি জন সাঁতার কাটতে জানতো না। তাই সবাই বলতে লাগালা ডিকি জনের নিশ্চয় মৃত্যু হয়েছে।

আজ তোতনের প্রশ্ন শুনে এই সব কথা আমার মনে এসে জড়ো হলো। আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তোতনের প্রশ্নের জবাব দিলুম না।

তোতন আমার মুখের দিকে তাকালো। তার এই চাউনিতে ছিলো প্রশ্ন ঃ জবাব দাও।

আমি হাসলুম। আমার হাসি ছিলো শয়তানের। আজ অবধি আমার পেট থেকে কেউ সহজে কথা বের করতে পারেনি। কিন্তু তবু তোতনকে খুশি করবার জন্যে বললুম ঃ দু-বছর আগে আমার ডিকি জনের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিলো। কলকাতায় আমরা একটা ছবির শুটিং করবার জন্যে গিয়েছিলুম।

লাট্টু সিগারেটে এক লম্বা টান দিলো ! আমি তাকিয়ে দেখলুম যে ওর সিগারেট হাতে ধরবার এক বিশেষ ভঙ্গী আছে। আমার মনে পড়লো, বোম্বাইর 'মটকা' খেলার সর্দারদের এইভাবে সিগারেট ধরতে এবং টান দিতে দেখেছিলুম।

লাট্টু বললো ঃ পুরানো কাসুন্দি ঘাটবেন না। নতুন কিছু বলুন। আমরা জানতে চাই কি করে ডিকি জন মারা গেলো ?

আমি লাট্টুর পানে তাকিয়ে মনে মনে বললুম ঃ শয়তান।

বুঝতে পারলুম ওরা দু-জনে আমাকে সহজে রেহাই দেবে না ঃ কিন্তু আমিও পণ করেছিলুম যে দুই শয়তানের কাছে সহজে মুখ খুলবো না। বললুম ঃ বৃথা সময় নষ্ট করছেন। আমার কাছে আর নতুন কোন খবর নেই। আপনি ডিকি জনের বাবা সাইমন জনকে বলতে পারেন তার ছেলে বেঁচে নেই। মারা গেছে। আর তার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী।

তোতন আবার রুক্ষ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকালো। বুঝতে পারলুম আমার জবাবে তারা একেবারেই খুশী হয় নি। কিন্তু তোতন যখন তার মুখ খুললো তখন বুঝতে পারলুম যে আসলে সে কথাগুলো আদৌ বিশ্বাস করে নি।

আমার পানে তাকিয়ে তোতন বললো ঃ লায়ার। মিথ্যেকথা বলবার চেষ্টা করবেন না রাজা। ডিকি জন সাঁতার কাটতে জানতো। আমি আর ডিকি জন অনেকবার বোম্বাইর সমুদ্রে একসঙ্গে সাঁতার কেটেছি। তোতনের কথা শুনে আমার মুখে এক ঝলক রক্ত উঠলো। আমি মিথ্যেবাদী—একথা বলবার সাহস আজ অবধি কারু হয় নি। তাই তোতনের কথা শুনে প্রথমে কিছুটা হক্‌চকিয়ে কিছুটা বিস্মিত হলুম।

আপনি আমার দোকানে 'মেহ্‌মান'। যদি সত্যি ক্রেতা হতেন তাহলে এক্ষুনি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে আপনাকে বের করে দিতুম। হঠাৎ দেখতে পেলুম তোতন আমাকে থাপ্পর মারবার জন্যে হাত তুলেছে। কিন্তু লাট্টু তোতনকে বাধা দিলো। তারপর বললো ঃ মারপিট করে লাভ নেই। আমরা যে কাজের জন্যে এসেছি সে কাজটা উদ্ধার করতে হবে। তোমাকে বোম্বাইতে গিয়ে সাইমন জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ইম্পসিবল্‌—আমার জবাব ছিলো ছোট্ট কিন্তু কন্ঠস্বর ছিলো দৃঢ়।

'জীবন নিয়ে ছিনিমিনি লেখবেন না রাজা ' আমরা যে কাজে হাত দিই সে কাজটা শেষ করে ছাড়ি – লাট্টু আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

ঃ আমি মিথ্যেবাদী নই। আমাদের এ ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন বদ্রীপ্রসাদ। আমার এই কথা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। ওর কাছে এ ছবির শট আছে। এ ছবি দেখলে বুঝতে পারবেন কী করে ডিকি জন মারা গেছে—আমি এই জবাব দিয়ে বেশ খুশী বোধ করলুম।

যাক, বিশ্বাসযোগ্য একটা অজুহাত খুঁজে পাওয়া গেছে।

তোতন আবার আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললো ঃ আপনি বলছিলেন

পুলিশ ডিকি জনের মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করেছিলো। পুলিসের রিপোর্ট কোথায় ?

ঃ বলতে পারবো না। পুলিসের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—আমি জবাব দিলুম।

লাট্টু এবার বেশ বিস্মিত কণ্ঠে বললো ঃ আশ্চর্য। আমাদের কাছে আপনি সহজ সরল গলায় বললেন, ডিকি জনের মৃত্যুর জন্যে আপনি দায়ী। আপনি যদি সত্যি সত্যি ডিকি জনকে খুন করে থাকেন তাহলে কলকাতার পুলিস আপনাকে রেহাই দিলো কেন ? আপনার সাজা হওয়া উচিৎ ছিলো। আর খুন করার সাজা হলো ঃ মৃত্যুদণ্ড। না, রাজা, আপনি বেশ রসিয়ে গল্প বলতে পারেন। গল্প লিখুন—বাজারে নাম কিনবেন।

আমি দমবার পাত্র নই—লাট্টু-তোতনের মতো অনেক মক্কেলের সঙ্গে জীবনে বোঝাপড়া করেছি। কখনও কারু কাছে মাথা নীচু করি নি। তাই আবার চট করে আর একটা জবাব আমার মুখে এলো। পুলিসের কাছে কখনও বলি নি ডিকি জনের মৃত্যুর জন্যে আসলে আমিই দায়ী ছিলুম। ওরা রিপোর্টে শুধু বলেছিলো ঃ অ্যাক্সিডেন্ট্যাল ডেথ।

ঃ বেশ, ডিকি জনের মৃত্যু নিয়ে আর কেউ আপনাকে কোন প্রশ্ন করেছিলো ঃ মানে, অন্য আর কেউ এসে খোঁজ খবর করেছিলো ঃ কী করে ডিকি জন মারা গেলো ? তোতন আবার জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো। আমি এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বেশ বিরক্তি প্রকাশ করলুম। ওরা-এতো হাজার প্রশ্ন করছে কেন ?

ঃ এসেছিলো। ওর কয়েকজন বন্ধু জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কী করে ডিকি জন মারা গেলেন। ডিকি জন ছিলেন ফিল্ম ডিরেক্টর। ওর বিস্তর বন্ধু ছিলো।

ঃ সে কথা আর বলতে হবে না। তোতন ধমক দিয়ে বললো। এবার বলুন, ডিকি জন মারা যাবার পর আপনি সিনেমার কাজ ছেড়ে দিলেন কেন ?

তোতনের এই প্রশ্নে আমি বিব্রত বোধ করলুম। কারণ সিনেমার লাইন ছেড়ে সেকেন্ড-হ্যান্ড মোটর গাড়ীর দোকান খুলবার আর একটা গৌণ কারণ ছিলো। আর সেই কারণ তো ওদের কাছে খুলে বলতে পারি নে। আর সেই কারণ হলো আমার গার্ল ফ্রেন্ড 'ময়না'।

ময়নার বিয়ে হয়ে যাবার পর আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে সিনেমার লাইন ছেড়ে দেবো কিন্তু তারপর যখন ময়নার স্বামী ছট্টুরাম সিকদার এসে আমাকে বললো যে তার মোটর গাড়ীর দোকানের পার্টনার হতে হবে তখন পয়সার লোভ আর ময়নার সান্নিধ্য পাবার লোভ সামলাতে পারি নি !

কিন্তু এসব কথা আমি লাট্টু-তোতনকে খুলে বললুম না।

হেসে জবাব দিলুম : সিনেমার লাইনে কাজ করতে করতে আমার বিরক্তি ধরে গিয়েছিলো। তাই ভাগ্য পরিবর্তন করবার জন্যে নতুন লাইন ধরলুম।

: না, ডিকি জনের মৃত্যুর দরুন আপনি সিনেমার লাইন ছেড়ে দিলেন। —লাট্টু ছোট একটি মন্তব্য করলো।

: এটা একটা কারণ বটে—

: যাক, আপনার সঙ্গে বৃথা কথা বলে সময় নষ্ট করবো না। সাইমন জন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আর দিল্লী থেকে বোম্বাইতে প্লেনে যাবার খরচ উনি দেবেন! শুধু তাই নয়, আমরা আপনার প্লেনের টিকিট কিনে এনেছি ·· তোতন বললো।

: কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উনি এতো আগ্রহী কেন?

: কারণ আছে। যদি আপনি ওর নির্দেশানুযায়ী কাজ করেন তাহলে উনি সেই কাজের জন্যে আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনাম দেবেন। উনি আপনাকে টাকাটা বিদেশী মুদ্রায় দিতে রাজী আছেন।

আমি টাকার অঙ্ক এবং বিদেশী মুদ্রার কথা শুনে বেশ একটা শিস্ দিয়ে উঠলুম। বুঝতে পারলুম যে সাইমন জন আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শুধু আগ্রহী নন—একেবারে ব্যাকুল। হয়তো উনি ওর ছেলের মৃত্যুর রহস্য জানতে চান। কিন্তু সামান্য মৃত্যুর রহস্য জানবার জন্যে কেউ যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনাম দেবে এ কথা বিশ্বাস করতে আমার মন চাইলো না।

ব্যাপারটা ঘোরালো এবং জটিল বলে মনে হচ্ছে--আমি বেশ সহজ গলায় বললুম।

: ব্যাপারটা কিছুটা ঘোলাটে বটে। আসলে সাইমন জন তার হারানো ছেলেকে খুঁজে বার করতে চান। আর এই খুঁজে বারকরবার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।

: কী বললেন? ডিকি জনকে খুঁজে বার করতে হবে। উনি তো মারা গেছেন—আমি যেন তোতনের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলুম না কিংবা চাইলুম না।

তোতন এবার বুক পকেট থেকে একটি প্লেনের টিকিট এবং আর একটি এনভেলাপ বের করলো। তারপর এনভেলাপ খুলে কয়েকটি ছবি আমাকে দেখালো।

ছবি দেখেই আমি বুঝতে পারলুম কার ছবি। ডিকি জনের! আর ছবির রং দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ছবিগুলো সদ্য, হালে তোলা হয়েছে। কারণ ছবিগুলো পোলারয়েড ক্যামেরাতে তোলা হয়েছিলো। অবিশ্যি দু-একটি ছবি পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের ক্যামেরা থেকে এনলার্জ করা হয়েছিলো।

ডিকি জনকে দেখে আমার চিনতে অসুবিধে হয় নি। প্রথমত ডিকি জন

সব সময়ে রঙ্গীন চশমা পরতো। এমন কি রাত্রি বেলাও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হতো না।

আমি বেশ ভালো করে ডিকি জনের ছবিগুলো দেখলুম। দু-চারবার ছবিগুলো দেখবার পর আমার মনের সন্দেহ যখন দূর হলো তখন আমি ছবিগুলো তোতনের হাতে ফিরিয়ে দিলুম।

ঃ বিশ্বাস হলো, ডিকি জন মারা যায়নি—লাট্টু আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললো।

ঃ ছবি দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

ঃ সাইমন জন তার হারান ছেলেকে খুঁজে বের করতে চান—তোতন বললো।

ঃ ছবিগুলো আপনারা কোথা থেকে পেয়েছেন? আমি একটা প্রশ্ন করলুম।

ঃ বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে। সাইমন জনের অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। ওরা এই সব ছবি সাইমন জনকে সাপ্লাই করেছেন।

ঃ বেশ তাহলে ওদের বলুন ডিকি জনকে ওরা খুঁজে বের করুক। আমাকে এ কাজের জন্যে প্রয়োজন হবে না। আমি এই ধরনের কাজ করি না।

লাট্টু আমার কথা শুনে একটু মৃদু হাসলো। তারপর বললো ঃ টাকার অঙ্ক কিন্তু বেশ বড়ো। আর ইচ্ছে করলেই টাকাটা আপনি বিদেশী মুদ্রায় পেতে পারেন।

ঃ আমার প্রয়োজন নেই—

ঃ প্রয়োজন আছে। কারণ আপনি যদি ডিকি জনকে খুঁজে বার করতে পারেন তাহলে আপনি সবার কাছে প্রমাণ করতে পারবেন যে ডিকি জনের মৃত্যুর জন্যে আপনি আদৌ দায়ী নন। আসলে ডিকি জনের মৃত্যু হয় নি। আপনার নামের অপবাদ ঘুচবে।

ঃ নামের অপবাদের জন্যে আমার কোন চিন্তা নেই।

ঃ তাহলে আপনি সাইমন জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবেন না? তোতনের প্রশ্নের কণ্ঠস্বর এবার বেশ কর্কশ ছিলো।

আমি হাসলুম। চট করে জবাব দিলুম না। মুখে একটি সিগারেট পুরলুম। তারপর গুনগুন করতে লাগলুম। লাট্টু এবং তোতন বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে থাকিয়ে রইলো। ওরা ভাবতে লাগলো আমি কী জবাব দেবো?

ঃ বলুন কী বলবেন? লাট্টু জিজ্ঞেস করলো।

ঃ আমার জবাব খুব ছোট এবং সংক্ষিপ্ত। আমি বোম্বাইতে যাবো না। আজ নয় কাল নয় ভবিষ্যৎ-এ নয়।

তোতন মার্সিডিজ গাড়ীর সামনে গিয়ে বললোঃ দামী গাড়ী। বাজারে বিক্রী করলে পয়সা মিলবে। তবে এর উপর একটু কড়া নজর রাখতে হবে যেন গাড়ী বিক্রীর আগে ড্যামেজ না হয়।

তারপর গলার স্বর একটু ভারী করে বললোঃ অতো সহজে আমাদের প্রস্তাব বাতিল না করলেই পারতেন। আরো একটু ভেবে-চিন্তে কাজ করুন। যাক, আপনার প্লেনের টিকিট রেখে গেলুম। যদি মত পাল্টান তাহলে আমাদের খবর দেবেন। আমরা দু-জনে রিজ হোটেলে আছি। আমরা সাইমন জনকে জানাবো যে আপনি আমাদের অফার গ্রহণ করেছেন এবং বোম্বাইতে যাচ্ছেন।

আমি হাসলুম। হাসবার অবশ্যি একটা গৌণ কারণ ছিলো। লাট্টু—তোতন ধরে নিয়েছে আমি যেন ওদের হুকুমের তাঁবেদার। আমাকে ভয়-ডর দেখিয়ে কেউ কোন দিন কোন কাজ করাতে পারে নি।

ঃ সরি…আমি বোম্বাইতে যাবো না—আমি আবার বললুম।

ঃ আবার চিন্তা করে দেখবেন। যতোই আমাদের প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা করবেন ততোই আমাদের প্রস্তাবের ভেতর যুক্তি খুঁজে পাবেন। আর বোম্বাইতে গিয়ে একবার সাইমন জনের সঙ্গে দেখা করলেই পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করতে পারবেন।

আমার দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার আগে লাট্টু আর একবার মার্সিডিজ গাড়ীটির পানে তাকিয়ে বললোঃ দামী গাড়ী। নজর রাখবেন।

ঃ সেজন্যে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না—আমি ছোট জবাব দিলুম।

কিন্তু মনে মনে আমি আতঙ্কিত হলুম। আমার মনে হলো ব্যাটারা নিশ্চয় কোন প্যাঁচ কষেছে।

তারপর তার প্রমাণ পেলুম পরের দিন সকালে।

*　　　　*　　　　*

সেদিন বিকেলে সাউথ আমেরিকার একটা এম্ব্যাসীতে আমার এক ককটেল পার্টি ছিলো। এম্ব্যাসীর এক কর্মচারীর সঙ্গে আমি এবং ছট্টুরাম সিকদার কিছু ছোটখাটো ব্যবসা করবার মতলব এঁটেছিলুম।

আর এই ছোটখাটো ব্যবসাটা কী ধরনের সে কথা ব্যাখ্যা করে বলা দরকার। তাহলে আপনারা আমার পার্টনার এবং ময়নার স্বামীর চরিত্রের খানিকটা আভাস পাবেন। শুধু তাই নয় বুঝতে পারবেন ছট্টুরাম আমাকে কেন তার ব্যবসার পার্টনার করেছিলো।

আসলে ছট্টুরাম বিদেশী কারেন্সী ব্ল্যাকে বিক্রী করতো। এটাই ছিলো ওর প্রধান ব্যবসা। আর এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে ছট্টুরাম বিলেতি "টয়লেট গুডস" মানে সেন্ট, পাউডার, লিপস্টিক জিনিস ব্ল্যাকের বাজারে বিক্রী করতো। কারণ

ছট্টুরাম জানতো যে মেয়েদের বিলেতি প্রসাধনদ্রব্য না হলে মন টগবগিয়ে ওঠে না।

আর এই বিদেশী মুদ্রা এবং বিলেতি প্রসাধন দ্রব্য ছট্টুরাম সাউথ আমেরিকার এম্ব্যাসীর এক কর্মচারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতো।

এর পরিবর্তে ছট্টুরাম এম্ব্যাসীর অফিসারকে আফিম সাপ্লাই করতো। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এম্ব্যাসীর কর্তাদের সঙ্গে দু-চারজন ফিল্ম অ্যাকট্রেসের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতো। শেষের কাজটি করবার জন্যে ময়নার সাহায্য গ্রহণ করতো। কারণ বোম্বাইতে ফিল্ম দুনিয়ার এক্সট্রা মেয়ে মহলে ময়নার অনেক বান্ধবী ছিলো।

আমি ছট্টুরামের আসল ব্যবসার আভাস অনেক দিন পাই নি। পরে একদিন দুর্বল মুহূর্তে ময়না আমাকে তার স্বামীর কাজকর্মের বিবরণী দিয়েছিলো। ময়না আমাকে আরো বললো যে স্বামীর জীবনের প্রকৃত পরিচয় পাবার পর সে তাকে বলেছিলো: তোমার কাজটা বিপজ্জনক। এ কাজের জন্যে আর একজন পার্টনার থাকা দরকার অর্থাৎ যার কোন ভয়ডর থাকবে না।

তারপর ময়না ছট্টুরামের কাছে আমার নাম সুপারিশ করলো।

ছট্টুরামও চিন্তা করে দেখলো যে তার কাজে বিপদ আছে। এ কাজ করতে গেলে শত্রুর অভাব হবে না। তাই তার একজন বেপরোয়া সাহসী বিজনেস পার্টনার দরকার। আর আমার মতো সাহসী এবং বিশ্বস্ত লোক সে আর কোথাও খুঁজে পাবে না। আর এদিকে আমার প্রধান আকর্ষণ ছিলো ময়না। ওকে কাছে পাবার জন্যে আমি সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলাম। আর সেই কারণে আমি ছিলুম বিশ্বস্ত। কখনই পুলিসের কাছে গিয়ে মুখ খুলবো না। কারণ ছট্টুরাম বিপদে পড়লে ময়না বিপদে পড়বে। আমি কী কখনও ময়নাকে বিপদে ফেলবো? কস্মিনকালেও নয়।

আমি পরে বুঝতে পেরেছিলুম যে ব্যবসার কাজকর্মে ছট্টুরাম আমার চাইতে সেয়ানা ছিলো। পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে সে এই সেকেন্ড-হ্যান্ড মোটর গাড়ী বিক্রীর দোকান খুলেছিলো। তাহলে কারু মনে সন্দেহ হবে না ছট্টুরাম আর রাজা কী ধরণের ব্যবসা করছে।

* * *

আজ আমরা ঠিক করেছিলুম যে ককটেল পার্টিতে এম্ব্যাসীর এক ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে আর একটি নতুন ব্যবসা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবো। আর সেই ব্যবসা হলো প্রাচীন ঐতিহাসিক দুর্লভ জিনিস বেচাকেনার ব্যবসা। ছট্টুরাম আমাকে বলেছিলো যে আজকাল আমেরিকার বাজারে এই সব ঐতিহাসিক ''অ্যান্টিকুইটিসের'' বেশ চাহিদা আছে। কিন্তু এই সব অ্যান্টিকুইটিস দেশের

বাইরে নিয়ে যাবার যো নেই। কারণ সরকারের কড়া নিষেধ আছে। দেশের বাইরে এই ধরনের জিনিস নিতে গেলে কাস্টমস পাকড়াও করবে। তাই আমরা এম্ব্যাসীর ডিপ্লোম্যাটদের মাধ্যমে এই দুর্লভ-দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেশের বাইরে নিয়ে বিক্রী করবার পরিকল্পনার করেছিলুম।

কিন্তু তোতন লাট্টু আমার দোকানে এসে আমাকে শাসিয়ে যাবার পর আমার এই চিন্তায় বাধা পড়লো। আমি আমার অতীত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলুম। ভাবতে লাগলুম সাইমন জন কেন তার ছেলেকে খুঁজে বার করতে চান। আর ডিকি জন কী সত্যি বেঁচে আছে? আর তোতন আমাকে যে ছবিগুলো দেখালো সেগুলো কী সত্যি না জাল?

বোম্বাইতে থাকাকালীন আমি সাইমন জনের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু উড়ো খবর পেয়েছিলুম। অবিশ্যি সেদিন সাইমন জনকে ভালো করে চিনবার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু আজ তোতন লাট্টুর কাছে সাইমন জনের প্রস্তাব শুনে তার চরিত্র সম্বধে আরো কিছু জানবার আকাঙ্ক্ষা হলো।

আমার ছট্টুরামের কথা মনে পড়লো। বোম্বাইর অনেক সর্দার ছট্টুরামকে চেনে। কারু কারু সঙ্গে ওর কিছু কাজকারবারও আছে। ঠিক করলুম ছট্টুর কাছে যাবো আর ওর সঙ্গে গিয়ে সাইমন জনের জীবন সম্বন্ধে আরো কিছু খবর সংগ্রহ করবো। শুধু তাই নয়। তোতন লাট্টু আমাকে শাসিয়ে গেছে। যদি আমি ওদের কথা না শুনি তাহলে ওরা দোকানের কিংবা আমার ক্ষতি করবে। ছট্টু আমার বিজনেস পার্টনার। ওর সঙ্গে সব কথা তলিয়ে আলোচনা করা দরকার।

দোকানের ঝাঁপি বন্ধ করে আমি ছট্টুর বাড়ীতে গেলুম। ছট্টু বাড়ীতে ছিলো না কিন্তু ময়না ছিলো। আমাকে দেখে ময়না ভারী খুশী হলো। আগেও বহুবার ময়না আমাকে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীতে আসতে বলেছিলো। কিন্তু আজ যে আমি নিজে যেচে ওর বাড়ীতে যাবো এ কথা ময়না যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। ময়না বলতো: লুকিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করার একটা ভিন্ন স্বাদ আছে।

: কী ব্যাপার? আজ হঠাৎ এই বেসময়ে এসে হাজির হলে? আর তোমার মুখ গম্ভীর। কী হয়েছে বলো তো? আমি তো কখনও ভাবতে পারি নি যে রাজা গম্ভীর মুখ নিয়ে আমার বাড়ীতে আসবে!

আজ আমি ময়নার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলুম। আমার চিন্তা ছিলো অন্য দিকে। আমি মনে মনে ভাবছিলুম সাইমন জন, তোতন ও লাট্টুর কথা। ময়নার সঙ্গে আমি যদি একবার প্রেমালাপ করতে শুরু করি তাহলে আসল কাজ আর এগুবে না। আমরা পুরুষ, প্রেমটা আমাদের কাছে আঙ্গিক কিন্তু মেয়েদের কাছে অপরিহার্য।

ঃ ছটু কোথায় ? আমি সহজ মিষ্টি গলায় প্রশ্ন করলুম।

ময়না আমার প্রশ্ন শুনে বিশ্বাস করতে পারলো না যে আজ আমি ছটুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অভিমান করলো। মুখটা গম্ভীর করে বললো ঃ কী ব্যাপার রাজা ? ছটুকে খুঁজছো কেন ?

তারপর ওর মুখটা আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে বললো ঃ কী ভাবছো ?

ঃ কিছু না—ছটুর সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে এলুম।

ঃ রাবিশ। রাজা কখনও ব্যবসা নিয়ে কথা বলে না। আর আমি যখন রাজার কাছে থাকি তখন বিজনেস 'টক্' প্রহিবিটেড।

ঃ কিন্তু আজ আমার ছটুর সঙ্গে কথা বলা একান্ত দরকার। ব্যাপারটা গুরুতর। ময়না এবার রাগ করে তার মুখটি সরিয়ে নিয়ে বললো ঃ তুমি বড্ডো বেরসিক। কোথায় তুমি আমার সঙ্গে বসে প্রেম-করবে, না তুমি আমার স্বামীর খোঁজ করছো ! বলো ওর কাছে তুমি কী চাও ?

আমি ময়নার অভিমান ভাঙবার জন্যে ওকে জড়িয়ে ধরে বললুম ঃ রাগ করছো ? আসলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কিন্তু তোমার কাছে আসবার জন্যে একটা বাহানা চাই। তাই ভাবলুম ছটুর সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে দু-চারটে কথা বলবো। রথও দেখা হবে কলাও বেচা হবে।

এই বলে আমি ময়নাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলুম। ময়নার মিষ্টি নরম ঠোঁট। আমার চুমু খেয়ে সে উত্তেজিত হলো। আমার আলিঙ্গন থেকে সহজে মুক্ত হতে চাইলো না। বললে ঃ সত্যি বলছো ?

ঃ ডার্লিং, রাজা তোমার কাছে কখনও মিথ্যে কথা বলবে না।

ঃ ছটু এক ডিপ্লোম্যাটের বাড়ীতে গেছে। ওর ব্যবসা নিয়ে তাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলবে। এক্ষুণি ফিরে আসবে।

তারপর ময়না বললো ঃ বলো কী খাবে ? হুইস্কি সোডা, না কফি ?

ঃ রাজা কখনও কফির পেয়ালায় চুমুক দেয় না। আমাকে হুইস্কি সোডা দাও···ময়না হুইস্কি দিলো।

তারপর আমি সবেমাত্র হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়েছি অমনি ছটু হন্তদন্ত হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলো।

আমাকে ওর বাড়ীতে এই সময়ে দেখে অবাক হলো ঃ কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলো আমি কার আকর্ষণে ওর বাড়ীতে এসেছি। আকর্ষণ হলো ওর স্ত্রী ময়না।

ছটু হাসলো। হাসির অর্থ হলো ঃ ব্রাদার তুমি কেন এসেছ আমি জানি। কিন্তু কথায় ছটু রাগ প্রকাশ করলো না। বরং এমন সুরে কথা বলতে লাগলো যেন সে আগে থেকেই জানতো যে আমি ওর বাড়ীতে আসবো।

ঃ আরে রাজা ! আজই বন্ধুদের সঙ্গে তোমাকে নিয়ে কথা হচ্ছিলো। ওদের বলছিলুম ঃ রাজা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। জানোতো আমার হালে কিছু নতুন ডিপ্লোম্যাট বন্ধু হয়েছে।

তারপর গলার সুর খাটো করে বললো ঃ পয়সা কামাবে রাজা ! বিদেশী পয়সা, ফরেন এক্সচেঞ্জ। ডিপ্লোম্যাট বন্ধুদের সঙ্গে এক নতুন ব্যবসা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি। বিদেশের বাজারে ঐতিহাসিক অ্যান্টিক্স রপ্তানী করবো। আমেরিকার বাজারে এসব জিনিসের আগুন দাম। ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে কাজকারবার করলে দেশের সরকার টেরও পাবেন না আমরা কি কাজ করছি।

আমি ছটুর কথায় কান দিলুম না। কারণ আমার কানে তখনও তোতন লাট্টুর শাসানির কথাগুলো বাজছিলো। বললুম ঃ বিদেশী পয়সা বানাবার অফার আমি আর একটা পেয়েছি। পঞ্চাশ হাজার টাকা। ডলারে পেমেন্ট হবে। আর সেই অফার নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমি তোমার কাছে এসেছি।

ছটু যেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলো না। আমি কী বলছি ? আমি যে কস্মিনকালে বিজনেস নিয়ে ছটুর কাছে আসবো একথা ও যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। ওর মনে বদ্ধ ধারণা ছিলো আমি ময়নার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ঃ কী বিজনেস অফার ? স্মাগলিং-এর কাজ করতে হবে ? ছটু ছোট প্রশ্ন করে আমার মুখের পানে তাকালো।

ঃ না, একটা মৃত লোককে খুঁজে বার করতে হবে।

ঃ হোয়াট ? কী বললে ? আবার বলো শুনি।

হয়তো এই প্রশ্ন করবাব সময় ছটুর গলাটা একটু উঁচুতে উঠেছিলো। ময়না ছটুর গলার স্বর শুনে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে চলে এলো।

ঃ কী ব্যাপার ? তোমরা ঝগড়া করছো কেন ?

আমি ময়নাকে আশ্বাস দিলুম। বললুম ঃ আমরা ঝগড়া করছি না। ব্যবসা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছি।

তারপর হুইস্কির শূন্য গ্লাসটি এগিয়ে দিয়ে বললুম ঃ হুইস্কি প্লীজ।

ছটু ময়নার পানে তাকিয়ে বললো ঃ আমাকে একটা স্ট্রং হুইস্কি দাও। রাজার বিজনেস প্রপোজাল ভেরী এক্সাইটিং। ওর কথাগুলো হজম করবার আগে শরীরটা তাজা করে নেওয়া দরকার।

ময়না হুইস্কি নিয়ে এলো। তারপর বলল ঃ তোমরা দুজনে বসে গল্প করো। আমি তোমাদের জন্যে কিছু খাবার বানিয়ে আনছি। হুইস্কির সঙ্গে খাবে।

ঃ বলো রাজা তোমার এই এক্সাইটিং প্রোপজাল একটু খুলে বলো। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এই মৃতদেহ খুঁজে বের করবার পেছনে এক বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে।

আমি আবার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলুম। তারপর চোখটা নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলুম ঃ তোতন-লাটু নামে কাউকে তুমি চেনো ?

আমার কথা শুনে ছটু যেন বিষম খেলো। হুইস্কীর খানিকটা ওর গলায় আটকে গেলো। তারপর খানিকটা সময় চুপ করে থেকে বললো ঃ কী নাম বললে ? তোতন লাটু—

ঃ দ্যাটস্ রাইট। তোমার জবাব দেবার ভঙ্গী শুনে মনে হচ্ছে নাম দুটো তোমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়।

ঃ স্কাউন্ড্রেল বদমাশ। ওদের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হলো ? ছটুর কথায় ছিলো অবিশ্বাসের সুর। আমি যে তোতন লাটুর দেখা পেয়েছি একথা সে যেন সহজে বিশ্বাস করতে চাইলো না।

ঃ আমার দোকানে ?

ঃ কী চায় ? গাড়ী কিনতে চায়নি নিশ্চয় ?

ঃ গাড়ী কেনবার বাহানা দিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। আমাকে বললো ঃ আমি যদি সাইমন জনের ছেলে—

আমার কথা শেষ করতে পারলুম না। ছটুর চোখ-মুখ পাংশুটে হয়ে গেলো। ভাবলুম যে সাইমন জনের নাম শুনে ছটু ভয় পেয়েছে কিন্তু পরে দেখতে পেলুম ছটু বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়েছে।

ঃ সাইমন জন……সাইমন জন……সাইমন জন তোমাকে ধরবার জন্যে জাল ফেলেছে। তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি রাজা। তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো। সাইমন জনের খপ্পর থেকে সহজে কেউ রেহাই পায় না। আর ওর যে দুই ফেউর নাম করলে··তোতন-লাটু···ওরা হলো ওর ডান হাত, শয়তান। সাইমন জনের সব নোংরা কাজ ওরা দু-জনে করে। স্মাগলিং, পিম্পিং···কিন্তু সাইমান জন আজ তোমার কাছ থেকে কী চান ?

ঃ সাইমন জনকে তাহলে তুমি চেনো ? আমি এই প্রশ্ন করে আবার ছটুর মুখের পানে তাকালুম। আমি ওর মুখের প্রতিক্রিয়া দেখবার চেষ্টা করলুম। ছটুকে দেখে মনে হলো সে শুধু উত্তেজিত নয় কিছুটা বিচলিত হয়েছে। হয়তো বিচলিত হবার কোন গৌণ কারণ ছিলো।

ঃ হ্যাঁ, সাইমন জনকে আমি চিনি। শুধু চিনি বললে ভুল হবে। এককালে আমি ছিলুম ওর পার্টনার। রাজা তোমাকে সতর্ক করে বলছি যে সাইমন জন হলো আসল কেউটে সাপ, কাকে ছোবল মারবে, কার গলা কাটবে, কার বউকে চুরি করবে, কী জিনিষ স্মাগল করবে কেউ বলতে পারে না। সাইমন

জনকে চেনেন শুধু আল্লা…না, না আল্লাও ওকে চেনেন কিনা আমি হলপ্ করে বলতে পারবো না।

ঃ বেশ আমাকে সাইমন জনের কাজকর্মের খানিকটা আভাস দাও। তুমি আন্দাজ করতে পারো উনি আমার সঙ্গে দেখা কেন করতে চান ?

ঃ না, বলতে পারবো না—ছটু জবাব দিলো।

ঃ আগেই তোমাকে বললুম, সাইমন জন একটা মৃত লোককে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব আমাকে দিতে চান। ওর প্রস্তাব হলো ঃ যদি আমি ওর কাজ সু-সম্পন্ন করতে পারি তাহলে উনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডলারে পেমেন্ট করবেন।

আর মৃত লোকটি কে শুনতে পারি কী ?

ঃ নিশ্চয়। মৃত লোকটির নাম হলো ডিকি জন। সাইমন জনের ছেলে।

ঃ ছটু আমার কথা শুনে শিস্ দিয়ে উঠলো। তারপর চিৎকার করে ময়নাকে ডাকলো ঃ ময়না, ময়না।

ময়না বেশ ব্যস্ত হয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর চোখ-মুখ কুঁচকে বললো ঃ কী ব্যাপার ? অতো চীৎকার করছো কেন ? একটা নতুন জিনিস রান্না করছি। এই সময়ে কেউ আমাকে বিরক্ত করে, আমি চাই নে।

ঃ হুইস্কি ডার্লিং। আমাকে আর একটু হুইস্কি দাও। রাজা এমন এক্সাইটিং কাহিনী আমাকে শোনাচ্ছে যে খুব লম্বা দু-তিন পেগ গলায় না ঢাললে আমি সমস্ত ঘটনা ভালো করে বুঝে উঠতে পারবো না।

তারপর আমার হুইস্কি গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ রাজার গ্লাসও খালি হয়েছে। ওকেও খানিকটা মাল দাও।

ময়নার মুখে বিরক্তির রেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। তারপর হুইস্কির গ্লাসটি টেবিলের উপর রেখে বললো ঃ এই রইলো হুইস্কির বোতল। এখান থেকে যতো খুশী মদ ঢেলে খেতে পারো।

ময়না আবার রান্নাঘরে চলে গেলো।

ঃ ডিকি জনকে খুঁজে বের করবার দায়িত্ব উনি তোমাকে দিতে চান কেন ? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ডিকি জন মারা গেছে। তাই তোমার কথাগুলো হেঁয়ালী বলে মনে হচ্ছে। কথাটা আরো সহজ সরল করে বলো।

ঃ সহজ সরল করবার দরকার হবে না। তার কারণ আমি জানি যে ডিকি জন মারা গেছে। কিন্তু সাইমন জন বিশ্বাস করতে চাইছেন না, ওর ছেলে মারা গেছে। ওর বদ্ধ ধারণা, ডিকি জন বেঁচে আছে। তাই ওকে খুঁজে বের করবার দায়িত্ব আমাকে উনি দিতে চান। আমি এই কথা বলে ছটুর মুখের দিকে তাকালুম। ওর মুখ দেখে মনে হলো ছটু আমার কথা

বিশ্বাস করে নি। অন্ততঃ করে থাকলে মুখের হাব-ভাবে সে কথা প্রকাশ করতে চায় না।

ডিকি জন মারা গেছে এ কথা তোমাকে কে বললো? ডিকি জনকে তুমি চিনতে? ছট্টু জিজ্ঞেস করলো।

আমি খানিকটা চুপ করে থেকে ছট্টুর কথার জবাব দিলুম। বললুম: ডিকি জন মারা গেছে এ কথা আমি হলপ্ করে বলতে পারি। কারণ ডিকি জনের মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী ছিলুম।

: ছট্টু হেসে উঠলো। বললো: ব্রাদার এবার সমস্ত ঘটনা ছকে মিলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলো।

: ডিকি জন ছিলো ফিল্ম ডিরেক্টর। আমি ওর একটা বইতে স্টান্টম্যানের রোল করছিলুম। দু-বছর আগে আমি ডিকি জনের সঙ্গে কলকাতায় খিদিরপুরে একটা ছবির শুটিং করতে গিয়েছিলুম। শুটিং ছিলো একটা জাহাজে। ঐখানে শুটিং করবার সময় ডিকি জন জাহাজ থেকে জলে পড়ে যায়। পরে তার 'ডেড বডি' খুঁজে পাওয়া যায় নি। আর জাহাজ থেকে পড়ে যাবার কারণ ছিলুম আমি। শুটিং করবার সময় আমি ওকে একটা ঘুষি মেরেছিলুম। আমার ঘুষির ধাক্কা সামলাতে না পেরে ডিকি জন জলে পড়ে যায়। তাই ওর মৃত্যুর কারণ হলুম আমি।

আমি একটানা কথা বলে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলুম। তারপর আবার বলতে শুরু করলুম, ডিকি জনকে এর পরে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু আজ সকালে সাইমন জনের দুই ফেউ এসে আমাকে বললো যে ওদের কর্তা তার ছেলেকে খুঁজে বার করতে চান।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও সেদিন শুটিং করবার সময় ডিকি জনের মৃত্যু হয় নি অর্থাৎ সেদিন জলে পড়ে যাওয়া এবং উধাও হয়ে যাওয়া ছিলো ডিকি জনের অভিনয়। —ছট্টু এই প্রশ্ন করে বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

: তোতন, লাট্টুর কথা শুনে তাই মনে হচ্ছে। অবিশ্যি খবরটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। মরা মানুষ আবার বেঁচে উঠলো কী করে? আর বেঁচে উঠলোই বা কেন? আর সাইমন জন আজ হঠাৎ তার হারানো ছেলেকে ফিরে পেতে চান কেন?

ছট্টু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো: তোমাকে একটা খবর দেবো রাজা। আমার কথা শুনে চমকে উঠো না। ডিকি জন সাইমন জনের আসল ছেলে নয়।

: হোয়াট! আমি এবার হুইস্কি গিলতে গিয়ে বিষম খেলুম।

ঃ হাঁ, ডিকি জন হলো সাইমন জনের বাসটার্ড চাইল্ড, তোমরা যাকে বলো জারজ সন্তান।

ছটুর কথা শুনে আমার মাথা টলতে লাগলো। আমার মনে হলো ছটু আমাকে অবিশ্বাস্য রূপকথা শোনাচ্ছে। ডিকি জন সাইমন জনের জারজ সন্তান। ইম্পসিবল্। আমি ছটুর কথাগুলো বিশ্বাস করতে চাইলুম না।

ঃ হ্যাঁ, রাজা আমি সত্যি কথা বলছি। আমি জানি কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। বাবু জাভেরীর নাম শুনেছ?

ঃ বোম্বাইতে থাকাকালীন আমি বাবু জাভেরীর নাম শুনেছিলুম। আমি জানতুম বাবু জাভেরী হলেন বোম্বাইর স্মাগলারদের দলের বড়ো সর্দার। ওর কাছে সাইমন জন একেবারে চুনোপুটি।

ঃ আমি মাথা নাড়লুম।

ছটু আবার বলতে লাগলো ঃ সাইমন জন হলেন বাবু জাভেরীর ডান হাত। শুধু ডান হাত নয়। বাবু জাভেরীর মিসট্রেস ইভন ছিলেন সাইমন জনের বান্ধবী। আর এই ইভন এবং সাইমন জনের ছেলে হলো ডিকি জন।

আমি ছটুর কথা শুনে উত্তেজিত হয়েছিলুম। তাই বিস্মিত কণ্ঠে বললুম ঃ ডিকি জন যে ইভন এবং সাইমন জনের জারজ সন্তান তার কোন প্রমাণ আছে?

আমার প্রশ্ন শুনে ছটু হাসলো ঃ প্রমাণ নেই। আর সেই প্রমাণ যদি সংগ্রহ করতে পারতুম তাহলে সাইমন জনকে আমি কিনে রাখতে পারতুম। কারণ, বাবু জাভরী যদি জানতে পারতেন কিংবা অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারেন যে তার রক্ষিতা ইভনের সঙ্গে তারই সাগরেদ সাইমন জনের অবৈধ সম্পর্ক আছে তাহলে সাইমন জন আর দু-দণ্ডও এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবেন না।

ছটুর কথাগুলো আমি গভীর মন দিয়ে শুনছিলুম। বুঝতে পারলুম অহেতুক প্রশ্ন করে ওর কাহিনীর গতিকে শ্লথ করে কোন লাভ হবে না। বরং মন দিয়ে ওর কথাগুলো শোনাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

ইতিমধ্যে ময়নাও দু-একবার আমাদের ঘরে এসে উঁকি মেরে গিয়েছিলো। আমরা যে বোতল থেকে ঝর্ণাধারার মতো মদ ঢালছি আর গিলছি এ যেন ওর একেবারে পছন্দ হচ্ছিলো না। দু-একবার আমার দিকে তাকালো। আর এ দৃষ্টির অর্থ হলো ঃ ডার্লিং, অতো মদ খেয়ো না।

কিন্তু ছটুর কথার স্বাদ মদ না গিললে পাওয়া যাবে না। তাই আমি ময়নার চাউনিকে কোন আমল দিলুম না।

ইতিমধ্যে ছটু তার গ্লাসে আর এক পেগ হুইস্কি ঢাললো। আমি বুঝতে পারলুম যে ছটুর কাহিনী দীর্ঘ হবে।

ঃ বোম্বাইর স্মাগলিং জগতে বাবু জাভেরী এবং সাইমন জন বেশ কেউকেটা লোক। একে অন্যকে না হলে চলে না। বাবু জাভেরীর যেমনি সাইমন

জনকে প্রয়োজন হয়, সাইমন জনেরও তেমনি বাবু জাভেরীর প্রয়োজন আছে। আর সাইমন জন এই বন্ধুত্বের সুযোগ-সুবিধে প্রচুর নিয়েছেন। তার প্রমাণ হলো ইভন। সুন্দরী, অপ্সরা গোয়ানিজ মেয়ে ইভন। অতি অল্প বয়েসে বাবু জাভেরী ইভনকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলেন। বলতে পারো ওর জীবন বাঁচিয়েছেন, পয়সাকড়ি দিয়েছেন, গাড়ী বাড়ী সবকিছুই বাবু জাভেরী ইভনকে দিয়েছেন।

ঃ প্রতি সন্ধ্যায় বাবু জাভেরী ইভনের বাড়ীতে সময় কাটাতেন। তার অতি প্রিয়পাত্র সাগরেদ সাইমন জনও সঙ্গে থাকতো। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেলো বাবু জাভেরীর অনুপস্থিতিতে সাইমন জন ইভনের বাড়ীতে সময় কাটাতে শুরু করেছেন। তারপর একবার বছর দুয়েকের জন্যে পুলিসের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাবু জাভেরীকে গা ঢাকা দিয়ে বিদেশে থাকতে হলো। সেই সময়ে সাইমন জন রাতেও ইভনের বাড়ীতে থাকতে শুরু করলেন। কিছুদিন পরে ইভন অন্তঃসত্ত্বা হলেন। একদিন ওরা দু-জনে যখন টেলিফোনে তাদের ভবিষ্যৎ সন্তান নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন তখন আমি আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলুম। কিন্তু ডিকি জন যে সাইমন জনের জারজ সন্তান তার কোন প্রমাণ আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। কারণ ডিকি জনের জন্ম হয়েছিল বোম্বাইর বাইরে। কোথায় জন্ম হয় আমি আজও জানতে পারি নি। জানতে পারলে হাসপাতাল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতুম। না, রাজা আমার সন্দেহ অমূলক ছিল না। কারণ ডিকি জন যখন বড় হলো এবং সিনেমার কাজ সুরু করলো তখন সাইমন জনকে হাতের মুঠোয় রাখবার জন্যে বাবু জাভেরী তার মেয়ে সোনিয়ার সঙ্গে ডিকি জনের বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। বিয়ের প্রস্তাব পাকাপাকি হয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী কারণে বিয়েটা আর হয়ে ওঠে নি। আমার মনে হয়, ইভন এই বিয়েতে বাধা দিয়েছিলো। কারণ ডিকি জনের মতো সোনিয়া ছিলো বাবু জাভেরী এবং ইভনের মেয়ে। কথা বলতে বলতে ছট্টু থামলো। তারপর আবার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলো।

কিছুক্ষণ পরে আবার সে বললো ঃ বিয়েটা যখন বন্ধ হলো তখনই আমার মনের সন্দেহ আরো দৃঢ় হল। কিন্তু কী করবো বল। আমার হাতে কোন প্রমাণ ছিলো না। তাই সাইমন জনকে ব্ল্যাকমেল করবার সুযোগ সুবিধে কখন পাই নি। যদি হাতে কোন প্রমাণ থাকতো তাহলে সাইমন জন আমাকে ওর বিজনেস পার্টনারশিপ থেকে তাড়াতে পারতো না।

ঃ সাইমন জন আমাকে সন্দেহ করেছিলো, আমি ডিকি জন মানে ইভনের ছেলের জন্মরহস্য জানি। তাই যে দিন আমাকে ওর দল থেকে তাড়াবার প্রথম মোকা পেলো সে দিন আমার সঙ্গে সে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলো।

ঃ এবার তোমার মনে কৌতূহল জাগতে পারে ঃ আমি সাইমন জন-

ইভনের অবৈধ প্রেমের কাহিনী কাউকে কিংবা বাবু জাভেরীকে বলি নি কেন? কারণ, আজও আমাকে জেলে পাঠাবার মতো তথ্য-প্রমাণ কাগজ সাইমন জনের আছে। যে কোনদিন সাইমন জন এই সব প্রমাণ বোম্বাইর পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারে। এর পরিণামে কী হবে জানো? আমার সাজা হবে। কারণ, বেশ কয়েক বছর আমি সাইমন জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলুম। তাই আজ ওর বিরুদ্ধে কোন কথা বলবার সাহস আমার নেই।

ঃ আর একটা কথা তোমাকে বলা দরকার মনে করি রাজা। তোতন লাট্টু দুটো গুণ্ডাই একেবারে কষাই। নোংরা কাজ, কিংবা কাউকে জবাই করতে ওদের মনে একটু দ্বিধা কিংবা সঙ্কোচ হবে না। আজ যদি ওরা তোমার কাছে প্রস্তাব করে থাকে যে, সাইমন জন তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে বলেছেন তাহলে ওরা সহজে তোমাকে রেহাই দেবে না। যতোদিন না তুমি ওদের কথানুযায়ী কাজ করো ততোদিন ওরা তোমার পিছু লেগে থাকবে। আর যদি তুমি কোন হাঙ্গামা করবার চেষ্টা করো, তাহলে তোমাকে ওরা সাজা দেবে। কী করে লোককে হাতের মুঠোয় আনতে হয় তার কায়দা কানুন তোতন লাট্টু জানে। ভুলে যেও না, ওরা হলো সাইমন জনের স্পেশাল বডিগার্ড।

ভেবে দেখলুম, ছটুর কথাগুলো একেবারে হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ নিয়ে গভীর চিন্তা করা দরকার। কিন্তু সেদিন চিন্তা করবার মতো মানসিক অবস্থা আমার ছিলো না। আর এ ছাড়া আমারও মনে মনে বেশ একটা অহমিকা ছিলো, আমি হলুম শয়তানের রাজা। পুলিস, গুণ্ডার দাঁত মুখ খিচুনি অনেক খেয়েছি কিন্তু কোনদিনই কারু কাছে মাথা নত করি নি। জীবনে আমার শুধু একটি দুর্বলতা ছিলো কিংবা শখ ছিলো—আর সে হলো ঃ প্লে গার্লস। অর্থাৎ সুন্দরী রমণীর সাহচর্য কামনা।

ঃ আমি বেশ জোরে মাথা নেড়ে বললুম ঃ তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ ছটু। কিন্তু আমি তোতন লাট্টুর কথায় রাজী হতে পারি নি। সাইমন জনের প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারিনা।

হয়তো আমার কথাগুলো ছটুর কানে গেলো না। সে অন্যমনস্ক হয়ে কী ভাবছিলো। হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভাঙ্গলো।

ছটু বললো ঃ আমি কী ভাবছি জানো রাজা? ভাবছি আজ এতোদিন পরে হঠাৎ সাইমন জন তার হারানো জারজ সন্তানকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে কেন? আর সে কী করে জানতে পারল যে ডিকি জন মারা যায় নি—বেঁচে আছে?

আমি মৃদু হাসলুম। বললুম, তোমার শেষের কথার জবাব আমি দিতে পারবো। আজ তোতন লাট্টু আমাকে ডিকি জনের কতোগুলো ছবি দেখালো।

ছবিগুলো দেখে আমার অনুমান করতে অসুবিধে হয় নি যে ছবিগুলো খুবই হালে তোলা হয়েছে। এই ছবি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ডিকি জন বেঁচে আছে। কিন্তু আমার মনে কী প্রশ্ন জাগছে জানো?

ঃ কী? ছট্টু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। তার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়ের রেশ।

ঃ সাইমন জন তার ছেলেকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব আমাকে দিচ্ছেন কেন? ওর তো সাগরেদের অভাব নেই। যে কোন সাগরেদকে ডিকি জনের ফটোগুলো দিলে ওরা ডিকি জনকে খুঁজে বার করবে। অবিশ্যি ডিকি জন যদি আজ অবধি বেঁচে থাকে কিংবা এই দেশের বাইরে না গিয়ে থাকে।

আমার কথা শুনে ছট্টু হাসলো। হয়তো উনি জানেন, পুলিসের খাতায় লেখা আছে, ডিকি জনের মৃত্যুর জন্যে তুমি আংশিক দায়ী। যদি তুমি ওর ছেলেকে খুঁজে বার করতে পারো, তাহলে পুলিসের খাতা থেকে তোমার নাম কাটাতে পারবে।

ঃ কিংবা হতে পারে, তিনি এই খোঁজ তল্লাশীর ব্যাপারটা খুবই গোপন রাখতে চান। দলের কাউকে জানাতে চান না যে তিনি তার হারানো ছেলেকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছেন। হয়তো এই ধরনের কাজে আমার নাম ডাক শুনেছেন। আমাকে বিশ্বাস করেন। যাক, আমি সাইমন জনের কাজ করবো না একথা তোমাকে আমি হলপ্ করে বলতে পারি।—আমি মন্তব্য করলুম।

আমার কণ্ঠের দৃঢ়তা শুনে ছট্টু হাসলো। শুধু জবাব দিলো ঃ রাজা, অতো বড়াই করো না। যদি সোজা কথায় তুমি সাইমন জনের প্রস্তাবানুযায়ী কাজ না করো তাহলে উনি কঠিন পথ ধরবেন।

ঃ কঠিন পথ? আমি বিস্মিত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ কঠিন পথ মানে ওরা যদি তোমার মুখ দিয়ে হ্যাঁ কথাটি বের না করতে পারেন তাহলে ওরা ওকে ধরবেন, এই বলে ছট্টু রান্নাঘরে ময়নার পানে আঙ্গুল দিয়ে দেখালো। ওরা ময়নার গায়ে হাত তুলবে। ওরা জানে, ময়নার কিছু হলে তুমি চুপ করে বসে থাকবে না। ওদের প্রস্তাব তুমি মেনে নেবে।

তারপর গলার স্বর খাটো করে বললে ঃ রাজা, এরা জানে ময়না তোমার গার্ল ফ্রেন্ড। আমিও জানি যে ময়না হলো তোমার প্রেমিকা। আর সেই জন্যে আমি ময়নাকে বিয়ে করেছি। কারণ, তোমাকে শুধু হাতের মুঠোয় ধরে রাখবার জন্যে। তোমার মতো একজন লোককে আমার স্পেশাল বডিগার্ড হিসাবে চাই। ময়নাকে বিয়ে না করলে তোমাকে কী আমি হাতের কাছে পেতুম? অসম্ভব, ইম্পসিবল্—

ছট্টুর কথাগুলো শুনে আমি বিস্মিত হতবাক হলুম। আমাকে কাছে ধরে রাখবার জন্যে ছট্টু ময়নাকে বিয়ে করেছে। এ যে অলৌকিক, অবিশ্বাস্য কাহিনী।

আমি কোন জবাব দিতে পারলুম না। স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে বসে রইলুম।

* * *

ছটুর ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে মিথ্যে ছিলো না। পরের দিন তার প্রমাণ হাতে হাতে টের পেলুম।

দোকানে গিয়ে দেখলুম, ভেতরের আসবাবপত্র একেবারে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে। জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ানো রয়েছে।

আর শুধু কী তাই। অমন দামী মার্সিডিজ গাড়ীটির টায়ারগুলো ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে।

প্রতিটি টায়ারের দাম নিদেন পক্ষে সাত-শো থেকে হাজার টাকা। বাইরের ওয়াইপার দুমড়ে রেখেছে। আর গাড়ীর উপর ছিলো এক চিরকুট। বিশ্রী হাতের লেখা। অজস্র বানান ভুল।

ঃ আমাদের প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিও না। সাইমন জন তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

দোকান এবং গাড়ীর অবস্থা দেখে আমার চক্ষু চড়ক গাছ।

আমি ছটুকে টেলিফোন করলুম। সমস্ত ঘটনা খুলে বললুম।

ঃ একবার আসবে? আমি বললুম।

ছটু দেরী করলো না। দৌড়ে ছুটে চলে এলো।

ঃ স্কাউনড্রেল। এমনি একটা কিছু ঘটবে আমি আশংকা করেছিলুম। কী করবে? এই বলে ছটু আমার মুখের দিকে তাকালো।

আমিও সহজ পাত্তর নই। তোতন লাট্টুর চোখ রাঙানি কিংবা হুমকিতে আমি ভয় পাবার লোক নই। যখন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কাজ করেছি তখন পুলিসের লোক এসে কতোবার আমাকে শাসিয়েছে। কিন্তু ওদের হুমকীতে আমি কোনদিন মাথা নীচু করি নি। মনে মনে ঠিক করলুম ঃ আজও মাথা নত করবো না।

ঃ করবার কিছু নেই। প্রথমতঃ আমাদের পুলিসে খবর দেয়া দরকার।

ঃ পুলিস!

ছটু যেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলো না আমি বলছি কী? তোতন লাট্টুর বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে নালিশ করবো! তাহলে যে আমার জীবন বিপন্ন হবে।

নো, নো, বেশ ক্ষীণস্বরে ছটু প্রতিবাদ করে বললো ঃ তুমি জানো না, যদি সাইমন জন টের পান যে আমরা পুলিসের শরণাপন্ন হয়েছি তাহলে আমাদের জীবন আরো বিপন্ন হবে। আমি সাইমন জনকে ভালো করে জানি। উনি যে কাজ করবেন ঠিক করেন সে কাজ করতে কোন দ্বিধা কিংবা

সংকোচ বোধ করেন না। ওর কাজে কোন বাধা বিপত্তি কখনও সহ্য করবেন না।

আমি তোতন লাট্টুর বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে নালিশ করছি না। আমাদের ইন্সিওরেন্সের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে। দোকান, দোকানের আসবাবপত্রও এবং গাড়ীগুলো সবই ইন্সিওরেন্স করা ছিলো। ইন্সিওরেন্সের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হলে পুলিসের কাছে ডায়েরী করা একান্ত আবশ্যক।

হয়তো ছট্টু আমার প্রস্তাবে যুক্তি খুঁজে পেলো। কিন্তু তবু পুলিসের কাছে নালিশ করতে তার মনে দ্বিধা হলো।

ঃ কিন্তু ...আমি ভাবছিলুম যদি এর ফল ঠিক বিপরীত হয়—বেশ দ্বিধা মিশ্রিত কণ্ঠে ছট্টু বললো! আসল কথা কী জানো? তোতন লাট্টু তোমাকে সতর্ক করেছে অর্থাৎ যদি তুমি ওদের কথা না শোন তাহলে এবার তোমার আরো বিপদ ঘটবে।

ঃ আমি জানি; এই বলে আমি ছট্টুকে তোতন লাট্টুর লেখা চিরকুট দেখালুম।

ঃ ছট্টু চুপ করে বললো ঃ এরপরও তুমি চুপ করে থাকতে চাও। শোন রাজা, আমার কথা শোন। তুমি একবার সাইমন জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। কথা বলে দেখো না, উনি কী চান? হয়তো ওর প্রস্তাব তোমার মনোঃপুত হবে।

আমি এ কথা জবাব দেবার সময় কোন চিন্তা ভাবনা করলুম না।

সোজা স্পষ্ট ভাষায় বললুম ঃ আমার সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় হবে না। আমি সাইমন জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো না।

ছট্টু চুপ করে গেলো। হয়তো আমাকে সে বিশেষ ঘাঁটাতে চাইলো না। কারণ ছট্টু জানতো, আমিও পাত্তর বিশেষ সুবিধের নয়। রেগে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসতে পারি।

কিন্তু হয়তো সেদিন আমি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলুম। কারণ পরের দিন আমি আর একটি দুঃসংবাদ পেলুম। আর এই দুঃসংবাদটি আমাকে ছট্টু দিলো।

বারোটা নাগাদ আমাকে টেলিফোন করে বললো ঃ রাজা, তুমি এক্ষুণি একবার আরউইন হাসপাতালে চলে এসো।

ঃ আরউইন হাসপাতালে, কেন?

আমার প্রশ্নে শুধু বিস্ময় নয়, খানিকটা ভয়ও ছিলো।

ছট্টু আমাকে আরউইন হাসপাতালে যেতে বলছে কেন?

তাহলে কী কারু কোন দুর্ঘটনা হয়েছে।

কারু মানে, ময়নার? ওরা ময়নাকে খুন করবার চেষ্টা করছিলো—ছটু ব্যস্ত বিচলিত হয়ে বললো।

আমি এবার বুঝতে পারলুম কঠিন পাত্রের হাতে পড়েছি।

তোতন লাট্টুকে আর উপেক্ষা করা চলবে না।

*   *   *

আরউইন হাসপাতালে লোক গিস্ গিস্ করছে। একটা স্পেশাল কেবিনে ময়না শুয়েছিলো। ডাক্তার এসে দেখে গেছে। বলেছে ভয় নেই, তবে কয়েক-দিন পুরো বিশ্রাম নিতে হবে।

বাকী ঘটনা ছটুর মুখে শুনলুম। ছটু বললো ঃ ময়না একটা ট্যাক্সী করে বাড়ী আসছিলো। গাড়ী যেই ডিপ্লোম্যাট এনক্লেভ পার হয়ে কনট সার্কাসের দিকে মোড় নিয়েছে অমনি দুজন লোক এসে গাড়ীর পথ রুখে দাঁড়ায়। ট্যাক্সী ড্রাইভার ময়নাকে একা রেখে দৌড়ে পালায়। লোকদুটো ময়নাকে বেইজ্জতি করবার চেষ্ট করেছেলো। কিন্তু পরে শাসিয়েছিলো যে ওর সুন্দর মুখে এসিড ঢেলে দেবে। যাবার সময় গাড়ীর দরজার ভেতর ময়নার আঙ্গুল রেখে দরজা বন্ধ করে দেয়। যন্ত্রণায় ময়না চীৎকার করে উঠেছিলো।

আমি ছটুকে জিজ্ঞেস করলুম ঃ পুলিসে খবর দিয়েছ?

পুলিস! বাপ্স, কস্মিনকালেও নয়। সাইমন জনকে তুমি চেনো না রাজা। যদি জানতে পারে, আমি পুলিসের শরণাপন্ন হয়েছি তাহলে আমার জীবন আর থাকবে না।

না, পুলিস দিয়ে কোন কাজ হবে না, বরং—ছটু কথাটা অর্ধ-সমাপ্ত রেখে আমার মুখের দিকে তাকালো। তার চাউনির অর্থ বুঝে নিতে আমার কষ্ট হলো না। ছটু আমাকে সাইমন জনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করছে।

আমি ছটুর কথার কোন জবাব দিলুম না। ময়নার কাছে গেলুম। ময়না শুয়েছিলো। আমাকে দেখে বিছানায় উঠে বসলো। মুখটা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

আমি ময়নার কাছে যেতেই ময়না আমাকে বললো ঃ ডার্লিং তুমি যাবে....

ঃ কোথায়? আমার প্রশ্নে ছিলো বিস্ময়, কৌতূহল।

ঃ সাইমন জনের কাছে....

ময়নার কথার কোন জবাব দিলুম না। চুপ করে রইলুম। বুঝতে পারলুম প্রথম রাউন্ডে সাইমন জন জয়লাভ করেছে।

বাড়ীতে ফিরে এসে আমি তোতনকে টেলিফোন করলুম।

ভেবেছিলুম টেলিফোনে গালমন্দ দেবো। কিন্তু দিলুম না। শুধু জিজ্ঞেস করলুম, কবে যেতে হবে?

ঃ কাল। ভোরের প্লেনে।

ঃ বেশ, আপনারা সাইমন জনকে খবর দিন। আমি কাল সকালে বোম্বাইতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবো।

এইতো ভালোছেলের মতো কথা বলছেন। কাল আপনার জন্যে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে প্লেনের টিকিট থাকবে। আর সাইমন জন আপনার জন্যে এয়ারপোর্টে গাড়ী পাঠাবেন।

*　　　　*　　　　*

আমি বোম্বাইতে এলুম।

আমার প্লেন যখন বোম্বাই শহরের বুকের উপর দিয়ে চক্কর কাটছিলো তখন আমার মনে এসে হাজার কথা জড়ো হলো।

সত্যিই আজব দুনিয়া হলো বোম্বাই শহর। এতোদিন এই শহরে জীবন কাটিয়েছি, তবু যেন এই শহরকে ভালো করে চিনে উঠতে পারি নি। এই শহরের জীবনস্রোতের পেছনে মানুষের আর একটা জীবনধারা আছে তার খবর কে রাখে? মানুষের এই জীবন-পঞ্জিকার খবর আমিও রাখতুম না। সাইমন জন, বাবু জাভেরী, তোতন, লাটু হলো এই আজব নগরীর বিচিত্র মানুষ। শহরের কান্না-হাসির জীবনস্রোতের সঙ্গে এদের জীবনের কোন মিল নেই। এরা বেঁচে আছেন পুলিসের খাতায়, নাইট ক্লাবে…

এদের কথা ভেবে চিন্তিত হলুম। আজ আমাকে এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। এদের জীবনকে আরো ভালো করে জানতে হবে।

ছটু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, সাইমন জন কেন তার হারান ছেলেকে খুঁজে বার করতে চান। নিশ্চয় এই খুঁজে বার করবার পেছনে আরো কোন রহস্য জটিলতা লুকানো আছে। কী সে রহস্য, কী সে বিস্ময়? আজ সাইমন জনের কাছ থেকে আমাকে সেই ধাঁধার রহস্য বের করতে হবে।

বোম্বাইর এয়ারপোর্টের বন্দরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে লাউডস্পীকারে নাম শুনতে পেলুম। রাজা, প্যাসেঞ্জার ফ্রম দিল্লী, প্লিজ কাম টু ইনফরমেশন ডেস্ক…লাউডস্পীকারে আমার নাম শুনে বুঝতে পারলুম যে সাইমন জন তার কোন প্রতিনিধিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছেন। সেয়ানা, হুঁশিয়ার লোক সাইমন জন। বুঝতে পারলুম আমার অভ্যর্থনা, আদর যত্নের কোন ত্রুটী হবে না। ইনফরমেশন ডেস্কের কাছে গিয়ে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক আমার কাছে এগিয়ে এলো।

ঃ আপনি মিস্টার রাজা?

ঃ ইয়েস—আমি শান্ত কণ্ঠে ছোট জবাব দিলুম।

আমি লোকটির মুখের দিকে তাকালুম। লম্বা বাবরী চুল, জুলপি আছে একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। হাসলে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

প্রথম দর্শনেই আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে লোকটি হলো সাইমন জনের ডান হাত। কিংবা আরো সহজে বলতে পারি বডিগার্ড। পরে জানতে পেরেছিলুম, লোকটি শুধু বডিগার্ড নয়—ড্রাইভারও।

ঃ আমার নাম বাবলু…আমি হলুম সাইমন জনের ড্রাইভার। আপনাকে হোটেলে নিয়ে যাবার জন্যে উনি গাড়ী পাঠিয়েছেন।

ঃ কোন হোটেলে—আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ শেরটনে—

ঃ আমি ভেবেছিলুম 'তাজমহলে' থাকবো—আমি ছোট জবাব দিলুম।

ঃ ইচ্ছে করলে আপনি সেই হোটেলে গিয়ে থাকতে পারন। আপনার মর্জি। বলুন, আপনি কোন হোটেলে থাকবেন ?

আমি মৃদু হাসলুম। বুঝতে পারলুম আমাকে শেরটনে রাখার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে। ঃ বললুম না, উনি যখন আমার জন্যে শেরটনে থাকবার বন্দোবস্ত করেছেন তখন ওর সেই আয়োজন বন্দোবস্তকে ভণ্ডুল করবে না, হয়তো উনি আমার আলাপ-আলোচনা শুনবার জন্যে হোটেলের রুমে মাইক্রোফোন রেখেছেন।

বাবলু হয়তো আমার জবাবে ক্ষুণ্ণ হলো। দেখতে পেলুম তার মুখ গম্ভীর হয়েছে। কিন্তু বাবলু তার মনের রাগ বাইরে প্রকাশ করলো না। বরং মিষ্টি হেসে বললো ঃ সাইমন জন অমায়িক ভদ্রলোক, কারু গোপন কথা শুনবার ইচ্ছে তাঁর নেই।

ঃ সরি। কথাটা আমি সিরিয়াসলি বলি নি। ভাবলুম, আমাকে বোম্বাইতে নিয়ে আসবার জন্যে উনি এতো আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাই ওর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে বোম্বাইতে ধরে রাখবেন। আর এই সময়টা আমি কী করি না করি সে কথা জানবার চেষ্টা করবেন।

বাবলু আবার হাসলো। বললো ঃ কারু কোন খবর বের করবার জন্যে রুমে মাইক্রোফোন বসাবার দরকার হয় না। খবর কী করে সংগ্রহ করতে হয় সে পন্থা উনি ভালো করে জানেন।

আমি আর কথা বাড়ালুম না। গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলুম! দামী মার্সিডিজবেঞ্জ গাড়ী। সাদা ঝকঝকে। গাড়ীতে রেডিও বসানো আছে—ভেতরে এয়ারকন্ডিশনার। গাড়ী স্টার্ট দিয়ে বাবলু গাড়ীর রেডিও চালিয়ে দিলো।

গাড়ীতে আমাদের বেশী কথা হলো না। কথা না বলবার কারণ ছিলো। কারণ রাস্তায় বেশ ভীড় ছিলো। এই ভীড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চালান সহজ কাজ ছিলো না। স্টিয়ারিং হাতে ধরে বাবলু রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলো।

দাদার এলাকা পার হবার পর আমি জিজ্ঞেস করলুম : সাইমন জন কখন আমার সঙ্গে দেখা করবেন ?

: আজ রাত্রে উনি আপনাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন—বাবলু ছোট জবাব দিলো।

: গুড। কিন্তু উনি আমার সঙ্গে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন তার কোন আভাষ পেতে পারি কী? অর্থাৎ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে জানতে পারলে আমি তৈরী থাকতে পারতুম।

: বাবলু স্টিয়ারিং-এর উপর হাত রেখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। বুঝতে পারলুম বাবলু এসব ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। আবার আমাদের আলাপ-আলোচনায় ভাঁটা পড়লো।

বোম্বাইর রাস্তার ভীড় কাটিয়ে আমরা যখন শেরটন হোটেলে পেঁছলুম তখন বিকেল প্রায় চারটা। বারে, লাউঞ্জে দু-চারজন ট্যুরিস্ট বসেছিলো।

বাবলুকে দেখে রিসেপশন ক্লার্ক হাসলো। বুঝতে পারলুম যে এই হোটেলে সবার কাছে বাবলু পরিচিত। কিংবা বলতে পারি যে এই হোটেলের কর্মচারীরা বাবলুর অনুগত। হয়তো সাইমন জন এদের নিয়মিতভাবে টাকা-পয়সা দিয়ে থাকেন।

ইনি হলেন সাইমন জনের স্পেশাল গেস্ট···বাবলু রিসেপশন ক্লার্ককে উদ্দেশ্য করে বললো।

: ওয়েলকাম টু শেরটন স্যর। আপনার জন্যে চারতলায় একটা স্পেশাল সুইট রেখেছি। ঠিক সমুদ্রের সামনে। রাত্রিবেলায় বোম্বাইর সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবেন।

তারপর কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রিসেপশন ক্লাক বললো : আপনাকে এর আগে কোথায় দেখেছি স্যর।

: ফিল্মে দেখে থাকবেন। আমি হলুম অ্যাক্টর। আমার নাম রাজা।

: এবার আপনাকে চিনতে পেরেছি স্যর। আপনি তো ফাইটিং পিকচারে স্টান্টম্যানের রোল করতেন। এই নিন আপনার রুমের চাবি····

আমি চাবি হাতে নিয়ে বললুম : আজকাল আমি সিনেমাতে কাজ করিনা। আমি হলুম বিজনেসম্যান। গাড়ী বেচাকেনার ব্যবসা করি।

বাবলু রিসেপশন ক্লার্কের কানে কানে কী জানি বললো। তারপর আমাকে বললো : এই হোটেলে আপনার আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হবে না। আপনার রুমে এক বোতল শিভাস রিগ্যাল রেখেছি। আর কোন কিছু জিনিসের দরকার হয় তাহলে আপনি রিসেপশন ক্লার্ককে বলবেন। উনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

আমি লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। বাবলু আমাকে জিজ্ঞেস করলো : আমি কটার সময় গাড়ী নিয়ে আসবো স্যর ?

রাত আটটা।

: থ্যাঙকস। থ্যাঙকস ফর এভরিথিং....

: ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই। আমি আমার ডিউটি করছি স্যর।

: বাবলু চলে গেলো। আমি নিজের ঘরে এলুম।

রিসেপশন ক্লার্ক সত্যি কথা বলছিলো। ভারী চমৎকার ঘর—সামনেই নীল ঘন সমুদ্র। পাশেই মেরিন ড্রাইভ। রাস্তা দিয়ে অগুণতি গাড়ী-ঘোড়া যাচ্ছে। জনকোলাহলে মুখরিত।

কতোক্ষণ সমুদ্র এবং রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলুম ঠিক বলতে পারবো না। হঠাৎ পেছন থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে আমার চিন্তার রেশ ভাঙলো।

: ভেতরে আসবো ? মিষ্টি মধুর কণ্ঠ আমার কানে ভেসে এলো।

আমি চমকে তাকালুম।

দেখতে পেলুম একটি মেয়ে আমার ঘরে ঢুকেছে। মেয়েটি দেখতে হয়তো সুন্দরী নয়, তবে তার দেহলাবণ্য, সেক্স পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

: আপনি মিস্টার রাজা ? মেয়েটি তার গলার স্বরকে আরো মিষ্টি করে বললো।

: আমার নাম ডোরা—

: ডোরা! আমার এই ছোট প্রশ্নে ছিলো বিস্ময় আর কৌতূহল। ডোরা কে ? কে তাকে আমার কাছে পাঠালো। আমি যেন উত্তেজনা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলুম।

: বাবলু আমকে পাঠিয়েছে। যদি আপনার কোন কিছুর দরকার হয়— — ডোরা আবার মিষ্টি হেসে বললো।

ডোরা তার কথা শেষ করবার আগেই আমি ডোরার কাছে এগিয়ে গেলুম। তারপর ওর হাত দুটি ধরে ঘরের সোফাতে বসালুম। বাবলু কেন ডোরাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে বুঝতে অসুবিধে হোল না। বাবলু জানে, আমি কী চাই। সুন্দরী সেক্সী মেয়ে।

প্রথমে আমি বাবলুকে না চেনবার ভান করলুম। বললুম : বাবলু কে ?

: বাবলু আমার বয়ফ্রেন্ড। উনি বললেন, হোটেলের রুমে একা থাকবেন। আমি যদি কয়েক ঘন্টা আপনার সঙ্গে সময় কাটাই তাহলে আপনার সময় ভালো কাটবে।

আমি ডোরার কথা শুনে হাসলুম। বললুম : এবার বুঝতে পেরেছি সাইমন জন কেন রুমে মাইক্রোফোন বসাবার প্রয়োজন মনে করেন না। লোকের কাছ থেকে কী করে গোপন খবর বের করে নিতে হয় তার কলাকৌশল ভালো

করেই জানেন। তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে কাছে থাকলে মাইক্রোফোন বসাবার দরকার হয় না।

সাইমন জন—বাবলু ডোরাকে আমার কাকে সময় কাটাবার জন্যে পাঠান নি। পাঠিয়েছেন জীবন উপভোগ করবার জন্যে। বাজে কথা বলে আর সময় নষ্ট করলুম না। ডোরাকে কাছে টেনে নিলুম। ডোরা আপত্তি করল না। বরং ওর মুখে মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে উঠলো। ডোরার জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। আনাড়ী মেয়েদের মতো বকবকম করে সময় নষ্ট করে না। জীবনকে উপভোগ করবার জন্যে ওর কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। তারপর ওর মুখটি আমার কাছে নিয়ে এসে বললো : বলো না কিছু ?

: কী বলবো ? আমি যেন বেশ বোকার মতো জবাব দিলুম।

: সেই যে ইংরাজীতে চারটি অক্ষরের শব্দ আছে—

দুষ্টু মেয়ে। এর সঙ্গে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই! বরং সময়ের সদ্ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমিও তাই করলুম।

* * *

ডোরা এবং আমি যখন বিছানা থেকে উঠলুম, তখন প্রায় সাতটা। ডোরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করতে করতে বললো : আমি যাই। বাবলু হয়তো এক্ষুণি আসবে। আমি যে এতোক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটিয়েছি একথা বাবলুকে জানাতে চাই না। মাঝে মাঝে বাবলু আবার বড্ডো জেলাস হয়।

বাবলু ভাগ্যবান। তোমার মতো সুন্দরী বান্ধবী পাওয়া কি সহজ কথা ?

: তুমি ঠাট্টা করছো ? একটু রাগ করে ডোরা জবাব দিলো।

: না সিরিয়াসলি বলছি। সত্যিই তুমি সুন্দরী। বোম্বাইতে কদিন থাকবো জানিনা। তবে কাল একবার এসো। দুজনে কিছুক্ষণ গল্প করে সময় কাটাবো। আজ তো আর ভালো করে কথাবার্তা হলো না।

: ডোরা চলে গেলো। যাবার সময় বলে গেলো কাল আবার আসবে।

আটটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে বাবলু এসে আমার দরজায় নক্ করলো। বললো : রাইট টাইমে এসেছি স্যর। আপনি তৈরী আছেন ?

: আমি তৈরী।

আমরা দু-জনে গিয়ে সাইমন জনের দামী গাড়ীতে চেপে বসলুম।

গাড়ী চালাতে চালাতে বাবলু জিজ্ঞেস করলো : বিকেলটা কেমন কাটলো স্যর। প্রশ্নটা করে বাবলু আমার মুখের দিকে তাকালো। তার মুখে ছিলো দুষ্টু হাসি। আর সেই হাসির অর্থ কী আমি জানতুম।

আমি কথা লুকোবার চেষ্টা করলুম না কিংবা কোন ভনিতা করলুম না। সহজ সরল কণ্ঠে বললুম : ডোরা ভালো মেয়ে।

ঃ আমি জানি স্যর। আপনার সুখ সুবিধে দেখবার জন্যে ওকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলুম। আপনাকে বিরক্ত করে নি তো?

ঃ কী যে বলো বাবলু। ডোরার মতো মেয়েকে সঙ্গী পেলে দুনিয়ার সব চিন্তাকে ভোলা যায়।

আমি আবার গলার স্বর খাটো করে বললুমঃ সাইমন জন ডোরার আগমনের কথা জানেন?

ঃ আজ্ঞে, উনিই তো আমাকে নির্দেশ দিলেন। বাবলু ডোরাকে রাজার কাছে পাঠাও। ওর সময়টা ভালো কাটবে।

আমি বাবলুর জবাব শুনে মনে মনে সাইমন জনকে উদ্দেশ্য করে বললুমঃ স্কাউনড্রেল। আমাকে বেঁধে রাখবার জন্যে উনি ডোরাকে হোটেলে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমি খাঁচার পাখী নই যে কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে অমাদের গাড়ী এসে মালাবার হিলের একটি বড়ো বাড়ীর সামনে থামলো। বাড়ী দেখলেই বোঝা যায়, বাড়ীর মালিক বেশ ধনী। বাড়ীর সামনে বড়ো লন—আর সাজানো বাগান। গাড়ী বারান্দায় আরো দুটো বিলেতি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সব গাড়ীর মালিকই যে সাইমন জন একথা বুঝতে আমার অসুবিধে হলো না। বুঝতে পারলুম, নোংরা ব্যবসা করে সাইমন জন বেশ অর্থ করেছেন। এখন শুধু তার অর্জিত টাকাগুলো হজম করতে পারলেই হলো।

দরজার সামনে সাইমন জন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে দেখে এগিয়ে এলেনঃ মিঃ রাজা। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। আই অ্যাম সো গ্ল্যাড ইউ কেম—

আমি মুখ গম্ভীর করে বললুমঃ সবাই আমার আগমনে খুশী হয়েছে। কিন্তু আমি খুশী হবার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে।

সাইমন জন আমার হাত দুটো ধরে বললেনঃ মিঃ রাজা রাগ করো না। আজ তোমার সাহায্য আমার বিশেষ প্রয়োজন। চলো ভেতরে গিয়ে বসি।

সাইমন জন তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ গাড়ী ঠিক রেখো। ডিনারের পর ওকে হোটেলে পেঁাছে দিতে হবে।

সাইমন জন আমাকে নিয়ে ঘরের ভেতর গেলেন। আমরা দু-জনে গিয়ে ওর স্টাডি-রুমে বসলুম। সাজানো ঘর। পুরু কার্পেটে ঢাকা। দেয়ালের চারপাশে বই-এর আলমারী। হয়তো লোকদের দেখবার জন্যে বইগুলো সাজিয়ে রেখেছেন। ঘরের মাধ্যখানে একটি টেবিল। টেবিলের উপর দামী বিলিতি টেবিল ল্যাম্প। তার আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি আর সাইমন জন দুটো দামী সোফাতে গিয়ে বসলুম।

একটা লোক ট্রে করে অনেক দামী দামী বিলেতি মদ নিয়ে এলো।

ঃ কী দেবো তোমাকে মিঃ রাজা ?

ঃ আমাকে শুধু রাজাই বলতে পারেন। নামের আগে 'মিস্টার' পদবী যোগ করবার দরকার নেই। হুইস্কি প্লিজ।

ঃ ব্যালেনটাইন—

ঃ থ্যাঙকস—।

একটা দামী ক্রিস্টালের হুইস্কি গ্লাসে সাইমন জন ব্যালেনটাইনের বোতল থেকে মদ ঢাললেন এবং গ্লাসটি আমার হাতে তুলে দিলেন। তারপর নিজের গ্লাসটি মুখের কাছে নিয়ে বললেন ঃ চিন চিন রাজা। ওয়েলকাম টু বোম্বে।

ঃ চিন চিন। বোম্বাই আমার পুরানো শহর সাইমন জন—এ শহরে নতুন কিছু দেখবার এবং জানবার নেই।

ঃ সে কী আজ বিকেলে তুমি বোম্বাইর বিশেষ কিছু দেখো নি—

সাইমন জনের কথা যেন আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। বোম্বাইর উল্লেখযোগ্য কোনকিছু আমি দেখেছি বলে মনে পড়লো না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সাইমন জন বললেল ঃ ডোরাকে তুমি এতো শিগগির ভুলে গেলে ? ডোরা ইজ এ সুইট গার্ল।

ডোরার নাম শুনে বুঝতে পারলুম সাইমন জন কাজ হাসিল করবার জন্যে সব কিছু করতে পারেন। আজ ডোরার কথা বলে আমাকে 'ব্ল্যাকমেল' করবার চেষ্টা করছেন।

সাইমন জন আবার হাসলেন। বাবলু তোমার রুচি পছন্দ জানে। আমাকে বললো, রাজার বিবাহিতা মেয়েদের উপর বড্ড ঝোঁক। তাই ডোরাকে তোমার কাছে পাঠাল।

তারপর টেবিল থেকে একটি ফাইল তুলে আমাকে দেখালেন। বললেন ঃ তোমার লাইফ স্কেচ। ভাবলুম তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার আগে তোমার লাইফ স্কেচ তৈরী করে রাখবো। তোমার সঙ্গে কাজ করবার আগে তোমার জীবনের কিছু খবর সংগ্রহ করেছি। রাজা, প্রফেশনাল অ্যাজিটেটর, বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির ডোমেনেস্ট্রেশন মিছিল আয়োজন বন্দোবস্ত তুমিই করেছ। পুলিসের খাতায় তোমার নাম লেখা আছে। তাই নয় কী রাজা ?

এই বলে সাইমন জন আমার মুখের দিকে তাকালেন।

ঃ আপনি যখন আমার জীবনে সব খবরই রাখেন তখন অযথা কেন আমাকে আর প্রশ্ন করছেন।

সাইমন জন মৃদু হাসলেন। তারপর হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলেন।

ঃ সিগার খাবে রাজা ? হাভানা সিগার। কিউবা থেকে আনিয়েছি।

এই বলে সাইমন জন আমার হাতে একটি দামী সিগার দিলেন।

আমি সিগারটি মুখে পুড়লুম। এতোক্ষণ আমি ছিলুম শ্রোতা, কিন্তু এবার মুখ খুললুম।

ঃ মিস্টার জন, আপনার আদর অভ্যর্থনায় সত্যিই অভিভূত হয়েছি। আপনি আমাকে আপনার খরচে দিল্লী থেকে নিয়ে এসেছেন····· তারপর এয়ারপোর্টে গাড়ী পাঠালেন, শেরটনে আমার জন্যে স্যুইট ভাড়া করেছেন আর ডোরার কথা নাই বা বললুম। সী ইজ এ নাইস গার্ল। হ্যাঁ, ডোরা আর আমি, আজ বিকেলে ভালোই সময় কাটিয়েছি। তারপর এতো দামী হুইস্কি, না বোম্বাইতে কারু ঘরে এতো দামী হুইস্কি কখনই পাওয়া যাবে না। বলুন মিস্টার জন এত আদর যত্ন কেন করছেন?

সাইমন জন চট করে আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। মুচকি হাসতে লাগলেন।

সাইমন জনকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি আবার বলতে লাগলুম ঃ বলুন, মিস্টার জন, আপনার কী উদ্দেশ্য, আপনি কী চান?

সাইমন জন আমার কথাগুলোকে এড়িয়ে গেলেন। তারপর আবার মৃদু হেসে বলতে লাগলেন ঃ আমি বিশেষ দুঃখিত রাজা, তোতন লাটু তোমায় এবং তোমার বান্ধবী, কী নাম জানি মেয়েটির······ হ্যাঁ, মনে পড়েছে ময়নাকে শাসিয়েছে। কী করবো বলো ঃ ওরা তোমার কাছ থেকে সহযোগিতা চেয়েছিলো। কিন্তু প্রথমেই তুমি ওদের সঙ্গে এতো রুক্ষ মেজাজে কথা বললে, কাজেই ওদের গায়ের জোর ব্যবহার করতে হলো। যাক তোমার দোকানের যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ আমি তোমাকে দেবো। আর তোমার বান্ধবী, আশা করি উনি শিগ্গির ভালো হবে। আমার কাজটি শেষ হলে তুমি ময়নাকে নিয়ে য়ুরোপে বেড়িয়ে আসতে পাবো। য়ুরোপে যাবার খরচপত্র আমি দেবো।

ঃ আমাকে আর উৎকণ্ঠায় রাখবেন না। এবার বলুন আমাকে আপনি বোম্বাইতে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন? আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ জানো রাজা, তোমাকে বোম্বাইতে ডেকে আনবার আগে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি। নিজের মনে মনে প্রশ্ন করেছি, রাজা কী আমার কাজ করতে পারবে। কাজটি খুব সাধারণ নয়। কঠিন কাজ। কিন্তু তোমাকে কাজের কথা বলবার আগে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই।

ঃ বলুন আপনি কী জানতে চান?

ঃ তুমি কী তোতন লাটুর ধমকানিতে বোম্বাইতে এসেছ, না ডিক জন বেঁচে আছে এই খবর শুনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?

আমি এবার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলুম। তারপর হেসে বললুম ঃ মিস্টার জন, আমি এই ধরনের একটা প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে আশা করেছিলুম।

: হ্যাঁ, আমি ভাবলুম প্রথমেই তোমাকে খুলে বলা ভালো. তোমার বন্ধু মানে আমার ছেলে ডিক জন এখনও বেঁচে আছে। আমি খবর পেয়েছিলুম, দু-বছর আগে কলকাতায় খিদিরপুরে, জাহাজে সিনেমার শট নেবার সময় ডিকি জন হঠাৎ গঙ্গার জলে পড়ে যায়। তারপর থেকে অনেকদিন তার খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। বাজারে রটে গেল, ডিক জনের মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী। পুলিসের খাতায় তুমি অপরাধী একথাটা এখনও লেখা আছে। আশা করি তুমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে, ডিকি জন মারা যায় নি। যদি তুমি এ কথা প্রমাণ করতে পারো, তাহলে তোমার নাম পুলিসের খাতা থেকে মুছে ফেলা হবে।

আমি কিছুক্ষণের জন্যে সাইমন জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। সাইমন জন আমার কাছ থেকে কী ধরনের সাহায্য চান সেই কথাটা আমার জানবার প্রবল ইচ্ছে হলো। আর এ সহজ কথাটি বলবার জন্যে উনি এতো ভনিতা করছেন কেন?

: মিস্টার জন আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন। আপনি খুলে বলুন আমাকে কী করতে হবে। আপনি চান আমি ডিকি জনকে খুঁজে বার করি, পুলিসের কাছে প্রমাণ করি যে দু-বছর আগে খিদিরপুরে ডিক জন মারা যায় নি। অবিশ্যি এর বদলে আপনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিদেশী মুদ্রায় পেমেন্ট করবেন এবং পুলিশের খাতা থেকে আমার নাম কেটে দেয়া হবে একথা বলেছিলেন, তাই নয় কী।

সাইমন জন আবার আমার কথা শুনে হাসলেন। বললেন: না আমার কাজটি আরো কঠিন, দুঃসাধ্য কর।

: বেশ, ডিক জন বেঁচে আছে একথা যদি আপনি জানেন তাহলে আপনিও ইচ্ছে করলে ওকে খুঁজে বার করতে পারেন। এ কাজের জন্যে আমাকে আপনার দরকার নেই। কলকাতায় আপনার বিস্তর সাগরেদ আছে। ওরা সহজেই ডিক জনকে খুঁজে বার করতে পারবে। আর পুলিসের ডায়েরীতে আমার নাম লেখা আছে, কিন্তু সে নিয়ে আমি বড়ো বেশী চিন্তা-ভাবনা করিনি। বলুন আমার কথার কী জবাব দেবেন?

সাইমন জন কী জানি ভাবলেন।

তারপর আবার ধীর কন্ঠে বলতে লাগলেন: রাজা, ডিক জনকে আমার লোকজন দিয়ে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও আমি এ কাজ করবো না। কারণ আছে।

: কারণ? কী কারণ বলুন?

: কারণ আর কিছু নয়। আমার ছেলে ডিক জন আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে। তাই ওকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব আমার সাগরেদদের হাতে দিতে পারিনা।

ঃ কেন ? আমি বিস্মিত হযে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ মিস্টার রাজা, যদি আমার সাগরেদরা জানতে পারে, ডিকি জন আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে এবং কী কারণে করছে যে কথা যদি অন্য কেউ জানতে পারে তাহলে চব্বিশ ঘন্টার ভেতর আমার মৃত্যু হবে। রাজা আমি আগুন নিয়ে খেলা করছি। আর সেই আগুন থেকে বেরিযে আসবার জন্যে আমি তোমার সাহায্য চাই।

* * *

সাইমন জনের কথা শুনে আমি সম্ভিত হযে বসে রইলুম। বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখ দিযে কোন কথা বেরুলো না! ডিকি জন তার বাবাকে ব্ল্যাকমেল করছে আর সাইমন জন আতংকিত হয়েছেন যে, এই ব্ল্যাকমেলের কথা আর কেউ যদি জানতে পারে তাহলে তার জীবনের মেয়াদ হবে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা। কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না।

আমার জানবার ইচ্ছে হলো, ছেলে তার বাবাকে কেন ব্ল্যাকমেল করছে, আর সাইমন জন কী এমন নোংরা কাজ করেছেন যার জন্যে ডিকি জন তার বাবাকে ভয় দেখাবার সুযোগ পাচ্ছে!

কিন্তু সাইমন জন আজ সাহস করে আমাকে এই ব্ল্যাকমেলের কথা বললেন কেন? আমি যে বাজারে এই কথা প্রচার করে তার জীবন বিপন্ন করবো না তার প্রমাণ কী? আরো সহজে বলতে পারি, সাইমন জন আমাকে বিশ্বাস করলেন কেন?

হঠাৎ আমার মনে পড়লো, সাইমন জন জানেন, কলকাতার পুলিসের খাতায় লেখা আছে, আমি ডিকি জনের খুনের জন্যে দায়ী। অর্থাৎ আমি খুনী। যদি আমি প্রমাণ করতে পারি, যে ডিকি জন মারা যায়নি তাহলে আমি খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবো।

আমার চিন্তায় বাধা পড়লো। সাইমন জন খুব সহজ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেনঃ ডিনার রেডি, রাজা। চলো খেতে খেতে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

ডিনার খাবার সময় সাইমন জন তার ছেলে ডিকি জন কিংবা তার ব্ল্যাকমেলের বিষয় নিয়ে কোন কথা বললেন না। আমাকে আমার সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ীর ব্যবসা সংক্রান্ত দু-চারটে মামুলী প্রশ্ন করলেন। তারপর হঠাৎ বললেনঃ তোমার বান্ধবী ময়না, সী ইজ এ লাভলি গার্ল।

আপনি ময়নার কথা জানেন? আমার প্রশ্নে ছিলো কৌতূহল।

ঃ শুধু জানি বললে ভুল হবে। ময়নার সঙ্গে যে তোমার অবৈধ সম্পর্ক আছে তার পুরো খবরও আমি রাখি।

তারপর হুইস্কি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেনঃ ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে

কোর্টে দাঁড় করাতে পারি রাজা। কাল যদি ছট্টুরাম কোর্টে নালিশ করে, তুমি তার স্ত্রী'র সঙ্গে অবৈধ প্রেম করছো এবং প্রমাণস্বরূপ তোমাদের দুজনের কিছু ছবি কোর্টে দাখিল করে, তাহলে তোমাকে বেশ হাঙ্গামা পোহাতে হবে। একটা কথা মনে রেখো, বেশ কয়েক বছর ছট্টু আমার সঙ্গে কাজ করেছে। আজও সে আমার হাতের মুঠোয় আছে। না, জীবনে কোনদিন সে আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবে না। একথা আমি হলপ করে বলতে পারি। যাক, পুরানো কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ নেই।

আমি কোন জবাব দিলুম না। বুঝতে পারলুম বেশ কঠিন খপ্পরে পড়েছি। আটঘাট বেঁধেই সাইমন জন কাজ সুরু করেছেন। তিনি জানেন, রাজার মুখ বন্ধ রাখবার একমাত্র উপায় হলো ময়নাকে জড়িত করা। ময়নার প্রতি আমার দুর্বলতা অসীম একথা কারু অজানা নেই। কিন্তু আমি কখনও কল্পনা করিনি, ময়নার স্বামী ছট্টু আমার সঙ্গে তার স্ত্রী'র অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে কোর্টে নালিশ করবে।

ডিনার শেষে আমরা দুজনে আবার স্টাডিরুমে ফিরে গেলুম। সাইমন জন আমাকে একটি হাভানা সিগার দিয়ে বললেন: স্মোক ইট।

আমি সিগার মুখে পুরলুম।

সাইমন জন আমাকে একটি ছোট গ্লাসে কিছুটা ব্রাণ্ডি ঢেলে দিলেন। তারপর বললেন: যাক, কি বলছিলুম! ময়নার কথা। না, না, ময়নাকে আমি কোন বিপদে ফেলতে চাইনে। তবে প্রয়োজন হলে সবকিছু করা দরকার। যাক, আবার পুরানো কথা শুরু করা যাক।

: আমাকে বলেছিলেন যে, আপনার ছেলে ডিকি জন আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছে।

: দ্যাটস রাইট। সাইমন জন ছোট জবাব দিলেন। কিন্তু আমি দেখতে পেলুম, জবাব দেবার সময় তার চোখে-মুখে চিন্তার রেশ ফুটে উঠেছে।

: আপনি কী ব্ল্যাকমেলের জন্যে ডিকি জনকে কোন টাকা পেমেণ্ট করেছেন?

আমার প্রশ্ন শুনে সাইমন জনের চিন্তার রেশ ভাঙলো। তিনি শুকনো গলায় বললেন: হ্যাঁ, আজ অবধি আমি ওকে পনের লাখ টাকা দিয়েছি। শুধু তাই নয়, প্রতি পনের দিন অন্তর ছেলে আমার কাছ থেকে এক লাখ করে টাকা নিচ্ছে। টাকার অঙ্ক শুনে আমি শিষ দিয়ে উঠলুম। আজ অবধি সাইমন জন তাঁর ছেলেকে পনের লাখ টাকা দিয়েছেন। আর বাপের কাছ

থেকে এ টাকা নিয়ে ছেলে চুপ করে বসে থাকে নি। এখনও বাপের কাছ থেকে প্রতি-মাসে দু লাখ টাকা আদায় করছে।

ঃ আপনার জবাব শুনে মনে হচ্ছে, আপনি সত্যিই বিপদে পড়েছেন। আমি সিগারে লম্বা টান দিয়ে মুখ থেকে একরাস ধোঁয়া বের করলুম।

ঃ দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে বিপদে পড়তে দেখে তুমি খুশী হচ্ছে রাজা।

আমার মুখে এবার শয়তানের হাসি ফুটে উঠলো। বললুম মিস্টার জন, জীবনে আপনি অনেক লোকের সর্বনাশ করেছেন। আজ আপনি তার ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করুন।

সাইমন জন আমার কথায় কান দিলেন না। শুধু হাত বাড়িয়ে বললেন ঃ তর্ক করে লাভ নেই রাজা। লেট আস বী ফ্রেন্ডস—সাইমন জন তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে বসে রইলুম। কী করবো ভেবে পেলুম না। আমি কী সাইমন জনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবো ? আজ সাইমন জন আমার বন্ধুত্ব কামনা করছেন।

ঃ তুমি কী আমাকে শত্রু বলে মনে করো, রাজা ? সাইমন জন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি এক মুহূর্তের মধ্যে মন ঠিক করে ফেললুম। না. আজ সাইমন জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। দেখাই যাক না কেন, আমাদের বন্ধুত্বের জের কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম।

আমার হাত ধরে সাইমন জন খুব জোরে ঝাঁকুনি দিলেন। ঃ থ্যাংকস, মেনী থ্যাংকস রাজা। আমি জানতুম, তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। যাক, এবার তোমাকে আমার বিপদের কথা খুলে বলছি। এ কথা এর আগে আমি কখনও কাউকে বলি নি। কিংবা বলতে সাহস করি নি। কারণ আগেই বলেছি, আমার এই গোপন কথা কেউ জানতে পারলে আমার জীবন বিপন্ন হবে।

আমি কোন জবাব দিলুম না। চুপ করে রইলুম।

সাইমন জন বলতে লাগলেন ঃ বোম্বাইর মাস্তানদের কথা শুনেছ রাজা ? এই মাস্তানরা হলো বোম্বাইর স্মাগলরাদের সর্দার। অস্বীকার করবো না, এই মাস্তানদের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু স্মাগলিং-এর ব্যবসায়ে আমি ওদের কাছে চুনোপুঁটি। না, ওদের সঙ্গে আমি কোনদিনই পাল্লা দিতে পারব না। ওদের টাকা আছে। লোক আছে। আর আছে বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক। ওরা বিদেশ থেকে মাল স্মাগল করে আনে এবং মাল বিক্রীর পয়সা দিয়ে আফিম কিনে বিদেশে পাঠায়। সম্প্রতি মাস্তানরা সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে আফিমের চাষ সুরু করেছে। মনে রেখো, আফিমের চাষ করা বেআইনি।

: যেমন বাবু জাভেরী। যদি পুলিস কাস্টমস এবং দেশের শাসনকর্তারা জানেন যে, বাবু জাভেরী স্মাগলার, তবু তাকে ধরবার কোন প্রমাণ কিংবা সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া মুস্কিল। এই শহরের বাবু জাভেরী অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে। তিনি হাসপাতাল তৈরী করে দিয়েছেন। কিন্তু দান বদান্যতার প্রধান কারণ হলো, তিনি কালোবাজারে ভেজাল ওষুধ বিক্রি করছেন। হাসপাতালের ডাক্তারেরা ওর হাতের মুঠোয়। যদি কোন মেয়ের এ্যাবরসন কিংবা অবৈধ অপারেশন করার দরকার হয়, তাহলে তারা বাবু জাভেরীর হাসপাতালের ডাক্তারদের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

: দেশের বহু শহরে বাবু জাভেরীর হোটেল রেস্তোরাঁ আছে। প্রতিটি হোটেল রেস্তোরাঁ হলো পাপের আড্ডাখানা। এইসব হোটেল রেস্তোরাঁয় শুধু রোজগার কাজই হয় না, এখানে হোটেলের হিসাবপত্রে টাকার অংক বাড়িয়ে বাবু জাভেরী তাঁর ব্ল্যাকমার্কেটের রোজগারের টাকা "হোয়াইটে" রূপান্তরিত করে থাকেন। কথাটা আরো খুলে বলি। প্রতিটি হোটেলের রুম বাবু জাভেরী বেনামদারীতে রিজার্ভ করে রাখেন এবং পরে রুম রিজার্ভের টাকা ব্ল্যাকের টাকা দিয়ে পেমেন্ট করে থাকেন। অর্থাৎ ব্ল্যাকের টাকা হোয়াইট করা হলো। আর জানো, হোটেলের আয়ের ওপর সাত বছর কোন ইনকাম ট্যাক্স ধরা হয় না। আর যেই সাত বছরের মেয়াদ কেটে গেলো, অমনি তিনি সেই হোটেল বিক্রি করে আর একটি নতুন হোটেল খুলে থাকেন।

: বাবু জাভেরীর দুটি বড়ো ব্যবসা হলো, গুন্ডার দল পোষণ করা এবং জুয়ার আড্ডা পরিচালনা করা। দেশের বড়ো বড়ো শহরে বিভিন্ন অঞ্চলে বাবু জাভেরী গুন্ডার দল মোতায়েন রাখেন। এদের কাজ হলো দোকান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা। পুলিসের ভাষায়, এই ধরনের পয়সা আদায় করাকে বলা হয়ে থাকে, 'প্রটেকশন মানি'।

জুয়োর আসর পরিচালনা করা হলো বাবু জাভেরীর আর একটি বড়ো কাজ। বোম্বাইর বিভিন্ন অঞ্চলে বাবু জাভেরী, মানু সর্দারের জুয়োর আসর আছে। এই ধরনের জুয়োর আসরে সব ধরনের লোক পাওয়া যাবে। ইন্টেলেকচুয়াল, প্রফেসর, ডাক্তার, উকীল, ব্যবসায়ী আর একদল যাদের তাসের আসরে বলা হয়, প্রফেশনাল কার্ড প্লেয়ার।

: রাজা, আমিও জীবন শুরু করেছিলুম প্রফেশনাল কার্ড প্লেয়ার হিসেবে। বাবু জাভেরীর বান্ধবী ইভন একদিন আমাকে এক জুয়োর আসরে নিয়ে এলো। এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি রাজা। জুয়োর আসরে নতুন শিকার ধরে আনবার জন্যে বাবু জাভেরী সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করতো। এইসব মেয়েদের কাজ ছিলো, ছেলেদের সাথে খাতির-প্রেম করা। পরে এদের মিষ্টি কথা বলে জুয়োর আসরে নিয়ে আসতো। আর

জুয়ো খেলা এমন তীব্র আকর্ষণ, এমন বিষ যে একদিন এই আসরে বসলে প্রতিদিন হাজিরা দিতেই হবে। এই আসরে হার-জিতের নিষ্পত্তি নেই। আজ হারলে কাল জিতবে।

ঃ ইভন আমার চেহারা দেখে ভুলেছিলো। তাই আমাকে তার হাতের মুঠোয় ধরে রাখবার জন্যে সে এক প্ল্যান করেছিলো। আর ইভনের প্ল্যান ছিলো, আমাকে জুয়োর আসরে নিয়ে আসবে। ওর ধারণা ছিলো, আমি বাজিতে হারবো এবং আমার দেনা শোধ করবার জন্যে ইভন আমাকে টাকা ধার দেবে। অর্থাৎ সে চেয়েছিল আমাকে টাকা দিয়ে কিনে রাখতে। কিন্তু তার হিসেবে একটা বড়ো ভুল ছিলো। সে জানতো না, সাইমন জন জুয়ো খেলার রাজা। তাস খেলাই হোক, আর ঘোড়ার ওপর বাজী রাখাই হোক— আমার জুড়ি তুমি কোথাও পাবে না রাজা। হ্যাঁ, আমি লেখাপড়া বেশীদূর করিনি। কিন্তু অল্প বয়স থেকে আমি তাস খেলা শিখেছিলুম, কী করে তাস শাফল করতে হয় জানতুম—কখন বাজির টাকার অংক বাড়াতে হয় জানতুম। আর জীবনে উন্নতি লাভ করবার দ্বিতীয় সম্পদ হলো আমার সুন্দর চেহারা। যাক, ইভন আমাকে ভুল করে তাসের আসরে এনেছিলো। কারণ, প্রথম দিনেই আমি প্রচুর টাকা বাজি জিতলুম। আমার তাস খেলার ভঙ্গী দেখে ইভন চমকে গেলো। আমি যে এতো ভালো তাস খেলতে পারি, আর চোখ বুঝে কে কোন তাস পেয়েছে বলে দিতে পারি ইভন কল্পনা করতে পারেনি।

ঃ প্রথম দিন বাজি জিতে আমি বেজায় খুশী হলুম। কারণ, আমি বেশ মোটা টাকা জিতেছিলুম। কিন্তু আমার জয়লাভে ইভন বেশ দুঃখিত হলো। ইভন ভাবলো, আমি তার হাতের মুঠোর থেকে বেরিয়ে যাবো। না, আমি ইভনের হাতের মুঠোর থেকে বেরিয়ে যাইনি; বরং সেদিন থেকে আমি ইভনকে আমার হাতের মুঠোয় পেলুম। এবং যেদিন থেকে আমি ইভনকে হাতের মুঠোয় পেলুম সেদিন থেকে আমি হলুম বাবু জাভেরীর ডান হাত। বাবু জাভেরী আমার জুয়ো খেলার কায়দা-কানুন দেখে বুঝে নিলেন, সাইমন জনকে দিয়ে তার অনেক কাজ হবে। আর আগেই বলেছি, ইভন ছিলো আমার পৃষ্ঠপোষক—

এতোক্ষণ একটানা সাইমন জন কথা বলে যাচ্ছিলেন। আমি ও'র কথায় বাধা দিই নি। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে ফস করে একটি কথা বেরিয়ে গেলো। আমি জিজ্ঞেস করলুম ঃ একটা প্রশ্ন না করে পারছিনে। ডিকি জন আপনার ছেলে……আই মীন আপনার স্ত্রীর সন্তান……হয়তো এই প্রশ্নটি করতে আমার কণ্ঠে বেশ সংকোচের সুর ফুটে উঠেছিলো। আমি প্রশ্ন করে সাইমন জনের মুখের দিকে তাকালুম। দেখতে পেলুম যে, সাইমন জনের চোখ-মুখ লজ্জায় বিরক্তিতে বেশ লাল হয়ে উঠেছে।

ঃ আমি তোমার কাছ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন আশা করিনি রাজা। আমার মনে হয়, কেউ তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যে কথা বলেছে। যাক, আজ তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবো না। মোদ্দা কথায় আসা যাক।

ঃ বাবু জাভেরী আমার তাস খেলা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমাকে ডেকে বললো, জন, তুমি আমার সঙ্গে কাজ করবে? ইভন আমাকে বলেছিলো, তোমাকে পেলে আমার আর কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না।—আমি তাকিয়ে দেখলুম, ইভন বাবু জাভেরীর কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। বুঝতে পারলুম, আসলে এই মন্তব্য বাবু জাভেরীর নয়। কথাটা হলো ইভনের।

আমি জিজ্ঞেস করলুম ঃ বলুন, আমাকে কী কাজ করতে হবে?

ঃ কাজটি খুব কঠিন নয়। তুমি হবে আমার সেক্রেটারী।

ঃ আপনার সেক্রেটারী! আমি যেন বাবু জাভেরীর কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। উনি বলছেন কী? বাবু জাভেরী আমাকে ওঁর সেক্রেটারী করতে চান। আজ দেশের সবাই জানে, বাবু জাভেরী হলো বিশেষ সম্মানের অধিকারী।

না, না, একটা কথা তোমাকে স্পষ্ট করে খুলে বলতে চাই রাজা। বাবু জাভেরী শুধু আন্ডার ওয়ার্ল্ড মানে চোরা বাজারের সর্দার নন। প্রকাশ্যে দিনে-দুপুরে তিনি হলেন বোম্বাইর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন। তাই তাঁর সেক্রেটারী হবার সম্মান আছে বৈকি? কিন্তু প্রকাশ্যে, বাজারে কেউ কী জানতো, বাবু জাভেরী সাইমন জনকে তাঁর সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করছেন। আমাকে তাঁর সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করবার পেছনে আছে দুটো রহস্য ঃ সাইমন জনকে খুশী রাখতে হবে। কারণ, সাইমন জন হলো ইভনের বন্ধু। দ্বিতীয়তঃ স্মাগলিং-এর কাজে সাইমন জনকে ব্যবহার করতে হবে।

আমিও অবশ্যি সানন্দে বাবু জাভেরীর প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছিলুম। কারণ, আমি জানতুম, প্রকাশ্য সমাজে বাবু জাভেরীর নাম আছে। ওঁর সঙ্গে কাজ করলে আমার সুনাম হবে।

ঃ সুনাম আমার যথেষ্ট হয়েছিল রাজা। দীর্ঘদিন আমি ওর সঙ্গে কাজ করেছি। ওর জীবনের প্রতিটি কাজকর্মের খবরাখবর আমি রাখতুম। ও কার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, সবই আমার নখদর্পণে ছিলো। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার মতো কোন কাগজ আমার কাছে ছিলো না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ওকে জেলে পাঠাবার মতো কিছু প্রমাণ পেয়ে গেলুম।

কথাটা আরো খুলে বলি। বোম্বাইতে স্মাগলার-সর্দারদের একটি আড্ডা ছিলো। বলতে পারো, এই আড্ডা ছিলো স্মাগলারদের এসোসিয়েশন। দলের

প্রধান চাঁই ছিলেন বাবু জাভেরী। বোম্বাইর আরো বড়ো সর্দার, যাঁরা স্মাগলিং এবং পিম্পিং-এর কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁরাও আড্ডায় এসে নিয়মিত হাজির হতেন। আড্ডায় স্মাগলিং-এর কাজ-কর্ম এবং প্রচলিত আইন-কানুনকে কী করে ফাঁকি দেয়া যায় সে নিয়ে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করতেন। আমি ছিলুম বাবু জাভেরীর সেক্রেটারী। তাই এ' আসরে আমি ওর সঙ্গে নিয়মিত যেতুম এবং ওদের আলোচনায় যোগ দিতুম।

তুমি জানো রাজা, শয়তানি বুদ্ধিতে আমার জুড়িদার দেশে আর কেউ নেই। কিছুদিন পরে দেখা গেলো, এই আড্ডায় আমি ছিলুম প্রধান বক্তা এবং সর্দারদের পরামর্শদাতা। সর্দাররা আমাকে বিশ্বাস করতে লাগলেন।

আলাপ-আলোচনায় আমি সর্দারদের জীবনের কাজ-কর্মের অনেক গোপন খবর জানতে পারলুম। কী করে ও'রা জিনিস বিদেশ থেকে স্মাগল করে আনেন, আইনকে ফাঁকি দিয়ে বিদেশে জিনিস পাচার করেন এবং কোন্ জিনিস কার কাছে বিক্রি করা হয়—সব খবর আমি জানতে পারলুম। শুধু তাই নয়, কোন্ মেয়ে কোন্ সর্দারের বান্ধবী সে খবরও পেলুম।

তারপর একদিন স্মাগলিং এবং চোলাই মদের কারবার নিয়ে নানা কাগজপত্রে প্রবন্ধ-চিঠি লেখালেখি শুরু হলো। দাবী উঠলো স্মাগলারদের ধরা হোক এবং স্মাগলিং-এর কাজকর্ম বন্ধ করা হোক। কিন্তু প্রশ্ন উঠলো, আসল স্মাগলার কে? চোলই মদ কে তৈরী করে?

ইতিমধ্যে আমি আর একটি খেলা সুরু করলুম, অবশ্য গোপনে। প্রতিদিন রাত্রিবেলায় রেভিন্যু ইন্টেলীজেন্সের কর্তারা আমার বাড়ীতে এসে দেখা করতেন। তখন আমি ওদের কাছে গোপন খবর দিতুম। পরে দেখলুম যে এভাবে খবর দেবার বিপদ আছে। আমি এবার কোড সাইফারে খবর পাঠাতে সুরু করলুম। আর আমার এই কোডের নাম ছিলো 'স্মাগলারস' কোড। বাইরের কেউ আমার কোড পড়ে আমি কী খবর পাঠাচ্ছি বুঝতে পারতেন না, কিন্তু রেভিন্যু ইন্টেলীজেন্সের কর্তারা আমার কোড শব্দগুলোকে ডি-সাইফার করতে পারতেন।

এই স্মাগলার কোডটি কী তোমাকে বলবো রাজা?

এই কথা বলে সাইমন জন তার টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। তারপর ড্রয়ার খুলে একটি কাগজ দেখালেন। কাগজে পাঁচটি অক্ষরে করে একটি শব্দ ছিলো। পর পর সেগুলো সাজালে কোড খবরটি হয়:

ABCJE	BIRNO	HSKTR	ONRIR	FWYTT
AGINR	RIAFP	TGVEO	ATTNO	COIPW
RHJPL	AONMA	RWUMI	RDOTN	IHHAC
RSAOO	VIULE	YATMT	ESAES	(.)

ঃ কিছু বুঝতে পারছো রাজা ?

আমি বিস্মিত হতবাক হয়ে বললুম –না আপনার কোড থেকে আমি কোন খবর খুঁজে পাচ্ছিনে।

সাইমন জন হাসলেন। তারপর আমাকে বললেন ঃ স্মাগলারস কোড কী করে ভাঙতে হয় তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, প্রথম অক্ষরগুলো কী ঃ ABCJE—এ অক্ষরগুলোর কোন মানে নেই তবে এই অক্ষর দেখে বুঝতে পারবে এ হলো স্মাগলারস কোড। আচ্ছা এবার কোড ভাঙতে সুরু করো। ইংরাজীতে A হলো প্রথম অক্ষর মানে A হলো—১, B হলো দ্বিতীয় অক্ষর অর্থাৎ—২ আর C হলো তৃতীয় অক্ষরঃ মানে—৩, এখন যোগ করলে ১+২+৩=৬। তারপর দুটি অক্ষর JE, অর্থাৎ ইংরাজীর দশ নম্বর—১০ আর E হলো পাঁচ নম্বর অক্ষর। মোট হলো ঃ ১০+৫=১৫ এবার পনের থেকে ছয় বাদ দিলে (অর্থাৎ A+B+C – JE) থাকে ৯। তাহলে তোমাকে দশ ইনটু নয় ঘরের ছক কাটতে হবে (অর্থাৎ ১০×৯=৯০)। আর-এই নব্বুই ঘরের ছকে তুমি অক্ষরগুলো পর পর সাজালে ছক হবে এই রকম ঃ—

B	I	R	N	O	H	S	K	T	R
O	N	R	I	R	L	W	Y	T	T
A	G	I	N	K	R	I	A	E	P
T	G	V	E	O	A	T	T	N	O
C	O	I	P	W	R	H	J	P	L
A	O	N	M	A	R	W	U	M	I
R	D	G	T	N	I	H	H	A	C
R	S	A	O	O	V	I	U	L	E
Y	A	T	M	T	E	S	A	E	S

এবার ধাঁধার অর্থ জানতে হলে ডান দিক থেকে বাম দিকে না পড়ে প্রতি লাইনের উপর থেকে নীচে পড়ে যাও। তাহলে দেখবে খবরটি হলো ঃ

BOAT CARRYING GOODS ARRIVING AT NINE PM TOMORROW, ANOTHER ARRIVES WITH WHISKY AT JUHU AT TEN PM ALERT POLICE.

শেষের 'S' শব্দটির কোন তাৎপর্য নেই। কিন্তু রাজা এই কোড সাইফারে খবর পাঠাতে গিয়ে আমি নিজের গলায় দড়ির ফাঁস পরালুম। কারণ আমি এইসব গোপন কাগজপত্র আমার শোবার ঘরের সিন্দুকে রাখতুম। সিন্দুকের ছিলো কম্বিনেশন নাম্বার আর চাবি সদা-সর্বদা আমারই কাছে থাকতো।

*　　　　*　　　　*

একদিন ডিকি জনের সঙ্গে টাকা পয়সা, মেয়ে ঘটিত ব্যাপার নিয়ে তুমুল ঝগড়া হলো। আগেই বলেছি, ডিকি জনের টাকা পয়সার ব্যাপারে উচ্ছৃংখল ছিলো। আমি প্রতি মসে ওকে বেশ মোটা টাকা মাসোহারা দিতুম। সে সিনেমার নাম করে আমার কাছ থেকে প্রায়ই মোটা টাকা আদায় করতো। একদিন আমার কাছ থেকে অনেক টাকা ধার চাইতে এলো। আমি রুক্ষ স্বরে জবাব দিলুম, তোমাকে আর টাকা দিতে পারবো না। কারণ, আমি কানাঘুষোয় শুনেছিলুম, সিনেমার নাম করে বাজারের কতোগুলো বিশ্রী মেয়ের পেছনে ডিকি টাকা ঢালছে।

আমার কর্কশ কণ্ঠ শুনে প্রথমে ডিকি জন কিছু বললো না। তারপর কিক্ষুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো ঃ কেন টাকা দেবেন না শুনি ?

ঃ তোমার কাছে এর কোন কৈফিয়ৎ দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করিনে। আবার উঁচু গলাতে জবাব দিলুম।

ঃ ডিকি জন কোন জবাব দিলো না। চুপ করে রইলো।

সাইমন জনও কথা বলতে বলতে চুপ করলেন।

আমি কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলুম, বেশ, তারপর কী হলো ? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সাইমন জন বলতে লাগলেন ঃ কী আর হবে ? সেদিন শেষরাত্রে ডিকি জন আমার বাড়ী থেকে চলে গেলো।

আমি খুব ছোট প্রশ্ন করলুম ঃ শুধু তাই ?

ঃ না, যাবার সময় আমার সিন্দুক থেকে কতোগুলো ডকুমেন্ট নিয়ে গেলো। মানে, আমি প্রতি সপ্তাহে যে পুলিশের কাছে খবর পাঠাতুম তার কার্বন কপি। শুধু তাই নয়, এই যে স্মাগলাবস কোডের কথা তোমাকে বললুম ঃ সে কোড প্যাডও সিন্দুক থেকে চুরি করে নিয়ে গেলো।

ঃ আপনার কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট চুরি করে নিয়ে গেলো ? আমি বিস্মিত হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম। কী করে ডিকি জন সিন্দুক থেকে কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট চুরি করে নিয়ে গেলো সে কথা আমি ভেবে পেলুম না। ডিকি জন কী সিন্দুকের কম্বিনেশন নম্বর জানতো ? আমি এবার জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ শুধু যদি কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট এবং কোড সাইফারের প্যাড নিয়ে যেতো তাহলে আমি মুষড়ে পড়তুম না। কিন্তু আমার জারজ সন্তান পালিয়ে

যাবার সময় আমার সিন্দুক থেকে একটি মাইক্রোফিল্ম চুরি করে নিয়ে গেলো। আর সেই মাইক্রোফিল্মে আমি যে সব গোপনীয় চিঠি রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সের কর্তাদের কাছে লিখেছিলুম এবং বাবু জাভেরীর গোপন চিঠির প্রতিটি কপি মাইক্রোফিল্ম করা ছিলো। সেটি এখনও ডিকি জনের কাছে-আছে।

ঃ কিন্তু মিস্টার জন, আমি ভেবে পাচ্ছিনে আপনার ছেলে সিন্দুকের কম্বিনেশনের নম্বর ভেঙ্গে কী করে সিন্দুক খুললো?

আমার কথা শুনে সাইমন জন হাসলেন। বললেনঃ রাজা, ডিকি জনের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিলো বটে কিন্তু ডিকি জন কী ধরনের লোক ছিলো তার সঠিক পরিচয় তুমি পাওনি। ডিকি জন যদি কোন কাজ করবার পণ করতো তাহলে সে কাজ সে করে ছাড়তো।

সাইমন জনের বিস্তৃত বিবরণী শুনে আমি স্তম্ভিত, হতবাক হলুম। কখনও কল্পনা করিনি, ডিকি জন এতো চতুর। আমি এবার উঠে গিয়ে গ্লাসে আরো খানিকটা হুইস্কি ঢাললুম। তারপর বললুমঃ বেশ, তারপর কী হলো?

ঃ কী আর হবে? যেদিন ডিকি জনের হাতে কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট এবং মাইক্রোফিল্ম পৌঁছুল তার কয়েক মাস পরে আমি ডিকি জনের কাছ থেকে এক চিঠি পেলুম। আমাকে প্রতিমাসে এক লাখ টাকা দিন—নইলে আমি আপনার কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট এবং মাইক্রোফিল্ম বাবু জাভেরী এবং তার বন্ধুদের কাছে পাঠাব। ওদের বলবো যে আপনি হলেন ডবল এজেন্ট। সর্দারদের নোংরা স্মাগলিং-এর কাজকর্মের খবর পুলিশকে দিচ্ছেন। যদি আপনি আমাকে মাসে মাসে এক লাখ টাকা দেন তাহলে আপনার কাজকর্মের খবর কাউকে বলবো না।

আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। রহস্য খুবই জটিল বটে। এর কী জবাব দেবো ভেবে পেলুম না। কিছুক্ষণ পরে আমার মুখ দিয়ে শুধুমাত্র চারটি শব্দ বেরুলোঃ সত্যি খুব জটিল ব্যাপার।

ঃ হ্যাঁ প্রতি মাসে এক লাখ টাকা খেসারত দেয়া জটিল বটে। কিন্তু এইখানে আমার দুর্ভোগ শেষ হলো না।

আমি সবেমাত্র হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়েছিলুম—হুইস্কির ঢোক গিলি নি। সাইমন জনের কথা শুনে বিষম খেলুম।

আপনার হেঁয়ালী কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না।

সম্প্রতি ডিকি জন টাকার অঙ্ক বাড়িয়েছে। আগে ওকে আমি প্রতি মাসে এক লাখ টাকা দিতুম। কিছুদিন আগে আমাকে ডিকি জন লিখেছেঃ এক লাখ টাকায় মাস চলছে না। আপনাকে আরো এক লাখ টাকা দিতে হবে। মানে প্রতি মাসে দু লাখ টাকা আমার চাই।

আমি বিস্মিত হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম ঃ আপনি এ টাকা দিতে রাজী হলেন।

বেশ লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাইমন জন বললেন ঃ কী করবো বলো? সম্প্রতি বোম্বাইর কিছু চুনোপুঁটি সর্দাররা ধরা পড়বার পর সবাই আমাকে সন্দেহ করতে সুরু করেছেন। কেউ কেউ বাবু জাভেরীর কাছে নালিশ করেছেন যে আসলে আমিই হলুম ইনফরমার। আমিই সর্দারদের স্মাগলিং এবং চোলাই মদের কারবারের খবর প্রশাসনকে দিচ্ছি। এ ঘটনার পর থেকে আমি সতর্ক হয়েছি। ভাবছি, যেমনি করে হোক ডিকি জনকে খুঁজে বার করতে হবে আর এই টাকা পয়সা দেয়া নেওয়ার ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করতে হবে।

ঃ প্রতিমাসে আপনি ওর লাখ টাকা কোথায় পাঠাতেন?

ঃ কলকাতায়। ডিকি জনের কাছে দু লাখ টাকার ইন্সিওর করে একটা প্যাকেটে পুরে লাখ টাকার নোট পাঠাতুম।

ঃ লাখ টাকার নোট প্যাকেটে পুরে পাঠাতেন। এ যে অনেকগুলো টাকা?

ঃ হ্যাঁ। ডিকি জন আমাকে বলেছিল, ব্যাংক ড্রাফট কিংবা ব্যাংক ট্রান্সফার করে যেন ওকে টাকা না পাঠাই। একটা নাম আর ঠিকানা দিয়েছিলো। আর প্রতি মাসেই নাম ঠিকানার পরিবর্তন হতো।

ঃ আপনি কোনদিন এ' নাম ঠিকানায় কোন তদন্ত করেন নি? আমি জানতে চাইলুম।

একটু ফিকে হাসি হাসলেন সাইমন জন। তারপর বললেন ঃ খোঁজ করেছিলুম। কিন্তু যিনি আমার চিঠি গ্রহণ করতেন তিনি ছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। চিঠির ভেতর কী ছিলো তার খবর উনি জানতেন না।

ঃ বেশ আপনি বললেন ডিকি জন আজকাল কলকাতায় আছে। কলকাতায় কী করছে?

ঃ কী আর করবে? ফরেইন এক্সচেঞ্জের ব্ল্যাক মার্কেট আর রেস কোর্সে বুকির ব্যবসা।

ঃ প্রশাসনকে আপনি বলুন যে ডিকি জন আপনাকে ব্ল্যাকমেলিং করছে। আপনি ওদের বলতে পারেন, ডিকি জন ফরেইন এক্সচেঞ্জের ব্ল্যাক ম্যার্কেটের কাজ কারবার করছে।

ঃ করে কোন লাভ নেই। বরং আমার বিপদ হতে পারে। সর্দাররা ডিকি জনের কাছ থেকে জানতে পারে আমি কী ধরনের কাজ করছি—আমি হলুম ডবল এজেন্ট।

ঃ বেশ এবার বলুন আপনার ছেলে ডিকি জন নিজেকে মৃত বলে প্রচার কেন করছে? আমি আবার প্রশ্ন করলুম।

ঃ জবাব অতি সহজ। কারণ, তোমাকে আগেই বলেছি, আমাকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখবার জন্যে বাবু জাভেরী প্রস্তাব করেছিলেন তিনি তার মেয়ে সোনিয়ার সঙ্গে ডিকি জনের বিয়ে দেবেন। ডিকি জন আজ নিজেকে মৃত বলে প্রচার করছে। কারণ, সোনিয়াকে বিয়ে করবার তার কোন ইচ্ছে নেই।

ঃ ডিকি জন এই বিয়েতে আপত্তি করছে? ওর এই বিয়েতে কী আপত্তি আছে?

ঃ আসলে এই বিয়ের পথে কাঁটা হলো ইভন।

ঃ কেন?

ঃ কারণ, ইভন জানে ডিকি জন এবং সোনিয়া তার নিজের সন্তান। অর্থাৎ সেম মাদার কিন্তু নট সেম ফাদার। ভাইবোনে বিয়ে হতে পারে না। আমি ইভনের সঙ্গে একমত। কিন্তু বাবু জাভেরীকে তো এসব কথা খুলে বলা যায় না। আর ইভন ডিকি জনের মন এমন বিষিয়ে দিয়েছে যে ডিকি জন কোনদিন সোনিয়াকে বিয়ে করবে না।

আমি আবার কিছুক্ষণ সাইমন জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ভাবতে লাগলুম, কী প্রশ্ন করবো? কারণ, আজকের এই সন্ধ্যায় সাইমন জন আমাকে অনেক অলৌকিক রূপকথা শুনিয়েছেন। প্রতিটি কথা অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবু সত্যি। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলুম: বলুন, আমাকে কী কাজ করতে হবে?

ঃ ডিকি জনকে খুঁজে বার করতে হবে।

ঃ ডিকি জন কোথায়?

ঃ কলকাতায়। আর এই কাজের জন্যে তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবো। অবশ্যি এ টাকাটা বিদেশী মুদ্রায় দেয়া হবে।

ঃ অতি অল্প টাকা।

ঃ কাজ সাকসেসফুল হলে তোমাকে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা বিদেশী মুদ্রায় দেয়া হবে। মোট এক লাখ টাকা। এ ছাড়া কলকাতায় যাবার এবং থাকবার খরচ।

ঃ আপনি আমার রুচি জানেন?—আমার কথা শুনে সাইমন জন আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন: বলো কী চাও?

ঃ আমি হলুম আরব্য উপন্যাসের সম্রাট সোরিয়ার। আমার প্রতিরাতে একটি সুন্দরী রমনী চাই।

ঃ এর জন্যে তোমার যে অর্থের প্রয়োজন হয় আমি দেবো সাইমন জন মৃদু হেসে বললেন। আমার কথা শুনে বোধহয় তিনি বুঝতে পারলেন, আমি হলুম সেক্স 'পারভারটেড'।

ঃ বেশ, ডিকি জনের কলকাতার ঠিকানা আপনার জানা আছে ? অর্থাৎ কোথায় গিয়ে খোঁজ করলে ওর দেখা পাবো ?

ঃ বললুম তো, প্রতি মাসে ডিকি জন আমাকে নতুন ঠিকানা পাঠায়। ও ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ করলে কোন সুবিধে হবে না।

ঃ আপনি ডিকি জনের ছবিগুলো কোথা থেকে পেয়েছেন ?

ঃ প্রশাসনের কাছ থেকে—

ঃ তারা কি জানে সে ডিকি জন বেঁচে আছে ?

ঃ হ্যাঁ,—

ঃ তাহলে ওকে কেন গ্রেপ্তার করছে না—

ঃ গ্রেপ্তার করার কোন প্রমাণ নেই—

ঃ এবার বুঝতে পারলুম ব্যাপারটি সত্যিই বেশ জটিল।

ঃ ঠিক জটিল নয়। উপযুক্ত টাকা দিলে ডিকি জন নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। অর্থাৎ দি রাইট মানি।

ঃ আপনি নিজের লোক দিয়ে ডিকি জনের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি কেন ?

ঃ বলেছি তো, এ ধরণের কাজে সহজে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। নিজের লোকদের যদি বিশ্বাস করতে পারতুম, তাহলে তোমার শরণাপন্ন হতুম না। কারণ, আমার কাজকর্মের খবর বাবু জাভেরী যেন জানতে না পারেন।

ঃ আচ্ছা, আর একটা কথার জবাব দিন। ডিকি জন মারা গেছে একথা বাবু জাভেরীর কন্যা সোনিয়া জানে।

ঃ হ্যাঁ। কারণ ডিকি জন মারা যাবার খবর শুনে সোনিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিলো। আসল কথা কী জানো ? আমার মনে হয়, সোনিয়া বিশ্বাস করে না যে ডিকি জন বেঁচে আছেন। তাই কলকাতায় গিয়ে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চয়। বাবু জাভেরী এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত।

ঃ আপনি সোনিয়াকে কী বলবেন ? আমি প্রশ্ন করে কৌতূহলী দৃষ্টিতে সাইমন জনের মুখের দিকে তাকালুম।

ঃ আমি ইতিমধ্যে সোনিয়াকে বলেছি, ইচ্ছে করলে সে তোমার সঙ্গে গিয়ে কলকাতায় ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে পারে। আমি জানি, ডিকি জন এ বিয়েতে কোন ভাবেই রাজী হবে না। তাই এ ব্যাপারে আমি নিশ্চন্ত এবং সোনিয়ার কলকাতায় যাবার প্রস্তাবে কোন আপত্তি করি নি। বরং উৎসাহ দেখিয়েছি। তুমি হবে সোনিয়ার কলকাতায় গাইড, ফিলসফার। বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠে সাইমন জবাব দিলেন।

ঃ হোয়াট ! আপনি বলছেন কী মিঃ জন ? আমি এমন জোরে এই প্রশ্ন করেছিলুম যে আমার কথাগুলো ঘরের ভেতর গম্‌গম্‌ করতে লাগলো।

সোনিয়া আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবে! অসম্ভব! ইম্‌পসিবল! আমি কোন মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় যেতে পারিনা! আমি একা কলকাতায় যেতে পারি, ডিকি জনের জন্যে সারা শহর এমন কি 'রেডলাইট' এরিয়া ঘুরে দেখতে পারি; কিন্তু কোন মেয়েমানুষের গাইড হয়ে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। আপনি তো জানেন মিঃ জন, পথে নারী বিবর্জিতা।

আমার কর্কশ কণ্ঠ শুনে সাইমন জন একটুও উত্তেজিত হলেন না। মৃদু হাসলেন। তার মুখের ভাবটি এমন ছিলো, যেন আমি খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছি।

ঃ কিন্তু রাজা, সোনিয়াকে বর্তমানে কলকাতায় পাঠান ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। কিছুদিনের জন্যে যদি সোনিয়া কলকাতায় যায় এবং ডিকি জনের মুখ থেকে সুস্পষ্ট সাফ জবাব শুনতে পায় যে ডিকি জন তাকে বিয়ে করবে না, তাহলে আমি কিছুদিনের জন্যে রেহাই পাবো। কারণ, তাতে বাবু জাভেরীর মনের এই ভুল ধারণা ভাঙ্গবে যে আমি তার সঙ্গে প্রতারণা করছি। আর বাবু জাভেরীও চান যে সোনিয়া কলকাতায় যাক।

কথা বলতে বলতে সাইমন জন কী জানি ভাবলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে সুরু করলেন; ডিকিজন আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে তার জন্যে আমি ভয় পাচ্ছিনে। কারণ, আমি জানি, ডিকি জনকে আমি সামলাতে কিংবা সায়েস্তা করতে পারবো। কিন্তু, আমার সব চিন্তাভাবনা হলো বাবু জাভেরীর জন্যে। ওর মাথায় যদি একবার খুনের নেশা চাপে তাহলে ও কাউকে রেহাই দেবে না। কিছুদিন আগে বাবু জাভেরী আমাকে ডেকে বললেন ঃ সাইমন জন, আমি ঠিক করেছি যে সোনিয়াকে কলকাতায় পাঠাব। কিন্তু ওকে আমি একা কলকাতায় পাঠাতে চাইনে—

ঃ কেন? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

আমার কথা শুনে সাইমন জন হাসলেন। এ হাসি ছিলো শয়তানে হাসি। বললেন ঃ তুমি সোনিয়াকে কখনও দেখেছ রাজা?

ঃ না, সোনিয়াকে দেখার সৌভাগ্য আমার এর আগে হয়নি। আমি আজই প্রথম আপনার কাছে সোনিয়ার নাম শুনলুম।

ঃ হ্যাঁ, সোনিয়াকে একবার দেখলে তুমি বুঝতে পারতে যে অমন সুন্দরী. সেক্‌সী মেয়েকে কলকাতার মতো শহরে একা পাঠান যায় না। অন্ততঃ পাঠান বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আমি আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। ভাবতে লাগলুম সাইমন জন কী সত্যি কথা বলছেন! সত্যিই কী সোনিয়া তিলোত্তমা সুন্দরী। কিছুক্ষণ পরে আমি আবার মুখ খুললুম। বললুম ঃ আর একটা প্রশ্ন আপনাকে না করে

পারছিনা। আপনি জানেন, কোন মুহূর্তে মেজাজ বিগড়ে গেলে কিংবা যদি বাবু জভেরী আপনাকে সন্দেহ করেন তাহলে আপনার মৃত্যু হবে, অথচ আপনার কাছে বাবু জাভেরীর সমস্ত অপকর্ম, নোংরা কাজের প্রমাণ কাছে আছে। আপনি ইচ্ছে করলে এসব প্রমাণ, কাগজপত্র রেভিনু্য ইনটেলীজেন্সের কর্তাদের কাছে দিতে পারেন। ওরা তাহলে বাবু জাভেরীকে গ্রেপ্তার করবে। আপনার আপদ দূর হবে।

আবার হাসলেন সাইমন জন। বললেন ঃ কথাটা তুমি যত সহজ সংক্ষিপ্ত ভাষায় বললে অতো সহজে এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। কারণ, বাবু জাভেরীর বিরুদ্ধে আমি যেসব প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলুম সবই ঐ মাইক্রোফিল্মের ভেতর ছিলো। ঐ মাইক্রোফিল্ম এখন যে ডিকি জনের কাছে আছে। তাই আমি তোমাকে কলকাতায় পাঠাচ্ছি। তুমি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবে এবং মাইক্রোফিলম এবং আর যেসব গোপনীয় কাগজপত্র সেগুলো কিনে আনবে। হ্যাঁ, রাজা বাই দেম। আমি জানি, ডিকি জনকে টাকা দিয়ে বশ করতে পাববো ; কিন্তু বাবু জাভেরীকে শান্ত করা সহজ কাজ হবে না।

ঃ এই মাইক্রোফিলম কিংবা অন্যান্য সেসব গোপনীয় কাগজপত্র যে ডিকি জনের কাছে আছে বাবু জাভেরী কী এ খবর জানেন ? আমি এই প্রশ্ন করে সাইমন জনের মুখের দিকে তাকালুম। আমি ওর মুখের প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইলুম।

উনি মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ বাবু জাভেরী কিছুটা আন্দাজ, সন্দেহ করেছেন। কারণ, তার অন্যান্য সহকর্মী সর্দারবরা বহুবার বাবু জাভেরীকে সতর্ক করেছেন, সাইমন জনকে বিশ্বাস করো না। একদিন লোকটা তোমার গলা কাটবে। তাই আমাকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখবার জন্যে উনি ডিকি জনের সঙ্গে সোনিয়ার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন--একথা তোমাকে আগেই বলেছি। কিন্তু আমাকে এ বিয়েতে ইতঃস্ততঃ করতে দেখে ওর মনের সন্দেহ আরো বেড়েছে। তাই হয়তো উনি কলকাতায় সোনিয়াকে পাঠিয়ে ওর মনের সন্দেহ দূর করতে চান।

এবার আমার হাসবার পালা। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললুম ঃ আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ আনন্দ পেলুম। কিন্তু সরি, আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারবো না মিঃ জন। আই কান্ট গো টু ক্যালকাটা।

আমার জবাব শুনে সাইমন জনের মুখটা কালো, গম্ভীর হলো। তিনি যেন আমার কথাগুলোকে বিশ্বাস করতে পারলেন। আমি বুঝতে পারলুম, উনি মনের রাগ দমন করবার চেষ্টা করছেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ মিস্টার রাজা, ভেবেছিলুম মিষ্টি কথায় তোমাকে রাজী করাতে পারবো। কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি মিষ্টি কথায় কাজ

করবার পাত্তর নও। যাক, তোমাকে একটা কথা বলে রাখা ভালো। তোমার বান্ধবী ময়নার মুখটি এখনও দেখতে সুন্দর। আমার কথানুযায়ী যদি কাজ না করো, তাহলে ঐ সুন্দর মুখে অ্যাসিড ঢেলে দিতে হবে। আব বাজারে পুলিসের কাছে বলতে হবে, হিংসায় জ্বলে পুড়ে তুমি ময়নার মুখে এ্যাসিড ঢেলে দিয়েছ।

সাইমন জনের জবাব শুনে আমারও মেজাজ বিগড়ে গেলো। আমি বেশ চড়া গলায় জবাব দিলুম ঃ আমি ভয় পাইনা।

আমার কথা শুনে সাইমন জন হাসলেন। বললেন ঃ আজ বড়াই করে বলছ বটে, কিন্তু যখন সত্যি সত্যি ময়নার মুখে এ্যাসিড ঢেলে দেবো তখন একথা আর বলবে না। কারণ, পুলিসের কাছে জবাবদিহি তুমিই দেবে, আমি নয়। তারপর গলার স্বর খাটো করে সাইমন জন আবার বললো ঃ হাজার হোক ময়নাকে তুমি ভালোবাসো? ওর কোন ক্ষতি হোক, তুমি নিশ্চয় চাও না।

ভেবে দেখলুম, সাইমন জনের কথার ভেতর যুক্তি আছে। কারণ, এই দুনিয়াতে লাটু্ তোতন সব করতে পারে। ওরা যে ময়নাব ক্ষতি করতে পারে তার আভাষ আমি আগেই পেয়েছি। আজ অহঙ্কার করে আমি সাইমন জনের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করতে পারি বটে, কিন্তু ওরা যখন ময়নাকে আক্রমণ করবে তখন আমি কী করবো?

তাহলে কী করবো? আমি একবার সাইমন জনের মুখের দিকে তাকালুম। এবার সাইমন জনকে দেখে মনে হলো লোকটি পাকা শয়তান। ওর হাত থেকে সহজে ছাড়া পাবো না। বরং ওর সঙ্গে যদি কাজ করি অর্থাৎ কলকাতায় গিয়ে যদি ডিকি জনের খোঁজ করি এবং তার কাছ থেকে মাইক্রোফিলম এবং ডকুমেন্ট উদ্ধার করি তাহলে হয়তো সাইমন জনের হাত থেকে রেহাই পাবো। শুধু রেহাই-ই পাবো না, কিছু বিদেশী মুদ্রা রোজগারও করতে পারবো। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার ছটুর কথা মনে পড়লো। এ কাজ করতে গিয়ে যদি সাইমন জনের জীবনের গোপনীয় কোন কথা জানতে পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ-এ ওকে ব্ল্যাকমেল করতে পারবে। শয়তানের সঙ্গে শয়তানি করাই হলো বুদ্ধিমান এবং বিবেচকের কাজ।

ঃ বেশ বলুন আমাকে কী করতে হবে? —আমি প্রশ্ন করে সাইমন জনের দিকে তাকালুম।

ঃ সোনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে তুমি কলকাতায় যাবে, আর ডিকি জনের কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করবে।

ঃ কী করে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করবো? —প্রশ্নের সুর আমার কানেই বেসুরো লাগলো।

ঃ কী করে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করবে ? এই প্রশ্ন করে সাইমন জন আমার মুখের দিকে তাকালেন। না রাজা, মাঝে মাঝে তুমি বেশ বোকার মতো কথা বলো। মাইক্রোফিল্ম এবং ডকুমেন্ট ফিরে পাবার পথ তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে। প্রয়োজন হলে সোনিয়াকে এ কাজে ব্যবহার করবে। তার সাহায্য নেবে। অনেক সময়ে পুরুষেরা যে কাজ করতে পারে না মেয়েরা অতি সহজে সেকাজ করতে পারে। আর সোনিয়ার সেক্স আছে যৌবন আছে। আরব ভাষায় একটা প্রবাদ আছে জানো তো—মেয়েদের হৃদয় বলে কোন কিছু নেই—আছে শুধু দেহ আর সেক্স।

আমি আবার চিন্তা করতে বসলুম। সাইমন জনের কথানুযায়ী কাজ করা সহজ হবে না। বিশেষ করে সোনিয়ার মতো একটি সুন্দরী মেয়ে যদি আমার সঙ্গে থাকে। আর সোনিয়ার বাবা হলেন বাবু জাভেরি। আমার কাজে কোন ভুল-ত্রুটী হলে কিংবা সোনিয়া যদি বিপদে পড়ে তাহলে বাবু জাভেরী আমাকে আর আস্তো রাখবেন না। আমি যেন এ কাজের ভেতর বিপদের গন্ধ পেলুম।

আমি মরীয়া হয়ে সাইমন জনের নির্দেশিত কাজ থেকে বেরিয়ে আসবার শেষ চেষ্টা করলুম। ঃ বেশ শুধু একাজের জন্যে সোনিয়াকে পাঠাতে পারেন। প্রযোজন হলে সোনিয়া ডিকি জনকে বশ করতে পারবে।

ঃ পারবে না—বেশ চিন্তিত গলায় সাইমন জন বললেন।

ঃ কেন ? আমি কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ কারণ, আমি খবর পেয়েছি যে ডিকি জন আর একটি মেয়েকে নিয়ে ঘর করছে। বিয়ে করেছে কিনা ঠিক বলতে পারবো না। তাই এ কাজের জন্যে শুধু সোনিয়াকে যদি পাঠাই তাহলে আমার সমস্ত প্ল্যান ভণ্ডুল হবে।

আমি আর সাইমন জনের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলুম না।

*　　　*　　　*

শেরটন হোটেলে ফিরে এসেছিলুম প্রায় রাত দুটোর সময়। কিন্তু আমার চোখে ঘুম আসছিলো না। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, কী করে সাইমন জনের হাত থেকে রেহাই পাবো।

সাইমন জনের হাত থেকে ছাড়া পাবার কোন উপায় ছিলো না। কারণ আমি ওর কাছ থেকে বিদায় নেবার কিছুক্ষণ আগে সাইমন জন আমাকে তার প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাইভেট চেম্বার বললে ভুল বলা হবে। আসলে ঘরটি ছিলো একটি সিনেমার প্রজেকশন রুম। আমি ঘরে ঢুকে আমার মনের বিস্ময় প্রকাশ করেছিলুম। সাইমন জন আমাকে তার প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে গেলেন। আজকের রাতে সাইমন জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার মনে প্রচুর বিস্ময় ও কৌতূহল জড়ো হয়েছিলো। আমার মনের

প্রথম এবং প্রধান বিস্ময় ছিলোঃ সাইমন জন কেন আমাকে কলকাতায় ডিকি জনের কাছে ডকুমেন্ট উদ্ধার করতে পাঠাচ্ছেন? এ কাজের জন্যে কী আর কেউ ছিলো না? তিনি কী এ সংসারে আর কাউকে বিশ্বাস করেন না?

প্রাইভেট চেম্বারে ঢুকে সাইমন জন আমাকে বললেনঃ তোমাকে একটা ছবি দেখাবো রাজা। আমার এই ছবি দেখলে তুমি নিশ্চয় আমার প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করতে রাজী হবে।

আমি ভেবেছিলুম যে উনি আমাকে ডিকি জনের কোন ছবি দেখাবেন। কিন্তু যে ছবি উনি আমাকে দেখালেন সে ছবি দেখে আমি তাজ্জব বনে গেলুম। এ যে আমার ছবি। আমি সাইমন জনের সঙ্গে বসে কথা বলছি। ছিহুক্ষণ পরে ছবির সঙ্গে সাউণ্ড রেকর্ড শুনতে পেলুম। সাইমন জন এবং আমার গলার স্বর। সাইমন জন আমাকে বললেনঃ এই ছবিটা কেন তুলে রেখেছি জানো রাজা? প্রয়োজন হলে ছবিটা পুলিসের কাছে পেশ করতে পারবো। পুলিসকে বলবো, তুমি আমার সঙ্গে স্মাগলিং এর কাজ কারবার নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে এসেছিলে। তুমি বিদেশ থেকে কিছু বিলেতি মাল স্মাগল করে আনছো। আমার সাহায্য চেয়েছ। হ্যাঁ, রাজা আমি তোমার কণ্ঠস্বর মানে তোমার 'ভয়েস, টেপরেকর্ড' করে রেখেছি। তোমার গলার স্বর নকল করে আলোচনাগুলো ফিল্মে রেকর্ড করবো। তাহলে কেউ সন্দেহ করবে না যে আমি মিথ্যে অভিযোগ করছি।

সাইমন জনের কথা শুনে আমি অবাক হলুম। ছোকটা ধুরন্ধর আমি জানতুম। কিন্তু আজ আমাকে দিয়ে ওর কাজ হাসিল করবার জন্যে যে এমন ফাঁদ পাতবেন আমি কখনও কল্পনা করি নি। আমাদের দুজনের ছবি এতো তাড়াতাড়ি কী করে তুললেন তাও ভেবে পেলুম না।

হয়তো সাইমন জন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, জানি তোমার মনে কী প্রশ্ন জেগেছেঃ তুমি জানতে চাইছো আমি আমাদের মিটিং-এর ছবি তুললুম কী করে? ভিডিও টেপরেকর্ডিং-এর নাম শুনেছ? টেলিভিশনে ব্যবহার করা হয়। আমরা দুজনে যখন কথা বলছিলুম তখন আমাদের পেছনে একটি টেলিভিশন ক্যামেরা ছিলো। আমাদের ছবি ঐ ক্যামেরাতে তুলে রেখেছি। তারপর গলার স্বর টেপরেকর্ড করেছি। আর এ ছবি তুলে রাখবার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তোমাকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখা।

সাইমন জনের কথাগুলো শুনে আমি বুঝতে পারলুম, বেশ কঠিন বিপদ এবং ফাঁদে পা দিয়েছি।

শুয়ে শুয়ে আমি এ কথাগুলো ভাবছিলুম।

বাইরে নিস্তব্ধ বোম্বাই শহর। মেরিন ড্রাইভ দিয়ে তীব্র আর্তনাদ করে

মোটর গাড়ীও চলছে না। শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন··· জলের শব্দ।

আমার চিন্তার বাধা পড়লো। হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠলো।

এতো রাতে কে এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে? ডোরা? হয়তো সাইমন জন আমার মনের চিন্তা-ভাবনাকে দূর করবার জন্যে আবার ডোরাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বেশীক্ষণ আমাকে চিন্তা করতে হলো না। আমি ডোরাকে আশা করে ঘরের দরজা খুলে দিলুম, কিন্তু না, ডোরা না, আমার ঘরের ভেতর ঢুকলেন এক অপরিচিত পুরুষ।

ঘরের অস্পষ্ট বাতিতে লোকটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালুম। না এর আগে লোকটিকে আমি কখনও দেখিনি। কতো বয়স হবে? চল্লিশ কিংবা তার একটু বেশী। বেঁটে—বাবরি চুল, বড়ো লম্বা জুলপি আছে। আমার মনের কৌতূহল মেটাবার আগেই লোকটি আমাকে বললো: নিশ্চয় জানবার ইচ্ছে হচ্ছে আমি কে?

এই কথা বলতে বলতে লোকটি আমার ঘরের মধ্যিখানে এসে উপস্থিত হলো। তারপর একটি খালি চেয়ারে বসে পড়লো।

: নিশ্চয় রাত দুটোর সময় আমাকে দেখে তুমি খুশী হওনি। যাক তার আগে আমার পরিচয় দিয়ে নিই। আমার নাম হলো টোনি ফার্নান্ডেজ। রেভিন্যু ইন্টেলীজেন্সের ইনফরমার—

এই কথা বলে ফার্ণান্ডেজ আমার টেবিল থেকে শিভাস রিগ্যাল হুইস্কির বোতলের ছিপি খুলতে লাগলো।

: ডু ইউ মাইন্ড?

আমি ফার্ণান্ডেজের কথাবার্তা আচার-ব্যবহারে এতো বিস্মিত, হতবাক হয়েছিলুম যে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। আমার মনে হাজার প্রশ্ন এসে জড়ো হলো। লোকটি কে? আমার পরিচয় জানলো কী করে? কেন আমার ঘরে রাত দুটোর সময় হাজির হলো? আমার কাছে কী চায়? কিন্তু আমার জবাবের প্রতীক্ষা না করে ফার্ণান্ডেজ হুইস্কির বোতল থেকে খানিকটা হুইস্কি গ্লাসে ঢাললো।

: লায়ার। —আমি দৃঢ় গলায় বললুম। তোমার সঙ্গে রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সের কোন সম্পর্ক নেই। এমন কী তুমি হোটেলের হাউস ডিটেকটিভও নও। টোটি ফার্ণান্ডেজ গ্লাসের হুইস্কি এক চুমুকে শেষ করলো। তারপর আবার গ্লাসে খানিকটা মদ ঢেলে বললো: আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ এই আমার পরিচয় পত্র। আমি হলুম রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সের ইনফরমার। শয়তানদের ধরাই আমার কাজ। না, মাইনে করা চাকুরে নই।

আমি শুধু ওদের খবর দিই। আর আমার খবর সাচ্চা হলে সরকার আমাকে তার মূল্য দিয়ে থাকেন।

এই বলে ফার্নান্ডেজ আমার বিছানায় উপর একটি সবুজ কার্ড ফেলে দিলো। কার্ডটি তার পরিচয় পত্র। কার্ডের ভেতরের লেখাগুলো ছিলো ভারী অস্পষ্ট। সহজে পড়া যায় না।

আমি পরিচয় পত্রটি ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম ঃ বেশ বলো আমি কী করতে পারি।

ঃ এই তো ভালো ছেলের মতো কথা বলেছ। রুমবয়কে খবর দাও। আমার জন্যে কিছু বরফ নিয়ে আসুক। আর বরফের সঙ্গে একটি ডবল আন্ডার অমলেট আর ক্লাবসান্ডউইচ। খিদে পেয়েছে।

লোকটার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে রুমবয়কে ডেকে বরফ, সান্ডউইচ আর অমলেটের অর্ডার দিলুম। তারপর জিজ্ঞেস করলুম ঃ আর কিছু চাই ?

ঃ হ্যাঁ, তোমার কাছে ইলেকট্রিক্যাল শেভার আছে ? দাড়িটা কামিয়ে নিই। তাহলে আমাকে দেখতে ভদ্দর লোকের মতো মনে হবে।

আমি বাথরুমের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললুম ঃ ওখানে সবকিছু আছে ইচ্ছে করলে স্নানও করে নিতে পারো। গায়ের দুর্গন্ধও চলে যাবে।

ফার্নান্ডেজ হাসলো। বললো ঃ চমৎকার আইডিয়া। দাঁড়াও আরো খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিই। তারপর স্নান করবো। শরীরটা তাজা হবে।

খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে ফার্নান্ডেজ স্নান করতে চলে গেলো। বললো ঃ বোম্বাই শহরে শিভাস রিগ্যাল খাওয়া কী চাট্টিখানি কথা। যাক, এবার স্নান করে নিই।

* * *

কিছুক্ষণের মধ্যে ফার্নান্ডেজ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। ইতিমধ্যে রুমবয় স্প্যানিশ অমলেট এবং ক্লাব সান্ডউইচ দিয়ে গেলো।

ফার্নান্ডেজ আমার বিনানুমতিতে আবার কিছুটা হুইস্কি গলায় ঢাললো।

আমি কিছুক্ষণ ফার্নান্ডেজের মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে প্রথমে অবাক হয়েছিলুম। কিন্তু আমার বিস্ময় ছিলো অল্প সময়ের জন্যে। এবার আমি ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম ঃ বেশ, এখন তোমার কাহিনী বলতে সুরু করো। বলো কী চাও ? আমাকে ভোর দশটার প্লেনে দিল্লীতে যেতে হবে। শেষ রাত্রিটা তোমার সঙ্গে বসে বকবকুম করতে চাইনে। কিছুটা সময় বিছানায় গড়িয়ে নিতে চাই।

হুইস্কির গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে ফার্নান্ডেজ বললো ঃ দশটার প্লেন

ধরবার প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে করলে তুমি বিকেলের প্লেনে দিল্লী যেতে পারো। আগে আমাদের কথাবার্তা শেষ হোক।

ঃ কথাবার্তা! আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম ঃ কীসের কথাবার্তা? আমি তো ভেবেছিলুম এই শেষ রাত্রে তুমি আমার ঘরে শুধু বিলেতি মদ গিলতে এসেছ।

আমার কথা শুনে ফার্নান্ডেজ ফিকে হাসলো। বললো ঃ সত্যি কথা বিলেতি মদ বোম্বাইতে আমি কখনও খাই নি। বিশেষ করে শিভাস রিগ্যাল।

আমি হাসলুম। জবাব দিলুম ঃ আমিও বোম্বাইতে বিলিতি মদ পাইনা। বলতে পারো অতো দামী মদ খাবার পয়সা আমার নেই।

ঃ যাক তাহলে আজ সাইমন জনকে ধন্যবাদ দাও। আমরা দুজনেই ওর পয়সায় দামী বিলেতি মদ খাচ্ছি। এর জন্যে ওকে ধন্যবাদ দেয়া দরকার বৈকি। কথা বলতে বলতে ফার্নান্ডেজ তার গ্লাসের হুইস্কি শেষ করলো। তারপর আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললো ঃ আর একটু নেবো?

ঃ আমার জবাব পাবার আগেই তুমি গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়েছ? এখন তোমার কথা বল শুনি।

ঃ বিশেষ কিছু নয়। আমি সাইমন জন এবং তার ছেলে ডিকি জন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

আমি ফার্নান্ডেজের কথা শুনে হাসলাম। কী জবাব দেবো ভেবে পেলুম না। বলতে পারতুম, সাইমন জন এবং তার ছেলে ডিকি জনের ভেতর যে প্রব্লেম আছে সেই কথাটি একেবারে গোপনীয়, কনফিডেনশিয়াল। ওদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী নিয়ে আমি বাজারে কোন কথা বলতে চাইনে। কিন্তু আমি কোন কিছু বলবার আগে ফার্নান্ডেজ আবার বলতে সুরু করলো ঃ রাজা, তুমি কাল বিকেলে দিল্লী থেকে বোম্বাইতে সাইমন জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। সাইমন জনের সঙ্গে দেখা করা তোমার দরকার ছিলো। কারণ, তুমি যদি সাইমন জনের সঙ্গে বোম্বাইতে দেখা না করতে তাহলে ওর চেলা তোতন-লাট্টু তোমার প্রেয়সী বান্ধবী ময়নার মুখে এসিড ঢেলে পুড়িয়ে দিতো। কাল এয়ারপোর্ট থেকে সোজা তুমি শেরটন হোটেলে চলে এসেছ। তোমার রুমের ভাড়া, মদ খাবার পয়সা এবং ডোরার সঙ্গে জীবন উপভোগ করবার পয়সা সাইমন জন দিয়েছেন। তোমাকে কোন পয়সা খরচ করতে হয় নি। আজ রাত আটটার সময় তুমি সাইমন জনের বাড়ীতে ডিনার খেতে গিয়েছিলে। রাত দুটোর সময় হোটেলে ফিরে এসেছ। আর এই সময়টা আমি তোমার প্রতীক্ষায় হোটেলের লাউঞ্জে বসেছিলুম।

আমি চুপ করে ফার্নান্ডেজের কথাগুলো শুনলুম। আশ্চর্য! ফার্নান্ডেজ

এতো গোপন খবর পেলো কী করে? তাহলে কী সে আমার উপর নজর রেখেছে। না, শুধু রাখলে এতো গোপন খবর জানা যায় না। নিশ্চয় কেউ ফার্নান্ডেজকে এইসব গোপন কথা বলেছে। কে বলতে পারে? সাইমন জন নিশ্চয়ই ফার্নান্ডেজকে সব কথা খুলে বলতে পারে। কারণ, সাইমন জন হলেন একাধারে একজন ইনফরমার। ফার্নান্ডেজও রেভিন্যুও ইনটেলীজেন্সের ইনফরমার। হয়তো সাইমন জন ফার্নান্ডেজের কাছে বিপদের কথা বলেছে। আর বলেছে, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সে আমার সাহায্য নিচ্ছে।

ঃ তোমাকে আর একটা কথা বলা দরকার মনে করি। আমরা চাইনে ওর কোন বিপদ হোক।

ঃ বিপদ মানে? আমি বেশ অবাক হয়ে ফার্নান্ডেজকে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ বিপদ মানে কেউ যেন ওর শারীরিক ক্ষতি না করে—ফার্নান্ডেজ ঢোক গিলে বললো।

ফার্নান্ডেজের কথা শুনে আমার মাথা বেশ ঝিমঝিম করতে লাগলো। ব্যাপারটি যেন আমার কাছে সহজ সরল বলে মনে হলো না। কোথায় যেন এক গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে যার হদিস আমি আবিষ্কার করতে পারি নি। আমি ম্লান হেসে বললুম ঃ তোমার কথাগুলো ভারী ইন্টারেস্টিং। দাঁড়াও, কথাগুলো ভালো করে বুঝে নেবার জন্যে খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে নিই।

ফার্নান্ডেজ আমার কথা শুনে একটা খালি গ্লাস আমার দিকে এগিয়ে দিলো। তারপর বললো ঃ আমাকে আরো খানিকটা হুইস্কি দাও।

আমি ফার্নান্ডেজের গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিলুম। তারপর নিজের হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলুম। ফার্নান্ডেজ আমার দিকে তাকিয়ে বললো ঃ তোমার স্বাস্থ্য কিন্তু এখনও চমৎকার আছে। ঝরে পড়েনি।

আমি হুইস্কির গ্লাস থেকে মুখ তুলে বললুম ঃ আমি ভেবেছিলুম, তুমি সাইমন জনের ভবিষ্যৎ জীবন, স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো। হঠাৎ আমার শারীরিক কুশলতা জিজ্ঞেস করছো কেন?

ঃ সাইমন জনকে আমাদের দরকার। লোকটা মরে গেলে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হবে।

এবার আমার বিস্ময়ের পালা। হঠাৎ ফার্নান্ডেজ কিংবা রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সের দপ্তর সাইমন জনের জীবন মৃত্যু নিয়ে এতো চিন্তা ভাবনা করছে কেন?

ঃ ওকে দরকার কী জন্যে জানতে পারি কী? আমার জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

কারণ, সাইমন জনের কাছ থেকে আমরা কিছু মূল্যবান খবর চাই। আর সে খবর হলো বোম্বাইর স্মাগলিং-এর সর্দারদের কাজকর্মের খবরাখবর।

ওরা কী করে জিনিষ স্মাগল করে—আর বিদেশে কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখে—সাইমন জনের কাছে ওদের সমস্ত কার্যকলাপের খবর আছে। আমরা জানি, উনি ওদের কীর্তিকলাপের একটি ফাইল এবং মাইক্রোফ্লিম তৈরী করেছেন। উনি আজ এক বছর ধরে রেভিনু্য ইনটেলীজেন্সের কর্তাদের বলছেন যে এ সব খবর ওদের দেবেন। প্রতিদিনই বলছেন, আজ দেবো কিংবা কাল দেবো··· কিন্তু আজ পর্যন্ত উনি আমাদের এসব গোপনীয় খবরাখবর দেননি। যতোদিন না উনি আমাদের এসব খবর দেন, ততোদিন সাইমন জনের বেঁচে থাকবার প্রয়োজন আছে বৈ কী!

এবার আমার হাসবার পালা। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললুম: সরি, আপনাদের রেভিনু্য ইনটেলীজেন্সের কর্তারা এবার নিরাশ হবেন।

: কেন? বিস্মিত হয়ে ফার্নান্ডেজ জিজ্ঞেস করলো।

: কারণ আর কিছুই নয়। যে সব ফাইলে নথিপত্রে কিংবা মাইক্রোফ্লিমে এসব খবর সাইমন জন টুকে রেখেছিলেন সে কাগজগুলো ওর কাছে নেই।

: তাহলে ও কাগজ কার কাছে আছে? ফার্নান্ডেজ এবার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেয়া বন্ধ করলো। তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো খানিকটা ভয়, খানিকটা উত্তেজনার চিহ্ন।

: সাইমন জনের ছেলে ডিক জন ও সব কাগজ এবং মাইক্রোফিল্ম চুরি করে নিয়েছে। আমি মৃদু হেসে জবাব দিলুম। ফার্নান্ডেজের মনের উত্তেজনা, চাঞ্চল্য দেখে আমার হাসি পেয়েছিলো। বুঝতে পারলুম, লোকটা আমাদের গোপন আলোচনার কোন খবরাখবর জানে না। যদি সে খবর জানতো, তাহলে আজ সাইমন জনের সিক্রেট ফাইল কিংবা মাইক্রোফিল্মের কথা সে এমন অনভিজ্ঞের মতো বলতে পারতো না।

: তুমি মিথ্যে কথা বলছো রাজা—বেশ একটু রুক্ষ্ম স্বরেই ফার্নান্ডেজ তার মন্তব্য প্রকাশ করলো।

: আমি কখনও মিথ্যে কথা বলিনা। বিশ্বাস না হয় তুমি সাইমন জনকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে পারো।

ফার্নান্ডেজ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। কী জানি ভাবলো। তারপর বললো: আশ্চর্য, রাজা, এতোদিন ধরে আমি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে সাইমন জনের সঙ্গে মেলামেশা করছি কিন্তু আজ পর্যন্ত উনি আমার কাছে মনের গোপন কথা খুলে বলেন নি। সব সময়ে আমার মনে হয়, উনি কথা লুকোবার চেষ্টা করছেন।

: কী কথা? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

: বাবু জাভেরীর প্রসঙ্গ উঠলে উনি আলোচনা এড়িয়ে যান। আমার মনে হয়, বাবু জাভেরীকে উনি ভয় পান।

ঃ কেন? এবার আমার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়। সাইমন জন বাবু জাভেরীকে ভয় পান এ কথা ফার্নান্ডেজ জানতে পারলো কী করে?

ঃ কারণ অতি সামান্য। আজ বাবু জাভেরী দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি। দেশের বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উনি জড়িত আছেন। মোদ্দা কথা, বাবু জাভেরীকে দেশের সবাই এক ডাকে চেনে।

ঃ কিন্তু সাইমন জনও সামান্য ব্যক্তি নন। ওকে বোম্বাইর সর্দাররা সমীহ করেন। না, না, তোমার কথা ভুল ফার্নান্ডেজ। আমি জানি, বাবু জাভেরী এবং বোম্বাইর সর্দাররা সাইমন জনকে শুধু সমীহ নয় বেশ ভয় করেন। কারণ, সাইমন জন-এর কাছে ওদের গোপন জীবনের কাহিনী রেকর্ড করা আছে। যাক, তুমি যদি মনে করে থাকো যে বাবু জাভেরী সাইমন জনকে বিপদে ফেলতে পারবেন তাহলে তোমার অনুমান ভুল।

আমার কথা শুনে ফার্নান্ডেজ কিছুক্ষণ চুপ করে কী জানি ভাবলো। হয়তো আমার কথার ভেতর যুক্তি খুঁজে পেলো। তারপর নীচু গলায় বললোঃ হয়তো তোমার কথা সত্যি। কিন্তু মনে রেখো, বাবু জাভেরীর অঢেল টাকা। কথা বলতে বলতে ফার্নান্ডেজ কিছুক্ষণের জন্য চুপ করলো। তারপর আবার বলতে সুরু করলোঃ প্রশাসন যখন দেখলেন, বোম্বাইর বড়ো বড়ো স্মাগলারদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে উপযুক্ত প্রমাণ সাক্ষী সাবুদ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমি গিয়ে সাইমন জনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলুম। ওকে বললুমঃ আপনি গভর্নমেন্টকে সাহায্য করুন। লোকটা সহজে আমার কথা মেনে নেয় নি। ওকে এ কাজে টেনে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

আমি ফার্নান্ডেজের মুখের দিকে তাকালুম। যাচাই করবার চেষ্টা করলুম লোকটি কী ধরনের—কোন শ্রেণীর? লোকটি আমাকে এসব কথা শোনাচ্ছে কেন? হঠাৎ ফার্নান্ডেজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলোঃ তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো?

ঃ নিশ্চয়, একটা কেন, এক লাখ প্রশ্ন করতে পারো।

ঃ কিছুদিন আগে বাজারে একটা গুজব রটেছিলো, ডিকি জন খিদিরপুরে শুটিং করতে গিয়ে মারা গেছে। আর সেই মৃত্যুর কারণ হলে তুমি।

আমি মৃদু হেসে বললুমঃ ডিকি জন যে মারা গেছে এ কথা তোমাকে কে বললো?

ঃ আমাকে আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও—ফার্নান্ডেজ হুইস্কি গিলতে গিলতে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ কী?

ঃ সাইমন জন তোমার কাছ থেকে কী চান?

ঃ উনি ডিকি জনের হাত থেকে রেহাই পেতে চান। ডিকি জন তার

বাবাকে ব্ল্যাকমেল করছে। প্রতি মাসে সাইমন জন তার ছেলেকে দু লাখ টাকা দিচ্ছেন। তার কারণ ডিকি জন কতোগুলো মূল্যবান কাগজ তার সিন্দুক থেকে চুরি করে নিয়েছে। সাইমন জন এ কাগজগুলো ফেরৎ চান। যদি এ কাগজ কোন প্রকারে বাবু জাভেরীর হাতে পড়ে তাহলে ওর জীবন বিপন্ন হবে।

ঃ দেখতে পাচ্ছি তুমি বেশ বিপদে পড়েছ। না, না, আমি বলবো তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো। যাক আমার একটা প্রস্তাব শুনবে? ফার্নাণ্ডেজ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ কী প্রস্তাব?

ঃ ধরো, আমি যদি ডিকি জনের কাছ থেকে কাগজগুলো এবং মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করি তবে ঐ জিনিষগুলো তুমি আমাকে দেবে?

ঃ মানে, তুমি বলতে চাইছো ডকুমেন্টগুলো সাইমন জনকে দেবো না—আমি যেন ফার্নাণ্ডেজের প্রস্তাবকে সহজে বিশ্বাস করতে পারলুম না।

ঃ দ্যাটস রাইট। এ ডকুমেন্টগুলো আমার দরকার। ভীষণ দরকার।

আমি ফার্নাণ্ডেজের কথা আদৌ বিশ্বাস করতে পারলুম না।

* * *

দিল্লীতে ফিরে এসে আমি সোজা ময়নার বাড়ীতে গেলুম।

দুপুর বেলা। আমি জানতুম, এ সময়ে ছট্টুরাম বাড়ীতে থাকে না। আমার উদ্দেশ্য ছিলো ময়নার সঙ্গে দেখা করবো আর ওর কাছ থেকে জেনে নেবো, ছট্টুরাম কোথায় বসে বিয়ার গিলছে। হোটেলের বারে বসে মদ গেলা ছট্টুরামের অভ্যেস।

আমাকে দেখে ময়না খুসী হলো। বললোঃ মাত্র গতকাল আরউইন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি। ময়না আমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলোঃ আচ্ছা বলো তো, ওরা তোমার জীবন নিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে কেন?

আমি ময়নাকে একটি চুমু খেয়ে বললুমঃ ওরা মানে কে?

ঃ ওরা কে আমি কী করে জানবো—ময়না ঠোঁট মুছে জবাব দিলো।

ঃ ছট্টু আমাকে বলছিলো, তুমি নাকি জেমস বণ্ডের মতো অ্যাডভেঞ্চার করতে যাচ্ছো—ময়না জিজ্ঞেস করলো।

ঃ জেমস বণ্ড? ময়নার কথা শুনে আমি খুব জোরে হেসে উঠলুম। বুঝতে পারলুম ছট্টু ময়নাকে ভয় দেখিয়েছে। আমি ময়নার মনের ভয় দূর করবার চেষ্টা করলুম। হেসে বললুমঃ কী যে বলো? একটা লোক বিপদে পড়েছে। আমাকে অনুরোধ করেছে যেন ওকে বিপদ থেকে উদ্ধার করি। তবে আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি সে কাজের ভেতর বেশ কিছুটা বিপদের ঝুঁকি আছে বটে।

ময়না ভয় পেয়ে বললো : তাহলে বাপু তুমি এ কাজ করো না।

আমি ময়নার নরম ঠোঁটে আবার আর একটি চুমু খেয়ে বললুম : তাহলে ডার্লিং ওরা তোমার সুন্দর মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেবে। যাক, আমার জন্যে চিন্তা করো না। ছটু কোথায় ?

: এক্ষুনি আসবে। ময়না রাগ করেই জবাব দিলো।

: ছটুর সঙ্গে আমার দু-চারটে জরুরী কথাবার্তা আছে।

: ব্যবসা নিয়ে কথা বলবে ? ময়না জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলো।

আমি মাথা নাড়লুম। : না, ছটুর কাছ থেকে আমার কিছু খবর জানতে হবে।

*　　　*　　　*

কিছুক্ষণের মধ্যে ছটু বাড়ীতে ফিরে এলো। আমাকে দেখে অবাক হলো।

: কী ব্যাপার রাজা, তাহলে তুমি বোম্বাই থেকে জ্যান্ত ফিরে এসেছ ! আমি তো ভেবেছিলুম যে সাইমন জন তোমাকে সহজে রেহাই দেবেন না।

: রেহাই দেন নি। আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন —এই বলে সাইমন জনের সঙ্গে আমার যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো তার একটা সারাংশ বললুম।

আমার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে ছটুর মুখ গম্ভীর হলো। বললো : ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমি জানতুম সাইমন জন দুমুখো সাপ। কিন্তু সে যে ডবল এজেন্ট একথা সহজে প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু আজ ওর ছেলের কাছে কিছু তথ্য-প্রমাণ আছে। আমার মনে হয়, ডিকি জনের কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো যোগাড় করতে পারলে আমরা সাইমন জনকে হাতের মুঠোয় পাবো। আমাদের সঙ্গে সে আর শয়তানী, চালাকী করতে পারবে না।

আমি ছটুর কথায় কোন প্রতিবাদ করলুম না। কারণ, ছটু কী জানে যে আমি যদি সাইমন জনকে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার না করে দিই তাহলে ময়নার জীবন বিপন্ন হবে। তারপর আবার ফার্নান্ডেজের প্রস্তাব মনে পড়লো। ফার্নান্ডেজও এই ডকুমেন্টগুলো হাত করতে চাইছে। কারণ, এই ডকুমেন্টের ভেতর অনেক গোপন কথা আছে।

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলুম : আচ্ছা ছটু আমাকে একটা কথার জবাব দাও। ধরে নিলুম ডিকি জন বেঁচে আছে। কিন্তু ডিকি জন আমাকে এ মূল্যবান ডকুমেন্টগুলো দেবে কেন ? প্রতি মাসে এ ডকুমেন্টের দোহাই দিয়ে ডিকি জন তার বাপের কাছ থেকে দুই লাখ টাকা নিচ্ছে। যদি ডকুমেন্টগুলো সে হাতছাড়া করে তাহলে তার মাসোহারা বন্ধ হবে।

: কিন্তু সাইমন জন ডকুমেন্টগুলো ফেরৎ পাবার জন্যে তার ছেলেকে

মোটা টাকা একসঙ্গে দিতে রাজী হয়েছেন। ডিকি জন যদি এ কাগজগুলো তোমাকে দিতে রাজী না হয় তাহলে ওকে ব্ল্যাকমেল করতে হবে।

: ব্ল্যাকমেল করতে হবে! তুমি বলছো কী ছট্টু? ডিকি জন কী আজ ব্ল্যাকমেলের তোয়াক্কা করে! যদি করতো, তাহলে সে তার বাপকে ভয় দেখিয়ে প্রতি মাসে টাকা আদায় করতো না।

আমার কথা শুনে ছট্টু হাসলো। বললো: রাজা, তুমি ডিকি জনকে ভালো করে চেন নি। যদি চিনতে তাহলে একথা বলতে না। কারণ, সেদিন শুটিংএর সময় হঠাৎ গঙ্গার জলে পড়ে ডিকি জন যে উধাও হয়ে গেলো তার প্রধান কারণ ছিলো পাওনাদারদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। সোনিয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া তার মূল উদ্দেশ্য ছিলো না। আমি জানি, বাজারে ডিকি জনের প্রচুর দেনা হয়েছিলো। ধরো আজ আমরা যদি ডিকি জনকে বলি যে তার পাওনাদারদের বলবো ডিকি জন আজো বেঁচে আছে, তাহলে তাকে বিপদে পড়তে হবে। ইচ্ছে করে ডিকি জন বিপদকে ডেকে আনবে না। তাই আমার মনে হয়, ডিকি জনকে যদি সাইমন জন একসঙ্গে মোটা টাকা সেলামী দেন তাহলে ওর কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করতে অসুবিধে হবে না।

আমি চুপ করে ছট্টুর কথাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলুম। আমার কাছে ছট্টুর যুক্তিগুলো দুর্বল বলে মনে হলো। কারণ, ডিকি জন সামান্য পাওনাদরদের ভয়ে কখনই মূল্যবান ডকুমেন্টগুলো হাতছাড়া করবে না। ঐ কাগজগুলো উদ্ধার করবার জন্যে আমাকে অন্য আর একটা পথ বার করতে হবে। আমার মনে পড়লো, সাইমন জন আমাকে বলেছিলেন: সোনিয়াকে তোমার সঙ্গে পাঠাচ্ছি কেন? হয়তো ডকুমেন্ট উদ্ধারে সে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমি সাইমন জনের এই মন্তব্য শুনে হেসেছিলুম। ডিকি জন সহজ পাত্তর নয়। কোন পুরুষ যে কাগজ ওর কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারে নি, সামান্য ছুকরী একটা মেয়ে সেই দুর্লভ মূল্যবান কাগজ উদ্ধার করবে কী করে? আমি মনে মনে ঠিক করলুম, নিজে গিয়ে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবো। প্রথমে ওকে অর্থাৎ ডিকি জনকে যাচাই করবো। তারপর কাগজগুলো উদ্ধার করবার ফন্দীফিকির বার করতে হবে।

: ছট্টু, কলকাতায় তোমার বিশ্বস্ত কোন লোক আছে? কারণ, এই মস্তো বড়ো শহরে ডিকি জনকে খুঁজে বার করা সহজ কাজ হবে না। আর ডিকি জনকে খুঁজে পাবার পরও ওর সঙ্গে বোঝাপড়া এবং কাগজগুলো উদ্ধার করা সহজ হবে না। এ জন্যে আমার অন্য লোকের সাহায্য চাই।

ছট্টু আমার প্রশ্ন শুনে খানিকক্ষণ কী জানি ভাবলো। তারপর বললো: আমার অনেক সাগরেদ কলকাতায় আছে। দাঁড়াও, একটা লোকের কথা

আমার মনে পড়ছে। লি পিয়াং। আর এই লি পিয়াং হলো চাইনীজ। কলকাতায় ওর হরেক রকমের ব্যবসা আছে। মদের বার, নাইট ক্লাব, মেসাজ ক্লিনিক মেয়েদের জন্যে হেয়ার ড্রেসিং সেলুন। শুধু তাই নয়। লি পিয়াং হলো রেস কোর্সের বুকি—আর পিম্প।

শেষের কথাটি শুনে চমকে উঠলুম। পিম্প! ছট্টু বলছে কী?

ঃ পিম্প? আমি বিস্মিত হয়ে প্রায় চীৎকার করে বললুম।

ঃ দ্যাটস রাইট, রাজা। আজ সারা ভারতবর্ষের আন্ডার ওয়ার্লডের রাজধানী কোথায়? ক্যালকাটা। এ শহরে তুমি পয়সা ঢালো সব পাবে। রাত তিনটের সময় পানের দোকান থেকে হুইস্কির বোতল পাবে, টেলিফোনের নম্বর ডায়াল করলে তোমার হোটেলে সুন্দরী অপ্সরা পাবে—আর পাবে চরস, মারিউনা হেরোন। আর আমার বন্ধু লি পিয়াং হলো এই কালো রাজত্বের একজন সর্দার। দাঁড়াও আমি লি পিয়াং-এর কাছে একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি।' এই বলে ছট্টু একটি চিঠি লিখতে সুরু করলো ঃ

ঃ 'কমরেড লি পিয়াং। আমার বন্ধু, পার্টনার জহুর রাজা। আমরা ওকে রাজা বলে ডাকি। কলকাতায় একটি বিশেষ গোপনীয় কাজে যাচ্ছে। আমি চাই, তুমি ওকে সাহায্য করো। আর একটা কথা মনে রেখো। রাজার সঙ্গে কোন সুন্দরী মেয়ের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিও না। কারণ, রাজা সে মেয়ের সর্বনাশ করে দেবে। তার প্রমাণ আমি নিজের ঘরে বসে টের পাচ্ছি।'

আমি ছট্টুর চিঠিখানা পড়ে বেশ ভ্রূকুটী করে ওর মুখের দিকে তাকালুম। আমি বুঝতে পারলুম, ছট্টু ময়নার কথা ওকে লিখেছে। কিন্তু আজ আমার ছট্টুর সঙ্গে ঝগড়া করবার ইচ্ছে ছিল না। আমি চিঠিখানা নিজের পকেটে পুরলুম। তারপর ছট্টুকে বললুম ঃ তুমি আমার জন্যে চিন্তা করো না ছট্টু। কলকাতায় আমার কোন বান্ধবীর প্রয়োজন হবে না। যাক, গুড বাই।

গুড লাক। ছট্টু ছোট জবাব দিলো।

আমি ময়নার কাছে গিয়ে ওর হাতে একটি চুমু খেয়ে বললুম ঃ গুড বাই ডার্লিং। ময়না কিছু বললো না। আমি দেখতে পেলুম ওর চোখ দুটো ছলছল করছে।

*　　　*　　　*

ছট্টুর বাড়ী থেকে আমি সোজা আওরঙ্গজেব রোডে এলুম। আওরঙ্গজেব রোডে বাবু জাভেরীর মেয়ে সোনিয়া থাকে।

বাড়ীটা খুঁজে নিতে আমার কোন অসুবিধে হলো না। কারণ সাইমন জন আমাকে সোনিয়ার বাড়ীর ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ আওরঙ্গজেব রোডে কঙ্গো দূতাবাসের পাশের বাড়ীটা হলো বাবু জাভেরীর বাড়ী। মস্ত বড়ো বাড়ী। বাড়ীতে সোনিয়া একাই থাকে।

বোম্বাই থেকে দিল্লীতে এলে বাবু জাভেরী এসে এই বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীতে চাকর—ড্রাইভার—ওয়াচম্যান প্রচুর আছে। আমি বুঝতে পারলুম, মেয়ের সুখের জীবন যাপন করবার জন্যে বাবু জাভেরী কোন কার্পণ্য করেন নি।

সাইমন জন আমাকে বলেছিলেন, সোনিয়াকে আমার আগমনের কথা এবং সোনিয়া যে আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। আমি শুধু গিয়ে সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করবো এবং তারপর দুজনে কলকাতায় যাবো।

আমি ইচ্ছে করে সোনিয়াকে কোন টেলিফোন করিনি। ঠিক করেছিলুম, ওর বাড়ীতে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে ওকে সারপ্রাইজ দেবো। তাই বড়ো রাস্তায় ট্যাক্সীটা বিদায় দিয়ে বেশ ভারিক্কী চালে সোনিয়ার বাড়ীতে ঢুকলুম।

বাড়ীতে ঢুকবার সময় আমার সোনিয়ার সম্বন্ধে হাজার চিন্তা এসে হাজির হলো। সোনিয়ার বয়স কতো, দেখতে কী রকম ? বড়ো লোকের আদুরে মেয়ে। হয়তো সোনিয়া হবে একেবারে ললিপপ। আর এই কাঠের পুতুলকে নিয়ে আমি কলকাতায় যাবো কী করে ?

ঃ বাড়ীর ভেতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটি বেয়ারা এবং ওয়াচম্যান দৌড়ে ছুটে এলো।

ঃ কী চাই ?

মিস জাভেরী। আমি মিস জাভেরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বেয়ারা এবং ওয়াচম্যান যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলো না। আমার মতো একজন অপরিচিত আগন্তুক যে মিস জাভেরীর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে একথা যেন ওরা বিশ্বাস করতে চাইলো না। ওদের মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে আমি হেসে বললুমঃ মিস জাভেরীর বাবা বাবু জাভেরী আমাকে পাঠিয়েছেন।

বাবু জাভেরীর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটো আমাকে স্যালুট করলো। এবার ওদের বুঝতে অসুবিধে বলো না যে আমি হলুম বেশ বড়ো কেউ। হয়তো বাবু জাভেরীর বন্ধু কিংবা তার ডান হাত।

আমাকে আর দেরী করতে হলো না। বেয়ারা আমাকে সোজা ড্রয়িং রুমে নিয়ে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে উপর থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বরে ডাক শুনতে পেলুমঃ কাম আপ প্লিজ। আমি উপরে আছি।

আমি উপরে উঠে গেলুম।

উঠবার সময় আমার মন যে চঞ্চল হয়নি একথা বলবো না। কারণ আমি ভাবছিলুম সোনিয়া কী সুন্দরী ? আর সোনিয়া যদি সুন্দরী হয় তাহলে ডিকি জন আজ তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে কেন ?

সিঁড়ির পাশে একটি বড়ো ঘর। দামী আসবাবপত্রে সাজানো। প্রতিটি জিনিস দামী এবং দুর্লভ……

ঘরের সামনে একটা সোফায় একটি মেয়ে হেলান দিয়ে শুয়েছিলো। আর তার পায়ের কাছে আর একটি পুরুষ বসেছিলো।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমার চোখ ঝলসে গেলো। ওঃ লালা, হোয়াট এ বিউটি। আমি জীবনে এতো সুন্দরী মেয়ে দেখেছি কিন্তু আজ সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, ভারতবর্ষে মাত্র একজন সোনিয়াই আছে।

সোনিয়া হলো সেক্স বম্ব। তার দেহের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে রয়েছে সেক্সের চিহ্ন। না, সোনিয়ার অমন রূপের কাছে ময়নাকে আমার কুৎসিত বলে মনে হলো। আজ আমি বুঝতে পারলুম, আমরা পুরুষরা কেন রূপের মোহে অন্ধ হয়ে পড়ি। আমাকে দেখে সোনিয়া একটু উঠে বসলো। দেহের কাপড়টা বেশ আলগা হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু সোনিয়া তার কাপড় দিয়ে দেহের নগ্ন অংশ ঢাকবার কোন চেষ্টা করলো না। বরং আমার মনে হলো, সোনিয়া যেন আজ আমাকে তার দেহের নগ্নতা দেখাবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে।

ঃ আমার নাম রাজা। তোমার বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন।

আমার কথা শুনে সোনিয়া আনন্দে চীৎকার করে উঠলো। ঃ হোয়াট এ লাভলি সারপ্রাইজ। জানো, বাড়ীতে একা থাকতে থাকতে বড্ডো একা অনুভব করি। দেখতে পাচ্ছো না, বসে বসে আমি ওর সঙ্গে কথা বলছিলুম……

আমি সোনিয়ার পায়ের কাছে যে লোকটি বসেছিলো তার দিকে তাকালুম। লোকটিকে দেখে আমার একটুও ভালো লাগলো না। বাবরী চুল, বড়ো জুলপি, দেখলেই মনে হয় বখাটে ছেলে।

হয়তো সোনিয়া বুঝতে পারলো আমি কী ভাবছি। হেসে বললো ঃ ওর নাম জয়রাম। আমার গাড়ীর ড্রাইভার। আমি যখনই একা থাকি তখনই জয়রাম এসে আমার কাছে বসে। আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

আমি মুখে কিছু বললুম না। মনে মনে বললুম ঃ স্কাউন্ড্রেল। মনিবের মেয়ের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছো! বাবু জাভেরী কী জানেন যে তার মেয়ে লুকিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেম করছে।

আমি এবার ড্রাইভার জয়রামের মুখের দিকে বাঁকা চোখে তাকালুম। আমার চাউনির মানে ছিলো ঃ বয়, আর এখানে দেরী করো না। কেটে পড়ো।

কিন্তু জয়রাম সরে পড়বার কোন লক্ষণ দেখালো না। চুপ করে বসে রইলো। তাই এবার আমাকে মুখ খুলতে হলো। সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললুম ঃ তোমার এই বেবী সিটারকে কেটে পড়তে বলো। তোমার সঙ্গে আমার দু'চারটে কথা আছে।

আমার কথা শুনে সোনিয়া খুব জোরে হেসে উঠলো। তারপর ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলো : বেবী সিটার কে বলো তো?

: কেন, তোমার ড্রাইভার জয়রাম। তোমার কাছে বসে তোমাকে পাহারা দিচ্ছে।

: সোনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর জয়রামকে বললো : জয়রাম আমাদের দুজনের জন্যে ড্রিংক্স নিয়ে এসো। রাজা, তুমি কী খাবে?

: ভোদকা—

: ভোদকা ককটেল। জয়রাম খুব ভালো ককটেল বানায়।

আমার মুখ থেকে শুধু ছোট একটি জবাব বেরুলো। বললুম : থ্যাঙ্কস। অশেষ ধন্যবাদ। আমার শুধু ভোদকা হলেই চলবে।

আবার সোনিয়া হাসলো। ভারী মিষ্টি সেক্সী হাসি। আমি দেখতে পেলুম হাসলে সোনিয়ার গালে টোল পড়ে। তাকে আরো সুন্দরী দেখায়।

: জয়, রাজা কী বলছে জানো? ওর জন্যে শুধু ভোদকা নিয়ে এসো। আর আমার জন্যে হুইস্কী সোডা।

জয়রাম ড্রিংক্স আনতে চলে গেলো। দেখতে পেলুম ওর চোখে-মুখে বেশ বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। হয়তো আমার উপস্থিতি জয়রাম পছন্দ করে নি। কোথা থেকে উড়ে এসে আমি বসলুম।

জয়রাম চলে যাবার পর সোনিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করলো : বলো কী কথা বলবে? প্রেমের কবিতা শোনাবে? পুরুষদের এই ন্যাকামো ভালোবাসার কথা শুনতে আমার আর ভালো লাগে না।

: প্রেমের কথা নয়। আমি তোমার সঙ্গে দু'চারটি গোপনীয় কথা বলতে এসেছি। সাইমন জন এবং তোমার বাবা বাবু জাভেরী আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছেন। আর কী জন্যে পাঠিয়েছেন নিশ্চয় তুমি জানো?

সোনিয়া আমার কথার কোন জবাব দিলো না। এক কাণ্ড করে বসলো। আমার কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বললো : আজ থেকে আমি তোমাকে ডার্লিং রাজা বলে ডাকবো।

আমি সোনিয়ার হাত দুটো গলা থেকে সরিয়ে বললুম : আমি এখানে প্রেম করতে আসিনি। কাজের কথা বলো।

: কাজের কথা পরে হবে। বাস্তব দুনিয়ার গল্প করো—সোনিয়া মিষ্টি সুরে বললো।

: বাস্তব দুনিয়ার কথা : তুমি বলছো কী? আমার কথায় ছিলো বিস্ময় উত্তেজনা।

: বাঃ রেঃ জানো না বুঝি। জীবনের সবচাইতে বড়ো জিনিষ হলো প্রেম

ভালোবাসা, আর সোনিয়া তার কথা শেষ করলেন না। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম ঃ আর কী?

ঃ আর কী তুমি বুঝি জানো না। একেবারে ভিজে বেড়াল সাজছো। জানো তো 'টু ইজ কোম্পানী ফর বেড'। ঈস, আঙ্কেল জন আমার কাছে কী ভীতু লোক পাঠিয়েছেন।

আমাদের আলোচনায় বাধা পড়লো। জয়রাম আমার জন্যে ভোদকা এবং সোনিয়ার জন্যে হুইস্কীর গ্লাস নিয়ে এলো।

ঃ চিন চিন······সোনিয়া তার হুইস্কীর গ্লাসটি আমার গ্লাসে ঠেকিয়ে বললো। চিন চিন ···আমি বললুম ঃ জয়রাম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি জবাব দিলুম তুমি ভুল বলেছ, টু ইজ এ কম্পানী ফর টক—অ্যান্ড থ্রি ফর ট্রাবল।

সোনিয়া বুঝতে পারলো আমি কী বলতে চাইছি। তারপর এক ঝলক মিষ্টি হেসে বললো ঃ জয়রাম, আমার রাজার সঙ্গে দুচারটে গোপনীয় কথা আছে। তুমি যাও।

জয়রাম চলে গেলো; কিন্তু আমি দেখতে পেলুম যে ওর চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। যাবার সময় আমার দিকে বেশ রুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালো।

সোনিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ এবার বলো, আঙ্কেল জন কী ধর্মের কথা বলতে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

ঃ ধর্ম কথা বলতে পাঠান নি। বলেছেন, তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে! কারণ ঐখানে গিয়ে তোমার হবু স্বামীকে খুঁজে বার করতে হবে। আর ওর সঙ্গে তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে।

সোনিয়ার কণ্ঠস্বরে বিরক্তির সুর ফুটে উঠলো। ঃ তুমি জানো রাজা, ডিকি জনকে আমি কখনই বিয়ে করতে পারিনা। তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললো ঃ আসলে আমরা দুজনে কেউ কাউকে পছন্দ করিনা। আমাদের এই ঝগড়া-বিবাদ বহুদিন থেকে। বলতে পারো, বাল্যকাল থেকে আমরা একে অন্যকে ঘৃণা করি।

আমার হাসি পেলো। জানবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা হলো সোনিয়া ডিকি জনকে অপছন্দ করে কেন? ঃ বেশ তোমাদের পারস্পরিক মনোমালিন্যের কারণ কী বলতে পারো? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ আই লাইক স্ট্রং মেন ইন বেড। ডিকি জন আমার উপযুক্ত নয়। এই বলে আর এক চুমুক হুইস্কী খেলো সোনিয়া। তারপর আবার গলার স্বর উঁচু করে বললো ঃ জয়রাম, এনাদার হুইস্কী প্লিজ।

জয়রাম আবার গ্লাসে হুইস্কী ভরে নিয়ে এলো।

সোনিয়া বললো : আমি যখন উত্তেজিত হই তখন আমি বড্ডো হুইস্কী খাই।

: বেশ তাহলে আমার কথার জবাব দাও। কিছুদিন আগে তুমি ডিকি জনকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলে কেন ? আমি ভোদকার গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্ন করলুম।

আমার প্রশ্ন শুনে সোনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর মৃদুস্বরে বললো : আমি কে তুমি জানো রাজা ? বাবু জাভেরীর মেয়ে। আর বাবু জাভেরীর পরিচয় নিশ্চয় তোমার কাছে দিতে হবে না। আজ দেশের সবাই এক ডাকে বাবু জাভেরীকে চেনে।

সোনিয়া তার কথা শেষ করতে পারলো না—তার আগেই আমি জবাব দিলুম : বাবু জাভেরীর আসল কাজকর্মের কথা তুমি বলো নি। তার আসল কাজ হলো স্মাগলিং, পিম্পিং আর হোটেল এবং নাইট ক্লাবে মেয়েদের নিয়ে ব্যবসা করা। শুধু ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না বলে পুলিশ ওকে ধরতে পারছে না।

সোনিয়া আমার কথা শুনে হাসলো। বললো : সবাই আড়ালে বাবু জাভেরীকে গালমন্দ দেয়, কিন্তু ওর মুখের সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। যাক, দেখছি তুমি আমার বাবার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানো। এতো কথা তুমি কার কাছে শুনলে ? আঙ্কেল জন নিশ্চয় এসব কথা বলেছেন।

আজ বাজারের কারু অজানা নেই যে বাবু জাভেরী হলেন এ দেশের স্মাগলার সর্দারদের সবচাইতে বড়ো নেতা। আজকের বাজারের সব নোংরা কাজই উনি করে থাকেন। আর যারা নোংরা কাজ করেন তাদের নিয়ে সদা-সর্বদাই মুখরোচক কথা হয়ে থাকে।

: সোনিয়া আবার হুইস্কীর গ্লাসে চুমুক দিলো। বললো : পয়সার জন্যে অনেকেই বাবার কাছে হাত পেতেছে। আর যারা বাবার কাছ থেকে পয়সা পায় তারা বাবার প্রশংসা করে। আর যাদের বাবা কোন পয়সা দেয় না তারা বাবাকে দুচোখে দেখতে পারেন না। এবার বলো, তুমি কোন দলের ? তুমি কী বাবার বিরোধী, না তার সপক্ষে।

: হী ইজ এ গ্যাংস্টার—আমার এই জবাবে বেশ রূঢ়তা ছিলো।

: বাট হী ইজ মাই ফাদার। তাই আমি ওকে ভালেবাসি। উনিও আমাকে ভালোবাসেন। আর আমি যখনই ওর কাছে কিছু আব্দার করেছি তখনই উনি আমার দাবী মিটিয়েছেন।

: কিন্তু আজ উনি বিপদে পড়েছেন। ওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে। একবার যদি এসব অভিযোগ প্রমাণ করা যায়, তাহলে তাকে অনেকদিনের জন্যে জেলখানায় যেতে হবে—আমি ছোট মন্তব্য করলুম।

আমার এই জবাব হয়তো সোনিয়ার কানে বেসুরো লাগলো। সোনিয়া এবার মুখ গম্ভীর করে বললো ঃ আজ বাবার বিপদে পড়বার প্রধান কারণ হলো আংকেল জন।

ঃ তাহলে তুমি ওর বিপদের কিছুটা আভাস পেয়েছ? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ সব কিছু জানিনা বটে, তবে যা জানি, তা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আমার বাবাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর বর্তমানে তার বিপদে পড়বার প্রধান কারণ হলো আংকেল জনের ছেলে ডিকি জন।

আমি সোনিয়ার এই জবাব শুনে বেশ অবাক হলুম। ভাবলুম সোনিয়া তার বাবার বিপদের কাহিনীর কতটুকু জানে? সোনিয়া কী জানে, ডিকি জনের কাছে কতগুলো মূল্যবান ডকুমেন্ট মাইক্রোফিল্ম আছে। আর এইসব ডকুমেন্টে বাবু জাভেরীর কু-কীর্তির কথা লেখা আছে। রেভিন্যু ইন্টেলীজেন্সের কর্তারা যদি এই ডকুমেন্টগুলো সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে বাবু জাভেরী এবং তার সহকর্মীদের জেলখানায় ভরা সম্ভব হবে।

ঃ তুমি বড্ড হেঁয়ালীর সুরে কথা বলছো। সবকথা খুলে বলো—আমি বললুম।

আমার প্রশ্ন শুনে সোনিয়া কী জানি ভাবলো। তারপর কিছুক্ষণ সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। হয়তো ভাবতে লাগলো, আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা উচিৎ হবে কিনা?

ঃ কী ভাবছো? আমি সোনিয়ার চিন্তায় বাধা দিলুম।

ঃ বেশ, তুমি যখন জানতে চাও তখন তোমাকে সব কথা খুলে বলছি। তুমি জানো রাজা, দিল্লীতে এলে বাবা এখানে থাকেন। আর প্রতিদিন বাবার সঙ্গে বিস্তর লোক দেখা করতে আসেন। একদিন বাবার কিছু বন্ধু বাবার সঙ্গে তাদের ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তারা বেশ উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। আমি আড়াল থেকে ওদের আলাপ আলোচনা শুনতে লাগলুম। আর সেদিনকার আলোচনার বিষয় ছিলো ঃ সাইমন জন। আমার কথা শুনে তুমি চমকে উঠো না। সেদিন বাবার বন্ধুরা বাবার কাছে দাবী করছিলেন, সাইমন জনকে খুন করা দরকার। ওকে খুন না করলে বাবা এবং তাঁর বন্ধুরা বিপদে পড়বেন। কারণ, সাইমন জন তাদের গোপন নোংরা কাজকর্মের সব খবর জানেন। ওর কাছে অনেক গোপনীয় কাগজ আছে। এসব কাগজের অস্তিত্বের খবর পুলিস যদি জানতে পারে তাহলে ওরা সবাই জেলে যাবে। কিন্তু—কথা বলতে বলতে সোনিয়া থেমে গেলো। আমি তাকিয়ে দেখলুম ওর সুন্দর মুখে চিন্তার রেশ ফুটে উঠেছে।

ঃ কিন্তু কী, তোমার কথা শেষ করলে না কেন ? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ সেদিন বাবা ওদের যুক্তির সঙ্গে একমত হতে পারলেন না ; তিনি স্বীকার করলেন যে সাইমন জন আজ দেশের স্মাগলিং-এর অনেক খবরাখবর রাখেন, তার কাছে অনেক গোপনীয় ডকুমেন্ট আছে। আর এইসব ডকুমেন্ট, খবর ওর কাছে থাকবার দরুণ উনি ক্ষমতাশালী হয়েছেন। ইচ্ছে করলে উনি বাবাকে এবং তার বন্ধুদের বিপদে ফেলতে পারেন। কিন্তু বাবার বক্তব্য ছিলো, সাইমন জনকে খুন করে লাভ হবে না। কারণ, তাহলে সাইমন জনের কাছে যেসব মূল্যবান ডকুমেন্ট আছে সব কিছু গিয়ে পুলিসের হাতে পড়বে। না, ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে এনে কোন ফল হবে না। কিন্তু বাবার বন্ধুরা বাবার যুক্তিকে মানতে চাইলেন না। ওদের কথা ছিলো, সাইমন জন মাস্ট গো—হী মাস্ট বি কীল্ড। এরপর থেকে বাবার চিন্তা বাড়লো। তিনি জানতেন, সাইমন জনকে উনি চটাতে পারেন না। এমন কী সাইমন জনের মনে সামান্য সন্দেহ সৃষ্টি হলে বাবার বিপদ হতে পারে। তিনি বেশ কিছুদিন বন্ধুদের প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেন। ঃ তারপর একদিন আমার শরণাপন্ন হলেন—একটানা কথা বলতে বলতে সোনিয়া চুপ করলো। তারপর আমাকে বললো ঃ বোতল থেকে আমাকে আর একটু হুইস্কি ঢেলে দেবে, রাজা ? কথা বলতে বলতে আমার গলা শুকিয়ে গেছে।

আমি হুইস্কির বোতল থেকে কিছুটা হুইস্কি সোনিয়ার গ্লাসে ঢেলে দিলুম। সোনিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললো ঃ থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যাঁ, কী বলছিলুম ? বাবা আমাকে ডেকে বললেন যে উনি সাইমন জনের ছেলে ডিকি জনের সঙ্গে আমার বিয়ের বন্দোবস্ত করেছেন। বাবার মুখে আমার বিয়ের কথা শুনে আমি অবাক হলুম। আমার জানবার প্রবল ইচ্ছে হলো, বিয়েতে বাবা কেন আমার মত যাচাই করবার চেষ্টা করেন নি। তাই যখন আমার মনের কৌতুহলের কথা ওর কাছে প্রকাশ করলুম, তখন উনি বেশ অবাক হলেন। তার আদরের মেয়ে সোনিয়া যে তার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে একথা উনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ওর মুখে ফুটে উঠেছিল বিরক্তির ভাব। আমি বাবার চিন্তা ভাবনাকে দূর করবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললুম ঃ ডিকি জনকে আমি বিয়ে করতে পারি না। কারণ, আমি ওকে ভালোবাসিনা। আমি ওকে বিয়ে করবো কী করে ?

বাবা আমার যুক্তিকে মেনে নিলেন না। বললেন ঃ সব সময় বিয়ের জন্যে ভালোবাসার দরকার হয় না। অনেক সময় ব্যবসার খাতিরে বিয়ে করা প্রয়োজন হয়। আর তোমার এই বিয়েটা হলো আমার 'বিজনেস ডিল'।

আমার মুখ দিয়ে ফস করে একটা ছোট প্রশ্ন বেরিয়ে গেলো। আমি জিজ্ঞেস করলুম ঃ আমার এই বিয়েতে কী বিজনেস ডিল আছে শুনি ?

আবার বাবা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে বললেন ঃ সুনু, আমি সাইমন জনকে কিনতে চাই। 'আই যাস্ট ওয়ান্ট টু পারচেজ হিম'।

আমি আবার প্রতিবাদের সুরে বললুম ঃ কিন্তু আমি তো বিয়ে করছি ডিকি জনকে। আর তোমার প্রয়োজন সাইমন জনকে।

আমার প্রশ্ন শুনে বাবা হাসলেন। বললেন ঃ ডিকি জনের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হয় তাহলে সাইমন জন আমার হাতে বাঁধা থাকবে।

ঃ আর ধরো যদি আমি ডিকি জনকে বিয়ে না করি এবং তুমি যদি সাইমন জনকে কিনতে না পারো তাহলে কী হবে ?

ঃ তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হবে সুনু। সাইমন জনের মুখ আমাকে বন্ধ করতে হবে। নইলে আমার বন্ধুরা আমাকে রেহাই দেবে না। কারণ, আমার সহকর্মীরা সন্দেহ করছেন যে সাইমন জন হলেন একজন ইনফরমার। উনি স্মাগলারদের গোপন কাজকর্মের খবর রেভিনু্য ইনটেলীজেন্সকে দিচ্ছেন। আর আমি সাইমন জনের এই কাজকর্মের খবরাখবর জানা সত্বেও তাকে প্রটেকশন দিচ্ছি।

ঃ আমি চিন্তা করতে লাগলুম, আমি কী করব ? আমার বাবা যে বিপদে পড়েছেন এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ রইলো না। তাই সেদিন বাবাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি ডিকি জনকে বিয়ে করতে রাজী হলুম। কিছুদিন পরে ডিকি জন দিল্লীতে বেড়াতে এলো। দিল্লীতে থাকাকালীন আমি ওর সঙ্গে কয়েকদিন ঘোরাফেরা করেছিলুম। কিন্তু কেন জানিনা আমি প্রথম দিন থেকে ডিকি জনকে মনে মনে ঘৃণা করতে লাগলুম। কখনই ভাবতে পারলুম না যে ডিকি জন হবে আমার স্বামী ; আর আমাকে বাকী জীবন ডিকি জনের পোষাপাখী হয়ে কাটাতে হবে। আমি সব সময়ে ভাবতে লাগলুম, কী করে বিয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে। ডিকি জন আমাকে আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েছিলো, এই বিয়েতে ওরও কোন মত নেই। শুধু ডিকি জনই এ বিয়েতে আপত্তি করে নি, সাইমন জনও বিয়ের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও প্রকাশ্যে এ বিয়ের বিরোধিতা করেন নি। বিরোধিতা করবার মত সাহস সাইমন জনের ছিলো না।

আমি এ বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ডিকি জনের সঙ্গে বিশেষ কোন আলাপ-আলোচনা করলুম না। কিন্তু ডিকি জনের দিল্লীতে থাকাকালীন আমি কতোকগুলো বিশ্রী কান্ড করে বসলুম, যার পরিণাম কী হবে আমি জানতুম।

আমি জানতুম এর পর ডিকি জন আমাকে আরো ঘৃণা করবে এবং আমাকে বিয়ে করতে আপত্তি করবে।

প্রথমতঃ, আমি বাড়ীর ড্রাইভার জয়রামের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলুম। ডিকি জনকে দেখাতে চেষ্টা করলুম যে আমি ড্রাইভার জয়রামের সঙ্গে প্রেম করছি। আমার এই ব্যবহারের জন্যে আমি কোন দিন দুঃখ করি নি। এই সময়ে আমার জয়রামের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিলো। হবার কারণ ছিলো। কারণ হলো আমি ছিলুম স্বাধীন, একা থাকতুম। কাজেই রাত্তিরে কখন ফিরি—কার সঙ্গে আসি এ নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করবার মতো কেউ ছিলো না। তোমাকে একটা খবব বলছি রাজা—

কথাটা বলে সোনিয়া কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে গেলো। কী জানি ভাবলো। তারপর সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে মুখ থেকে ধোঁয়া বের করতে লাগলো।

ঃ কী বলবে ? আমি সোনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ হ্যাঁ তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি। আই অ্যাম নট এ ভার্জিন গার্ল। আর এ খবর ডিকি জনও জানতে পেরেছিলো।

সোনিয়ার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলুম না বরং কৌতুক অনুভব করলুম। আমি জানি যে সোনিয়ার মতো মেয়েদের সতীত্ব রাখা বিরাট সমস্যার ব্যাপার।

ঃ ডিকি জন দিল্লী থেকে বোম্বাইতে ফিরে গিয়ে সাইমন জনকে বললো, সে আমাকে বিয়ে করবে না। কিন্তু সাইমন জন জানতেন এ বিয়ে না হলে তার কী পরিণাম হবে। তাই আঙ্কেল জন ডিকি জনের প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারলেন না। এরপর কিছুদিন বাদে ডিকি জন কলকাতার তার ছবির শুটিং করতে গেলো। তারপর হঠাৎ একদিন আমি শুনতে পেলুম যে শুটিং করবার সময় ডিকি জন গঙ্গার জলে ডুবে মারা গেছে। খবরটা শুনে আমি আদৌ বিশ্বাস করি নি। তবু বাইরে লোকদের দেখাবার জন্যে আমি শোক প্রকাশ করলুম। কথা বলতে বলতে সোনিয়া থামলো। তারপর আবার ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ আমরা দুজনে কোন কথাবার্তা বললুম না।

ঃ তুমি নিশ্চয় খবরটা শুনেছ ? সোনিয়া আমাকে একসময় জিজ্ঞেস করল।

ঃ কোন খবর ? আমি ভোদকার গ্লাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ ডিকি জন মারা যায়নি। বেঁচে আছে। কলকাতায় আছে।

ঃ হ্যাঁ, আমি জানি। আর ডিকি জনকে খুঁজে বারকরবার দায়িত্ব সাইমন জন আমাকে দিয়েছেন। তোমার বাবা আমাকে তোমার সঙ্গী হয়ে যেতে বলেছেন। কারণ, ওর ধারণা ডিকি জন যদি আর একবার তোমাকে দেখে তাহলে নিশ্চয় ওর মত পাল্টাবে।

ঃ কিন্তু আমি তো ডিকি জনকে বিয়ে করবো না, সোনিয়া জবাব দিলো।

আমি সোনিয়ার কথা শুনে হাসলুম। বিয়ের ব্যাপারে মেয়েরা প্রথমে অভিমান করে, মৃদু আপত্তি করে কিন্তু যতোই বিয়ের দিন কাছে এগিয়ে আসে ততোই বিয়ের জন্য পাগল হয়। ঃ তোমার বাবা ডিকি জনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সাইমন জনের মুখ বন্ধ করতে চান। যদি তিনি সাইমন জনকে হাত না করতে পারেন তাহলে তার জীবন বিপন্ন হবে।—আমি বললুম।

আমার কথা শুনে সোনিয়ার মুখ গম্ভীর হলো। কী জানি ভাবলো। তারপর বললো ঃ তোমার কথার ভেতর যুক্তি আছে রাজা। কিন্তু আমি জানি, বাবা যদি আর কিছুদিনের জন্যে হাতে সময় পান, তাহলে উনি সাইমন জনকে বশ করবার কিংবা এই বিপদ থেকে বেরিয়ে যাবার একটা উপায় বের করতে পারবেন। এই কথাটা মনে রেখো, বাবা হলেন স্মাগলারদের সর্দার। উনি কোন নোংরা কাজ করতে দ্বিধা কিংবা সংকোচ বোধ করেন না। শুধু তাকে সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। তাই ভাবছি, আমি তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাবো। কলকাতায় ডিকি জনকে খুঁজে বার করতে বেশী সময় নেবো না। নিদেনপক্ষে এক সপ্তাহ। আর এ সময়ের মধ্যে বাবা বিপদ থেকে বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে বার করতে পারবেন নিশ্চয়!

ঃ ধরো যদি কলকাতায় গিয়ে ডিকি জনের দেখা না পাও—আমি ইচ্ছে করে প্রশ্নটি করলুম আর দেখতে লাগলুম সোনিয়ার মুখের কী প্রতিক্রিয়া হয়।

ঃ আমি জানি যে দেখা হবে। কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি রাজা, ডিকি জনকে আমি কখনই বিয়ে করতে পারবো না।

ঃ আপত্তির কারণ? আমি-প্রশ্ন করলুম।

সোনিয়া কথার জবাব দেবার আগে আমার কাছে এগিয়ে এলো। তারপর আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো ঃ আঃ রাজা তুমি মেয়েদের মন একেবারে বোঝ না। আমার শুধু দেহ পাবার তৃষ্ণা প্রবল নয়—আমি ক্ষুধার্ত গোষ্ঠী। বলেছি তো আই লাইক স্ট্রং ম্যান ইন বেড, ডার্লিং রাজা!

আমি কোন জবাব দিলুম না। বুঝতে পারলুম, সোনিয়া আমার কাছ থেকে কী চায়?

* * *

আজব দুনিয়া কলকাতা।

লোকে বলে কলকাতা হলো 'সিটি অব প্রসেশনস'—কিন্তু আমার কাছে কলকাতা হলো, 'সিটি অব অবসেশন'। কলকাতা এলে আমি যেন নতুন জীবন লাভ করি। যাই বলুন না কেন কলকাতার জীবনে 'সেক্স' আছে।

কী প্রয়োজন কলকাতায়? শুধু চোখ মেলে তাকালেই হলো। প্রয়োজন মিটে যাবে। ধম্মো করতে চান? মন্দির—মসজিদ—গির্জা সব আছে। আর

অধর্ম করবার বাসনা যদি থাকে তাহলে সোজা চলে আসুন পার্ক স্ট্রীটে কিংবা চলে যান চৌরঙ্গীর অলিতে গলিতে। এ এলাকায় সব পাবেন। মদ, মেয়ে মানুষ, তাসের আড্ডা—মারিউনা কিংবা পট খাবার আসর। রাস্তার চারদিকে হিপিরা ঘুরছে। আগে কলকাতার রাস্তায় মেয়েরা ঘাগরা পরে ঘুরতো কিন্তু আজকাল ওরা মিনিস্কার্ট পরে। আমি বলবো : হয়ার দেয়ার ইজ ক্যালকাটা—দেয়ার ইজ অলওয়েজ লাইফ।

আর কলকাতার চীনে পাড়া এক বিচিত্র জগৎ। অন্ধকার গলি, ভাঙা পুরানো বাড়ী, মেয়েরা খড়ম পায়ে দিয়ে হাঁটছে—চীৎকার হৈ-হল্লা, হিংয়ের গন্ধ, রিক্সার টুং টুং শব্দ, ট্যাক্সীর ভেঁপুর তীব্র আর্তনাদ, সব মিলিয়ে মানুষের মনে এক বিচিত্র অনুভব, আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু যেই দিনের আলো গেল অমনি চীনে পাড়ার ভোল পাল্টে গেলো। দুপুরের জনকোলাহল মুখরিত রাস্তা হলো নীরব, নির্জন : মেয়েরা খড়ম ছেড়ে দামী জুতো পরলো। দূর হলো হিংয়ের গন্ধ, নাকে ভেসে এলো দামী বিলেতি অডিকলোন কিংবা প্যারীর 'ফিজি' সেন্টের সুরভি। দুপুরে চীনে পাড়ার লোকেদের মুখে বুলি ছিলো চং—বং—অং কিন্তু যেই রাত হলো অমনি বিলেতি আর হিন্দী গানের সুরে সমস্ত পাড়া গমগম্ করতে লাগলো।

দুপুর বেলা চীনে পাড়ার বাড়ীগুলো ঝিমিয়ে থাকে। কিন্তু রাত্রি বেলা বাড়ীগুলো যেন সজাগ হয়। ঘুঙুরের আওয়াজ, পয়সার শব্দ, মিষ্টি গলার চাপা হাসি শুনলে বোঝা যায় যে কলকাতার চীনে পাড়া হলো : হংকং অব ইণ্ডিয়া।

* * *

এই বিচিত্র কলকাতা শহরে আমি সোনিয়াকে নিয়ে এলুম।

প্লেন যখন শহরের বুকের উপর দিয়ে চক্কর কাটতে লাগলো তখন আমার মন টগবগিয়ে উঠলো। আমার মন বলতে লাগলো, কয়েকটা দিন আমার সুখেই কাটবে।

ছকু আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলো : রাজা কলকাতায় সময় কাটাবার জন্যে তোমাকে কখনও চিন্তা করতে হবে না। দেহের ক্লান্তি যখন আসবে তখন সোজা চলে যাবে পার্ক স্ট্রীটের কোন বারে। নেশাটা যখন রঙীন হবে তখন ওয়েটারকে একটু মিষ্টি সুরে বলবে : আছে নাকি রাতের সখী? কী চাও কলকাতার শহরে। শুধু ওয়েটারদের তোমার চাহিদার ইঙ্গিত দেবে। কী ধরনের মেয়ে চাও? স্কুল-কলেজ গার্লস, নার্স, হোস্টেস, উইডো, ডিভোর্সী... সবার ঠিকানা ওয়েটারদের কাছে পাবে। রাজা একটা কথা মনে রেখো : কলকাতায় পয়সা থাকলে তুমি সব পাবে।

যদিও আকাশের বুক থেকে কলকাতা শহরের মুখ দেখে আমি আনন্দিত

হয়েছিলুম, তবু যখন এয়ারপোর্টে প্লেন এসে নামলো তখন আমি যেন বিপদের গন্ধ পেলুম। আজ কলকাতায় আমাকে কঠিন কাজ করতে হবে। কোথায় আছে ডিকি জন? তাকে খুঁজে বার করতে হবে। ডকুমেন্টগুলো এবং মাইক্রোফিল্মগুলো উদ্ধার করতে হবে। একাজে বিদপ আছে—উত্তেজনা আছে আর আছে কামিনী-কাঞ্চন।

আজ কলকাতায় আমার কোন বান্ধবীর দরকার ছিলো না। কারণ আমার সঙ্গী ছিলো সেক্সকিটেন সোনিয়া। দিল্লীতে কয়েকঘন্টা আলাপ আলোচনার পর আমাদের ভেতর বেশ হৃদ্যতা হয়েছিলো। আমরা দু-জনেই বুঝতে পেরেছেলুম, আমরা কী ধরনের জীব। ক্ষুধার্ত, লোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী—আমরা জীবনে উত্তেজনা পছন্দ করি। আমি বুঝতে পারলুম, সোনিয়া আমার দেহের ক্লান্তি মেটাতে পারবে। আর সোনিয়া বুঝতে পেরেছিলো, রাজা, সত্যিই ডার্লিং রাজা।

কিন্তু সেদিন আমাদের মনে আর একটা চিন্তা প্রবল হয়েছিল। আর সেই চিন্তা হলো : ডিকি জন। কোথায় পাব তাকে? অবিশ্যি আমরা দু-জনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ডিকি জনকে খুঁজছিলুম। সোনিয়া তার ভাঙ্গা প্রেম জোড়া লাগাবার জন্যে ডিকি জনকে সন্ধান করছিলো।

বেচারী সোনিয়া। সে কী জানে যে ডিকি জন বিবাহিত। না, তার ডিকি জনকে খুঁজে বেড়ান বৃথাই হবে।

দমদম থেকে আমি আর সোনিয়া সোজা চলে এলুম পার্ক হোটেলে। দু-জনে পাশাপাশি দুটো ঘর নিলুম। হোটেলের কর্তৃপক্ষ অবিশ্যি আমাদের গৌণ উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। কিন্তু ওরা হলেন ব্যবসায়ী লোক। ওরা চান পয়সা। আর সে পয়সা যেভাবেই আসুক না কেন!

দুপুর বেলা লাঞ্চের আগে আমি গিয়ে সোনিয়ার ঘরে বসলুম। সোনিয়া ক্যাসেট বাজিয়ে গানের সুরের সঙ্গে তাল ফেলে নাচছিলো। আমাকে দেখে বললো : ওঃ নো। তাহলে লেট আস ড্রিংক—সোনিয়া এই বলে তার সুটকেস থেকে একটি শিভাস রিগ্যালের বোতল বের করলো।

: চিন—চিন—সোনিয়া মদের গ্লাস তুলে বললো।

: চিন—চিন—আমি জবাব দিলুম।

আমি মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সোনিয়া বলল : কী ভাবছো রাজা? ক্যালকাটা ইজ এ লাভ্লি প্লেস। আর একটা মজার কথা জান রাজা? আমি রুমে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে রুম বয় আমাকে কী বললো জানো? ম্যাডাম ডু ইউ লাইক সামথিং হট টু নাইট?

: তুমি কী জবাব দিলে? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ বলো কী জবাব দেবো? আমি তো সুগার বেবী নই। আমি হট জিনিষ পছন্দ করবো না কেন? না রাজা, আমি 'লাইফ' পছন্দ করি কারণ 'ওয়াইফ' হবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। তারপর রুমবয় আমাকে মৃদুস্বরে বললো, তাহলে ম্যাডাম বিকেলে আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে কিছু স্পট দেখাব। এসব জায়গায় আপনি লাইফ এনজয় করতে পারবেন।

এই কথা বলে সোনিয়া আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললোঃ তুমি আজ বিকেলে আমার সঙ্গে আসবে রাজা?

আমি সোনিয়ার দিকে তাকালুম। কিছুক্ষণ কোন জবাব দিলুম না। ভাবতে লাগলুম সোনিয়ার প্রশ্নের কী জবাব দেবো?

সোনিয়া আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললোঃ কী ভাবছো রাজা? আমারসঙ্গে 'হট স্পটে' যেতে তোমার সংকোচ হচ্ছে? ডোণ্ট বী সিলি। কলকাতা এমন আজব শহর, কেউ তোমাকে দেখবে না, কিংবা জানবার চেষ্টা করবে না তুমি কী করছো? এসো আজ রাতে আমার সঙ্গে।

আমি বললুমঃ সিলি গার্ল। প্রেমটাই জীবনের একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস নয়। আজ রাতে আমাকে লি পিয়াং-এর সন্ধানে বেরুতে হবে। আমার কাছে এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

আমি সোনিয়ার মুখের দিকে তাকালুম। দেখলুম সে ঘন ঘন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর সিগারেটে টান দিচ্ছে। আমার বুঝতে অসুবিধে হলো যে সোনিয়া 'হট স্পটে' যাবার কথা শুনে বেশ উত্তেজিত হয়েছে। মনে মনে বললুমঃ ইয়ং গার্ল, যৌবনের উন্মাদনা ওর দেহে ছড়িয়ে আছে। তাই হোটেলের খাঁচায় আটকে থাকতে চাইছে না।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোনিয়াকে বললুমঃ সুনু, কলকাতা বিচিত্র রহস্যময়ী নগরী। দিনের কলকাতা একেবারে নিরামিষ কিন্তু রাতের কলকাতা সুন্দরী মেয়েদের পক্ষে বিপজ্জনক। আজ রাতে তোমার একা বেরুনো বুদ্ধিমতীর কাজ হবে না।

সোনিয়া এবার এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। বললোঃ সত্যি ডার্লিং রাজা। তুমি বড্ডো ভয় পাচ্ছো। না ভয় পাবার কিছু নেই। আর—কথা বলতে বলতে সোনিয়া চুপ করলো।

আমি জিজ্ঞেস করলুমঃ আর কী?

আরঃ কিছু নয়। বাবা বলে দিয়েছেন, যদি বিপদে পড়ি তাহলে যেন ওর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি। না রাজা, আমি কখনই বাবার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবো না। ওদের সঙ্গে দেখা করলেই বিপদ। তাহলে ওদের লোক সদা সর্বদাই আমার পেছু পেছু থাকবে। আমি কী চাই জান রাজাঃ ফ্রীডম—স্বাধীনতা।

ঃ আজ রাতে আমি ডিকি জনের খোঁজ খবর নিতে বেরুবো। সত্যি, তাই তোমার সঙ্গে যেতে পারছিনে।

সোনিয়া আমার কথার কোন জবাব দিলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো আর ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগল। বুঝতে পারলুম, সোনিয়ার মনের উত্তেজনা তীব্র হয়েছে।

সন্ধ্যে হতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম। আজ লি পিয়াং-এর বাড়ী খুঁজে বের করবই। চীনে পাড়ায় গিয়ে বাড়ী খুঁজে নিতে বিশেষ বেগ পেলাম না। লি পিয়াং-কে দেখলাম সবাই চেনে। একটা বুড়ো বাড়ী চিনিয়ে দিলো। কড়া নাড়লাম।

ঃ ভেতরে এসো, রাজা। ঘরের ভেতর থেকে একজন উত্তর দিলো। আমি বিস্মিত হলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম একজন চীনা হাসছে। সে বললোঃ ওপর থেকে তোমাকে আসতে দেখেছি। আমি জানি তুমি কেন এসেছো! ডিকি জনের খোঁজে তো?

আমি অবাক হয়ে বললুমঃ তার মানে?

লি পিয়াং বললোঃ আমাকে সব খবর রাখতে হয়। আমার পেশা কত রকম তা জানো? আমি হলুম রেস কোর্সের বুকি। তারপর মেয়ে বেচাকেনা এবং কলগার্লের ব্যবসা করেও কিছু পয়সা রোজগার করি। কিন্তু আমার সবচাইতে প্রফিটেবল ব্যবসা হলো, খবর বেচাকেনা। বলতে পারো আমি ইনফরমেশন এজেন্সী পরিচালনা করি। এই শহরের আনাচে-কানাচে কোথায় কী ঘটছে তার পুরো খবর তুমি আমার কাছে পাবে।

কথা বলতে বলতে লি পিয়াং কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। তারপর গ্লাস থেকে খানিকটা রাম গলায় ঢেলে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন।

ঃ বুঝলে রাজা, কলকাতা আজব চিড়িয়াখানা। প্রতিদিন এই শহরের অলিতে-গলিতে কোথায় কী ঘটছে তার খবর কে রাখে? কেউ না, কিন্তু আমার কাছে সব ধরনের খবর পাবে। চুরি, লুট, ডাকাতি, স্মাগলিং, পিম্পিং, কোন্ বড়লোকের বউ লুকিয়ে কার সঙ্গে প্রেম করছে, কে ইনকাম্ট্যাক্সে ফাঁকি দিচ্ছে এবং কী করে ফাঁকি দিচ্ছে, চোরাকারবার—সবই আমার নখদর্পণে থাকে। আমার খবরে কোন ভুল পাবে না। সব নির্ভেজাল সাচ্চা হবে। বলতে পারো, আমার ইনফরমেশন সার্ভিস 'বেস্ট ইন ক্যালকাটা'।

এবার আমি প্রশ্ন করলুমঃ সবাই যখন জানে যে আপনি কী ধরনের খবর যোগাড় করেছেন, তখন আপনার ইনফরমেশন সার্ভিস আর সিক্রেট রইলো কোথায়?

লি পিয়াং হাসলেন। আবার তার সোনা বাঁধানো দাঁত দুটি বেশ স্পষ্ট দেখা গেলো। আমি যেন লি পিয়াং-এর হাসির ভেতর তার আসল রূপ দেখতে পেলুম। লি পিয়াং ধূর্ত, শয়তান এবং কোন নোংরা কাজ করতে তার মনে দ্বিধা সংকোচ আসে না এ কথা আমি বুঝতে পারলুম।

ঃ তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি রাজা। তুমি সহজে আমার কথা বুঝতে পারো। যাক, তোমাকে আর একটা কথা বলছি। না, আজ আমার সিক্রেট সার্ভিস বাজারে আর সিক্রেট নয়। তবে আমি সদা সর্বদাই ক্লায়েন্টের পরিচয় আত্মগোপন রাখি। আর একটা জেনে রেখো, রাজা, এই ইনফরমেশন এজেন্সী চালাবার জন্যে আমার প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়। যাক আমার কাজকর্মের কিছুটা আভাষ তোমাকে দিই। প্রথমে তোমাকে ডিকি জনের পরিচয় দিই। এই বলে লি পিয়াং উঠে গিয়ে একটি সুইচ টিপলেন। স্ক্রীনে ডিকি জনের ছবি ভেসে উঠলো।

ছবিটি ডিকি জনের ছিলো—এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিলো না। কারণ, এ ছবির একটি কপি আমাকে সাইমন জন দেখিয়েছিলেন। আবার লি পিয়াং সুইচ টিপলেন। এবার ডিকি জনের পরিচয় স্ক্রীনে ভেসে উঠলো।

ঃ ডিকি জন, বাবার নাম সাইমন। উনি বোম্বাইর স্মাগলার আর বোম্বাইর স্মাগলিং এসোশিয়েশনের সেক্রেটারী। ডিকি জন ঃ পেশা — ডিকি জন প্রথমে ফিল্ম ডিরেক্টর ছিলেন। কিন্তু কিছু দিন আগে একটি ছবি তুলবার সময় তার একটি অ্যাকসিডেন্ট হয়। এই অ্যাকসিডেন্টের পর বাজারে গুজব রটেছিলো যে ডিকি জন মারা গেছেন। কিন্তু পরে জানা গেলো, ডিকি জন মারা যান নি। তিনি কিছু দিনের জন্যে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তিনি আবার কলকাতার বাজারে ফিরে এসেছেন।

ঃ ডিকি জন, তার সম্প্রতি ব্যবসা হলো গ্যাম্বলিং। তিনি কার্ড শাফলার, রেস কোর্সের বুকি। ডিকি জনের বউর নাম লিলি। কিন্তু শত্রুরা বলে থাকেন, উনি আসলে ওর বিবাহিতা স্ত্রী নন। প্লিজ সী রেফারেন্স 00M।

লি পিয়াং এবার স্ক্রীনের বাতি নেভালেন। আমার জানবার প্রবল আগ্রহ হলো রেফারেন্স নম্বর 00M কী?

আমি জিজ্ঞেস করলুম ঃ এ রেফারেন্স নম্বরের মানে কী?

লি পিয়াং হাসলেন। গ্লাসে রাম ঢেলে চুমুক দিলেন। বললেন ঃ দাঁড়াও তোমাকে সব বলছি। এ মাইক্রোফিল্মে যেসব খবর পেলে আমরা এ খবরগুলো একটা রেফারেন্স বইতে টুকে রাখি। আর ঐ বইর 00M পাতায় তুমি ডিকি জনের পুরো খবর পাবে।

এই বলে লি পিয়াং ড্রয়ার খুলে মোটা একটি খাতা বের করলেন। বইটি আমাকে দেখিয়ে বললেন ঃ এ হলো আমার রেফারেন্স বই। আর এই

বইয়ে কলকাতার সব কেচ্ছা কেলেঙ্কারির কথা লেখা আছে। এবার তোমাকে রেফারেন্স বই থেকে ডিকি জনের জীবনীর পুরো কাহিনী বলছি।

লি পিয়াং পড়তে লাগলেন ঃ ডিকি জন যেদিন ফিল্ম শুটিং করতে গিয়ে উধাও হয়ে গেলেন সেদিন কলকাতার আন্ডার ওয়ালর্ডে বেশ আলোড়ন শুরু হয়েছিলো। সবাই প্রশ্ন করতে লাগলো, ডিকি জন যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে তার ডেড-বডি কোথায় ? কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও ডিকি জনের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেলো না। পুলিস প্রথমে সন্দেহ করলো যে ডিকি জনকে হত্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছিলো। আর এই হত্যার পেছনে রাজার হাত ছিলো। রাজা—

রেফারেন্স বই থেকে ডিকি জনের জীবনী পড়তে পড়তে লি পিয়াং আমার মুখের দিকে তাকালেন।

ঃ আশ্চর্য রাজা, ডিকি জনের মৃত্যু কিংবা বলতে পারো নিরুদ্দেশ হবার পেছনে তোমার হাত ছিলো। এই দেখো, রেফারেন্স বইতে কী লেখা আছে।

ঃ সেদিন শুটিং করবার সময় ডিকি জনের সঙ্গে আর একটি লোক ছিলো। লোকটির নাম ছিলো রাজা। পেশা, পলিটিক্যাল অ্যাজিটেটর কিন্তু বর্তমানে বোম্বাইর ছবিতে স্ট্যান্টম্যানের কাজ করছে।

ঃ শুটিং করতে গিয়ে ডিকি জন রাজার হাতে ঘুষি খেয়ে গঙ্গার জলে পড়ে যায়। বাজারে গুজব ছিলো, পয়সার লোভে রাজা ডিকি জনকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলো—

আমি চিৎকার করে প্রতিবাদ করলুম। বললুম ঃ মিথ্যে কথা। আমি ডিকি জনকে খুন করবার চেষ্টা করি নি।

লি পিয়াং আমার প্রতিবাদে কান দিলেন না। বললেন ঃ কিন্তু রাজা, লোকের মনের সন্দেহ তুমি সহজে দূর করতে পারবে না। পুলিস এখনও সন্দেহ করে যে তুমি ডিকি জনকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলে। না রাজা, ইউ আর ইন ট্রাবল্।

আজ লি পিয়াং-এর কথা শুনে আমাকে স্বীকার করতে হলো যে ডিকি জন আমার চাইতে সেয়ানা, ধুরন্ধর। সোনিয়ার হাত থেকে রেহাই পাবার এবং পাওনাদারদের ধোঁকা দেবার জন্যে ডিকি জন এই মৃত্যুর অভিনয় করেছিলো। কেউ ডিকি জনের আসল অভিসন্ধি বুঝতে পারে নি। কিন্তু বাজারের সবাই বিশ্বাস করলো, ডিকি জনের মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী।

আমি আবার বললুম ঃ আপনার রিপোর্ট অতিরঞ্জিত। আমি পয়সার লোভে ডিকি জনকে খুন করবার চেষ্টা করিনি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো অতি যৎকিঞ্চিৎ সামান্য। আমি ছিলুম ফিল্ম অ্যাক্টর। ডিকি জন আমাকে তার ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে অনুরোধ জানালো। কথা ছিলো

যে শ্যুটিং-এর সময় আমি হিরোকে ঘুঁষি মারবো। আর হিরো জলে পড়ে যাবে। রোলটা আমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে নিজেই হিরোর রোল করছিলো। আমার ঘুঁষি খেয়ে ডিকি জন জলে পড়ে গেলো। কিন্তু অস্বীকার করবো না যে, জল থেকে ডিকি জন আর উঠে আসে নি। সে হলো নিরুদ্দেশ। সবাই বলতে লাগলো, ডিকি জন মারা গেছে। আর গঙ্গার জলে তার মৃতদেহ ভেসে গেছে। কিন্তু আমি কী ছাই জানতুন যে ডিকি জন তার পাওনাদারদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মৃত্যুর অভিনয় করছে। আজ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ডিকি জন আদৌ মারা যায় নি। শুধু তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের বোকা বানাবার জন্যে সে মৃত্যুর অভিনয় করেছে। তাই আমি জোর গলায় বলবো, ডিকি জনের কল্পিত মৃত্যুর জন্যে আমি আদৌ দায়ী নই। আমার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে লি পিয়াং হাসতে লাগলেন। তারপর…….
তারপর কী হলো?

লি পিয়াং-এর কণ্ঠস্বর আমার কানে বেসুরো শোনালো। উনি কী তাহলে বিশ্বাস করেননি যে, ডিকি জনের জলে ডুবে যাবার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

ঃ ধরো আমি যদি বলি ডিকি জন পুলিসকে ঘুষ দিয়েছে। বলেছে, কেসটা তোমার নামে ঝুলিয়ে রাখুক। তাহলে হয়তো বাজারের সবাই বিশ্বাস করবে, ডিকি জন মারা গেছে। আরে রাজা, দুনিয়া এমন গোল চক্কর এখানে পয়সা দিলে সব হয়। ইচ্ছে করলে পয়সা দিয়ে তুমি স্বর্গের রিটার্ন টিকিটও কাটতে পারো।

আমি লি পিয়াং-এর কথার জবাব দিলুম না। আবার ডিকি জনের প্রসঙ্গ তুললুম। জিজ্ঞেস করলুম ঃ এবার আপনি বলুন, ডিকি জন যে বেঁচে আছে একথা আপনি কবে জানতে পারলেন? আমার প্রশ্ন শুনে লি পিয়াং আবার রেফারেন্স বইর পাতা ওল্টাতে লাগলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন ঃ অ্যাক্সিডেন্টের ছয় মাস বাদে ডিকি জনকে আবার কলকাতা শহরে দেখা গেলো। প্রথমে এসে সে ফরেইন কারেন্সীর ব্যবসা শুরু করলো। হোটেলের সামনে ওর লোক দাঁড়িয়ে থাকতো এবং বিদেশীদের কাছ থেকে ডিকি জন বিদেশী ট্রাভেলার্স চেক কিনতে শুরু করলো। এই সময়ে ডিকি জন এক বিলেতি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলে এবং কলকাতার সাহেব পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করে।

কিছু দিন পরে ডিকি জন আরো কয়েকটি ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো। আর এ ধরনের ব্যবসা আমিও করতুম।

ডিকি জন রেসকোর্সে বুকির ব্যবসা শুরু করলো। আমারও রেসকোর্সে বুকির ব্যবসা ছিলো। কিন্তু ডিকি জনের ব্যবসার ভঙ্গীর চাইতে আমার ব্যবসা ছিলো একটু পৃথক। আমি রেসকোর্সের জকিদের কাছ থেকে রেসের

টিপ্স আদায় করতুম, আর সেই খবর অনুযায়ী আমি খদ্দেরদের কাছ থেকে বাজীর টাকা কিনতুম। যে ঘোড়ার বাজী জিতবার সম্ভাবনা ছিলো আমি সে ঘোড়ার উপর কোন মোটা টাকার বাজী নিতুম না। আমার বুকির ব্যবসায়ে লাভ হতো, কিন্তু 'ডিকি জন বুকির ব্যবসায় আমার চাইতে বেশী টাকা রোজগার করতো। কারণ, ডিকি জন বুকির ব্যবসা অন্য কারণে শুরু করেছিলো। এবার সে কারণটা কী তোমাকে বলছি।

ঃ রাজা, কলকাতায় যারা কালোবাজারে পয়সা রোজগার করেন। এবং যারা লুকিয়ে ক্যাশ টাকা রেখে দেন তারা কখনই তাদের আসল ইনকামের কথা প্রকাশ করেন না। কিন্তু কালো বাজারের লুকানো টাকা সাদা বাজারে মানে লীগ্যাল মানি করবার একটা উপায় আছে। আর সে কাজ হলো বুকির কাছে 'বেট' রাখা। তুমি জানো, রেসের টাকার ইনকামট্যাক্স রেসকোর্সে মেটাতে হয়। ধরো, তোমার কালো বাজারের টাকা আছে। বুকির সঙ্গে তোমার সঙ্গে একটা আয়োজন বন্দোবস্ত হলো। বুকিকে তুমি বখরা দিলে। বুকি বললো যে তুমি তার কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা বেট করে পেয়েছো। এর কিছুটা টাকা তোমাকে ইনকামট্যাক্স দিতে হলো বৈকি ; কিন্তু তোমার কালো বাজারের টাকা অর্থাৎ তোমার গুপ্ত ধন লীগ্যাল মানি হলো।

ঃ ডিকি জন বুকি হিসিবে কালো বাজারের টাকা সাদা বাজারে চালু করতে লাগলো। আর এই কাজ করবার জন্যে সে বেশ মোটা টাকা খদ্দেরের কাছ থেকে কমিশন হিসেবে আদায় করতো।

ঃ কিছু দিনের মধ্যে ডিকি জনের এই ব্যবসা ফেঁপে উঠলো। কলকাতার অনেক ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার ডিকি জনের শরণাপন্ন হলো। কলকাতায় রেসকোর্সের বুকিদের মধ্যে ডিকি জন হলো নাম্বার 'ওয়ান'।

কিন্তু সামান্য বুকির কাজ করে ডিকি জন সন্তুষ্ট হলো না। ডিকি জন এবার আর একটি নতুন ব্যবসা শুরু করলো। আর এই ব্যবসা হলো ব্ল্যাকমেলিং। ডিকি জন—

লি পিয়াং আর কোন কিছু বলবার আগে আমি রুদ্ধশ্বাসে চীৎকার করে উঠলুম, ব্ল্যাকমেলিং। আপনি বলছেন কী ?

লি পিয়াং আমার মনের এবং কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা দেখে বিস্মিত হলেন। কী ব্যাপার ? হঠাৎ আচমকা আমি উত্তেজিত হলুম কেন ? কিছুক্ষণ উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে পারলেন না আমি কেন উত্তেজিত হয়েছি।

আমি চুপ করে গেলুম। লি পিয়াং-এর-মনের সন্দেহ বাড়াতে চাইনে। ডিকি জন যে তার বাবা সাইমন জনকে প্রতিমাসে ব্ল্যাকমেল করে দু-লাখ টাকা আদায় করছেন এ কথা আজ লি পিয়াং-কে বললুম না। কিছুক্ষণ চুপ করে

থেকে লি পিয়াং আবার বলতে শুরু করলেন ঃ হ্যাঁ আমার যেমনি কলগার্ল ইনফরমেশন এজেন্সী হলো প্রফিটেবল বিজনেস, ডিকি জনের ব্ল্যাকমেলিং হলো বড়ো ব্যবসা। আর ডিকি জন এক বিচিত্র উপায়ে কলকাতার বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করলো। ব্যবসায়ীদের ব্ল্যাকমেল করবার প্রধান উপায় হলো তাদের ফ্যাক্টরীর ট্রেড য়্যুনিয়ন।

ঃ ডিকি জন ডক ওয়ার্কার্স য়্যুনিয়নের এবং ফ্যাক্টরী এক শ্রমিক নেতার সঙ্গে বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা করলো। এই শ্রমিক নেতার নাম হলো চন্দ্রকান্ত দুবে। চন্দ্রকান্ত দুবেকে হাত করবার জন্যে ডিকি জন তার পালিতা মেয়ে লিলির সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করলো এবং পরে সে দুবেকে বললো, সে তার সঙ্গে ট্রেড য়্যুনিয়নের কাজ করতে চায়।

দুবে প্রথমে ডিকি জনের প্রস্তাবকে বিশেষ আমল দেয়নি। কিন্তু লিলি তার বাবার কাছে বায়না ধরলো যে ডিকি জনের সঙ্গে এ ব্যবসা করতেই হবে। কিন্তু ট্রেড য়্যুনিয়নের কী ব্যবসা সে কথা দুবে যেন বুঝে উঠতে পারলেন না। ডিকি জন এবার ট্রেড য়্যুনিয়নের ব্যবসা দুবেকে বুঝিযে বললেন।

ঃ দুবে তুমি হলে কলকাতার শ্রমিক দলের নেতা। তোমার হাতের মুঠোয় অসংখ্য শ্রমিক আছে। ওরা তোমার কথানুযায়ী কাজ করবে। তুমি যদি বলো যে এরা ধর্মঘট করবে, তাহলে ওরা ধর্মঘট করবে। যদি বলো ধর্মঘট মিটিয়ে নেবে, তাহলে ফ্যাক্টরীর হাঙ্গামা ল্যাঠা চুকে গেলো। তোমাকে শুধু গিযে ফ্যাক্টরীর কর্তাদের বলতে হবে ঃ আমাকে কিছু টাকা দাও, নইলে তোমার ফ্যাক্টরীতে গোলমাল হবে। আর কোন ফ্যাক্টরীর কর্তারা তাদের ফ্যাক্টরীর প্রোডাকশনের বিঘ্ন ঘটাতে চান না। তারা হিসেব করে দেখবেন, তোমাকে হাত করবার জন্যে যে টাকা ব্যয় করতে হবে সে টাকা শ্রমিক ধর্মঘট হলে ফ্যাক্টরীতে যে ক্ষতি হবে তার চাইতে অনেক কম।

দুবে ডিকি জনের প্রস্তাবের ভেতর যেন যুক্তি খুঁজে পেলো। ফ্যাক্টরীর কর্তারা ব্যবসা ধরে বিস্তর টাকা রোজগার করছেন। ওদের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করবার যুক্তিটা বেশ যুতসই বলে মনে হলো। দুবে এবং ডিকি জন পার্টনারশিপে ট্রেড য়্যুনিয়নের ব্যবসায় ডিকি জন হলো সিনিয়র পার্টনার —আর দুবে হলো স্লিপিং পার্টনার।

কলকাতার কিছু ব্যবসায়ী ডিকি জনকে হাত করবার চেষ্টা করলো। ওকে হাত করবার আর একটা গৌণ কারণ ছিলো। ডিকি জনের সাহায্য নিয়ে ওরা প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্যাক্টরীগুলোতে শ্রমিক ধর্মঘট করাতে শুরু করলো। ফলে ওদের ফ্যাক্টরীগুলোর জিনিস বাজারে চলতো আর প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্যাক্টরীগুলো দিনের পর দিন বন্ধ থাকতো। অনেক ক্ষেত্রে এ সব ফ্যাক্টরীগুলো লক-আউট হতো। এইভাবে ডিকি জন বেশ মোটা রোজগার করতে লাগলো।

ঃ কিছু দিন পরে ডিকি জন কলকাতার ব্যবসায়ীদের সাহায্য নিয়ে ডকে ধর্মঘটের কাজ শুরু করলো। ডকে কোন জাহাজে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর কাঁচামাল এসেছে। ফ্যাক্টরী চালাবার জন্যে এই কাঁচামালের বিশেষ দরকার। কিন্তু যেহেতু ডক স্ট্রাইক হচ্ছে কিংবা জাহাজ থেকে কাঁচামাল নামাতে শ্রমিকেরা ইচ্ছে করে দেরী করছে—ফ্যাক্টরীর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেলো। বাজারে অন্য ফ্যাক্টরীর মাল চালু হলো। এ ছাড়া ডকে স্ট্রাইক হলে জাহাজ কোম্পানীর বিস্তর ক্ষতি হয়। কারণ প্রতিদিন জাহাজ বন্দরে রাখবার জন্যে পোর্ট-কমিশনারকে বেশ মোটা টাকা জরিমানা দিতে হয়। ডিকি জনের কাজকর্ম দেখে জাহাজ কোম্পানীর কর্তারাও বিচলিত হলেন। এবার তারা ডিকি জনকে হাত করবার চেষ্টা করলেন। ফ্যাক্টরীর কর্তারা ডিকি জনকে যে টাকা দিতেন জাহাজ কোম্পানীর কর্তারা তাকে তার চাইতে বেশী টাকা দিতে শুরু করলেন। বেগতিক দেখে ফ্যাক্টরীর কর্তারা তাদের টাকার অঙ্ক বাড়ালো। দুই দলের ভেতর টাকার খেলা চললো।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো লি পিয়াং-এর কথাগুলো শুনছিলুম। কখনই ভাবতে পারি নি যে ডিকি জন শয়তানি কাজকর্মে তার বাপ সাইমন জনকে টেক্কা দিতে পারে। আজ বুঝতে পারলুম, সাইমন জন কেন চিন্তিত বিচলিত হয়েছেন। ডিকি জন টাকার জন্যে সব কিছু করতে পারে। আজ তার বাপকে শাসিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে তার মর্মে একটুও সংকোচ হয় নি। আমি বুঝতে পারলুম, ডিকি জন সাইমন জনকে ফাঁদে আটকাবার জন্যে যে জাল পেতেছেন এ জাল থেকে সাইমন জন সহজে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

ঃ তাহলে ডিকি জনকে ধরা কিংবা তাকে কাবু করা সহজ কাজ হবে না—আমি মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ রামের গ্লাসে আবার লম্বা চুমুক দিয়ে লি পিয়াং বললেন ঃ আমার মনে হয় না। আমিও ডিকি জনকে কোনদিন ঘাটাতে চেষ্টা করি নি। আজ কলকাতায় ব্যবসার নীতি হলো ঃ লীভ এ্যান্ড লেট লীভ। অর্থাৎ নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও।

আমি চুপ করে রইলুম।

ডিকি জনের কাজকর্মের আভাস পেয়ে আমি মনে মনে কিছুটা শঙ্কিত হলুম কিন্তু আমার মনের আশঙ্কার কথা ভাবে বা ভাষায় প্রকাশ করলুম না। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলুম ঃ আচ্ছা ডিকি জনের কথা আর কেউ জানে ?

আমার কথা শুনে লি পিয়াং হাসলেন। অনেকে জানে। কিন্তু ডিকি জনকে কেউ ঘাটাতে চেষ্টা করে না। কারণ ডিকি জনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করলে কলকাতার শ্রমিক অঞ্চলে আরো হাঙ্গামা বাড়বে।

আমি কিছুক্ষণ ভেবে বললুম ঃ আচ্ছা, আর একটা খবর আমাকে দিন।

ঃ কী খবর ? লিপিয়াং-এর চোখে-মুখে কৌতূহলের চিহ্ন ফুটে উঠলো।

ঃ দুবের মেয়ে লিলির সঙ্গে ডিকি জনের কী সম্পর্ক ?

লি পিয়াং আবার ম্লান হাসলেন। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ কোন জবাব দিলেন না। তিনি তার রেফারেন্স বুক বন্ধ করে বলতে শুরু করলেন। ঃ মানুষের জীবনে কয়েকটি হেঁয়ালী ধাঁধা আছে যার কোন জবাব কেউ কোন দিন দিতে পারে না। এইরকম একটি হেঁয়ালী ধাঁধা হলো নারী-পুরুষের সম্পর্ক। জানো রাজা, ভালোবাসা, প্রেম, রঙ্গীন মানুষ—দেহের সম্পর্ক, যৌন তৃষ্ণার ক্ষণিকের আকাঙ্ক্ষা—যদি হিসেব করে দেখো তাহলে দেখতে পাবে কোন কিছুতেই নারী-পুরুষ সন্তুষ্ট নয়। আমরা পুরুষ, আমরা বিয়ে করি, কারণ আমরা জীবনে ক্লান্তি অনুভব করি। আর নারী বিয়ে করে, তাদের মনের কৌতূহল মেটাবার জন্যে। কিন্তু পরিশেষে নারী-পুরুষ নিরাশ হয়। তাই আজ তোমাকে ডিকি জন ও লিলির মধ্যে কী সম্পর্ক আছে তার ব্যাখ্যা করে বলতে পারবো না।

ঃ আপনি বিশ্বাস করেন যে ডিকি জন লিলিকে বিয়ে করেছে ?—আমি সহজে ছাড়বার পাত্র নই।

ঃ বলেছি তো, তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। তবে এটা জানি, আজ লিলি ডিকি জনের হাতের মুঠোয়। আর সহজে, লিলি কিংবা তার বাবা দুবে যে ডিকি জনের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে মনে হয় না।

ঃ কারণ ?

আবার লি পিয়াং হাসলেন। বললেন ঃ ডিকি জনের পাল্লায় পড়ে লিলি একটি মাদক দ্রব্য খেতে শুরু করেছে। যারা এ মাদক দ্রব্য একবার খেতে শুরু করে তারা সহজে ছাড়তে পারে না।

ঃ মাদক দ্রব্য ? আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ হ্যাঁ, আমি খবর পেয়েছি যে লিলি আজকাল 'মারিউনা' খেতে শুরু করেছে। আর লিলিকে 'মারিউনা' সাপ্লাই করে ডিকি জন।

* * *

আমরা দু-জনেই বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলুম। কারুর মুখে কোন ভাষা এলো না।

ঃ রাজা তোমাকে ডিকি জনের সব খবর দিলুম। বলো এবার তুমি কী করবে ?

ঃ কী আর করতে পারি বলুন ? আমি ছোট জবাব দিলুম। ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবো। ওকে কোথায় পাওয়া যাবে বলুন ?

ঃ আমি তোমাকে ডিকি জনের দু-তিনটে ঠিকানা দিতে পারি। কিন্তু সহজে তুমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। ওর সঙ্গে দেখা

করতে হলে তোমাকে ওর পরিচিত লোকের মাধ্যমে দেখা করতে হবে। কিংবা—

লি পিয়াং চুপ করলেন।

আমার মনে হলো, তিনি যেন আমাকে আর কিছু বলবার জন্যে সংকোচ বোধ করছেন। বললুম ঃ বলুন, আপনি থামলেন কেন?

ঃ ডিকি জন পট অর্থাৎ মারিউনা বিক্রী করে। যদি তুমি ওর পট ক্লাবে যাও তাহলে ওর দেখা পেতে পারো। আর পট ক্লাব কোথায় তার সঠিক ঠিকানা তোমাকে আমি দিতে পারবো না। কারণ, প্রতিদিন পট ক্লাবের ঠিকানা পাল্টায়। তবে পট ক্লাবে যাবার সব চাইতে সহজ উপায় হলো, পানওয়ালার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা। আমার কথা শুনে চমকে উঠো না। আজ কলকাতার বাজারে চোরা মদ পট কিনবার সব চাইতে উৎকৃষ্টতম স্থান হলো পানওয়ালার দোকান।

না, কোন চুনোপুটী ছোট পানওয়ালার দোকান নয়। তুমি গ্র্যান্ড হোটেলের আশেপাশে যে দু-চারটে বড় পানওয়ালার দোকান আছে ওদের কাছে আকারে ইঙ্গিতে 'পট' খাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করো। ওরা তোমাকে ঠিক পট কিনবার জায়গা কিংবা খবার আসল জায়গার ঠিকানা বাতলে দেবে। ট্রাই দেম—লি পিয়াং এই কথা বলে আবার তার রামের গ্লাসে চুমুক দিলেন।

আমি লি পিয়াং-কে ধন্যবাদ জানালুম। বললুম ঃ আপনার খবরের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আবার পরে আপনার কাছে আসবো। দেখি আমি ডিকি জনকে খুঁজে বার করতে পারি কি না?

ঃ বেস্ট লাক—লি পিয়াং আমাকে বললেন।

ঃ থ্যাংকস—আমি ছোট জবাব দিয়ে লি পিয়াং-এর বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরলুম।

* * *

বেশ রাত হয়েছিল। প্রায় বারোটা।

আশ্চর্য শহর কলকাতা। শহরের রাস্তা, সময় বুঝবার যো নেই যে শহরের লোক ঘুমিয়ে আছে। ট্যাক্সী রিক্সা চলছে। কিন্তু আমি জানতুম, এই সময়ে যারা চীনে পাড়ায় ঘোরাফেরা করছে তারা সবাই নিশাচরী। ওরা দিনে ঘুমিয়ে থাকেন, রাতে শিকার খুঁজতে বেরন। বিভিন্ন ধরনের শিকার। কেউ মেয়েদের সন্ধানে রেস্তোরাঁ বারে বসে আছে, কেউবা নোংরা ব্যবসা কাজকর্ম নিয়ে খদ্দেরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে। আর চীনে পাড়ায় কেউ কেউ মদের গ্লাস হাতে নিয়ে কড়ি খেলছে।

আমি ভাবতে লাগলুম কী করবো? আমি কী হোটেলে ফিরে যাবো? সোনিয়া হোটেলে নেই। শহরে 'হট স্পট' দেখতে বেরিয়েছে? কখন

হোটেলে ফিরে আসবে জানিনে। আজ রাত্রে আদৌ ফিরবে কি না কে জানে ?

আমি ঠিক করলুম চীনে পাড়ার কয়েকটা বার রেস্তোরায় ঢুঁ মেরে যাবো। অন্ততঃ হাতের সময় কাটবে।

লি পিয়াং-এর বাড়ী থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বুড়ো এসে আমাকে পাকড়াও করলো। আমার সামনে এসে একগাল হেসে বললো : হে মিস্টার লাইক টু সী গার্লস। বিউটিফুল চাইনীজ ডল। টেন রুপি—অ্যান্ড মী ফাইভ রুপি।

আমি বোম্বাই শহরে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জাতের মেয়ে দেখেছি। কিন্তু চাইনীজ মেয়ের সংস্পর্শে কখনও আসি নি। আজ চীনি মেয়ে দেখবার বাসনা আকাঙ্ক্ষা তীব্র প্রবল হলো।

আমি বুড়ো লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম : ওকে, আই ক্যান গো—

: কাম—লোকটি বললো। আমরা দুজনে চীনে পাড়ার ছোট রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলুম।

রাস্তাটা নির্জন, আমাদের দুজনের পায়ের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা গেলো। কিন্ত বেশীদূর হাঁটতে হলো না। কারণ, আর একটি ছোট রাস্তার মুখে এসে বুড়ো লোকটি হাত পেতে বললো : পয়সা দাও।

পয়সা ! আমি বুড়োর কথা শুনে বিস্মিত হলুম। বুঝতে পারলুম, বুড়ো আবার আমার গলা কাটবার চেষ্টা করছে। এই তো খানিক আগে লি পিয়াং-কে দেখবার জন্যে আমি কিছু টাকা খেসারত দিয়েছি। কিন্তু পুরানো ঘা শুকোতে না শুকোতে বুড়ো যে আবার গলা দিয়ে কাটবার চেষ্টা করবে এ কথা আমি ভাবতে প্যারি নি।

বুড়ো একটু জোর গলায় বললো : নো মানি, নো গার্ল।

আমি প্রতিবাদের সুরে বললুম : হয়ার ইজ গার্ল ?

এবার বুড়োর মুখ থেকে ছোট জবাব বেরুলো। বললো : পাবে, পাবে। সব পাবে। আগে আমার কমিশন দাও, তারপর তোমাকে মেয়ে দেখাবো।

বুঝতে পারলুম বুড়ো হলো ঘুঘু সেয়ানা। পয়সা ছাড়া সহজে কাজ করবে না। আমি অন্য উপায় না দেখে বুড়োর হাতে পাঁচটি টাকার নোট গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম : নাউ গার্ল।

কিন্তু বুড়ো তার হাত গুটালো না। হাত পেতে আবার বললো : মোর মানি। অ্যানাদার ফাইভ।

: অ্যানাদার ফাইভ ! নো মানি।

: দেন নো গার্ল।

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম ঃ বাট হয়ার ইজ গার্ল।

ঃ অ্যানাদার কোশ্চেন, ফাইভ রুপি মোর।

আমি বুঝতে পারলুম, বড়ো কঠিন পাল্লায় পড়েছি। কাজেই আমি বুড়োর হাতে আরও পাঁচ টাকা গুঁজে দিলুম। বুড়োর মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

ঃ গুড। নাউ ইউ ওয়ান্ট গার্লস।

ঃ দ্যাটস রাইট।

ঃ ওকে, গো দ্যাট হাউস। ইনসাইড হাউস—বিউটিফুল গার্ল—আনা। টেলঃ আই পকা পিং সেন্ড ইউ আনা। আনা মোস্ট বিউটিফুল রেসপেক্টেটেবল। নাউ ইউ গিভ মী অ্যানাদার ফাইভ।

ঃ অ্যানাদার ফাইভ ঃ ইমপসিবল্ ঃ বুঝতে পারলুম একেবারে কষাইর হাতে পড়েছি। বেশীক্ষণ বুড়ো আমার সঙ্গে থাকলে আমি ফতুর হবো।

ঃ নো ফাইভ, নো টিপস। নো টিপস ইউ গো হসপিট্যাল। আনাস ফাদার স্ট্রং……

বুড়োর কথার মানে বুঝতে পারলুম। কিন্তু বুড়োকে আর টাকা দেবার কোন ইচ্ছে ছিলো না। তাই আমি বুড়োর কথার জবাব না দিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলুম।

পেছন থেকে বুড়োর উত্তেজিত কন্ঠস্বর শুনতে পেলুম। বুঝতে পারলুম বুড়ো আমাকে গালমন্দ দিচ্ছে। কিন্তু সেদিন বুড়োর গালিগালাজ শুনবার মতো ইচ্ছে ছিলো না।

আবার বাড়ীর কাছে এসে দেখতে পেলুম, দুটো চীনি লোক হনহন করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। লোক দুটোর হাটবার ভঙ্গী দেখে আমার মনে হলো, ওদের নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি আছে। আমি এবার থমকে দাঁড়ালুম।

হঠাৎ পেছন থেকে এক অপরিচিত কন্ঠস্বর শুনতে পেলুম। ওয়াচ বাডি। বী কেয়ারফুল—

কিন্তু লোকটির কথা শেষ হবার আগেই অন্য লোক দুটি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমি এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। তাই প্রথমে একটি ঘুষি খেয়ে রাস্তায় গড়িয়ে পড়লুম। আর একটি লোক এসে আমার পেটে লাথি মারতে লাগলো।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি নিজেকে সামলে নিলুম। মারপিটের অভিজ্ঞতা আমার আছে। বোম্বাইতে বিস্তর দাঙ্গা হাঙ্গামা করেছি। এ ধরনের কাজ করে আমি কোনদিন হাসপাতালে যাইনি। আমি এবার রুখে দাঁড়ালুম। প্রথম যে লোকটি আমার উপর ঝাপিয়ে পড়েছিলো তার হাত দুটি মুচড়ে

ধরলুম। লোকটি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো। আমি ওর সঙ্গীর মুখে লাথি মারলুম। লোকটি গড়িয়ে রাস্তায় পড়ে গেলো। হঠাৎ আবার পাশ থেকে শুনতে পেলুম ঃ ওয়েল ডান। আমি পেছনে তাকাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তার আগেই ফুটপাথ থেকে লোকটি উঠে এসে আমার কাছে দাঁড়ালো।

ঃ কনগ্র্যাচুলেশন। চমৎকার। লোকদুটোকে আচ্ছা ধোলাই দিয়েছ!

লোকটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

ঃ চিনতে পারছেন না। না না চিনবেন কী করে? এর আগে তো আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় নি। আমার নাম গিদোয়ানি। চৈতরাম গিদোয়ানী। জাহাজের ক্যাপটেন, পেশা স্মাগলিং……

আমি লোকটির মুখের দিকে তাকালুম। লোকটি বেঁটে, মুখে চুরোট, বেশ ঢলঢলে প্যান্ট পরেছে, ময়লা সার্ট ·· পড়েছে। লোকটি যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলো তখন তার মুখ থেকে বিশ্রী দিশী মদের গন্ধ বেরুতে লাগলো।

ঃ গ্ল্যাড টু মীট ইউ স্যার……

এই বলে গিদোয়ানী তার হাত বাড়াল।

ঃ আমাকে ক্যাপটেন বলে ডাকবেন। জাহাজের সবাই আমাকে এ নামে ডাকে।

আমি কিছুক্ষণ কথা বলি নি, চুপ করে, গিদোয়ানীর কথাগুলো শুনছিলুম —আর মনে মনে যাচাই করছিলুম গিদোয়ানী কী ধরনের লোক? চেহারা দেখে মনে হলো লোকটি চীনে পাড়ার পুরানো খদ্দের। আর গিদোয়ানী নিজের মুখেই আমাকে বললো যে তার পেশা হলো স্মাগলিং। আশ্চর্য গিদোয়ানী এমন সহজ সরল কণ্ঠে আমাকে তার পরিচয় দিলো যেন তার নোংরা কাজ করতে কোন লজ্জা, দ্বিধা নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ গিদোয়ানীর দিকে তাকাবার পর হঠাৎ আমার মুখ থেকে একটি প্রশ্ন বেরুলো। আপনি জাহাজের ক্যাপ্টেন? কোন্ জাহাজের ক্যাপ্টেন? আর যে পেশার কথা বলছিলেন সেটা কী ধরনের?

গিদোয়ানী আমার হাত ধরে লম্বা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো—বুঝেছি ব্রাদার। বার্ডস অব দি সেম ফেদার। আপনিও স্মাগলার।

আমি জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিলুম। তারপর ছোট জবাব দিলুম ঃ না।

কাট থ্রোট। মানে লোককে ঠকানো আপনার ব্যবসা?—

……না। আবার গিদোয়ানীকে খুব ছোট জবাব দিয়ে নিরাশ করলুম।

ঃ তাহলে আপনি চীনে বাজারে এত রাত্রে ছুকরী মেয়েদের তল্লাসে ঘুরছেন কেন? আরে মশায় এতো কলকাতার আলীপুর কিংবা বালীগঞ্জ নয়। এখানে কোন ভদ্রলোক রাত্রে কেন, দিনে-দুপুরে আসে না। যাক আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন আমি কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন?

না মশায়, ক্যাপ্টেন হবার প্রবল বাসনা ছিলো, কিন্তু যেই জাহাজের সেকেন্ড মেট হলুম অমনি আমার চাকুরী গেলো। দোষ আমার কিছু ছিলো না। মেয়ে মানুষ আর মদের নেশায় আমার চাকুরী গেলো। দুটোই আমার শনি। ওদের নেশা আমার কাছে রাহুর আকর্ষণ। জীবনে আর উন্নতি করতে পারলুম না। এখন অনেক কষ্টে একটা ছোট মোটর স্পীড বোট কিনেছি। তাই দিয়ে মাঝ সমুদ্রের জাহাজ থেকে মাল ডাঙ্গায় চালান করি। ব্যবসায়ীর ভাষায় বলতে পারেন আমি হলুম সাপ্লায়ার্স—কিন্তু কাস্টমসের কর্তাদের ভাষায় আমার নাম হলো স্মাগলার। যাগ্‌গে নামে আর কী আসে যায়। ইংরাজীতে ডিকশনারী খুললে দেখবেন একটি শব্দের চারটি মানে আছে।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে গিদোয়ানী আবার হাতে ঝাকুনি দিয়ে বললোঃ শেক হ্যান্ড। আজ থেকে আমরা হলুম ফ্রেন্ডস।

গিদোয়ানীর কথাগুলো আমি চুপ করে গিলছিলুম। কী জবাব দেবো ভেবে পেলুম না। আশ্চর্য লোকটা। মাঝ রাস্তায় একজন অপরিচিত লোককে এতো সহজে সরল ভাষায় মনের কথা বলতে পারে এ আমি ভাবতে পারি নি। ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবার আগে আমার মনে হঠাৎ সন্দেহ জাগলোঃ আচ্ছা লোকটা পুলিশের ইনফরমার নয়তো? আজ রাত্রে লি পিয়াং আমাকে বলছিলেন যে চীনে পাড়ায় বিস্তর পুলিসের লোক ঘোরাফেরা করে। হাজার হোক পুলিসের খাতায় চীনে বাজারের তো সুনাম নেই।

ঃ কী ভাবছো? আমি পুলিসের লোক। আরে দূর ছাই। পুলিসের সংগে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বরং পুলিশ আমাকে ধরবার চেষ্টা করছে। যাক 'হিজ ম্যাজেস্টিসের' নামতো জানতে পারলুম না—

গিদোয়ানীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে আমার মনের সঙ্কোচ কেটে গেলো। আমি হাত বাড়িয়ে গিদোয়ানীর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলুম। তারপর বললুমঃ বান্দার নাম জহুর রাজা। সবাই আমাকে রাজা বলে ডাকে।

আমার পিঠে এক চাপড় মেরে গিদোয়ানী বললোঃ কী আশ্চর্যঃ আমি তোমাকে চিনতে ভুল করি নি। 'হিজ ম্যাজেস্টিস'।—আর তোমার নাম হলো রাজা। এই যে বললুম যে ডিকশনারীতে একই শব্দের বহু অর্থ পাবে। হিজ ম্যাজেস্টিস আর তোমার নামের একই মানে। যাক ব্রাদার চলবে—? এই বলে গিদোয়ানী আমার দিকে জিজ্ঞাসুসুলভ দৃষ্টিতে তাকালো।

ঃ কী? আমি এমন সুরে গিদোয়ানীর কথার জবাব দিলুম যেন ওর কথার মানে বুঝতে পারি নি।

ঃ ন্যাকা আর কী? বুঝতে পারো না—মদ। আর ফাউ পাবে গার্লস। চীন চাও, না অ্যাঙ্গলো চাও। সুন্দরী দু-চারটে পাঞ্জাবী, সিন্ধিও খুঁজলে

পাওয়া যাবে। তারপরে গলার সুর নীচু এবং মিহি করে বললো : ট্যাঁকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলাগাছ আছে ?

এবার গিদোয়ানীর প্রশ্ন শুনে সত্যিই অবাক হলুম। লোকটা কী বলছে। ট্যাঁকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলাগাছের মানে কী। জিজ্ঞেস করলুম : তোমার প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলুম না।

: দূর ছাই, তোমাকে দিয়ে কিস্সু হবে না। তোমার না আছে বুদ্ধি না আছে হুঁস। আমি জিজ্ঞেস করলুম তোমার পকেটে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাচ্চা নোট আছে তো? এই চীনি বাজারে কেউ সাচ্চা নোট নিয়ে চলাফেরা করে না। তাই জানতে চাইলুম তোমার পকেটে টাকা আছে কিনা।

: আছে—আমি গলা পরিষ্কার করে জবাব দিলুম।

: তাহলে চলো চুংমিং বারে বসে ধেনো খাই। কলকাতার বাজারে এই ধেনোর নাম হলো 'মা কালী'। বারে বসে আলাপ-পরিচয় আরো পাকাপোক্ত করা যাবে।

আমি গিদোয়ানীর কথার জবাব দিলুম না। দু-জনে আবার নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলুম।

আমাকে আক্রমণ করতে যে দুটি লোক এসেছিলো তখনও তারা রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছিলো।

*　　　*　　　*

চুংমিং বার দেখে বুঝতে পারলুম যে আমি কলকাতার এক আজব পাড়ায় এসেছি। কক্খনো ভাবি নি যে এ ধরনের বার হতে পারে। না চুংমিং-কে বার বলবো না—একটা খাঁচাঘর। অন্ধকার, দোতলা সিঁড়ির নীচে যে অল্প জায়গা আছে তার ভেতরে ছোট একটা টেবিল পাতান হয়েছে। টেবেলের সামনে একটা চীনি লোক। বারম্যান। চোখ দুটো বোজা। দেখলে মনে হয় যেন সে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু যেই আমি এবং গিদোয়ানী বারের কাছে গেলুম অমনি লোকটি তার চোখ খুলে আমাদের দুজনের দিকে তাকালো—তারপর একবার ফিক করে হাসলো। কিন্তু তার চোখ খোলা এবং হাসি ছিলো অতি ক্ষণিকের। কারণ আবার সে চোখ বুজলো।

টেবিলের দু-পাশে আরো কয়েকজন লোক বসে মদ গিলছিলো। সবার মুখে ছোট চুরোট। কিছুটা পোড়া। আর সেই সিগারেট থেকে বেরিয়ে কড়া গন্ধ! আর সে গন্ধটি কী দ্রব্যের সে কথা বুঝতে আমার অসুবিধে হলো না। মারিউনা—

সিঁড়ির উপর দু-তিনটে মেয়ে বসে ছিলো। একটা চীনি—বাকী তিনজন ভিন্ন জাতের। হয়তো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, সিন্ধী হবে। ওদের গালের পাউডার বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আর ওদের চোখে-মুখে ছিলো যৌন তৃষ্ণার

প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ওরা সবাই সিগার খাচ্ছিলো আর প্রতিটি সিগার থেকে তীব্র কড়াপাকের গন্ধ বেরুচ্ছিলো। আমি বুঝতে পারলুম যে ক্যাপ্টেন গিদোয়ানী আমাকে মারিউনার আড্ডায় নিয়ে এসেছে।

গিদোয়ানী বারম্যানের কাছে খুব নীচু গলায় কী জানি বললো। ব্যারম্যান আবার তার চোখ খুললো। গিদোয়ানীর কথা সে বুঝতে পেরেছে। তার চোখে-মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তারপর একটি বোতল থেকে দুটি গ্লাসে সাদা তরল জলীয় পদার্থ ঢাললো। আর সেই জলীয় জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা জল মেশালো। তারপর গ্লাস দুটি গিদোয়ানীর হাতে তুলে দিলো।

গিদোয়ানী একটি গ্লাস আমার হাতে তুলে দিয়ে বললোঃ "মা কালী" নীট ব্রান্ড। কলকাতা শহরে এতো ভালো 'মা কালী' আর কোথাও পাবে না। পকেটে পয়সা আছে? দাও পঞ্চাশ টাকা।

ঃ পঞ্চাশ টাকা! সামান্য দুটি গ্লাসের জন্যে পঞ্চাশ টাকা। আমি যেন গিদোয়ানীর কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না। গিদোয়ানী মৃদুস্বরে বললোঃ স্পেশাল ব্রান্ড "মা কালী"। তাই এর একটু দাম বেশী। দাও।

এই বলে গিদোয়ানী তার হাত বাড়াল। আমি আর আপত্তি করতে পারলুম না। সুড় সুড় করে গিদোয়ানীর হাতে পঞ্চাশটি টাকা তুলে দিলুম।

কিন্তু মা কালী সহজে আমার মুখ দিয়ে ঢুকলো না। কী দুর্গন্ধ। গ্লাসটি মুখের কাছে নেয়া যায় না। পরে শুনেছিলুম যে আসলে মা কালী হলো তাল পাতার রস এবং কিছুটা ভাতের ফেনা।

গিদোয়ানী তার মা কালীর গ্লাসে লম্বা চুমুক দিলো। তারপর আমাকে বললোঃ প্রথমে মা কালী খেতে তোমার অসুবিধে হবে। কিন্তু তারপর গা সয়ে যাবে। আর মা কালী খেলে ভালো নেশা হয়। দেরী করো না— গিলে ফেলো।

আমি আমার গ্লাসে চুমুক দিলুম। প্রথমে ড্রিংকসটার একটু কটা স্বাদ পেলেছিলো। কিন্তু পরে আরো দু-তিন বার গ্লাসে চুমুক দিয়ে দেখলুম যে গিদোয়ানী মিথ্যে কথা বলে নি। কারণ 'মা কালী' খেলে সত্যি ভালো নেশা হয়।

এবার গিদোয়ানী তার গল্পের আসর জাঁকিয়ে বসলো।

বারের সামনে একটা ছোট টুল ছিলো। আমরা দু-জনে গিয়ে টুলের উপর বসলুম। গিদোয়ানী পকেট থেকে দুটি লম্বা চুরুট বার করলো। একটি চুরুট আমাকে দিলো। আর একটি চুরুট নিজে ধরালো। তারপর বললোঃ ইমপোর্টেড মাল। সহজে কলকাতার বাজারে পাবে না। কড়া হাসিস আছে এর ভেতর।

নিজের সিগারে আগন্ন ধরিয়ে গিদোয়ানী আমাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ এবার বলো ব্রাদার তোমার ব্যবসা কী ? আব আজ কলকাতার চীনে পাড়ায় কী করতে এসেছ ।

আমি সিগারে আগন্ন ধরালন্ম সত্যি সিগার বেশ কড়া ছিলো । আর সিগারের ধোঁয়া যেন আরো বেশী কড়া ছিলো ।

আমার ব্যবসা হলো পন্রানো গাড়ী বেচাকেনা করি ।

গিদোয়ানী আমার ব্যবসার কথা শন্নে খন্ব জোরে হেসে উঠলো । তারপর আমার পিঠ চাপড়ে বললো ঃ না, ব্রাদার তুমি আমার চাইতে সেয়ানা । আমি মোটর স্পীড বোট করে মাঝ সমন্দ্র থেকে মাল স্মাগল করে আনি । আর তুমি গাড়ীর ভেতর স্মাগলড গন্ডস্ নিয়ে এসো । বলো দাদা, গাড়ীর ইঞ্জিনেব ভেতর কী মাল থাকে ?

আমি গিদোয়ানীর কথায় বাধা দিলন্ম । বললন্ম ঃ তোমার কথার ভেতর কোন যন্ক্তি নেই । আমি দিল্লীর এম্বেসীগন্লোর কাছ থেকে সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ী কিনি । আর সেই গাড়ীগন্লো বাজারে বিক্রী করি । জিনিস স্মাগল করা আমার পেশা নয় ।

ঃ তাহলে ব্রাদার কলকাতায় এসেছ কেন ?

ঃ আজ রাত্রিবেলায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলন্ম ।

ঃ কী নাম ? গিদোয়ানী আবার প্রশ্ন করলো । আমি দেখতে পেলন্ম যে গিদোয়ানীর চোখে-মন্খে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে ।

আমি ভাবতে লাগলন্ম গিদোয়ানীকে কী জবাব দেবো ? আমি কী ওর কাছে সত্যি কথা বলবো ? না কী উদ্দেশ্যে চীনে বাজারে এসেছিলন্ম সে কথা গোপন করে যাবো । কিছন্ক্ষণ চিন্তাভাবনা করবার পর আমি ঠিক করলন্ম যে সত্যি কথা বলবো ।

ঃ চীনে বাজারে একটি লোক আছে তার নাম লি পিয়াং—

আমি হঠাৎ তাকিয়ে দেখলন্ম যে গিদোয়ানী অবাক হয়ে আমার মন্খের দিকে তাকিয়ে আছে ।

ঃ কী ব্যাপার ? আমার মনে হচ্ছে—কিন্তু আমার জবাব শেষ হবার আগেই গিদোয়ানী আমাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ লি পিয়াং তোমার বন্ধন্ ?

ঃ আমার বন্ধন্ নয় । আমার বন্ধন্র বন্ধন্ । তুমি চেনো ?

গিদোয়ানী আমার কথা শন্নে মাথা নেড়ে বললো ঃ না লি পিয়াং আমার পরিচিত নয় । তবে ওর নাম আমি শন্নেছি । ওর সঙ্গে তুমি কী করো ? ব্যবসা ।

ঃ না, আমি কলকাতা শহরে একটা লোককে খন্ঁজে বেড়াচ্ছি । ভেবেছিলন্ম লি পিয়াং-এর কাছে ওর খবর পাবো ।

গিদোয়ানী তার মা কালীর গ্লাসে এক লম্বা চুমুক দিলো। তারপর বারম্যানের কাছে গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বললো ঃ অ্যানাদার দিশী স্কচ্ প্লীজ।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো ঃ কিছু মনে করো না। চীনে বাজারে আমরা এ মদের নাম দিয়েছি দিশী স্কচ্! যাক তুমি কী বলছিলে? একটা লোককে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ। কী নাম?

ঃ তুমি চিনতে পারবে না—আমি এক ঢোক মদ গিলে বললুম।

ঃ হয়তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। কলকাতার বাজারে আমার বিস্তর কনট্রাক্ট আছে।

ঃ ডিকি জন—আমি কথা শেষ করতে পারলুম না। কারণ ডিকি জনের নাম উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে গিদোয়ানী বিষম খেলো। মদ যেন ওর গলায় আটকে গেলো। বুঝতে পারলুম গিদোয়ানী ডিকি জনকে চেনে।

ঃ রডড্রিক্স ঃ হ্যাঁ, তোমার কাছে যিনি ডিকি জন নামে পরিচিত আমি ওকে রডড্রিক্স নামে চিনি। তবে ডিকি জন এবং রডড্রিক্স যে একই ব্যক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বেশ ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন?

আমি গিদোয়ানীর কথার কোন জবাব দিলুম না। চিন্তা করতে লাগলুম যে ডিকি জনকে নিয়ে গিদোয়ানীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা উচিৎ ন্যায়সঙ্গত হবে কি না। আর রডড্রিক্স এবং ডিকি জন যে অভিন্ন হৃদয় ব্যক্তি তার প্রমাণ কী?

ঃ ধরো ডিকি জন যদি তোমার সঙ্গে দেখা না করে?

তুমি ডিকি জনকে চেনো?

ঃ আমি রডড্রিক্সকে চিনি।

ঃ ওরা দু-জনে যে একই লোক তার কোন প্রমাণ আছে?

ঃ বছর দেড়েক আগে আমার ডিকি জন কিংবা বলতে পারো রডড্রিক্সের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। আমি যখন ওকে চিনতুম তখন ডিকি জনের হাতে কাঁচা পয়সা হয় নি। এই চীনে বাজারে এক তাসের আড্ডায় আমার ওর সঙ্গে আলাপ হয়। আর সেদিন ডিকি জন আমায় ওর নাম বলেছিলো ঃ রডড্রিক্স।

ঃ রডড্রিক্স ভালো তাস খেলতে পারতো। আসলে ও ছিলো কার্ড শাফলার। আমিও সেই সময়ে জিনিস স্মাগল করে কিছু পয়সা করছিলুম।

আমি গিদোয়ানীর কথায় বাধা দিলুম। জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কী ধরনের জিনিস স্মাগল করো?

ঃ যে সব জিনিসে মেয়েদের রুচি আছে। কলকাতার নিউ মার্কেটে গিয়েছ কোন দিন? আই মীন লিপস্টিক, সেন্ট, ব্রাসেয়ার, প্যান্টিস কিনতে চাও তাহলে গিদোয়ানীকে স্মরণ করো।

ঃ স্মাগলিং-এর ব্যবসা আমার মন্দো হচ্ছিলো না। টু পাইস রোজগার

করছিলুম। এমনি সময় পুলিস নুয় মার্কেটের কতোগুলো দোকানে হানা দিয়ে এই সব বিলিতি জিনিস উদ্ধার করে। আমি বুঝতে পারলুম যে আর বেশীদিন স্মাগলিং-এর ব্যবসা করতে পারবো না। রোজগারের আর একটা পথ খুঁজে বার করতে হবে।

রডড্রিক্স—আই মীন ডিকি জন আমাকে ব্যবসার ফন্দী দিলো। আর সে ব্যবসা হলো ঃ তাস খেলার ব্যবসা। বললো আমরা দু-জনে পার্টনারশিপে তাস খেলবো। আমি টাকা ইনভেস্ট করবে। আর রডড্রিক্স তাস খেলবে। যে পয়সা রোজগার হবে সে প্রফিট আমরা দুজনে ভাগ করবো ঃ ফিফ্টি— ফিফ্টি —কিন্তু —

গিদোয়ানী তার কথা শেষ করলো না। তার মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

ঃ কিন্তু কী? তোমার কথা শেষ করলে না কেন?

ঃ আমার কথা বলবো। কিন্তু তার আগে একটি প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি রডড্রিক্সের বন্ধু?

ঃ ঠিক বন্ধু নই। তবে আমরা দু-জনে এক সঙ্গে ফিল্মে কাজ করেছি।

ঃ তাহলে তুমি রডড্রিক্সকে ভালো করে চেনো না। হী ইজ এ স্কাউন্ড্রেল. আমি তাস খেলার জন্যে ওকে পয়সা দিতুম বটে কিন্তু ডিকি জন সহজে আমাকে প্রফিটের অংশ দিতো না। আমি যখনই ওর কাছে টাকা চাইতুম তখনই রডড্রিক্স আমাকে এড়িয়ে যেতো। কিছু দিন টাকার তাগিদ দিয়ে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লুম তখন সে আর একটা কাণ্ড করে বসলো।

আমি বুঝতে পারলুম যে গিদোয়ানীর গল্পটা জমজমাট হবে। তাই মদের নেশাটা আর একটু পাকা করা দরকার। মদের গ্লাসটি বারম্যানের কাছে এগিয়ে দিয়ে বললুম। অ্যানাদার স্কচ্।

চীনে বারম্যান চোখ তুলে তাকালো। মৃদু হাসলো। তারপর আমার গ্লাসে খানিকটা মা কালীর রস ঢেলে দিলো।

রডড্রিক্স এবার আমার পার্সোন্যাল লাইফ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করলো।

ঃ আমি মুখ দিয়ে এক অস্ফুট ধ্বনি করলুম। আর সেই ধ্বনির মধ্যে ছিলো বিস্ময় উত্তেজনার সুর।

ঃ ব্যাপারটা আর একটু খুলে বলো—আমি মনের কৌতূহল চাপতে পারলুম না।

ঃ আমার একটি মেয়ে বান্ধবী ছিলো। তার নাম ছিলো মনিকা। আসলে মনিকা ছিলো আমার এক বন্ধুর স্ত্রী। কিন্তু মনিকা আমার প্রেমে পড়ে স্বামীকে ডিভোর্স করলো।

ঃ আমি মনিকাকে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের এক ফ্ল্যাটবাড়ীতে থাকতুম। তারপর রডাড্রিক্স এসে আমার বাড়ীতে আসর জমালো।

ঃ বাকীটা হয়তো তোমাকে আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না কারণ কিছু দিন পরে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলুম যে ঘর খালি। মনিকা ঘরে নেই। ছোট একটা কাগজে মনিকা লিখে রেখেছিলো যে সে রডাড্রিক্সের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে।

গিদোয়ানী আবার মদের গ্লাসে চুমুক দিলো। আমি তাকিয়ে দেখলুম যে, কথা বলবার সময় সে বেশ উত্তেজিত হয়েছে। কপালে ঘামের বিন্দু দেখা দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে গিদোয়ানী আবার বলতে লাগলো ঃ রডাড্রিক্স যে আমার এমনি ধরনের সর্বনাশ করবে কল্পনা করতে পারি নি। মনিকা রডাড্রিক্সের সঙ্গে পালিয়ে যাবার পর আমি সর্বস্বান্ত হলুম। আমার গাচ্ছিত টাকা-পয়সা মনিকার নামে ব্যাংকে জমা রেখেছিলুম। আমি বুঝতে পারলুম রডাড্রিক্স কেন মনিকাকে নিয়ে পালিয়েছে। মনিকার চাইতে ব্যাংকের টাকাগুলোর উপর তার বেশী দৃষ্টি ছিলো। আর একথা জেনে রেখো রাজা—এই সময়ে স্মাগলিং করে আমি বেশ কিছু টাকা রোজগার করেছিলুম। কাজেই ব্যাংকের ব্যালান্স মোটাই ছিলো।

ঃ যাক মনিকাকে নিয়ে রডাড্রিক্স বেশীদিন কাটায় নি। কারণ যেই মনিকার গচ্ছিত টাকা ফুরিয়ে গেলো অমনি মনিকার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেলো।

ঃ বছরখানেক আগে আমি ব্যারাকপুরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। আমার এক বন্ধু বললো যে রাত্রে আমাকে এক তাসের আড্ডায় নিয়ে যাবে। রডাড্রিক্স মনিকার পালিয়ে যাবার পর আমি প্রায় তাস খেলা ছেড়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু সেদিন বন্ধুর পীড়াপীড়িতে আবার তিন তাস খেলতে রাজী হলুম।

ঃ আমরা যেখানে তাস খেলতে গেলুম সেইটে কারুর বাড়ী নয়। গঙ্গার উপর এক সৌখীন বজরা ছিলো। আর বজরার মালিক হলেন এক ধনী ব্যক্তি—ট্রেড য়ুনিয়নের কর্তা। তবে তার জুয়া খেলায় প্রচন্ড শখ। আমার বন্ধু সতর্ক করে বললো ঃ দেখো ভাই, সাবধানে খেলো। আমরা যার ওখানে তাস খেলতে যাচ্ছি উনি হলেন পাকা জুয়ারী।

রাত আটটার পর বন্ধু আমাকে বজরাতে নিয়ে গেলেন। না আমরা যেখানে গিয়েছিলুম সেইটে সামান্য বজরা বলবো না, বলতে পারি হালফ্যাসানের বাংলো। চমৎকার সাজানো-গোছানো। রেডিও আছে ফ্রিজিডিয়ার আছে, এমন কি এয়ারকন্ডিশন আছে। সবই ব্যাটারীতে চলে।

কিন্তু বাজরার মালিককে দেখে আমি বিস্মিত অবাক হলুম। তিনি হলেন

আমার পুরানো বন্ধু রডড্রিক্স কিন্তু আমার বন্ধুর কাছে উনি ডিক জন নামে পরিচিত।

ঃ বিস্মিত অবাক হয়ে আমার মুখ দিয়ে শুধু দুটি কথা বেরুলো।

ঃ রডড্রিক্স ?

রডড্রিক্স আমার দিকে তাকিয়ে বললোঃ সরি মিস্টার। আপনি ভুল করেছেন। আমার নাম হলো ডিক জন। পরিচয় করিয়ে দিইঃ আমার স্ত্রী লিলি।

রডড্রিক্স যাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি দেখতে ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। আমি ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম।

ঃ গুড ইভিনিং মিস্টার—

ঃ লিলি তার মিষ্টি গলায় বললো।

ঃ আমার নাম গিদোয়ানী। আই অ্যাম এ বিজনেসম্যান। সাপ্লায়ার—আমি এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ রডড্রিক্স এবং তার বান্ধবী লিলির দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমি জানতুম যে আমি রডড্রিক্সকে চিনতে ভুল করি নি। আর লিলি যে রডড্রিক্সের বিবাহিতা স্ত্রী নয় একথাও আমি বুঝতে পেরেছিলুম। রডড্রিক্স কোন মেয়ের জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পাত্র নয়। এবার আমার জানবার প্রবল ইচ্ছে হলোঃ মনিকা কোথায় ?

ঃ মনিকা ? মনিকা কোথায় ? আমি যেন মরীয়া হয়ে প্রশ্ন করলুম।

আবার রডড্রিক্স ভুরু তুলে আমার দিকে তাকালো। তার এই দৃষ্টিতে বেশ খানিকটা বিরক্তির আভাষ ছিলো।

ঃ মনিকা ? মনিকা কে ? একটু ঝাঁঝের সুরে রডড্রিক্স জিজ্ঞেস করলো।

আমি বুঝতে পারলুম যে রডড্রিক্স সহজে ভেঙ্গে পড়বার পাত্র নয়। ওকে আমি কোনপ্রকারে কাবু করতে পারবো না। তাই সেদিন আমাকে স্বীকার করতে হলো যে গঙ্গার উপর যে বজরা আছে তার মালিকের নাম হলো ডিক জন, রডড্রিক্স নয়।

কথা বলতে বলতে গিদোয়ানী বেশ তন্ময় হয়ে পড়েছিলো। খেয়াল করি নি যে মদের গ্লাস শূন্য হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারলুম যে গিদোয়ানীর কাছ থেকে ডিক জনের আরো খবর পাবো। শুধু তাই নয়, হয়তো কিছু টাকা দিলে আমি ওর কাছ থেকে ডিক জনের বজরা গঙ্গার কোন্ জায়গায় আছে জানতে পারবো।

আমি গিদোয়ানীর শূন্য গ্লাসের প্রতি তাকিয়ে বললুমঃ হ্যাঁ, হ্যান্ড অ্যানাদার। গিদোয়ানী আমার দিকে তাকালো। তারপর মৃদু হাসলো। শুকনো হাসি। চীনে বারম্যান বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদের দু-জনের দিকে তাকিয়ে ছিলো। বুঝতে পারলো যে আমরা দু-জনে কড়া পাকের মাতাল।

নইলে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনচার পেগ মা কালীর সরবৎ শেষ করা কী সহজ কথা ?

ঃ আরো দেবো ? চীনে বারম্যান জিজ্ঞেস করলো।

ঃ নিশ্চয়। আমি গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললুম।

এবার মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে গিদোয়ানী যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। আবার কথা বলতে শুরু করলো। জিজ্ঞেস করলো ঃ বলো ব্রাদার, তুমি ডিকি জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন ? কী মতলব ?

ঃ মতলব বিশেষ কিছু নেই। তবে ওর সঙ্গে আমার দেনাপাওনার একটা হিসেব-নিকেশ করতে হবে।

গিদোয়ানী ম্লান হাসলো।

ঃ ডিকি জন গভীর জলের মাছ। আজ কলকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে নাক গলাতে শুরু করেছে। ঐ যে লিলি মেয়েটির কথা বললুম ওর বাপ দুবে হলো কলকাতার ট্রেড য়্যুনিয়নের পাণ্ডা। শ্বশুর-জামাই মিলে লেবার ট্রেড য়্যুনিয়নের ব্যবস্থা করছে। কাজ আর কিছুই নয়। স্ট্রাইক, ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক ধর্মঘটের ভয় দেখিয়ে ওরা বড়লোকদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করছে। বলতে পারো ডিকি জনের আসল ব্যবসা হলো ব্ল্যাকমেলিং। না. ডিকি জনের বিরুদ্ধে কিছু করবার যো নেই। কারণ কলকাতার ব্যবসার বাজারের বড়ো-কর্তারা ওর হাতে বাধা। কারণ ওরা বেসকোর্সে ওদের কালোবাজারের টাকাকে সাদা টাকায় রূপান্তরিত করেন। কাজেই এই শহরের হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তিদের চরিত্র ওর ভালো করে জানা আছে।

আমি গিদোয়ানীর কথায় বাধা দিলুম। জিজ্ঞেস করলুম ঃ আমাকে তুমি একটা ব্যাপারে সাহায্য করবে ?

ঃ কী ? গিদোয়ানী তার মদের গ্লাসে আর এক লম্বা চুমুক দিয়ে বললো।

ঃ আমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আর এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই। গিদোয়ানী যেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলো না। বেশ কিছুক্ষণ বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কেন ? আমার কথা শুনে গিদোয়ানীর চোখে-মুখে একটা ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আর সে ভাবটি হলো ঃ ব্রাদার আকাশের চাঁদ চেয়ো না।

আমি গিদোয়ানীর মনের কথা বুঝতে পারলুম। হেসে বললুম ঃ ডিকি জনের সঙ্গে আমার দেখা করা একান্ত দরকার। একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

তারপর গলার স্বর নীচু করে বললুম ঃ গিদোয়ানী যদি আমার এ

উপকারটি করতে পারো তাহলে ভালো ইনাম দেবো। এই বলে আমি গিদোয়ানীর হাতে দুটি একশো টাকার নোট গুঁজে দিলুম।

গিদোয়ানীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। কিন্তু আমি মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলুম যে তার মনের বিস্ময় দূর হয় নি। হয়তো তার মনে হাজার প্রশ্ন উঠেছে। হয়তো গিদোয়ানী জানতে চায় ডিকি জনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কাজটি কী ধরনের? ডিকি জন শুধু নোংরা কাজ করেন। আমি কী তাহলে ওর সঙ্গে নোংরা কাজ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি?

গিদোয়ানী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললোঃ তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি রাজা। তুমি ডিকি জনকে এখনও ভালো করে চিনতে পারোনি। ডিকি জন শুধু শয়তান, ধুরন্ধর নয়, ডিকি জন হলো ডক্টর জেকিল এবং মিস্টার হাইড। অর্থাৎ ওর দিনে এক রূপ, রাত্রে আর এক চরিত্র।

গিদোয়ানীর জবাব শুনে আমি অবাক হলুম। ডক্টর জেকিল এবং মিস্টার হাইড কথার মানে কী?

গিদোয়ানী হাসলো। মাতালের ছোট হাসি। বললোঃ তোমাকে আগেই বলেছি যে ডিকি জনের বিভিন্ন রূপ। কখনও কার্ড শাফলার, কখনও রেসকোর্সের বুকি কখনও ট্রেড য়্যুনিয়নের নেতা। তাই প্রতি ঘণ্টায় ওর রূপ পাল্টায়। উনি যখন কলকাতায় বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করেন তখন উনি কলকাতার সাহেব পাড়ায় থাকেন। ওর বাড়ী গাড়ী, চলাফেরার ঠমক দেখলে কে বলবে যে লোকটির চরিত্রের আর একটি রূপ আছে! আর উনি যখন কার্ড শাফলার, রেসকোর্সের বুকি কিংবা ট্রেড য়্যুনিয়নের নেতা হিসেবে কাজ করেন তখন ব্যারাকপুরে বজরা নৌকায় গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবে। সাহেব পাড়ায়! না ওখানে ডিকি জন তোমার সঙ্গে দেখা করবেন না। ব্যারাকপুরে বজরা নৌকায়! তাহলে রাত্রিবেলায় ওখানে যেতে হবে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে গিদোয়ানীর কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করলুম। বুঝতে পারলুম যে আমাকে ব্যারাকপুরে গিয়ে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওকে বলতে হবেঃ ব্রাদার, আমাকে ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্মগুলো ফেরত দাও। এর জন্যে তোমাকে মোটা টাকা ইনাম দেবো। কতো চাও? পাঁচ লাখ, দশ লাখ। হ্যাঁ সাইমন জন এ ডকুমেন্টগুলো ফেরত পাবার জন্যে মোটা টাকা দিতে রাজী আছেন। কিন্তু টাকা দেবার আগে উনি তোমার কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো ফেরত চাইছেন।

ঃ বেশ আমি ব্যারাকপুরে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবো— আমি ছোট জবাব দিলুম।

আবার গিদোয়ানী হাসলো। বললোঃ একটা কথা তোমাকে না বলে

পারছিনে। মেনে নিলুম তুমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চাও। কিন্তু ডিকি জন কী তোমার সঙ্গে দেখা করবেন ?

এবার আমার বিস্ময়ের পালা। আমার মনের বিস্ময় এতো হয়েছিলো যে আমি মদের গ্লাসে চুমুক দিতে ভুলে গেলুম।

ঃ হোয়াট ডু ইউ মীন ? আমি বেশ খানিকটা উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ ব্রাদার, ডিকি জন যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন তাহলে আজ রাত্রে উনি তোমাকে খুন করবার জন্য দু-জন ভাড়াটে গুণ্ডা চীনে বাজারে পাঠাতেন না।

ঃ মানে তুমি বলতে চাইছো, যে লোক দু-জনের সঙ্গে আমার রাস্তায় মারপিট হয়েছিলো ওরা ডিকি জনের ভাড়াটে গুণ্ডা।

আমি এই কথা বলে তাকিয়ে দেখলুম যে, গিদোয়ানীর মুখ বেশ গম্ভীর হয়েছে।

গিদোয়ানী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললোঃ সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। আমি জানি যে ডিকি জন তোমার কলকাতায় আগমনের খবর পেয়েছেন। আর উনি নিশ্চয় কোন কারণে কলকাতা শহরে তোমাকে থাকতে দিতে চান না। তোমার বিপদ ঘনিয়ে আসছে ব্রাদার। বী কেয়ারফুল।

* * *

গিদোয়ানী মিথ্যে অনুমান করে নি। কারণ কিছুক্ষণ পরে আমি ডিকি জনের কাছ থেকে খবর পেলুম। যেন আমি অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে যাই। আর আমি যদি ওর নির্দেশানুযায়ী কাজ না করি তাহলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। আর ডিকি জনের এ নির্দেশ পেলুম সোনিয়ার কাছ থেকে।

চীনে পাড়ার বার থেকে আমি যখন হোটেলে ফিরে এলুম তখন রাত প্রায় দুটো। কিন্তু কলকাতা শহরে জীবন তখনও নিস্তেজ হয় নি। গাড়ী ট্যাক্সী চলছে।

গিদোয়ানী আমাকে একটি টেলিফোন নম্বর দিলো। বললো যখন দরকার হবে তখন এই নম্বরে আমাকে টেলিফোন করো।

টেলিফোন নম্বরটি দিয়ে গিদোয়ানী বললোঃ আমার বান্ধবীর নম্বর। তোমাকে একদিন ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো—'ইউ উইল লাইক হার'।

আমি অবিশ্যি সেদিন গিদোয়ানীর বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করি নি কারণ আমি শুধু ভাবছিলুম কী করে ডিকি জনের দেখা পাবো। আর একটা কথা আমার জানবার প্রবল ইচ্ছে হলো ডিকি জন আমাকে কলকাতা থেকে সরাতে চায় কেন। আজ বিকেলে কী উদ্দেশ্যে তার লোক দুটি আমার কাছে এসেছিলো ?

হোটেলে ফিরে এসে স্নানের ঘরে ঢুকলুম। দেহ ক্লান্ত ছিলো আর মাথায় ছিলো মা কালী সরবতের নেশা। ভাবলুম স্নান করলে দেহের অবসাদ কেটে যাবে।

জলের ঝর্ণাধারা খুলে দিয়ে আবার ভাবতে শুরু করলুম। হাজার প্রশ্ন আমার মনে এসে জড়ো হলো প্রথমে মনে হলো গিদোয়ানী কে? আজ চীনে পাড়ায় ইচ্ছে করে সে আমার সঙ্গে আলাপ করলো কেন? আর গিদোয়ানী রডড্রিক্স—ডিকি জনের যে কাহিনী আমাকে শোনাল সে কাহিনী কী সত্যি?

লি পিয়াং এবং গিদোয়ানীর সঙ্গে আলাপ করবার পর আমি বুঝতে পেরে-ছিলুম যে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করা সহজ কাজ হবে না। আজ কলকাতা শহরে ডিকি জন বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি আর গিদোয়ানীর ভাষায় বলতে পারি ডিকি জন হলেন বিভিন্ন চরিত্রের লোক অর্থাৎ দিনে হলেন ডাঃ জেকিল—অর্থাৎ একেবারে জেন্টলম্যান। কলকাতার সাহেব পাড়ায় থাকেন। আর রাত্রে তার রূপ পাল্টে যায়। উনি হলেন মিস্টার হাইড, কিং অব আন্ডার ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ চোরা বাজারের বাদ্শা। আর আমার কাজ সাইমন জনের ব্যবসা লেনদেন বাদশা ডিকি জনের সঙ্গে করতে হবে।

লি পিয়াং ডিকি জনের প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমাকে গিদোয়ানীর সাহায্য নিতে হবে।

কিন্তু আমার হলো জটিল কাজ। একাজে সামান্য ভুল-ত্রুটি হলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। তার প্রথম নমুনা আজ আমি চীনে পাড়ায় পেয়েছি। কিন্তু তবু বুঝতে পারলুম ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে হলে গিদোয়ানীর সাহায্য নিতে হবে।

হঠাৎ আমার পাশের ঘর থেকে সোনিয়ার মিষ্টি গলার স্বর ভেসে এলো: ডার্লিং রাজা, তুমি ফিরে এসেছ?

: ইয়েস সুইটি, আমি স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে জবাব দিলুম।

আমার একটি চিন্তা ভাবনা দূর হলো। কলকাতার হট স্পট দেখে মেয়েটি নিরাপদে হোটেলে ফিরে এসেছ। নিজের মনে মনে সোনিয়ার সাহসের তারিফ করলুম। বাপ্‌স কলকাতা শহরে রাত বারোটার সময় কোন মেয়ে বাইরে যায়।

: আমার ঘরে আসবে ডার্লিং রাজা! নিজের ঘরে বসে একা একা ড্রিংক করতে আর ভালো লাগছে না—সোনিয়া তার গলার স্বর আর একটু উঁচু করে বললো।

: কামিং ডার্লিং—আমি সার্ট প্যান্ট পড়তে পড়তে জবাব দিলুম।

সোনিয়ার ঘরের ভেতর ঢুকে গিয়ে দেখলুম যে সোফার উপর সোনিয়া শুয়ে আছে। তার পরনে ছোট একটি হাফ-প্যান্ট আর কামিজ। সোনিয়া

গ্লাসে করে রাম খাচ্ছিলো।

: রাম, খাবে ডার্লিং রাজা। খেলে ভালো নেশা হবে—সোনিয়ার গলার স্বর আরো মিষ্টি শোনাল।

: আমার তখনও মা কালী সরবতের নেশা দূর হয় নি। ধেনো মদ, তার নেশা এবং দুর্গন্ধ দুটোই সহজে যায় না। তাই আমি রামের পরিবর্তে হুইস্কি গ্লাসে ঢাললুম।

সোনিয়া আমাকে একটি ছোট বর্মীজ সিগার দিলো। বললো: খাবে?

: কী? আমি ছোট সিগারের প্রতি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললুম। এ ধরনের সিগার এর আগে আমি কখনও দেখি নি। তাই আমার মনে খানিকটা বিস্ময় হয়েছিলো।

: পট। আজ কলকাতার হট স্পট থেকে কিনে এনেছি।

সোনিয়া এবার আমার মুখে একটি ছোট সিগার পুরে দিলো।

: জানো ডার্লিং রাজা, ক্যালকাটা ইজ এ এক্সসাইটিং টাউন। আজ শহরের বেশ কয়েকটা জায়গা আমি ঘুরে দেখে এসেছি। আমার কাছে আসবে ডার্লিং রাজা।

আমি সোনিয়ার পাশে গিয়ে বসলুম। সোনিয়া আমাকে আবার মিষ্টি গলায় ডেকে বললো: আরো একটু কাছে এসে বসো রাজা।

এই বলে সোনিয়া আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো: তোমাকে একটা কথা বলবো।

: কী?

: সামথিং এক্সসাইটিং। আমার কথা শুনলে তুমি উত্তেজিত হবে—মিষ্টি নরম গলায় সোনিয়া বললো।

: কী বলো না—সোনিয়ার কথা শুনবার জন্যে আমার বুকের কাঁপুনি বাড়ছিলো।

: আন্দাজ করো?—সোনিয়া তার ঠোঁট দুটি আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে বললো।

: চুমু খাবে। KISS

সোনিয়া কথা বললো না। শুধু মাথা নেড়ে বললো: না।

: তাহলে অন্য কিছু। সামথিং স্পেশাল? আবার সোনিয়া মাথা নাড়লো।

: তাহলে কী চাও বলো? আমি সোনিয়ার কথা শুনবার জন্যে অধৈর্য হচ্ছিলুম।

: হ্যাঁ, ডার্লিং রাজা। আমি তোমাকে আর একটা এক্সসাইটিং কথা বলবো—

ঃ কী কথা ?

ঃ কাল দুপুর বারোটার মধ্যে তুমি কলকাতা শহর ছেড়ে চলে যাবে।—কথা শুনে আমি সোফা থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। ঘরে বাজ পড়লে, আমি এতো উত্তেজিত হতুম না। আমার সমস্ত মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। কী বলছে সোনিয়া ? কাল দুপুর বারোটার মধ্যে কলকাতা শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। অসম্ভব !

ঃ তুমি বলছো কী সোনিয়া ? আমি ভেবেছিলুম তুমি আমাকে প্রেমের, সেক্সের দু-চারটে মিষ্টি কথা বলবে। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেছি।

ঃ হ্যাঁ, ডার্লিং রাজা। কলকাতা ছেড়ে তোমাকে যেতে হবে। যতো শিগ্‌গির কলকাতার মায়া ত্যাগ করতে পারো ততোই মঙ্গল।

ঃ বেশ, আমাকে বলো আমাকে কলকাতা ছাড়তে হবে কেন। আমার প্রথম উত্তেজনার বেশ কেটে গিয়েছিলো। এবার গলার স্বর স্বাভাবিক করে বললুম।

ঃ কারণ ডিকি জন তোমাকে তিন দিন সময় দিয়েছে। তিনদিন মানে বাহাত্তর ঘণ্টা। এই বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে তুমি যদি কলকাতা ছেড়ে না যাও তাহলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে।

ডিকি জন !

ঃ ডিকি জনের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হলো ? আমি বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ আজ রাত্রে।

ঃ ডিকি জন কোথায় থাকে তুমি জানো ?

ঃ ওর ঠিকানা আমাকে খুঁজে বার করতে হয়েছে। পার্ক স্ট্রীটের এক ম্যাসাজ ক্লিনিকের কর্তা হলো ডিকি জন। ম্যাসাজ ক্লিনিকের দারোয়ানকে কিছু পয়সা দিয়েছিলুম। ওর কাছ থেকে ডিকি জনের ঠিকানা পেলুম—

সোনিয়া তার রামের গ্লাসে চুমুক দিলো। তারপর সিগারে টান দিয়ে বললো ঃ ডিকি জন আজ কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বিয়ে করেছে। শুনেছি, বউটি দেখতে সুন্দরী। না, ওর বউ'র সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

আমি সোনিয়ার কথার জবাব দিলুম না। আমার প্রথম উত্তেজনার রেশ কেটে গিয়েছিলো। এবার নিজেকে সামলে নিলুম। গ্লাসে আরো খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিলুম। তারপর বললুম ঃ তাহলে ডিকি জনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। আর একথাও তুমি জানো ডিকি জনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

ঃ একথা আমি আগেই জানতুম। জানবার জন্যে আমার কলকাতায় আসবার কোন দরকার ছিলো না।

ঃ মানে তুমি জানতে ডিকি জন তোমাকে বিয়ে করবে না।

ঃ নিশ্চয়! সত্যি ডার্লিং রাজা, তুমি একেবারে ছেলে মানুষ। জীবন কী তুমি একেবারে জানো না। তোমাকে আর একটা কথা বলবো রাজা। আজ যখন আমি ডিকি জনকে বললুম যে তুমি ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কলকাতায় এসেছ তখন বেশ কিছুক্ষণ একটানা ডিকি জন হাসলো। সে কি হাসি! বিশ্বাস করতে চাইলো না। রাজা কলকাতায় এসেছে।

ঃ কেন? আমি সোনিয়ার কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম। ডিকি জন কেন তার কথা বিশ্বাস করে নি ভেবে পেলুম না।

ঃ কারণ আর কিছুই নয়। তোমার কথা শুনে ডিকি জন বললো তুমি হলে জোকার।

ঃ হোয়াট! আমি সবেমাত্র মদের গ্লাসে চুমুক দিয়েছিলুম। কিন্তু সোনিয়ার কথা শুনে আমি বিষম খেলুম। ডিকি জন আমাকে জোকার বলেছে। অসম্ভব! কথাটি একেবারে অবিশ্বাস্য। আমি প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুম।

ঃ তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারিনে সুনু।

ঃ তুমি কলকাতায় আছো একথা শুনে ডিকি জন প্রথমে হেসেছিলো। তারপর আমি যখন বললুম আংকেল জন তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন তখন ডিকি জন ভুরু কুচকালো, মুখ গম্ভীর হলো। আমাকে বললোঃ রাজা মাস্ট গো। আমি তাকে কলকাতা শহর ছেড়ে যাবার জন্যে বাহাত্তর ঘণ্টা দিচ্ছি।

ঃ আর আমি যদি বাহাত্তর ঘণ্টায় কলকাতা ছেড়ে না যাই—আমার কণ্ঠস্বর ক্রমেই রুক্ষ হচ্ছিলো। আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে আজকের আলোচনা নিছক হাসি-ঠাট্টা নয়। আমি জীবন-মৃত্যু নিয়ে খেলছি।

ঃ তাহলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে। এই কথা বলে সোনিয়া আবার তার গলার স্বর মিষ্টি করলো। মুখটি আমার মুখের কাছে নিয়ে এসে বললোঃ ছেলেমানুষী করো না। কাল সকালে বোম্বাই এবং দিল্লীর প্লেন আছে। যে কোন প্লেনে করে তুমি দিল্লী কিংবা বোম্বাই চলে যেতে পারো। জীবনটা বাঁচাতে পারো।

আমি মাথা নাড়লুম। এবার আমার অভিনয় করবার পালা। এতোক্ষণ সোনিয়ার মিষ্টি গলা শুনেছি। আর এই মিষ্টি কথার পেছনে ছিলো সতর্কতার আভাষ। কলকাতা শহর আমাকে ছেড়ে যেতে হবে। নইলে আমার জীবন-হানীর আশংকা আছে।

ঃ বেশ এবার আমাকে বলো। ডিকি জন তোমার মারফত আমার কাছে এ খবর পাঠিয়েছেন কেন ?

ঃ কারণ আজ রাত্রে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি।

ঃ যদি তুমি আগে থেকে জানতে ডিকি জন তোমাকে বিয়ে করবে না তাহলে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে কেন ?

ঃ ওর সঙ্গে আমার কিছু কাজ ছিল। একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলুম।

ঃ বেশ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছো জানতে পারি কী ?

সোনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। কী জানি ভাবলো। হয়তো তার মনে সংশয়, দ্বিধা জেগেছিলো যে আমার প্রশ্নের জবাব দেবে কি না। তারপর মৃদুস্বরে বললোঃ ডার্লিং রাজা, আমরা দু-জনে একই পথের পথিক। অর্থাৎ আমরা দু-জনে একই উদ্দেশ্য নিয়ে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ঃ মানে! আমার এই প্রশ্নে ছিলো বিস্ময় এবং উত্তেজনা, সোনিয়া কী বলতে চাইছে। আমরা দু-জনে একই পথের পথিক একথার মানে কী ?

ঃ মানে আর কিছু নয়। ডিকি জনের কাছে কতোগুলো মূল্যবান ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম আছে। আর প্রতিটি ডকুমেন্টের ভেতর আমার বাবার নোংরা কারবারের বিস্তৃত কথা লেখা আছে। তাই আমি ডিকি জনের কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো সংগ্রহ করতে চাই।

আমি একটা জবাব দেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু তার আগেই সোনিয়া বললোঃ তোমাকে একটা কথা বলেছিলুম রাজা। আই লাভ মাই ফাদার। আমি আমার বাবাকে ভালোবাসি। জেনেশুনে আমি বাবার জীবন বিপন্ন করতে পারিনে—

আমি বেশ কিছুক্ষণের জন্যে সোনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। কখনও মনে হয় নি যে সোনিয়ার চরিত্রের আর একটি দিক আছে। ভেবেছিলুম সোনিয়া কামুক মেয়ে। আর বড়লোকের মেয়েরা যেমনি আয়াসে-আলস্যে জীবন কাটায় সেইভাবে দিন কাটানই হলো সোনিয়ার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সোনিয়া যে তার বাবাকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আমার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসবে এবং ডিকি জনের কাছ থেকে সিক্রেট ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে একথা আমার মনে জাগে নি। আজ মনে মনে আমি সোনিয়াকে শ্রদ্ধা করলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে আর একটি প্রশ্ন জাগলো। সাইমন জন আমাকে বলেছিলেন যে, ডিকি জন এই ডকুমেন্ট মাইক্রোফিল্মগুলোর নাম করে তার কাছ থেকে প্রতিমাসে দু-লাখ টাকা আদায় করছে। হয়তো বাবু জাভেরীর কাছ থেকেও

ডিকি জন টাকা আদায় করছে। নইলে বাবু জাভেরীর মেয়ে দিল্লী থেকে এসে প্রথম রাত্রে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করলো কেন ?

ঃ আমার একটা কথার জবাব দাও।

ঃ কী ? সোনিয়া তার হাতের রঙ্গীন নোখ পরিষ্কার করতে করতে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ তোমার বাবা, আই মীন বাবু জাভেরী কী করে জানলেন যে ডিকি জনের কাছে তার পেশা ও কাজকর্ম সম্বন্ধে কতোগুলো মূল্যবান ডকুমেন্ট আছে ?

ঃ বাবার বন্ধুরা প্রথমে সতর্ক করে বলেছিলেন, যে সাইমন জনের কাছে তার জীবন সম্বন্ধে যেসব ডকুমেন্ট আছে তার প্রতিটি কপি ডিকি জনের কাছে আছে। প্রথমে বাবা বন্ধুদের কথায় বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু তারপরে তিনি এক দিন ডিকি জনের কাছ থেকে চিঠি পেলেন। আর সেই চিঠিতে লেখা ছিলো, সাইমন জনের কাছে যেসব ডকুমেন্ট আছে তার প্রতিটির নকল ডিকি জনের কাছে আছে। যদি বাবা তাকে প্রতিমাসে পাঁচ লাখ টাকা না পাঠান তাহলে ডিকি জন এই ডকুমেন্টগুলো ভারত সরকারের রেভিনু্য ইন্টেলীজেন্সের কর্তাদের কাছে পাঠাবেন।

ঃ তোমার বাবা কী করলেন ?

ঃ কী আর করবেন। তিনি প্রথম চার মাস পাঁচ লাখ টাকা করে ডিকি জনের নামে পাঠালেন। তারপর এক দিন যখন ডিকি জন পাঁচ লাখ টাকার পরিবর্তে দশ লাখ চাইলো তখন বাবা বুঝতে পারলেন, ডিকি জন তাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছে। অতএব তিনি ঠিক করলেন, ডিকি জনের কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো কিনে নেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আর ডিকি জনের কাছ থেকে ডকুমেন্ট কেনবার জন্যে উনি আমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন।

আজ মনে মনে আমি ডিকি জনের বুদ্ধির তারিফ করলুম। সে শুধু তার বাবা সাইমন জনকে ব্ল্যাকমেল করে নি। সে বাবু জাভেরীকে নিয়মিতভাবে ব্ল্যাকমেল করে গেছে। ডিকি জন যদি তার ব্ল্যাকমেলের টাকার অংক না বাড়াতো তাহলে হয়তো সাইমন জন এবং বাবু জাভেরী আমাদের দু-জনকে কলকাতায় ডকুমেন্টগুলো কিনতে পাঠাতেন না। আজ আমি এবং সোনিয়া একই উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় এসেছি। দু-জনেই ডকুমেন্টগুলো ফিরে পাবার চেষ্টা করছি। সোনিয়া ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করেছে। আর আমি এখনও ডিকি জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলুম ঃ ডিকি জন কী বললো ? তোমাকে ডকুমেন্টগুলো দেবে ?

ঃ হ্যাঁ। ডকুমেন্টের জন্যে দশ লাখ টাকা চাইছে। আমাকে ডকুমেন্টগুলো

ফেরত দেবার আর একটি সর্ত হলো ঃ রাজা বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা থেকে চলে যাবে।

আমি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলুম। বললুম ঐ ডকুমেন্টগুলো আমারও দরকার। তবে দশ লাখ টাকা একটু বেশী দাম। ওর সঙ্গে দাম কষাকষি করতে হবে।

ঃ আমি দশ লাখ দেবো।

ঃ ব্ল্যাকমেলের জন্যে অতো বেশী টাকা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আজ ডিকি জন দশ লাখ চাইছে। কাল পঁচিশ লাখ টাকা চাইবে।

সোনিয়া হাসলো। মিষ্টি হাসি। তারপর বললো ঃ আমার বাবা বাবু জাভেরীকে তুমি এখনও চিনতে পারো নি। উনি একবার টাকা দিতে রাজী আছেন। দুবার কখনোই টাকা দেবেন না। কেউ যদি তাকে দুবার ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করে তাহলে তাকে বিপদে পড়তে হবে। আমার বাবা কী শ্রেণীর লোক ডিকি জন জানে।

এবার আমিও হাসলুম। বললুম ঃ ব্ল্যাকমেলিং এক বিচিত্র ব্যবসা। আর এ ব্যবসায় একবার লাভ হলে পরের বার আরো বেশী লাভ করবার বাসনা হয়। আর লাভের অংশ কতো হবে তার হিসেব নিকেশ সহজে কেউ করতে পারে না।

আমার কথা শুনে সোনিয়ার মুখ গম্ভীর হলো। তারপর বললো ঃ আমার বাবা অতো সহজে কারু কাছে পরাজয় স্বীকার করেন না। এ কথা তিনি ডিকি জনকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

ঃ উনি ডিকি জনকে কী বলেছেন? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ অতি ছোট কথা, এবার আমি টাকা দিতে রাজী আছি। কিন্তু এর পরের বার টাকা চাইলে তোমার মৃত্যু হবে। ডিকি জন জানে, আমার বাবার কথার নড়চড় হবে না। অতএব বাবার কথার মানে বুঝতে পারবে।

ঃ কথাটি সহজ এবং সরল। কিন্তু ডিকি জন তোমার বাবার কথানুযায়ী কাজ করবে না।

ঃ করবে। শুধু তুমি যদি তার নির্দেশ পালন করো—

ঃ অর্থাৎ আমি যদি কাল বারোটার মধ্যে কলকাতা ছেড়ে চলে যাই। তাই নয় কী? আমি সোনিয়ার অসমাপ্ত কথা শেষ করলুম।

ঃ কিন্তু আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে ডিকি জন আমাকে কলকাতা থেকে তাড়াবার জন্যে চেষ্টা করছে কেন?

সোনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর উঠে দাঁড়াল। টেবিলের উপর রামের বোতল ছিলো। কিছুটা রাম গ্লাসে ঢাললো। তারপর বললো ঃ

কারণ আংকেল জন ওকে ভয় দেখাবার জন্যে তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন।

ঃ তাহলে বলতে হবে ডিকি জন তার বাবাকে ভয় পায়—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ ঠিক ভয় পায় না। তবে ব্ল্যাকমেলিং-এর ব্যবসা করতে গেলে ডিকি জন আংকেল জনের কোন এজেন্টকে ধারে কাছে থাকতে দিতে চায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোনিয়া বললো ঃ আর তুমি হলে আংকেল জনের এজেন্ট।

ঃ আমি জবাব দিলুম না। আমার মনে হলো সোনিয়া কথাটি একটু অতিরঞ্জিত করে বলেছে। কারণ গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি জানতে পেরেছি, ডিকি জন কলকাতা শহরে একেবারে নগণ্য ব্যক্তি নয়। তার দল আছে আর আছে রাজনৈতিক সমর্থন। আমার উপস্থিতি তার মনে যে আতংক সৃষ্টি করবে এ কথা আমার মন বিশ্বাস করতে চাইলো না। আমি আমার মনের কথা সোনিয়াকে বললুম।

ঃ তোমার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু মন বিশ্বাস করতে চাইছে না। কারণ ডিকি জন সাইমনকে ভয় পায় না। ভয় পেলে সে তার বাবা কিংবা বাবু জাভেরীকে নিয়মিতভাবে ব্ল্যাকমেলিং করতো না। কথা বলতে বলতে আমি থেমে গেলুম। তাকিয়ে দেখলুম সোনিয়া আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনছে। আমি আবার বলতে শুরু করলুম ঃ ব্ল্যাকমেলারদের আমি জানি। ওরা সহজে ভয় পায় না। কারণ ওরা জানে যে কী বিপদ নিয়ে ওরা খেলা করছে। ডিকি জন পাকা খেলোয়াড়। কী করে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হয় জানে। আমার কলকাতায় উপস্থিতি তার মনে কোন ভয়, ডর সৃষ্টি করবে না।

আমার কথা শুনে সোনিয়ার মুখ আরো দৃঢ় এবং শক্ত হলো। এবার সে একটু অধৈর্য হয়ে বললো ঃ রাজা আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলার দরকার মনে করি। ডিকি জনের কাছে যে ডকুমেন্টগুলো আছে সে ডকুমেন্টগুলো আমার দরকার। আর এ ডকুমেন্টগুলো আমি যত শিগগির পারি যোগাড় করতে চাই। কারণ, যদি কোন দুর্ঘটনায় ডিকি জনের মৃত্যু হয় তাহলে এই সব ডকুমেন্টগুলো পুলিসের হাতে গিয়ে পড়বে। আর তার পরিণাম কী হবে তুমি জানো? বাবার জীবন বিপন্ন হবে।

ঃ অবিশ্যি বাবার জীবন যদি বিপন্ন হয় তাহলে তুমি কিংবা আংকেল জন রেহাই পাবে না। বাবা জেলখানায় যাবার আগে তোমাদের দুজনের জীবন বিপন্ন হবে।

আমি হাসলুম। প্রথমে মৃদু হাসি, তারপর একটানা হাসতে লাগলুম।

আমার মুখে হাসি দেখে সোনিয়া বিরক্ত বোধ করলো। বললো : হাসছো কেন? আমি তোমার সঙ্গে নিছক ঠাট্টা করছিনে।

: না, তুমি ঠাট্টা করছো না বটে তবে তুমি আমার কাছে সেকেন্ড-হ্যান্ড মাল বিক্রী করবার চেষ্টা করছো। মানে ডিকিজন ইচ্ছে করলে আমাকে নিজের মুখেই বলতে পারে যে আমার কলকাতা থেকে কেটে পড়া হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু —

: কিন্তু কী? সোনিয়া ব্যগ্র হয় জিজ্ঞেস করলো।

: ডিকি জনের সঙ্গে আমার আলোচনা, বোঝাপড়া করা দরকার।

সোনিয়া আমার জবাবে সন্তুষ্ট হলো না। শুধু বললো : ডিকি জনের ভাষা অস্পষ্ট নয়। ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। তাই আমার মারফত তোমাকে এ খবর পাঠিয়েছে। এ খবর সেকেন্ড-হ্যান্ড খবর নয়। ধরে নিতে পারো এ হলো ডিকি জনের কথা।

: ডিকি জনের খবরের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু তার নির্দেশানুযায়ী কাজ করবো কি না তার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দিতে পারব না। তবে একটা কথা তোমাকে বলে রাখা দরকার। ডার্লিং রাজা কারু চোখ রাঙানিতে ভয় পায় না। আর ডিকি জনের কথায় কখনও কাজ করতে পেছপাও হবে না। থ্যাংকস, গুড নাইট।

আমি সোনিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

রাত প্রায় তখন তিনটে।

*　　　　*　　　　*

পরের দিন আমার ঘুম যখন ভাঙল তখন প্রায় দশটা।

বিছানায় শুয়ে আমি গতরাত্রের ঘটনাগুলো স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম। প্রথমেই মনে পড়লো, আমি বেশ মদ গিলেছিলুম। চীনে বাজারের ধেনো মদ আর বিলেতি স্কচ্ খেয়ে আমার নেশাও অল্প-বিস্তর হয়েছিলো। তারপর মনে পড়লো, আমি ডিকি জনের সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে ছটুর বন্ধু লি পিয়াং-এর শরণাপন্ন হয়েছিলুম। লি পিয়াং-এর আস্তানা থেকে আমি চীনে পাড়ার এক বারে বসে 'মা কালী'র সরবৎ খেয়েছিলুম।

: কিন্তু—বারে ঢুকবার সময় আমাকে দু-জন লোক আক্রমণ করেছিলো। ওরা কে? কে ওদের আমার কাছে পাঠিয়েছিলো?

আমার সোনিয়ার কথা মনে পড়লো। সোনিয়া ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করেছে এবং আমি তার সঙ্গে যে দেখা করতে এসেছি এ কথা ডিকি জনকে বলেছে। তাই ডিকি জন আমাকে আক্রমণ করবার জন্যে দু-জন ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়েছিলো।

গিদোয়ানী ঠিক আন্দাজ অনুমান করেছিলো। গিদোয়ানী আমাকে

বলেছিলো, ডিকি জন তোমাকে কলকাতা থেকে সরাতে চায়। রাত্রি বেলা সোনিয়া একথা আরো স্পষ্ট করে বলেছে। 'ইউ মাস্ট গেট আউট অব ক্যালকাটা টুমরো বাই টুয়েলভ'।

আমি ঘড়ির দিকে তাকালুম। সাড়ে দশটা—বারোটা বাজবার আর মাত্র দেড় ঘন্টা বাকী আছে। আমাকে বলেছে যদি তিনদিনের মধ্যে আমি কলকাতা ছেড়ে না যাই তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হবে।

আমি মনে মনে ভেবে দেখলুম, আমার হাতে এখনও সময় আছে। বাহাত্তর ঘন্টা পার হবার আগে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে হবে। জানতে হবে, ডিকি জন আমাকে কলকাতা থেকে তাড়াতে চায় কেন? আর ডিকি জন ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম আমার কাছে বিক্রী করবার জন্যে কতো টাকা চায়। বাবু জাভেরী ডকুমেন্টগুলো ফিরে পাবার জন্যে দশ লাখ টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। আমি ডকুমেন্টগুলো ফিরে পাবার জন্যে কতো দেবো? দশ লাখ? টু মাচ।

আমি মনে মনে ঠিক করলুম, ডকুমেন্টগুলো ফিরে পাবার জন্যে এবং তার দাম কমাবার জন্যে ডিকি জনকে ব্ল্যাকমেল করতে হবে। ব্ল্যাকমেলারকে ব্ল্যাকমেলিং করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। আমি জানতুম যে বোম্বাই-এর বাজারে ডিকি জনের প্রচুর দেনা আছে। আর পাওনাদাররা এখনও জানতে পারেনি যে ডিকি জন বেঁচে আছে। যদি ওরা জানতে পারে যে ডিকি জন বহাল তবিয়তে কলকাতায় সুখের জীবন যাপন করছে তাহলে ওরা সবাই এক্ষুণি কলকাতায় চলে আসছে। কিন্তু আমি ডিকি জনকে বলতে পারি যে তার আত্মগোপনের কথা পাওনাদারদের বলবো না শুধু এক সর্তে। গোপনীয় ডকুমেন্টগুলো আমার চাই। আর এ ডকুমেন্টের দাম হিসেবে আমি ডিকি জনকে পাঁচলাখ টাকা দেবো।

যদি ডিকি জন আমার প্রস্তাবানুযায়ী কাজ না করে তাহলে ওর বোম্বাই-এর পাওনাদারদের খবর দিতে হবে যে ডিকি জন ওদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে। আমি বিছানা থেকে উঠলুম। ডিকি জনের নির্দেশানুযায়ী দুপুর বারোটার মধ্যে কলকাতা ছেড়ে যাবার কোন ইচ্ছে আমার ছিলো না। বরং আমি ঠিক করলুম, আজকের মধ্যে আমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবো।

আর এ কাজের জন্যে গিদোয়ানীর সাহায্য নিতে হবে।

গিদোয়ানী আমাকে তার বাড়ীর নম্বর দিয়ে ছিলো। আমি সেই নম্বরে টেলিফোন করলুম। অপর প্রান্ত থেকে মেয়েলি কন্ঠস্বর ভেসে এলো।

ঃ হ্যালো।

ঃ ক্যাপ্টেন গিদোয়ানী প্লিজ—

কিছুক্ষণের জন্যে অপর প্রান্ত থেকে কোন জবাব পেলুম না। শুধু চাপা হাসি শুনতে পেলুম। মেয়েটি হাসছে।

ঃ বুঝেছি, তুমি বুবিকে চাইছো?

ঃ বুবি? আমার এই ছোট জবাবে ছিলো বিস্ময়ের সুর।

ঃ বাঃ রে, এইমাত্র যে তুমি বললে ক্যাপ্টেন গিদোয়ানীর সঙ্গে কথা বলবে। ক্যাপ্টেন গিদোয়ানীকে আমি 'বুবি' বলে ডাকি। একটু পরে গিদোয়ানী এসে টেলিফোন ধরলো।

ঃ হ্যালো, হিজ ম্যাজেস্টি কী খবর। আমি জানতুম তুমি আমাকে টেলিফোন করবে।

ঃ বেশ, শোন আমার কথা। আমি আজ ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওর সঙ্গে আমার ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। কোথায় ওর দেখা পাবো বলতে পাবো? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ রাত্রে দেখা করতে হলে আমাদের ব্যারাকপুরে যেতে হবে।

ঃ বেশ, তাহলো বলো ক'টার সময় যাবো।

ঃ দশটার সময়। কিন্তু ব্রাদার এ কাজের জন্যে আমাকে কতো দেবে বলো।

ঃ পাঁচশো।

ঃ হাজার! তার এক পয়সা কম নয়।

ঃ টু মাচ আমি দাঁত চেপে বললুম।

ঃ বিজনেস ইজ বিজনেস। আর তুমি যদি জলপথ দিয়ে ব্যারাকপুরে যাও তাহলে তোমাকে দু'হাজার টাকা দিতে হবে।

আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললুম ঃ জলপথে! তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে গিদোয়ানী।

আমার কথা শুনে গিদোয়ানী হাসলো। তারপর বললো ঃ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়ী করে যাবার অনেক অসুবিধে আছে। হয়তো ডিকি জনের চরেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমাকে খুন করবার চেষ্টা করবে। কাল রাত্রে চীনে পাড়ার কথা তোমার মনে আছে? তোমাকে স্পীড বোটে গঙ্গা দিয়ে নিয়ে যাবো।

গিদোয়ানীর কথার ভেতর যুক্তি খুঁজে পেলুম। আর আমার মনে পড়লো গতকাল রাত্রে ডিকি জনের লোকেরা আমাকে খুন করতে এসেছিলো। কিন্তু ওদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। হয়তো আজ রাত্রে আবার ওরা আমাকে খুন করতে চেষ্টা করবে। বিশেষ করে যখন ডিকি জন জানতে পারবে, আমি ওর নির্দেশানুযায়ী কলকাতা থেকে চলে যাই নি। না সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভালো।

ঃ অল রাইট। আমি তোমার প্রস্তাব মেনে নিলুম। দু'হাজার টাকা তোমাকে দেবো। তুমি আমাকে তোমার মোটর স্পীড বোটে করে ব্যারাকপুরে নিয়ে যাবে ঃ

ঃ তাহলে আমার এখানে রাত দশটার সময় এসো। আমরা এখানে বসে ডিনার এবং কিছু ধেনো ড্রিংক করবো। তারপর হুগলী নদী দিয়ে ব্যারাকপুরে যাবো।

ঃ তোমার 'ওখানে' মানে কী? আমি গিদোয়ানীকে তার কথাটা আরো ব্যাখা বিশ্লেষণ করে বলতে বললুম।

ঃ রিপন্স লেনের পাশে ছোট একটি রেস্তোরাঁ আছে। রেস্তোরাঁর নাম হলো ঃ লাভার্স নেস্ট। তুমি রাত দশটার সময় এখানে চলে এসো। গিদোয়ানী এই কথা বলে জোরে হাসতে লাগলো।

গিদোয়ানীর হাসি থামবার পর আমি বললুম ঃ 'লাভার্স নেস্ট',-বার রেস্তোরাঁর নাম এর আগে কখনও শুনি নি।

আবার গিদোয়ানী হাসতে সুরু করলো। কিছুক্ষণ হাসবার পর গিদোয়ানী বললো ঃ আসলে ওটা বার রেস্তোরাঁ নয়। রেড লাইট এরিয়া। একেবারে 'হট স্টাফ' একেবারে শুকনো লঙ্কা; বড্ডো ঝাল।

* * *

রিপন লেনের লাভার্স নেস্ট খুঁজে বার করবার জন্যে আমাকে রিক্সার সাহায্য নিতে হয়েছিলো। কারণ বড়ো রাস্তা থেকে আমি ছোট গলিতে ঢুকে হিমসিম খেয়ে গেলুম। কী ঘিঞ্জি গলিরে বাবা। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা খেলছে। বুড়ো সাহেব, মেমসাহেবের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলছে। আর যুবতী মেয়েরা সেজেগুজে চাতক পাখীর মতো রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে কখন তাদের বয় ফ্রেন্ডরা মোটর সাইকেল করে আসবে। আমাকে দেখে রাস্তার দু' চারটে ছেলে শিষ দিয়ে উঠলো। বুঝতে পারলুম, ওরা আমাকে প্রেমিকদের মধ্যে গণ্য করেছে। তারপর যখন দু' চারজনকে জিজ্ঞেস করলুম 'লাভার্স নেস্ট' বার কোথায় তখন সবাই জোরে হাসতে লাগলো। কিন্তু কেউ আমার কথার জবাব দিলো না।

বাধ্য হয়ে আমি রিক্সাওয়ালার শরণাপন্ন হলুম।

আমার মুখে লাভার্স নেস্ট নামটি শুনে রিক্সওয়ালা বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখেমুখে ছিলো অবিশ্বাসের দৃষ্টি। আমি কী বলছি? কোথায় যাবো? লাভার্স নেস্ট। রিক্সাওলাকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি আবার স্পষ্ট জোর গলায় বললুম ঃ লাভার্স নেস্ট কোথায় বলতে পারো?

ঃ চলুন, নিয়ে যাবো—রিক্সাওয়ালার মনের বিস্ময় যেন দূর হলো। তবে দু'টাকা ভাড়া দেবেন।

আমি আপত্তি করলুম না। রিক্সাতে উঠে বসলুম। রিক্সাওয়ালা গাড়ী টানতে সুরু করলো। কিন্তু ঠিক এক মিনিট পরে ছোট একটা দোতলা বাড়ীর সামনে এনে রিক্সা দাঁড় করালো। রিক্সাওয়ালার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হলুম। এ কী কাণ্ডরে বাবা! সবেমাত্র রিক্সাতে চেপে বসেছি আর অমনি রিক্সা এক বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। যেখান থেকে আমি রিক্সা ভাড়া করেছিলুম সেখান থেকে বাড়ীটা মাত্র দুপা। আমি বেশ রুক্ষ দৃষ্টিতে রিক্সাওয়ালার দিকে তাকালুম। লোকটা আমাকে আচ্ছা বোকা বানিয়েছে। কিন্তু কী করবো? আজ ওর কাছে খেসারত দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না।

রিক্সাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে আমি বাড়ীর ভেতর ঢুকলুম। একটা লোক আমাকে ঢুকতে দেখে দৌড়ে ছুটে এলো। লোকটি কোন প্রশ্ন করবার আগেই আমি জিজ্ঞেস করলুম: গিদোয়ানী। চৈতরাম গিদোয়ানী—

লোকটি আমার কথার কোন জবাব দিলোনা। শুধু কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

লোকটি কী আমার কথা বুঝতে পারেনি, না চৈতরাম গিদোয়ানী বলে কেউ এই বাড়ীতে থাকে না?

হঠাৎ আমার মনে পড়লো, যে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছিলুম সে আমাকে বলেছিলো যে গিদোয়ানীর নাম হলো বুবি। আমি এবার বললুম: আমি বুবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

: বুবি! মিস্টার বুবি। গুডম্যান। কাম দিস ওয়ে—এই বলে লোকটি আমাকে নিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো।

সরু জীর্ণ কাঠের সিঁড়ি। ঘর অন্ধকার। প্রতিটি সিঁড়ির ধাপ ভালো করে দেখা যায় না। তাই বেশ সতর্ক হয়ে উঠতে লাগলুম। আর কাঠের সিঁড়ির আওয়াজ বেশ ভালো করে শোনা গেলো। আওয়াজ এতো স্পষ্ট হচ্ছিলো যে আমি ভয় পেয়েছিলুম, এক্ষুণি হয়তো সিঁড়িটা ভেঙ্গে পড়বে।

দোতলায় সিঁড়ির পাশেই একটি ঘর। ঘরের সামনে একটি জীর্ণ ময়লা কাপড়ের পর্দা। আমার সঙ্গী ঘরটি দেখিয়ে বললো: বুবি ঘরের ভেতর বসে আছে। তবে ঘরে ঢুকবার সময় একটু সাবধানে যাবেন। বুঝতেই তো পারছেন ওরা দুজনে হয়তো—

সঙ্গী তার কথা শেষ করলো না। শুধু চোখ টিপে আমাকে ইসারায় বললো: সঙ্গীকে বুঝতে পারছেন।

আমি পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে গলার স্বর উঁচু করে বললুম: গিদোয়ানী! বুবি! আমার কথা শেষ হবার আগেই গিদোয়ানী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো: ওঃ ইয়োর ম্যাজেষ্টি। তারপর

নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো ঃ ঠিক দশটা বাজে। না ইয়োর ম্যাজেস্টি, তুমি ভারী পাংচুয়াল। চলো আমার বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। এই কথা বলে গলার স্বর নীচু করে বললো ঃ তোমার জন্যে একজন একস্ট্রা রেখেছি। দেখতে ভালো।—অ্যাংলো।

কিন্তু ঘরের ভেতর ঢুকে আমার চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেলো। গিদোয়ানীর বান্ধবী দেখতে মোটা, একেবারে পাঁচ নম্বরী ফুটবল। তাকে জড়িয়ে ধরা সহজ কাজ নয়। আর এই পাঁচ নম্বরী ফুটবলের পাশে একটি রোগা লিকেলিকে মেয়ে বসেছিলো। একেবারে হারগিলে চেহারা। আমি গিদোয়ানীর রুচি দেখে বিস্মিত, অবাক হলুম।

মেয়ে দুটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে গিদোয়ানী বললো ঃ আমার ফ্রেন্ড রাজা। আমি অবশ্যি ওকে ইয়োর ম্যাজেস্টি বলে ডাকি। আর এরা দুজন হলো আমার বান্ধবী।—রোজা এবং লিজা। ইউ লাইক দেম?

আমি গিদোয়ানীর মুখের উপর তার রুচি এবং পছন্দের নিন্দে করতে পারলুম না। শুধু জবাব দিলুম ঃ আই অ্যাম অন ডিউটি, গিদোয়ানী। আর আমি যখন ডিউটি করি তখন মেয়ে কিংবা মদের প্রতি আমার কোন ঝোঁক থাকে না। গিদোয়ানী আমার কথা শুনে মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে বললো ঃ রাজা কী বলছে শুনেছ? নো গার্ল—নো ওয়াইন। রোজা মুখ গম্ভীর করলো। তারপর শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো ঃ তুমি কী করো? পাদ্রী?

ঃ না আমি পাদ্রী নই, ব্যবসায়ী। তবে আমি গলা কাটার ব্যবসা করিনে। ভদ্দরলোকের ব্যবসা করি—আমি রোজার কথার জবাব দিলুম। আমার কথায় রোজা সন্তুষ্ট হলো কিনা জানিনে তবে তার মুখে খানিকটা হাসি ফুটে উঠলো। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম ঃ হাসছো কেন?

ঃ ভদ্দর লোকের ব্যবসা করলে তুমি বুবির সঙ্গে ব্যবসা করবে কী করে? ওর ধম্মো হলো অন্যের গলা কাটা—লিজা এতোক্ষণ তার মুখ খোলেনি। এবার রোজার কথায় সুর মিলিয়ে ঃ না, না গলা কাটা বুবির ব্যবসা নয়। ওর ব্যবসা হলো অন্যের পকেট কাটা এই বলে রোজা এবং লিজা দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

গিদোয়ানী ঘরের ভেতরে গিয়েছিলো। মেয়েদের উচ্চ হাসি শুনে বাইরে চলে এলো। তার হাতে ছিলো ধেনোর বোতল ঃ

ঃ হাসছো কেন? বেশ একটু রুক্ষ স্বরেই গিদোয়ানী জিজ্ঞেস করলো। দেখতে পাচ্ছো না আমাদের কাছে একজন 'রেসপেক্টেবল গেস্ট' এসেছে?

রোজা—লিজার হাসি বন্ধ হলো। আমি গিদোয়ানীর কথার জবাব দিলুম ঃ ওরা সবাই বলছিলো লোকঠকানো তোমার ব্যবসা।

গিদোয়ানী আমার কথা শুনে রাগ কিংবা বিচলিত হলো না। বরং ধেনোর বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে জবাব দিলো : লোকদের ঠকাই বলেই তো মেয়েদের পুষতে পারি।

তারপর রোজা এবং লিজাকে দেখিয়ে বললো : এদের পোষা সহজ কাজ নয়। আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

*   *   *

প্রায় পৌনে দশটার সময় আমি এবং গিদোয়ানী গঙ্গার ধারে এলুম। গিদোয়ানী বললো : রাজা, ডিকি জন শয়তান। তুমি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গেলে ওর লোক মাঝ রাস্তায় তোমাকে ধরতো। রাস্তা দিয়ে ডিকি জনের ব্যারাকপুরের আড্ডায় যাওয়া নিরাপদজনক নয়। বরং আমার স্পীড বোটে ব্যারাকপুরে নিয়ে যাবো।

আমি গিদোয়ানীর প্রস্তাব গ্রহণ করলুম। ফোর্ট উইলিয়ামের পাশে ছোট একটি ঘাটে গিদোয়ানীর স্পীড বোট বাঁধা ছিলো। গিদোয়ানী আমাকে বললো : দিনের বেলায় স্পীড বোট দিয়ে গাধা বোট, বড়ো বড়ো নৌকা, ফ্ল্যাট টানি। রাত্রি বেলায় স্পেশাল 'এসাইনমেন্ট' করি।

স্পীড বোটটি ছোট, পুরানো। গায়ের উপর নাম লেখা আছে : প্রেম দরিয়া। নামটি পড়ে হাসলুম। আমাকে হাসতে দেখে গিদোয়ানী বললো : কী করবো ব্রাদার। স্পীড বোটের এ নাম না দিয়ে উপায় ছিলো না। প্রায় রাত্রে আমি স্পীড বোটে করে 'হনিমুন' পার্টি নিয়ে যাই।

প্রথমে গিদোয়ানীর কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। গিদোয়ানী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো যে আমি ওর কথার অর্থ বুঝতে পারিনি! গিদোয়ানী এবার ব্যাপারটা আরো একটু খুলে বললো : স্পীড বোটের নাম কেন 'প্রেম দরিয়া' দিয়েছি জানো। ধরো এই শহরে তুমি যদি কোন মেয়ে কিংবা কারু বউর সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করবে, তাহলে কোথায় প্রেম করবে? কারু বাড়ীতে কিংবা ফ্ল্যাটে পর্দা টেনে প্রেম করবার অনেক বাধা বিপত্তি আছে। মেয়েদের অভিভাবকেরা আছেন, বিবাহিতা মহিলার স্বামী আছে আর আছে লাল বাজারের 'ভাইস স্কোয়াড।' না এদের সবার চোখে তুমি সহজে ধুলো দিতে পারবে না! কোথায় গিয়ে লুকিয়ে প্রেম করবে? আমার এই প্রেম দরিয়া স্পীড বোট এক রাত্রির জন্যে ভাড়া করলে, তারপর মাঝ গঙ্গায় বান্ধবীর সঙ্গে প্রেম করলে—কেউ তোমার অবৈধ কাজ কর্মের খবর টের পেলো না। তাই অনেক ভেবে স্পীড বোটের নাম দিয়েছি 'প্রেম দরিয়া।'

: আমার স্পীড বোটের বয়স হয়েছে বটে কিন্তু কাজ করে ভালো। দিনের

বেলায় স্পীড বোটা দিয়ে গাদা বোট টানি। আর রাত্রির বেলা হয় স্মাগলিং কিংবা প্রেমের কাজ কারবারের জন্যে ব্যবহার করি।

ঃ ইয়োর ম্যাজেস্টি, আমার স্মাগলিং-র কাজ করবার আরো বৈচিত্র্যময়। কাস্টমসের কর্তারা ঘ,ণাক্ষরেও টের পাবেন না যে আমি কোথা থেকে কী করে বেআইনী মাল নিয়ে আসছি।

ঃ তুমি জানো রাজা, গঙ্গার বাইরে সমুদ্রে কিছুক্ষণের জন্যে জাহাজগুলো দাঁড়ায়। আর আমার কাজ হলো গাদা বোট টানবার জন্যে গঙ্গার চারদিকে চক্কর কাটা। এই চক্কর কাটবার সময় আমি টুক করে সবার অজান্তে ঐ জাহাজগুলো থেকে মাল নিয়ে আসি। বেশী কিছু নয়। কাসুমার গুডস, মেয়েদের প্রসাধন, লিপস্টিক, রুজ ইত্যাদি। আর এ জিনিষগুলো কলকাতার নিয়ু মার্কেটে বিক্রী করি!

ঃ জাহাজের কাপ্তেন এবং নাবিকদের সঙ্গে আমার লাভের বখরা থাকে। ওরা যখন বন্দরে এসে নোঙ্গর কাটেন তখন ওদের পয়সার প্রয়োজন হয়। আমি লাভের থেকে একটা অংশ দিই। এই টাকা দিয়ে ওরা কলকাতা শহরে ফুর্তি করেন। ওদের লাভ হলো। আমারও পয়সা হলো।

গিদোয়ানী একটানা কথা বলে কিছুক্ষণের জন্যে থামলো। আমি মনে মনে গিদোয়ানীর প্রশংসা করলুম। স্বীকার করলুম যে পয়সা রোজগার করবার ফন্দী ফিকির গিদোয়ানী জানে।

গিদোয়ানী আবার বলতে শুরু করলো। কিন্তু রাদার নোংরা কাজ করে যে টাকা রোজগার করি সে টাকা গঙ্গার জলে যায়। একটি পয়সাও বাঁচাতে পারি নি। পকেটে পয়সা এলো অমনি ট্যাঁক থেকে পয়সা বেড়িয়ে গেলো। কী করবো বলো ঃ কম মেয়েকে তো আর পুষতে হয় না।

এই কথা বলে গিদোয়ানী দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর আবার বলতে লাগলো ঃ রোজা, লিজা, আনা, সবার খাই মেটাতে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেলো।

কথা বলতে বলতে আমরা স্পীড বোটে উঠলুম। প্রেম দরিয়া স্পীড বোটটি পুরনো। প্রথমে দেখে বুঝতে পারিনি যে এই স্পীড বোট চলতে পারবে। কারণ, গিদোয়ানী ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ করুণ আর্তনাদ করে উঠলো। স্পীড বোট চললো না। গিদোয়ানী আমার দিকে তাকিয়ে বললো ঃ প্রেম দরিয়ার মেজাজটি ভালো নেই। বোধ হয় হার্টের ব্যারাম হয়েছে। আর স্পীড বোটের হার্ট মানে ইঞ্জিন। দাঁড়ান দেখি যন্ত্রের কী হলো।

গিদোয়ানী ইঞ্জিনের দু'চারটে যন্ত্র ধরে নাড়াচাড়া করলো। তারপর আবার হেসে বললো ঃ রাজা তোমাকে দেখে ব্যাটার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিলো। অই প্রথমে নড়তে চায়নি। এখন ঠিক আছে।

এবার ইঞ্জিন স্টার্ট নিলো।

চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে আমাদের স্পীড বোট ব্যারাকপুরের দিকে চললো।

*　　　　*　　　　*

স্পীড বোট থেকে আমি গঙ্গার দুপাশের দিকে তাকালুম।

বিচিত্র শহর কলকাতা।

গঙ্গার বুক থেকে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে এই শহরের আর একটা রূপ আছে যা সহজে কারু চোখে পড়ে না। আর যেমন হলো শহরের কান্না হাসি, তার ভালোবাসা, প্রেম। এই শহরের এমন একটা যাদু মোহিনী মায়া আছে যা দিয়ে শহর সবাইকে আঁকড়ে ধরে।

: কলকাতায় আসে বিদেশীরা, বাইরে থেকে বন্যার স্রোতের মতো। এসে গালমন্দ দেয়, বলে : ক্যালকাটা ইজ ডেড। কিন্তু এ শহর হলো চির প্রশান্ত বটগাছ। ওদের কথা শুনে হাসে। সবাইকে আশ্রয় দেয়, রক্ষা করে ভালোবাসে, জড়িয়ে ধরে। সবাই ভুলে যায় যে, কলকাতা বার্দ্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে পেঁছেছে। কিন্তু সবার কাছে আজোও কলকাতা চিরনতুন চিরযৌবনা।

আজ আমাদের স্পীড বোট যখন দ্রুতগতিতে ব্যারাকপুরের দিকে যাচ্ছিলো তখন আমি যেন কলকাতার নতুন রূপ দেখতে পেলুম। আমার মনে হলো কলকাতা ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছে। তাই শহরের আলোগুলো ঝক্‌মক করছে।

ব্যারাকপুরে পেঁছুতে আমাদের ঘণ্টা দেড়েক নিলো। কয়েকটা জুট মিল পার হয়ে আমরা একটি হাউস বোটের কাছে এসে পেঁছলুম। গিদোয়ানী বললো : দেখতে পাচ্ছো।

: কী? আমি গঙ্গার দু'পাশের রূপ দেখতে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। গিদোয়ানীর ডাকে আমার চিন্তার রেশ ছিন্ন হলো।

: দেখতে পাচ্ছো ডিকি জনের হাউস বোট। আসলে ইচ্ছে করে ডিকি জন হাউস বোটে বসে তার নোংরা কাজ কারবার করে। কেউ জানতে পারবে না ওখানে বসে ডিকি জন কী করছে। কার সঙ্গে দেখা করছে। ডিকি জন হাউস বোটে বসে সবার চোখে ধুলো দিয়ে কাজ করে।

আমাদের স্পীড বোট হাউস বোটের কাছে এসে পেঁছুল। কিছুক্ষণের জন্যে জলের শব্দ আর ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলুম না। হঠাৎ হাউস বোট থেকে কর্কশ গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম : কে?

: আমার নাম রাজা, জুহুরে রাজা। আমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চাই : আমার জবাব শুনে এক মুহূর্তের মধ্যে হাউস বোটের বাতিগুলো

জ্বলে উঠলো। আমার মনে হলো, হাউস বোটের ভেতর কয়েকজন লোক চলাফেরা করছে। হয়তো ওরা নিজেদের ভেতর কথাবার্তা বলছে।

কিছুক্ষণ পরে হাউস বোট থেকে একটি মোটা গলার জবাব শুনতে পেলুম। এখানে ডিক জন বলে কেউ থাকে না। আপনারা আমাদের বিরক্ত করবেন না।

আমি নাছোড়বান্দা। গিদোয়ানীকে বললুম ঃ হাউস বোটের কাছে স্পীড বোট নিয়ে চলো। গিদোযানী অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালো। ওর চাউনি দেখে বুঝতে পারলুম, হাউস বোটের কাছে ওর যাবার বিশেষ ইচ্ছে নেই। হয়তো ওর মনে ভয় ঢুকেছে। আমি ওর মনে সাহস দিয়ে বললুম ঃ বিপদ নেই। চলো।

ঃ ব্রাদার সাহস দেখিয়ে লাভ হবে না। অনর্থক বিপদ ডেকে আনবে।

আমি বললুম ঃ তুমি ভয় পাচ্ছো ?

গিদোয়ানী শুকনো হাসি হাসলো। বললো ঃ ঠিক ভয় নয়। তবে কী জানো, আমি পুলিসকে এড়াতে চাই। আমার পেশা কী জানো তো? স্মাগলিং। আমাকে নিয়ে যদি পুলিস টানা হ্যাঁচড়া করে তাহলে আমার ব্যবসা লাটে উঠবে···

এই কথা বলে গিদোয়ানী আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি চুপ করে রইলুম। কোন জবাব দিলুম না।

ঃ আমার আসল ভয় কী জানো রাজা। আমি জেলখানার ভাত খেতে চাইনে·· ইতিমধ্যে আমাদের স্পীড বোট এসে হাউস বোটের কাছে থামলো। প্রথমে আমি হাউস বোটের ভেতর পা দিলুম। গিদোয়ানী আমার পেছু পেছু এলো। কিন্তু বোটের ভেতর পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ পেলুম ঃ জেন্টেলমেন ঃ আপনারা আর এগোবেন না। যদি হাউস বোটের ভেতর ঢুকবার চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের বাধ্য হবে গুলি করতে হবে।

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

*　　　*　　　*

সত্যি কথা বলবো, কিছুক্ষণের জন্যে আমরা দুজনেই চিন্তাশক্তি হারিয়েছিলুম। নিস্তব্ধ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। কথা বলতে পারিনি। কিছুক্ষণ পরে আমার সম্বিত ফিরে এলো।

ঃ আমি ডিক্ জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ওর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন।

ঃ ইমপসিবল! আপনাকে বলেছি যে ডিক জন এখানে নেই।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। নড়বার কোন লক্ষণ দেখালুম না।

গিদোয়ানী আমার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বললো ঃ রাদার এখনও সময় আছে। চলো ফিরে যাই।

লোকটি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখে মুখে কঠিন দৃঢ়তার ভাব দেখতে পেলুম। তবু আমার মনে হলো, লোকটি হয়তো দোমনা হয়েছে। ভাবছে, কী করবে ? সত্যি কী ডিকি জনকে ডেকে দেবে ?

লোকটি এবার চীৎকার করে তার এক সঙ্গীকে ডাকলো। কিন্তু হাউস বোটের ভেতর থেকে কোন জবাব পেলো না। আমাকে বললো ঃ আপনারা এখানে প্রতীক্ষা করুন। আমি এক্ষুনি আসছি। খবরদার হাউস বোটের ভেতরে যাবার কোন চেষ্টা করবেন না।

এই কথা বলে লোকটি হাউস বোটের দিকে চলে গেলো।

গিদোয়ানী আমাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো ঃ কী বললো ?

ঃ হয়তো ডিকি জনের সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে গেছে।

গিদোয়ানী আবার ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো ঃ তোমাকে আবার অনুরোধ করছি রাদার। এখনও সময় আছে। বিপদটা ঘোট পাকাবার আগে পালানই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি গিদোয়ানীর কথার কোন জবাব দিলুম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। নীরব নিস্তব্ধ রাত। শুধু জলের মৃদু কুলকুল শব্দ ভেসে আসছে।

আমিও ভাবতে লাগলুম লোকটি কোথায় গেছে। তাহলে কী ডিকি জন হাউস বোটে লুকিয়ে আছে ? সে কী জানতে পেরেছে যে তার পুরানো বন্ধু জহুর রাজা আবার তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ? ডিকি জন কী খবর পেয়েছে আমি কেন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি ? আমার চিন্তায় বাধা পড়লো। গিদোয়ানী তার মুখ খুললো। বললো ঃ রাদার আমাদের স্পীড বোটের ইঞ্জিন এখনও চলছে। তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমি স্পীড বোটে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।

ঃ আমি গিদোয়ানীর কোন কথার জবাব দেবার আগে লোকটি আবার ফিরে এলো। তার রিভলবারটি উঁচু করে বললো ঃ আমার সঙ্গে চলুন। কিন্তু একটি কথা আপনাদের দুজনকে বলে দিচ্ছি। চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে বিপদ হবে।

ঃ আমি গিদোয়ানীর মুখের দিকে তাকালুম। দেখতে পেলুম তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমি কিছুটা সাহস দিয়ে বললুম ঃ ভয় পাবার কিছু নেই।

গিদোয়ানী কোন জবাব দিলো না। আমার সঙ্গে সঙ্গে হাউস বোটের ভেতর এলো।

আমরা তিনজনে একটা সিঁড়ি দিয়ে হাউস বোটের নীচে নামলুম। তারপর একটা কামরার কাছে এসে লোকটি বললোঃ তোমরা দুজনে ভেতরে যেতে পারো। কিন্তু তোমাদের দুজনকেই সতর্ক করে দিচ্ছি। শয়তানি করবার চেষ্টা করো না। তাহলে প্রাণ নিয়ে খেলা করবে!

ঃ আমি হেসে জবাব দিলুম। এই বান্দা প্রাণের ভয় কখনও করেনি। আমরা যে ঘরটির ভেতর ঢুকলুম সে ঘর দেখেই বুঝতে পারলুম যে ঘরটি হলো ড্রয়িং রুম। বিলেতি আসবাবে সাজান-গোছান। দামী কাশ্মীরি কার্পেট দিয়ে পুরো ঘর ঢাকা হয়েছে। দেয়ালে কয়েকটি অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবি টাঙ্গান হয়েছে।

ঃ আমি একটি সোফাসেটীতে গিয়ে আরাম করে বসলুম। গিদোয়ানী দরজার সামনে একটি চেয়ারে বসলো। তারপর পকেট থেকে সম্ভাদরের সিগারেট বের করে ধরালো। সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে দেখে আমি বুঝতে পারলুম যে গিদোয়ানী শুধু বিচলিত নয়, বেশ কিছুটা ভয় পেয়েছে।

হঠাৎ মেয়েলি পদশব্দে আমার চিন্তাধারা ছিন্ন হলো। তাকিয়ে দেখলুম, একটি সাতাশ-আঠাশ বছরের মেয়ে ঘরের ভেতর ঢুকেছে।

মেয়েটিকে সুন্দরী বলবো না তবে তার চেহারার ভেতর একটি সেক্স মাদকতা, আছে যা পুরুষকে আকর্ষণ করে। আমি একটু অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমার জানবার ইচ্ছে হলো মেয়েটি কে? ওর সঙ্গে ডিক জনের কী সম্পর্ক? আমি ডিক জনের সঙ্গে দেখা করতে এলুম। কিন্তু তার পরিবর্তে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো।

ঃ মিস্টার রাজা? মেয়েটির কণ্ঠস্বরে মুরুব্বিব এবং আদেশের রেশ ছিলো।

আমি ইচ্ছে করে সোফাসেট থেকে উঠে দাঁড়ালুম না। শুধু পা নাচাতে নাচাতে জবাব দিলুমঃ দ্যাটস মী। বলুন—

মেয়েটি এবার গিদোয়ানীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ আপনার বন্ধু?

আমি মাথা নেড়ে বললুমঃ হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন গিদোয়ানী উনি এক মস্ত বড়ো জাহাজের ক্যাপ্টেন।

ঃ কোন জাহাজের? মেয়েটি ছোট প্রশ্ন করে তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটি সিগারেট হোল্ডার বের করলো। তারপর হোল্ডারে একটি বিলেতি সিগারেট ঢুকিয়ে সিগারেটে আগুন ধরালো।

আমি চট্ করে জবাব দিলুম না। কিছুক্ষণ মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমার জানবার ইচ্ছে হলো মেয়েটি এই ধরনের প্রশ্ন করছে কেন? আমি কী এর প্রশ্নের জবাব দেবো—না চুপ করে থাকবো?

ঃ প্রেম দরিয়া। আমি ছোট জবাব দিলুম।

মেয়েটির মুখে মিষ্টি হাসির রেখা দেখা দিলো।

ঃ প্রেম দরিয়া, না নামটি আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। আমার স্বামীর মুখে প্রেম দরিয়ার নাম শুনেছিলুম। কিন্তু আমার যতোদূর মনে পড়ে উনি বলেছিলেন যে প্রেম দরিয়া হলো স্মাগলিংএর স্পীড বোট—কোন জাহাজ নয়।

আমি মেয়েটির কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলুম। মনে মনে ঠিক করলুম ওর কথার জালে পা দেবো না। আমার জানতে হবে ডিকি জনের সঙ্গে মেয়েটির কী সম্পর্ক? আমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চাই কিন্তু তার পরিবর্তে মেয়েটি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে কেন?

ঃ আপনি কে? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ এই প্রশ্নের জবাব দেয়া কী প্রয়োজন? আমি কে এবং আমার কী পরিচয় আপনি নিশ্চয় জানেন। আমার নাম লিলি ডিকি জন। মেয়েটির জবাবে রুক্ষতার আভাষ ছিলো।

ঃ ডিকি জন কোথায়? আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—আমি আবার মেজাজী সুরে জিজ্ঞেস করলুম।

আপনাকে আগেই বলা হয়েছে যে ডিকি জন এই হাউস বোটে নেই। আপনি অনর্থক আমাদের বিরক্ত করছেন।

ঃ বেশ বলুন, আমি কখন এবং কোথায় ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে পারবো—আমি সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নই। কোন একটি মেয়ের চোখ রাঙানীতে ভয় পাইনে।

ঃ মিস্টার রাজা—এবার লিলি ডিকি জন তার মুখ থেকে সিগারেট হোল্ডারটি বের করে বলতে শুরু করলেন: মিস্টার রাজা, আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন। আপনার কাছে গতকাল আমার স্বামী একটি খবর পাঠিয়েছিলেন। আর সেই খবরে আপনাকে বলা হয়েছিলো: ইউ মাস্ট লীভ ক্যালকাটা।

আমি লিলি ডিকি জনের সমাপ্ত কথাটি লুফে নিয়ে জবাব দিলুম: হ্যাঁ, আমি খবরটি পেয়েছি। খবরে আরো বলা হয়েছিলো, এই শহর থেকে চলে যাবার জন্যে আমাকে বাহাত্তর ঘন্টা সময় দেয়া হয়েছে। বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা কেটে গেছে। আমার হাতে আরো আটচল্লিশ ঘন্টা আছে। এই সময়ের মধ্যে আমি ডিকি জন—মানে আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

লিলি ডিকি জন আবার জোরে মাথা ঝাকুনি দিলেন। বললেন: সরি! ইমপসিবল, আমার স্বামী আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না।

লিলি ডিকি জন তার সিগারেটে টান দিয়ে মুখ থেকে ধোঁয়া বের করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললুম না। আমি ভাবতে লাগলুম লিলি ডিকি জনের কথার কী জবাব দেবো।

গিদোয়ানী এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো : ব্রাদার আর দেরী করে লাভ নেই। কিছু ফল হবে না। ডিকি জন যখন বলেছেন যে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন না তখন এখানে আর দেরী করে লাভ কী ?

: আমি গিদোয়ানীর কথার জবাব দিতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু লিলি ডিকি জন আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন : আপনার বন্ধু আপনার চাইতে বুদ্ধিমান এবং সেয়ানা। আপনি ওর কথানুযায়ী কাজ করলে নিজের জীবনকে বাঁচাতে পারবেন।

আমি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললুম : আপনার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। নিজের জীবনকে কী করে বাঁচাতে হয় আমি জানি। কিন্তু ডিকি জনের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।—দুটো কারণে।

: কী কারণ বলুন ? লিলি ডিকি জন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কারণ দুটো আমাকে বলতে পারেন ? প্রয়োজন হলে আমি আমার স্বামীকে কারণগুলো বলবো।

: বেশ আপনি যখন কারণ জানতে চাইছেন তখন কারণগুলো আপনাকে বলছি। প্রথমতঃ আপনার জানা দরকার আমি কেন ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছি। ডিকি জনের বাবা সাইমন জন আমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন। পাঠাবার একটা গৌণ উদ্দেশ্য হলো : তিনি ডিকি জনকে একটি খবর দিতে চান।

লিলি ডিকি জন একমন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনছিলো। সাইমন জনের নাম শুনবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় তার চোখ দুটো বড়ো হলো। বুঝতে পারলুম, সাইমন জনের নাম তার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লিলি ডিকি জন তার চোখের ভ্রূ তুলে আমার দিকে তাকালো। ক্ষুধার্তের দৃষ্টি। লিলি ডিকি জন সিগারেটে আর একবার টান দিয়ে মুখ থেকে ধোঁয়ো বার করে রিং তৈরী করতে লাগলো।

: সাইমন জন কী বলে পাঠিয়েছেন ? লিলি ডিকি জন কোন ভণিতা না করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

সাইমন জন বলে পাঠিয়েছেন যে তিন দিনের মধ্যে ডিকি জন তার বাড়ীর সিন্দুক থেকে যেসব জিনিসগুলো চুরি করেছে সে জিনিষগুলো যদি ফেরৎ না দেয়, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য !

: কি জিনিষ ? দেখতে পেলুম এই প্রশ্ন করবার সময় লিলি ডিকি জন তার মনের কোন উত্তেজনা প্রকাশ করলো না।

ঃ কতোগুলো ডকুমেন্ট এবং একটি মাইক্রোফিল্ম।

আমার জবাব শুনে লিলি ডিকি জন খুব জোরে হেসে উঠলো। তার হাসি দেখে আমি অপ্রস্তুত বোধ করলুম। আমার মনে হলো, লিলি ডিকি জন সাইমন জনের কথাগুলোতে একেবারে কান দেননি।

আমার মনে একটু রাগও হলো। তাই মনের উষ্মা প্রকাশ করে বললুম ঃ আপনি জানেন মিসেস ডিকি জন, আপনার স্বামী যদি তার বাবার কথানুযায়ী কাজ না করে তাহলে তিন দিনের বেশী এক মিনিট উনি বাঁচতে পারবেন না। একটা কথা আপনাকে বলা দরকার মনে করি, সাইমন জনের দুজন ডাকসাইটে গুন্ডা আছে। ওদের নাম হলো ঃ তোতন ও লাট্টু। যদি আপনি ওদের দেখতেন তাহলে আজ আপনি অতো জোরে হেসে উঠতে পারতেন না।

ঃ ওরা কী করবে? লিলি ডিকি জন জিজ্ঞেস করলো।

লিলি ডিকি জনের প্রশ্ন করবার ভঙ্গী দেখে আমার মনে হলো, উনি আমার কথা শুনে একটুও ভয় পান নি। আশ্চর্য মেয়ে। আমাকে স্বীকার করতে হলো যে মেয়েটির বুকের পাটা আছে।

ঃ প্রয়োজন হলে অর্থাৎ আপনার স্বামী যদি তার বাবার ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম ফেরত না দেয় তাহলে তাকে খুন করবে। আশা করি আপনি আমার কথাগুলোকে হেসে উড়িয়ে দেবেন না। আপনার স্বামীর জীবন রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন। ওকে বলুন ডকুমেন্টগুলো ফেরৎ দিতে।

লিলি ডিকি জন আমার কথাগুলো বেশ মন দিয়ে শুনলো। তারপর আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বললো ঃ আপনার আর কিছু বলবার আছে?

ঃ না—আমার জবাব ছিলো ছোট সংক্ষিপ্ত।

ঃ আপনি আমার হাউস বোটে এসে যে অভিনয় করে গেলেন সেই অভিনয়ের জন্যে আপনাকে প্রশংসা করছি। আমার ভারী দুঃখ যে আমার স্বামী এই অভিনয় দেখবার সুযোগ পেলেন না।

ঃ আমি অভিনয় করছি না। সাইমন জন তার ছেলের জন্য যে খবর পাঠিয়েছেন সেই খবর আপনাকে দিয়ে গেলুম—

ঃ এ খবর দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঃ আর একটা কথা বলা দরকার মনে করি। আপনি সাইমন জনের কথাগুলোকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না।—

ঃ আমি উড়িয়ে দিই নি। বেশ মন দিয়ে আপনার কথাগুলো শুনেছি। সাইমন জন আপনাকে যে কাজ দিয়েছিলো আপনি সে কাজ করেছেন। আমার স্বামীও আপনাকে একটা কথা বলবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঃ কী কথা?

ঃ আপনি কলকাতায় পৌঁছুবার পর উনি আপনাকে দু'বার এই খবর পাঠিয়েছিলেন। খবরটি খুবই ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ—উনি আপনাকে অবিলম্বে কলকাতা ত্যাগ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি এই নির্দেশে কান দেন নি। বরং ওর কথা তুচ্ছ অবহেলা করে দুঃসাহস দেখিয়েছেন। জীবনের অনেক সময়ে কাপুরুষের অভিনয় করা ভালো। তাহলে জীবনে আরো কয়েকটা দিন বেশী বাঁচা যায়। যাক, আপনি যখন আমার স্বামীর কথায় কান দেন নি তখন আপনাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে আমাকে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।

এতোক্ষণ গিদোয়ানী আমাদের আলাপ-আলোচনা মন দিয়ে শুনছিলো। কোন মন্তব্য করে নি। এবার সে তার মুখ খুললো। একটু ভয়ের কণ্ঠে বললো ঃ ব্রাদার, উনি যা বলছেন সেই অনুযায়ী কাজ করা যাক। এখানে আর দেরী করে লাভ নেই। চলো এখান থেকে কেটে পড়া যাক।

আমি যেন এবার বিপদের গন্ধ পেলুম। বুঝতে পারলুম হাউস বোটে লিলি ডিকি জনের সঙ্গে আর আলাপ-আলোচনা করে লাভ হবে না। বরং আমার বিপদ বাড়তে পারে। আমি বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালুম। কিন্তু দুটি গুণ্ডার মতো লোক এসে আমার পথ রুখে দাঁড়াল।

লিলি ডিকি জন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমার মনে হলো লিলি ডিকি জনের বাইরের সৌন্দর্যের পেছনে আর একটি হিংস্র রূপ আছে। আজ ক্ষণিকের জন্যে এই হাসির ভেতর তার হিংস্রতার আভাষ পেলুম।

ঃ গুড নাইট মিস্টার রাজা। আজ আপনি এতো কষ্ট করে গঙ্গা পার হয়ে আমার হাউস বোটে এসেছেন। আপনাকে ভালো করে আদর-আপ্যায়ন করতে পারলুম না। যাক আমার এই দু-জন লোক অতিথির সেবা করবে··

লিলি ডিকি জন এবার দাম্ভিক চালে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটি লোক এসে গিদোয়ানীর হাত ধরে বললো ঃ পালাবার চেষ্টা করো না। এখানে বসো।

গিদোয়ানী একবার অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালো।

আমি গিদোয়ানীকে বললুম ঃ নেভার মাইন্ড ওরা কী বলে। আমার কথা শোন। চলো।

ঃ নো ব্রাদার, পালাবার চেষ্টা করলে আজ রাত্রে আমাদের দু-জনকে জীবনটা এখানে রেখে যেতে হবে—এই বলে গিদোয়ানী বেশ একটু অসহায়, করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকালো।

ঃ তাহলে কী করবে? এখানে বসে বাঁদর দুটোর অভিনয় দেখবে? আমি ধমকের সুরে বললুম। বুঝতে পারলুম, গিদোয়ানী ভয় পেয়েছে।

ঃ কী করবো বলো। এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করা মানে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনা। দেখতে পাচ্ছো না দরজার সামনে দুটো গুণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে।

গিদোয়ানী মিথ্যে কথা বলে নি। সত্যিই দরজার সামনে দুটো ষণ্ডা লোক দাঁড়িয়েছিলো। ওদের পাশ কাটিয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করা একেবারে বৃথা। মৃত্যু অনিবার্য।

হঠাৎ আমার মনে হলো লোক দু-জনের মধ্যে একজন আমার কাছে এগিয়ে আসছে। আমি প্রমাদ গুণলুম। বুঝতে পারলুম, এবার ওরা আমাকে আক্রমণ করবে, লড়াই শুরু হবে। আমি মারপিটের জন্যে প্রস্তুত হলুম।

অনেক দিন আমি দাঙ্গাবাজীতে মাথা গলাই নি। মারপিট করবার অভ্যেসও প্রায় চলে গিয়েছিলো। কিন্তু আজ নিজের জীবনকে রক্ষে করবার জন্যে আবার প্রস্তুত হলুম।

একটি লোক আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি একটু সরে দাঁড়ালুম। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। আমি আর সময় নষ্ট করলুম না। ওর পেটে লাথি মারলুম। লোকটি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো।

এবার দ্বিতীয় লোকটি আমার কাছে এগিয়ে এলো। আমার হাতের কাছে একটি চেয়ার ছিলো। আমি ওর দিকে চেয়ারটি ছুঁড়ে মারলুম। লোকটি এমনি ধরনের একটি পাল্টা জবাব আশা করছিলো। সে সরে দাঁড়ালো। চেয়ারটি ওর গায়ে লাগলো না। দেয়ালে একটি ছবি ছিলো। ছবিতে গিয়ে লাগলো। ছবি ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে গেলো। লোকটি নিজেকে সামলে নিয়ে হিংস্র বাঘের মতো আমার দিকে ছুটে চলে এলো। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমার পায়ের নীচ থেকে কে জানি কার্পেট টানছে। দেখতে পেলুম যে লোকটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো সে উঠে বসেছে এবং আমার পায়ের নীচের কার্পেটটি ধরে টানছে।

আমি টাল সামালাতে পারলুম না। মাটিতে পড়ে গেলুম। হঠাৎ আমার মনে হলো, একটি লোক আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলুম। আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলুম।

তারপর কী ঘটেছিলো মনে নেই।

* * *

আমার যখন চেতনা এলো তখন দেখতে পেলুম স্পীড বোটে শুয়ে আছি।

ঃ কী ব্যাপার? আমি কোথায়? কিছুক্ষণ পরে গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাসে আমার স্মৃতিশক্তি আরো স্পষ্ট হলো। বুঝতে পারলুম, গিদোয়ানীর স্পীড বোটে শুয়ে আছি আর স্পীড বোট গঙ্গার উপর দিয়ে আস্তে আস্তে চলছে। বাইরে থেকে জলের মৃদু কুলকুল শব্দ আমার কানে ভেসে আসছিলো।

আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু পারলুম না। আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। শরীর দুর্বল বলে মনে হলো।

গিদোয়ানী আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো : ব্রাদার, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করো না। পড়ে যাবে।

: আমি কোথায় ? আমার গলা দিয়ে যেন স্বর বেরুতে চাইলো না।

: বলছি, সব বলছি। তার আগে শরীর চাঙ্গা করে নেবার জন্যে গলায় খানিকটা ধেনো ঢেলে দাও। দেখবে, শরীরে জোর পেয়েছো—এই বলে গিদোয়ানী আমার হাতে একটি ছোট শিশি দিলো। আমি শিশি থেকে মা কালীর রস গলায় ঢেলে দিলুম। দু তিনবার ধেনো দিয়ে গলা ভেজাবার পর আমি যেন বল ফিরে পেলুম। আমি এবার গিদোয়ানীর মুখের দিকে তাকালুম। আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রশ্ন ছিলো : কী ব্যাপার বলো তো ?

: চাঙ্গা হয়েছ ? গিদোয়ানী তার মুখে একটি ছোট মারিউনার সিগার পুরে জিজ্ঞেস করলো।

: কিছুটা, কী ব্যাপার বলোতো ? কী হয়েছিলো ?

: ওরা দুজনে তোমাকে ধরে খুব মার দিলো। তারপর তোমাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিলো।

: খুব বেশী মার দিয়েছিলো ! আমি অবশ্য বেশী বুঝতে পারিনি। কারণ, আমি অনেক আগেই জ্ঞান হারিয়েছিলুম।

: প্রথমে বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি। তুমি একটা লোককে প্রায় মেরে ফেলেছিলে। ওর হাত দুটো মুচরে দিয়েছিলে।

: তাই নাকি ? তাহলে দেখছি, মারপিট করবার বিদ্যেটা এখনও ভুলে যাইনি। বেশ, তারপর কী হলো—আমি আবার জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

: তারপর ওরা দুজনে তোমাকে চেপে ধরলো। তুমি জ্ঞান হারাবার পর তোমাকে কিল লাথি মারতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ তোমাকে ধোলাই দেবার পর তোমাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিলো। আমি তারপর তোমার অচৈতন্য দেহ স্পীড বোটে তুলে নিলুম। দেখতে পাচ্ছো না তোমার শরীর জলে ভিজে গেছে। ড্রিংকস ?

এই বলে গিদোয়ানী আবার ধেনোর শিশিটি আমার কাছে এগিয়ে দিলো।

আমি শিশি থেকে খানিকটা মদ নিজের গলায় ঢাললুম।

: আমার মনে হয় হোটেলে গিয়ে ডাক্তার দেখাও—গিদোয়ানী আমাকে পরামর্শের সুরে বললো।

আমি হাসলুম ! শুকনো হাসি। বুঝতে পারলুম, আমার হাসতে কষ্ট হচ্ছে, তবু হাসলুম।

ঃ ডাক্তার। না, আমাকে হোটেলে ফিরে গিয়ে আরো কয়েকটি জরুরী কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ তোতন—লাট্টুকে—

আমার কথা শেষ হবার আগে গিদোয়ানী বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলো ঃ এই তোতন লাট্টু কে বলো তো? বেশ কয়েকবার ওদের নাম তোমার মুখে শুনলুম।

ঃ তোতন লাট্টু! না ব্রাদার শুধু ওদের নাম বললে এদের সঠিক পরিচয় পাবে না। আসলে ওরা খুনী। প্রফেশন্যাল। পয়সার পরিবর্তে ওরা সব কিছু করতে পারে।

আমার জবাব শুনে গিদোয়ানী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। ওকে চুপ থাকতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলুম। জিজ্ঞেস করলুম ঃ কী ভাবছো ব্রাদার।

ঃ ভাবছিলুম, তোমার কপাল ভালো। তাই আজ তোমার জীবন বেঁচে গেলো। আজ যদি ডিকি জন এ হাউসবোটে উপস্থিত থাকতো—

তাহলে কী হতো, আমি গিদোয়ানীর কথাটি লুফে নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ তাহলে আজ তুমি আর জীবন নিয়ে ফিরতে পারতে না। তোমার মরা দেহের লাস এ হাউস বোটে পড়ে থাকতো। ইউ আব লাকি ব্রাদার ভেরী লাকি……

*　　　*　　　*

পরের দিন প্রায় দশটার সময় আমার ঘুম ভাঙলো। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করলুম। বিছানার এ পাশ থেকে ওপাশ অবধি ফিরতে পারছিলুম না।

একবার ভাবলুম সোনিয়াকে খবর দেবো। গতকাল রাত্রে হোটেলে ফিরে এসে আর সোনিয়ার খোঁজ খবর করিনি। কারু খোঁজ নেবার মতো মানসিক কিংবা শারীরিক অবস্থা আমার ছিলো না। মনে পড়লো, গত রাত্রে যখন হোটেলে ফিরেছিলুম তখন আমার দিকে তাকিয়ে হোটেলের রিসেপশনিস্ট ভেবেছিলো যে আমি বেশ মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলুম। কারণ রিসেপশনিস্ট আমার কাছে এসে বলেছিলো ঃ পুলিস আপানকে ধরেনি তো? আমি ওর কথার কোন জবাব দিইনি।

আজ বিছানায় শুয়ে আমি গতরাত্রের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলুম। গিদোয়ানী আমাকে হোটেল অবধি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলো ঃ ব্রাদার, প্রয়োজন হলে টেলিফোন করো। কিন্তু ভোরবেলা উঠে গিদোয়ানীকে আমার প্রয়োজন হয় নি—প্রয়োজন হয়েছিলো ডাক্তারের।

হোটেলের রিসেপশনে খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আমাকে দেখতে এলেন। দেখবার পর হেসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাল রাত্রে মদটা খুব বেশী খেয়েছিলেন?

: বেশী নয়, তবে কড়া পাকের রস খেয়েছিলুম।

: কোথায় পড়ে গিয়েছিলেন? ড্রেনে—

: না গঙ্গার জলে—আমার জবাব শুনে ডাক্তার অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বলছি কী? মদ খেয়ে গঙ্গার জলে পড়ে গিয়েছিলুম। এ রকম জবাব হয়তো তিনি আমার কাছ থেকে আশা করেন নি। তাই বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন: মশায়ের পেশা কী?

: আমি কবি। কবিতা লিখতে গঙ্গার ধারে গিয়েছিলুম। তারপর বেহুঁস হয়ে গঙ্গার জলে পড়ে গিয়েছিলুম।

ডাক্তার হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। শুধু অবিশ্বাসের হাসি। হেসে একটি কাগজে ওষুধের নাম লিখে দিলো। বললেন: আজ আর বেরুবেন না। বিছানায় শুয়ে থাকুন।

ডাক্তার চলে গেলেন। কিন্তু আমার বিছানায় শুয়ে থাকা হলো না। কারণ কিছুক্ষণ পরে কে জানি দরজা ধাক্কাতে লাগলো।

সোনিয়া!

আমি চীৎকার করে বললুম: কাম ইন। কিন্তু যিনি ঘরের ভেতর ঢুকলেন তাকে দেখে আমি বিস্মিত হলুম। তিনি হলেন রেভিন্যু ইন্টেলীজেন্সের ইনফরমার টোনী ফার্নান্ডেজ।

ফার্নান্ডেজকে যে কলকাতায় দেখতে পাবো কখনই আশা করি নি। ওকে দেখে আমি বেশ অবাক হলুম। টোনী ফার্নান্ডেজ কলকাতায় কী করছে? আর আমি যে পার্ক হোটেলে আছি এ খবর পেলো কী করে?

ফার্নান্ডেজ আমার মুখে বিস্ময়ের ছাপ দেখে জিজ্ঞেস করলো: কী ভাবছো? আমি তোমার ঠিকানা জানলুম কী করে? আর আজ তোমার সঙ্গে কেন দেখা করতে এলুম? বিজনেজ, ব্রাদার, বিজনেস। আর আমি হলুম ইনফরমার। কারু ঠিকানা কী আমার কাছে অজানা থাকে?

তারপর গলার স্বর নীচু করে বললো: আজ কাল কী খাচ্ছো? বিলেতি না ধেনো?

: বিলেতি। মদ খাবার ব্যাপারে আমি অ্যারিস্টোক্রাট।

: বোতল কোথায় ব্রাদার?

: টেবিলের ড্রয়ারে—আমার কথা শেষ হবার আগে টোনী ফার্নান্ডেজ ড্রয়ার খুলে শিভাস রিগ্যালের বোতল বের করলো। তারপর ছিপি খুলে কিছুটা মদ গলার ভেতর ফেলে দিয়ে বললো: বড্ড তেষ্টা পেয়েছিলো। যাক এবার কথা বলা যাক। তোমার কী খবর বলো। ডিক জনের কিছু খবর পেলে?

আমি ফার্নান্ডেজের কথার কোন জবাব দিলুম না। বেশ কিছুক্ষণ ওর

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। হাজার রকমের প্রশ্ন আমার মনের ভেতর এসে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। টোনী ফার্নান্ডেজ আজ আমার কাছে কী চায়? সে কী আবার আমার কাছে পুরানো কাসুন্দী ঘাটবে। বলবে: রাজা সাইমন জন যে ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছিলো সেগুলো আমার দরকার।

কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করবার পর আমি বললুম: ব্রাদার, কলকাতা শহর বোম্বাই থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে। পথ ভুলে তুমি এ শহরে এলে কেন?

টোনী ফার্নান্ডেজ তার গ্লাসে মদ ঢালতে লাগলো। আমার কথার কোন জবাব দিলো না। তারপর জিজ্ঞেস করলো: কিছু খাবে? না আজ তুমি নিরামিষ?

আমি মাথা নাড়লুম। বললুম, আমার শরীরটা ভালো নেই। যাক তোমার কী খবর বলো: কলকাতায় কবে এলে? কোথায় আছো? গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে টোনী ফার্নান্ডেজ বললো: সস্তা হোটেলে। রুম ভাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও ভাড়া পাওয়া যায়। আমি তো তোমার পয়সায় থাকছিনে যে সাহেবী হোটেলে থাকবো।

: তুমি হলে রেভিনু্য ইনটেলীজেন্সের কর্মচারী। তোমার থাকবার খাবার পয়সা সরকার দেবেন।

ম্লান হাসলো ফার্নান্ডেজ।

: তোমার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে। আমি আসলে সরকারের মাইনে করা লোক নই। খবর দিলে পয়সা পাই। ব্যস সরকারের সঙ্গে ঐটুকু আমার সম্পর্ক। যাক এবার বলো কলকাতায় এ কয়দিন কী করলে?

: তোমার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করেছিলুম অর্থাৎ ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি সাকসেসফুল হই নি।

: ডিকি জন কোথায় থাকে? টোনী ফার্নান্ডেজ পকেট থেকে চারমিনার সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটি সিগারেট মুখে পুরলো। তারপর টেবিল থেকে দেশলাই নিয়ে সিগারেটে আগুন ধরালো।

: ঠিকানা জেনে লাভ হবে না। কারণ আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গতরাত্রে গিয়েছিলুম। ওর স্ত্রী আমাকে বলে দিলো যে ওর স্বামী কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। আর বিশেষ করে আমার সঙ্গে তো কখনই দেখা করবেন না।

: ওর স্ত্রী? ফার্নান্ডেজ তার মদের গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমার কথা শুনে গ্লাসটি ঠোঁটের কাছে এনে আবার নামিয়ে নিলো।

: ব্যাস, আসল কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। কলকাতায় ডিকি জন ঘর সংসার পেতেছে। বিয়ে করেছে। বউর নাম লিলি। আর ওর শ্বশুর

কলকাতার একজন বড়ো ট্রেড ইউনিয়ন লীডার। অতএব পলিটিক্যাল নেতারা সবাই ওর হাতের মুঠোয়। এ শহরে ডিকি জন যা কিছু অন্যায় করুক না কেন ওকে কেউ কিছু বলবে না · ···

ঃ ব্যাড। আমি ভেবেছিলুম তুমি ডিকি জনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছ। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর স্ত্রীর ধমক খেয়ে তুমি ফিরে এসেছ।

ঃ শুধু ধমক নয় ব্রাদার, সেই সঙ্গে আরো কিছু প্রহারও বখশিস মিলেছে।

ঃ আরো খারাপ—ফার্নান্ডেজ ছোট মন্তব্য করলো। এখন তুমি কী করবে?

ঃ করবার কিছু নেই। ডিকি জন আমাকে তিনদিনের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে যেতে বলেছে। এর পাল্টা জবাবে আমি বলেছি, তিনদিনের ভেতর যদি ডিকি জন ডকুমেন্টগুলো ফেরৎ না দেয় তাহলে সেগুলো উদ্ধার করবার জন্যে আমাকে অন্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

ফার্নান্ডেজ আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমার কী মনে হয়। ডকুমেন্টগুলো দেবে?

আমি মাথা নাড়লুম। বললুম ঃ জলটা আরো একটু ঘোলাটে হয়েছে। বাবু জাভেরির মেয়ে সোনিয়া আমার সঙ্গে কলকাতায় এসেছে। আমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি বটে কিন্তু সোনিয়া ওর সঙ্গে দেখা করেছে। আর ডিকি জন ওর মারফৎ আমাকে খবর পাঠিয়েছিলো যেন আমি তিনদিনের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে চলে যাই।

ঃ সোনিয়া। ফার্নান্ডেজ শিষ দিয়ে উঠলো। সোনিয়া কলকাতায় কী করছে? কোথায় আছে?

ঃ সোনিয়া কলকাতায় ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সাইমন জন এবং সোনিয়া আমাকে বলেছিলো, ডিকি জনের সঙ্গে ওর দেখা করবার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ওদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা। তোমাকে আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। দু'বছর আগে বাবু জাভেরী তার মেয়ে সোনিয়ার সঙ্গে ডিকি জনের বিয়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন। আর বাবু জাভেরীর ডিকি জনকে জামাই করবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো সাইমন জনকে হাতের মুঠোয় রাখা।

ঃ আমি অবশ্য সাইমন জন এবং সোনিয়ার কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলুম। কিন্তু গতকাল সোনিয়া আমাকে বললো, তার কলকাতায় আসবার আসল উদ্দেশ্য হলো ডিকি জনের কাছ থেকে ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করবার। অর্থাৎ তুমি বলতে পারো আমরা দুজনে একই উদ্দেশ্য নিয়ে

কলকাতায় এসেছি। অবশ্যি আমি সাইমন জনের হয়ে কাজ করছি। আর সোনিয়া তার বাবা বাবু জাভেরীর হয়ে কাজ করছে।

ঃ তোমাকে আর একটা খবর দিচ্ছি ফার্নান্ডেজ। ডিকি জন যেমন তার বাবা সাইমন জনকে ব্ল্যাকমেল করছিলো, তেমনি বাবু জাভেরীকে ব্ল্যাকমেল করে প্রতিমাসে মোটা টাকা আদায় করছিলো। বাবু জাভেরী তার মেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন ডকুমেন্টগুলো কিনে নেবার জন্যে। ভালো দাম দিতে উনি কোন কার্পণ্য করবেন না।

আমার কথা শুনে টোনী ফার্নান্ডেজের মুখ গম্ভীর হলো।

ঃ ঠিক বলেছ ব্রাদার। তোমার কথা শুনে বুঝতে পেরেছি যে জলটা বেশ ঘোলাটে হয়েছে।

আমি বিছানা থেকে উঠবার চেষ্টা করলুম। প্রথমে উঠতে কষ্ট হলো। কারণ শরীরের ব্যথাগুলো মিলিয়ে যায়নি। বেশ কষ্ট করে আমাকে বিছানা থেকে উঠতে হলো।

ঃ শুধু জল ঘোলাটে নয়। সোনিয়া আমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, বাবু জাভেরী আমার চাইতে বেশী দামে ডকুমেন্টগুলো কিনতে রাজী হয়েছেন ঃ কিন্তু—

আমি কথা শেষ করলুম না। কিছুক্ষণের জন্যে বাথরুমে গেলুম। ইলেকট্রিক শেভার নিয়ে দাঁড়ি কাটবার চেষ্টা করলুম। আর আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম যে আমার অর্ধসমাপ্ত কথা শোনবার জন্যে টোনী ফার্নান্ডেজ বেশ উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র হয়েছে।

ঃ তারপর কী হলো? টোনী ফার্নান্ডেজ গলার স্বর উঁচু করে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ কিছু না। ডিকি জন সোনিয়ার কাছে ডকুমেন্টগুলো বিক্রি করতে রাজী হয়েছে। শুধু এক সর্তে—

আমি চুপ করলুম। দাঁড়িগুলো বেশ শক্ত হয়েছিলো। তাই বার বার শেভার গালের উপর ঘষতে লাগলুম।

ঃ কী সর্ত? আবার ফার্নান্ডেজের উৎকণ্ঠিত উদ্বেলিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

ঃ সর্ত হলো, রাজা মাস্ট লীভ ক্যালকাটা। রাজা যতোদিন কলকাতায় থাকবে ততোদিন ডিকি জন এই ডকুমেন্ট সোনিয়াকে দেবে না।

ঃ তুমি এখন কী করবে? ফার্নান্ডেজ কথা বলতে বলতে বাথরুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

আমি শেভিং শেষ করে গালের লোশন মাখছিলুম। ফার্নান্ডেজের প্রশ্ন শুনে মৃদু হেসে জবাব দিলুম। বর্তমানে আর করবার কিছু নেই। আমাকে

কলকাতায় থাকবার তিনদিন মেয়াদ দেয়া হয়েছে। প্রায় দুদিন শেষ হতে চললো। দেখি ডিকি জন কী করে? তারপর চিন্তা করে একটা কিছু করা যাবে।

আমি ফার্নান্ডেজের কাছে গিদোয়ানী সম্বন্ধে কিছু বললুম না। কারণ, গিদোয়ানী হলো আমার স্পেশাল কনট্যাক্ট। ওর পরিচয় আমি অন্য কাউকে দিতে চাইনে।

: রাজা, তোমার কথা শুনে আমি বুঝতে পারছি তুমি বিপদে পড়েছ। না শুধু বিপদ বলবো না। আমার মনে হচ্ছে, তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো।

: আগুন নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসি—কথা বলতে বলতে আমি বেডরুমে চলে এলুম। তারপর ফার্নান্ডেজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম: ব্রেকফাস্ট কিছু খেয়েছ?

নিজের ঘড়ি দেখে ফার্নান্ডেজ বললো: ব্রেকফাস্ট বলো কী হে? ভেবেছিলুম তুমি আমাকে লাঞ্চ খাবার জন্য নেমন্তন্ন করবে। আমি হাসলুম। ফার্নান্ডেজ ঠিক কথাই বলেছে। প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। ব্রেকফাস্ট খাবার সময় কখন পার হয়ে গেছে।

: নেভার মাইন্ড। ভালো ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাক।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে আমি দুটো ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলুম।

: চলো আজ রাত্রে আমরা দুজনে গিয়ে আবার ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করি—ফার্নান্ডেজ তার হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললো। আমি আড়চোখে দেখতে গেলুম ফার্নান্ডেজ শিভাস রিগ্যালের বোতলের দিকে তাকিয়ে আছে। আরো চাই, তেষ্টা মেটেনি। আমি ফার্নান্ডেজের কথা শুনে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম: তোমার হেয়ালীর কথা বুঝতে পারছিনা। দুজনে কথার মানে কী?

: ব্রাদার, ডিকি জন তোমাকে সহজে রেহাই দেবে না। আজ তুমি কলকাতায় এসেছ অমনি ওর খপ্পরে পড়েছ। বিপদের সময় তোমার একজন বন্ধু চাই। আর টোনী ফার্নান্ডেজ আজ তোমার বিপদে একমাত্র বন্ধু।

আমি ফার্নান্ডেজের প্রস্তাব শুনে হাসলুম। দিল্লী থেকে আসবার সময় ভেবেছিলুম, ডকুমেন্টগুলো ফিরে পাবার জন্যে আমাকে একা কাজ করতে হবে। কিন্তু কলকাতায় এসে আমার অনেক বন্ধু জুটে গেলো। লি পিয়াং গিদোবানী আর এখন ফার্নান্ডেজ আমাকে সাহায্য করতে চাইছে। সত্যিই ব্যাপারটি রহস্যময়, ঘোরালো হচ্ছে।

: ধন্যবাদ। কিন্তু বর্তমানে আমার কোন সাহায্যের দরকার হবে না।

ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ করে ফার্নান্ডেজ লম্বা হাই তুলে বললো: তোমার

বুদ্ধির প্রশংসা করতে হবে রাজা। তুমি লিলি ডিকি জনকে বলেছ যে তিন দিনের মধ্যে ডকুমেন্টগুলো ফেরৎ না পাও তাহলে সাইমন জন তার স্পেশাল এজেন্ট দিয়ে জোর করে ডকুমেন্টগুলো আদায় করবেন।

ঃ ঠিক বলেছ।

ঃ কিন্তু ডিকি জন তোমার শাসানিতে ভয় পাবেন না। আমার মনে হয় উনি তোমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করবেন না।

ঃ যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে অন্য কিছু করতে হবে।

ঃ আমার কথা শুনে ফার্নান্ডেজ চুপ করে কী জানি ভাবলো। কিছুক্ষণ চুপ চাপ থাকবার পর বললোঃ না ডিকিজন নিশ্চয় জানতে চাইবেন আমরা কেন ওকে এই ভয় দেখাচ্ছি। আর আমরা কী সত্যি সত্যি ওকে ভয় দেখাচ্ছি না আমাদের এই শাসানি হলো নিছক মিথ্যে কথা। ডিকি জন তার মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে একবার তোমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবেন। আমাদের সেই সময়ের জন্য দেরী করতে হবে।

আমাদের আলোচনায় বাধা পড়লো। আমার ঘরের টেলিফোন বেজে উঠলো।

ঃ মিস্টার রাজা আছেন? টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। কণ্ঠস্বর আমার কাছে অপরিচিত।

ঃ আমি লিলি ডিকি জন কথা বলছি—লিলির নাম শুনে আমার বেশ রাগ হয়েছিলো। গতরাত্রের কথা আমার মনে হলো। কী চায় লিলি আমার কাছে?

ঃ কালরাত্রের ঘটনার জন্যে আমাকে মাপ করবেন মিস্টার রাজা। কী করবো বলুন? আপনি বড্ডো একগুঁয়ে মানুষ। মিষ্টি গলায় বললুম যে আমার স্বামী আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না অথচ আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। তাই বাধ্য হয়ে আপনাকে হাউস বোট থেকে বের করে দিতে হলো। খুব বেশী জখম হননি তো?

লিলি ডিকি জনের কথা শুনে আমি বিস্মিত হলুম। মেয়েটি কী বলছে? এইতো কালরাত্রে আমার সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা বললো। তারপর ওর দুজন লোক এসে আমাকে আচ্ছা ধোলাই দিলো। আর আজ কিনা আমার সঙ্গে মিষ্টি সুরে কথা বলছে! আজ তার গলার সুর পাল্টালো কেন? লিলি ডিকি জন নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আজ আমাকে টেলিফোন করেছে।

আজ বাইরে বেরুতে পারবেন রাজা? আবার লিলি ডিকি জনের মিষ্টি গলা টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো।

ঃ কী চাও? আমার কণ্ঠস্বর বেশ রুক্ষ ছিলো।

ঃ আমার স্বামী মানে ডিকি জন আপনার সঙ্গে করবেন—

ঃ কী ? আমি যেন লিলি ডিকি জনের কথা ভালো করে বুঝতে পারলুম না। কী বলছো ? তোমার কথা ভালো করে বুঝতে পারছিনে।

ঃ রাজা, গতরাত্রে হাউস বোটের ঘটনার জন্যে আমি বিশেষ দুঃখিত। আপনি যে বিনা নোটীশে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন একথা আমার স্বামী জানতেন না। উনি কারু সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করেন না। যাক উনি আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছেন। তবে হাউস বোটে নয়—আমাদের আলিপুরের বাড়ীতে।

আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। আমার মনে উত্তেজনা বিস্ময় এতো প্রবল হয়েছিলো যে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। টোনী ফার্নান্ডেজ আমার পাশে দাঁড়িযে কথা শুনছিলো। সে বুঝতে পারলো যে আমি বাইরের কারু সঙ্গে রহস্যজনক কোন কথা বলছি। ফার্নান্ডেজ অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলো ঃ কে ?

ঃ আমি টোনী ফার্নান্ডেজের কথার কোন জবাব দিলুম না।

ঃ লিলিকে বললুম ঃ বেশ কখন ওর সঙ্গে দেখা হবে ?

ঃ এক্ষুনি। আমাদের বাড়ীটা চেনেন ? ঠিক চিড়িয়াখানার পাশে একটা পেট্রোল পাম্প আছে। বাড়ীটা ঠিক পেট্রোল পাম্পের গায়ের ধারে।

ঃ বেশ আমি এক ঘণ্টার ভেতর তোমাদের বাড়ীতে আসছি।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আমি টোনী ফার্নান্ডেজকে বললুম ঃ লিলি ডিকি জন আমাকে টেলিফোন করেছিলো। আমাকে বললো ঃ ডিকি জন এক্ষুণি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আশ্চর্য মেয়ে! গতরাত্রে ওর বাড়ী থেকে আমাকে তাড়াবার জন্যে ও গুণ্ডা ভাড়া করেছিলো। আর আজ আমার সঙ্গে মিষ্টি সুরে কথা বলছে। সত্যি ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ ঘোরাল বলে মনে হচ্ছে।

ঃ তুমি কী করবে ঠিক করেছ ? টোনী ফার্নান্ডেজ তার গ্লাসে আরো খানিকটা হুইস্কী ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলো ঃ কী আর করবার আছে বলো। দেখা করবো ?

ঃ আমিও তোমার সঙ্গে যাবো—টোনী ফার্নান্ডেজ তার হুইস্কীর গ্লাসে চুমুক দিলো।

আমি অবাক হয়ে টোনীর মুখের দিকে তাকালুম। টোনী বলছে কী ? আমার সঙ্গে যাবে। কেন ?

আমি টোনী ফার্নান্ডেজের কথা না শুনবার ভাণ করলাম। আসলে আমি টোনীর সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করতে চাইনে। কিন্তু টোনী ফার্নান্ডেজ নাছোড়বান্দা। আমার সঙ্গে যাবেই। তাড়াতাড়ি হুইস্কী শেষ করলো।

ঃ আসল কথা কী জানো রাজা? আমি বিপদের আশংকা করছি। সামথিং বিগ ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। আর এই বিপদের সময় তোমার একজন বন্ধু থাকা দরকার। তাই আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

টোনী ফার্নাণ্ডেজের কণ্ঠস্বর ছিলো দৃঢ়। আমি বুঝতে পারলুম টোনী সহজে আমাকে রেহাই দেবে না। আমার সঙ্গে যাবেই· ···

* * *

ডিকি জনের আলিপুরের বাড়ি খুঁজে নিতে আমার খুব অসুবিধে হলো না। লিলি ডিকি জন কী করে বাড়ী খুঁজে বার করতে হবে তার একটা নির্দেশ আমাকে দিয়েছিলো। আর সেই নির্দেশানুযায়ী আমি সহজে বাড়ী খুঁজে বার করলুম।

বাড়ীটা ছিলো আলীপুরের চিড়িয়াখানার পেট্রোল পাম্পের পাশে। পাড়াটা নির্জন, লোকজন বড়ো বেশী আসে না। মাঝে মাঝে ট্যাক্সী কিংবা প্রাইভেট গাড়ীর হর্ন শোনা যায়।

পুরোন বাড়ী, সামনে একটা ছোট বাগান আছে। আমরা দুজনে বাড়ীর অন্দরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে উর্দীপরা একটা লোক দৌড়ে আমাদের কাছে ছুটে এলো।

ঃ আমার নাম রাজা। মিসেস ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। লোকটি আমার কথার কোন জবাব দিলো না। বেশ কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বুঝতে পারলুম লোকটি আমাদের দুজনকে যাচাই করছে, বাজিয়ে দেখছে আমরা আসল লোক কিনা।

কিছুক্ষণ পরে হয়তো তার মনের সংশয় দূর হলো। মৃদুকণ্ঠে বললো ঃ আসুন।

লন পার হয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকলুম। দুচারটে দরজা পার হবার পর আমরা বৈঠকখানায় এসে বসলুম।

ঃ মাদাম এক্ষুনি আসবেন। এই কথা বলে লোকটি চলে গেলো।

বেশীক্ষণ বসতে হলো না। প্রায় দুতিনমিনিট পরে লিলি ডিকি জন ড্রয়িং রুমে ঢুকলো।

ঃ আজ দিনের বেলায় লিলি ডিক জনকে দেখে আমার ভারী ভালো লাগলো। লিলি দেখতে সুন্দরী। তবে তার এই সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে প্রসাধনও যথেষ্ট করেছে।

একটা সূক্ষ্ম সবুজ সিল্কের শাড়ী পড়েছিলো। শাড়ীটা এমন করে লেপ্টানো ছিলো যে দেহের বেশ কিছু অনাবৃত ছিলো। বিশেষ করে বুকের দিকটা। আমার মনে হলো যে আমাকে আকর্ষণ করবার জন্যে লিলি ইচ্ছে করে এই ভঙ্গীতে শাড়ী পড়েছে।

চুলগুলো কদম ছাটা। তবে খুব সযত্নে রাখা হয়েছে।

তার হাতে ছিলো সিগারেট হোল্ডার। লিলি চেন স্মোকার। এ জিনিষটা আমি গতরাত্রেও লক্ষ্য করেছিলুম।

আমি একবার লিলির মুখের পানে একবার ঘরের চারদিকে তাকালুম। ঘরের জিনিষ পত্র সৌখীন, বিলেতি আসবার পত্রে ভর্তি, দেয়ালে দু-তিনটে ছবি; দুটো প্রাকৃতিক দৃশ্য আর একটি মেয়ের ছবি। আমি মেয়েটির ছবির দিকে তাকিয়ে লিলির মুখের দিকে তাকালুম। আমার মনে হলো ছবির মেয়ে আর লিলির মুখের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য আছে। লিলি হয়তো আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। আমার দিকে তাকালো। আমাদের দুজনের চোখে চোখ মিলে গেলো।

ঃ আমার ছবি। বেশ কয়েক বছর আগে একজন আর্টিস্ট ছবিটি এঁকেছিলো। কিছুক্ষণ পরে আর একজন ভদ্রলোক ঘরের ভেতর ঢুকলেন। বেঁটে, মুখ অনেকটা বুল ডগের মতো। হাফ সার্ট—প্যান্ট পরা। আমি কোন প্রশ্ন করবার আগে লিলি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো।

ঃ আমার বাবা, মিস্টার চন্দ্রকান্ত দুবে। উনি ট্রেড ইউনিয়ন লীডার।

আমি এবার দুবের কাছে নিজের পরিচয় দিলুম।

ঃ আমার নাম রাজা। ডিক জনের বন্ধু। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

তারপর ফার্নাণ্ডেজকে দেখিয়ে বললুম ঃ আমার বন্ধু টোনী ফার্নাণ্ডেজ।

লিলি এবং তার বাবা দুবে বেশ সন্দেহের চোখে ফার্নাণ্ডেজের দিকে তাকালেন, ওদের চাউনি দেখে বুঝতে পারলুম যে ফার্নাণ্ডেজ হলো অনাহুত অতিথি। ওর আগমনে ওরা দুজনে কেউ খুসী হননি। ফার্নাণ্ডেজ ভনিতা করে সময় নষ্ট করলো না। সোজাসুজি প্রশ্ন করলো ঃ মিস্টার দুবে আমরা ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। উনি কোথায়?

জবাব দেবার আগে লিলি একবার তার বাবার দিকে তাকালো। তারপর বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বললো ঃ মিস্টার রাজা, আমরা আপনার ব্যবহারে বেশ দুঃখিত হয়েছি। আমরা ভেবেছিলুম আজ আপনি একাই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আপনার বন্ধু যে আসবে তার কোন আভাষ আপনি দেননি। এ ব্যাপারের সঙ্গে আপনার বন্ধুর কী সম্পর্ক?

আমি লিলি ডিকি জনের মেজাজী কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পেলুম না। বেশ সহজ গলায় জবাব দিলুম ঃ না, ফার্নাণ্ডেজকে নিয়ে আসছি একথা বলার কোন প্রয়োজন মনে করি নি। কারণ এ ব্যাপারে ফার্নাণ্ডেজের কিছুটা স্বার্থ আছে।

ঃ মিস্টার ফার্নাণ্ডেজের স্বার্থ আছে? আপনি বলছেন কী মিস্টার রাজা?

আপনার হেঁয়ালী কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না—লিলি ডিকি জন তার মেজাজী কণ্ঠস্বর আরো এক ধাপ উঁচুতে করলো।

ঃ আমার মতো উনিও চোরাই মাল মানে ঐ ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করতে এসেছেন। আমার স্বার্থের সঙ্গে ওর স্বার্থও বেশ জড়িয়ে আছে। আর এই স্বার্থ কী ডিকি জন এলেই সে কথা খুলে বলবো—আমি পাল্টা জবাব দিলুম। আমার বলবার ভঙ্গী এবং সুর এমন ছিলো যে লিলি ডিকি জন বুঝতে পারলো যে আমি সহজে মেয়েদের ধমকানিকে ভেঙে পড়িনে।

লিলি ডিকি জন তার সিগারেট হোল্ডারে একটি সিগারেট পুরলো। তারপর আগুন ধরিয়ে মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বের করলো।

ঃ আমি দুঃখিত মিস্টার আজও আপনারা নিরাশ হবেন—লিলি ডিকি জন ছোট জবাব দিলো।

ঃ কেন? আমার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়, উত্তেজনা।

ঃ কারণ আমার স্বামী ডিকি জন আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। উনি গা ঢাকা দিয়ে আছেন।

আমি লিলি ডিকি জনের কথাগুলো বুঝে উঠতে পারলুম না। তাই আমার চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ বেশ খানিকটা ফুটে উঠলো।

ঃ আপনি বলছেন কী? আপনার স্বামী গা ঢাকা দিয়ে আছেন! কেন? কী ব্যাপার?

ঃ ব্যাপার আর কিছুই নয়ঃ আমার স্বামীকে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর পুলিসের গ্রেপ্তারের হাত থেকে এড়াবার জন্য উনি গা ঢাকা দিয়ে আছেন—

এবার আমি উত্তেজনায় প্রায় চীৎকার করে উঠলুম। প্রথমে ভাবলুম লিলি ডিকি জন আমাকে ধাপ্পা দেবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছে। লিলি ডিকি জন চায় না যে আমি ওর স্বামীর সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে লিলি ডিকি জন আমাকে ওর কাছে আসতে বললো কেন? এইতো খানিক আগে আমাকে টেলিফোনে বললো যে ডিকি জন আমার সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আর এখন বলছে কিনা যে তার স্বামী পুলিসের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

আমি কোন জবাব দেবার আগে লিলি ডিকি জনের মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু ওর মুখ দেখে বুঝতে পারলুম না যে লিলি ডিকি জন মিথ্যে না সত্যি কথা বলছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমি বেশ নিরাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলুমঃ ডিকি জন গা ঢাকা দিয়ে আছেন কেন তার কারণ জানতে পারি কী?

ঃ কারণ আজ সকালে ব্যারাকপুরে আমাদের হাউসবোটের কাছে একটি মেয়ের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। আর পুলিস এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে

আমার স্বামীর নাম জড়িয়েছে। ওদের ধারণা হলো আমার স্বামী মেয়েটিকে খুন করেছে। মিথ্যে অভিযোগ।

ঃ পুলিসের এই সন্দেহ করবার কোন কারণ আছে? টোনী ফার্নান্ডেজ এতোক্ষণ চুপ করে ছিলো। এবার সে মুখ খুললো।

ঃ কারণ বাজারের সবাই জানে যে কোন এক সময়ে মেয়েটির সঙ্গে আমার স্বামীর বিয়ে হবার কথা ছিলো। তাই ওরা সন্দেহ করছে যে মেয়েটিকে পথ থেকে সরাবার জন্যে ডিকি জন তাকে খুন করেছে।

যদিও আমি মনে মনে মেয়েটিকে আন্দাজ অনুমান করেছিলুম তবু মনের কৌতূহল মেটাবার জন্যে একটি প্রশ্ন না করে পারলুম না।

ঃ মেয়েটির নাম কী?

ঃ সোনিয়া। বোম্বাই-এর স্মাগলার দলের সর্দার বাবু জাভেরীর মেয়ে।

ঃ লিলি ডিকি জনের কথা শুনে আমি বিস্মিত হতবাক হলুম।

* * *

বেশ কিছুক্ষণ আমি কোন কথা বলতে পারিনি। আমার মাথা টলছিলো এই সময়ে লিলি ডিকি জন বললোঃ আজ দুপুরে গঙ্গার ধারে মেয়েটির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। কিছুক্ষণ খোঁজ-খবর করবার পর পুলিস জানতে পারে যে মেয়েটি আজ ভোরে আমাদের ব্যারাকপুরের হাউসবোটে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। তারপর পুলিস ডিকি জনের খোঁজ করতে এ বাড়ীতে আসে।

এই খুনের সঙ্গে যে ডিকি জনের সম্পর্ক আছে পুলিসের কাছেই প্রথমে লিলি ডিকি জন জানতে পারে।

আমার লিলি ডিকি জন কিংবা মিস্টার দুবেকে প্রশ্ন করবার মতো মানসিক অবস্থা ছিলো না। তাই ফার্নান্ডেজ লিলি ডিকি জনকে দু-চারটে প্রশ্ন করলো। আর তার প্রশ্নগুলো ছোট এবং তীক্ষ্ন।

ঃ ডিকি জন এখন কোথায় আছে?

ঃ জানিনে। কারণ সকাল থেকে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু—

লিলি ডিকি জন তার কথা শেষ করলো না। কি কথা বলতে গিয়ে যেন চুপ করে গেলো। আমার মনে হলো লিলি ডিকি জন কী কথা জানি লুকোতে চাইছে।

ঃ কিন্তু কী? কথাটা শেষ করলো না কেন? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ আমি জানি আজ না হয় কাল সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

ঃ কিন্তু আপনি কিছুক্ষণ আগে রাজাকে তার হোটেলে টেলিফোন করে বলেছিলেন যে ডিকি জন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ঃ আমি মিথ্যে কথা বলেছিলুম। কারণ রাজাকে ডেকে এনে একথা বলাই ছিলো আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

ঃ পুলিস কখন জানতে পারলো যে সোনিয়াকে খুন করা হয়েছে?

ঃ হাউসবোটের কাছে তার ডেড বডি খুঁজে পাবার পর।

ঃ কোন সময়ে সোনিয়াকে খুন করা হয়েছে?

ঃ আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। কারণ সোনিয়াকে কখন খুন করা হয়েছে সে খবর আমি জানিনে।

ঃ বেশ ডিকি জন গত রাত্রে কোথায় ছিলো একথা নিশ্চয় পুলিসকে আপনি বলেছেন?

ঃ হ্যাঁ, পুলিস আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো গত রাত্রে ডিকি জন কোথায় ছিলো?

ঃ আপনি কী জবাব দিলেন?

ঃ আমি বলেছিলুম যে ডিকি জন গত রাত্রে আমার সঙ্গে ছিলো।

আমি লিলি ডিকি জনের জবাব শুনে আড়চোখে ওর মুখের দিকে তাকালুম। আর আমার চাউনির কী অর্থ লিলি ডিকি জন বেশ স্পষ্ট বুঝতে পেরেলো। গত রাত্রে আমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে তার ব্যারাকপুরের হাউসবোটে গিয়েছিলুম। কিন্তু আমি ওর দেখা পাইনি। আর কেন দেখা পাইনি তার কারণ লিলি ডিকি জন বেশ ভালো করে জানে। কিন্তু আমি মনের সন্দেহ কিংবা কৌতূহল প্রকাশ করে লিলি ডিকি জনকে বিব্রত করলুম না!

ঃ টোনী ফার্নান্ডেজ আবার লিলি ডিকি জনকে জেরা করতে সুরু করলো।

ঃ পুলিস আপনার কথা বিশ্বাস করেছিলো?

ঃ না।

ঃ কেন?

ঃ কারণ পুলিস হাইসবোটে গিয়ে খোঁজ নিয়ে সত্যি কথা জানতে পেরেছে।

ঃ আর সত্যি কথা কী?

ঃ ডিকি জন গত রাত্রে হাউসবোটে ছিলো না।

ঃ তাহলে কোথায় ছিলো?

আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। কারণ গত রাত্রে আমার স্বামী ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

ঃ শহরের বাইরে গিয়েছিলেন?

ঃ না। শহরে ছিলেন। তবে ঠিক কোথায় ছিলেন বলতে পারবো না। কারণ শহরের কয়েকটি বিভিন্ন এলাকায় ওর কয়েকটা ফ্ল্যাট আছে।

: ডিকি জনের সঙ্গে আপনার গতকাল কখন দেখা হয়েছিলো ?

: রাত বারোটার পর। রাজা আমার সঙ্গে হাউস বোটে দেখা করতে আসবার পর আমি ডিকি জনের কাছ থেকে টেলিফোন পাই। আমি ডিকি জনকে রাজার আগমনের খবর জানিয়েছিলুম।

: ডিকি জন কী বললো ?

: কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর ডিকি জন আমাকে বললো যে সে রাজার সঙ্গে দেখা করবে। আজ সকালে।

: ডিকি জন যখন আপনার সঙ্গে কথা বললে তখন কী আপনি ওর মনে বিচলতা লক্ষ্য করেছিলেন ?

প্রশ্নে লিলি ডিকি জন বললো : না। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর বললো: হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে। ডিকি জন আমাকে বলেছিলো যে তার মানিব্যাগটি খুঁজে পাচ্ছে না। তার মানিব্যাগটি হারিয়ে যাবার জন্যে ও বেশ বিচলিত হয়েছিল। কারণ ঐ মানিব্যাগে ওর কিছু জরুরী কাগজ ছিলো।

: শুধু তাই! আপনি কী এই ম্যানিব্যাগ হারিয়ে যাবার ভেতর কোন তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন ?

: গত রাত্রে আমি ডিকি জনের কথায় বিশেষ আমল দিইনি। কিন্তু আজ পুলিসের মুখে যখন শুনতে পেলুম যে ওরা ডিকি জনকে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সন্দেহ করছে তখন আমি একবার হারানো মানিব্যাগের কথা ভেবেছিলুম বটে।

: কেন ? টোনী ফার্নাণ্ডেজ বেশ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

: কারণ পুলিস আমাকে বললো যে সোনিয়ার মৃতদেহের কাছে তারা ডিকি জনের মানিব্যাগ খুঁজে পেয়েছে।

টোনী ফার্নাণ্ডেজ লম্বা শিস দিয়ে উঠলো। শিস দেবার কারণ ছিলো। কারণ আমরা সবাই বুঝতে পারলুম যে এ যাত্রায় ডিকি জন সহজে পুলিসের হাত থেকে রেহাই পাবে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর টোনী ফার্নাণ্ডেজ আবার প্রশ্ন করলো: আমাকে আরো দু-চারটে প্রশ্ন করতে হবে মাদাম। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন কিংবা জানেন যে মিস্ সোনিয়া পরশুদিন রাত্রে আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করেছিলো। ওরা দুজনে কী বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিলো আপনি জানেন কী ?

লিলি ডিকি জন টোনীর প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না। চুপ করে রইলো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলুম যে টোনীর প্রশ্ন তাকে বিব্রত করেছে। অর্থাৎ এ কথার কোন জবাব সে দিতে চায় না।

টোনীর প্রশ্নের জবাব দিলেন লিলি ডিকি জনের বাবা দুবে।

: তিনি একটু ঝাঁঝ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন: আপনারা দুজনে বেশ

কিছুক্ষণ ধরে আমার মেয়েকে অনেক কিছু নিয়ে প্রশ্ন করলেন। আমার মেয়ে আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। আপনাদের কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করেছে। এর বেশী আর কিছু আমার মেয়ে আপনাদের বলতে পারবে না।

: আর যে ব্যাপারটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এ ঘটনা বর্তমানে পুলিসের এক্তিয়ারে— দুবে তার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট খুলে একটি সিগারেট মুখে পুরে আবার বলতে সরু করলো।

: তাই আপনাদের সব কথা খুলে বলা যায় না। পুলিশ আপত্তি করবে।

টোনী ফার্নান্ডেজ আমার কাছ থেকে একটি সিগারেট ধার নিলো। তারপর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বলতে সুরু করলো: আমরা পুলিশের লোক নই বটে কিন্তু সোনিয়ার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার নিয়ে দু-চারটে প্রশ্ন করবার অধিকার আমাদের আছে। স্মরণ রাখবেন, বাবু জাভেরী তার মেয়ে সোনিয়াকে আমার বন্ধুর জিম্মায় কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন এখন তাকে মেয়ের বাবার কাছে জবাবদিহি দিতে হবে।

: মাপ করবেন। আমরা আপনার সব কথার জবাব দিতে পারব না—এই বলে দুবে উঠে চলে যাবার চেষ্টা করলো। একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে তাকে চলে যাবার নির্দেশ দিলো।

: বসুন। যাবেন না। আপনার মেয়ে এখনও আমাদের সব কথার জবাব দেয়নি। আপনি নিশ্চয় জানেন আমরা কলকাতায় কেন এসেছিলুম। আমাদের আসবার প্রধান কারণ হলো যে আপনার জামাই-এর কাছে কতোগুলো দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান ডকুমেন্ট আছে। আমরা এ ডকুমেন্টগুলো ফেরৎ চাই। আর আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন তাহলে আমাদের বাধ্য হয়ে পুলিশের কাছে বলতে হবে যে সোনিয়া পরশুদিন ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করেছিলো। আমরা যদি একথা পুলিসের কাছে বলি তাহলে রহস্য আরো জটিল হবে, তাই নয় কী ?

: চেষ্টা করে দেখতে পারেন তবে সুবিধে করতে পারবেন না। কারণ সোনিয়ার ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করা এবং পরে তার খুন হবার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই—দুবে এর একটা কৈফিয়ৎ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। আমরা বুঝতে পারলুম দুবে ডিকি জনকে এ বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

: টোনী ফার্নান্ডেজ সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তার সিগারেটে ঘন ঘন দুতিনটে টান দিয়ে বললো: নো মিস্টার। আমাদের কাছে এর চাইতে আরো মারাত্মক খবর আছে। আমরা পুলিসকে গিয়ে বলবো যে ডিকি জন শুধু সাইমন জনকে নয়, বাবু জাভেরীকে ডকুমেন্টের নাম করে 'ব্ল্যাকমেল' করছিলো। আর বাবু জাভেরী তার মেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন ওই

ডকুমেন্টগুলো কিনে নেবার জন্যে। এই ডকুমেন্ট ফিরে পাবার জন্যে বাবু জাভেরী ডিকি জনকে দশ লাখ টাকা দিতে রাজী হয়েছিলেন। আর এ টাকা ক্যাশ চেকে পাঠানো হয়েছিলো। ধরুন আমরা যদি বলি যে ডিকি জন এ ক্যাশ চেক পাবার জন্যে সোনিয়াকে খুন করেছে তাহলে নিশ্চয় আপনার জামাইকে দোষী সাব্যস্ত করবে। বলুন, আমার কথার কী জবাব দেবেন?

ঃ টোনী ফার্নান্ডেজের কথায় লিলি ডিকি জন বাধা দিলো। এতোক্ষণ সে মুখ বন্ধ করেছিলো। এবার মুখ খুললো ঃ আপনি আমার স্বামীর নামে মিথ্যে অভিযোগ করছেন। সামান্য টাকার জন্যে আমার স্বামী কাউকে খুন করতে যাবেন না।

ঃ কারণ আপনার স্বামী জানতেন যে আজ না হয় কাল তিনি এ টাকা বাবু জাভেরীর কাছ থেকে পাবেন, তাই নয় কী?

ঃ লিলি ডিকি জন চুপ করে রইলো। কোন-জবাব দিলো না। এবার আমার প্রশ্ন করবার পালা এলো। আমি লিলি ডিকি জনের পানে তাকিয়ে বললুম ঃ আপনি দশ লাখ টাকার ক্যাশ চেকের কথা নিশ্চয় জানতেন?

ঃ লিলি ডিকি জন মৃদু ছোট জবাব দিলো। বললো ঃ হ্যাঁ।

ঃ ডিকি জন জানতো যে যে কেউ ব্যাঙ্কের কাউন্টারে গিয়ে চেকটি প্রেজেন্ট করলে ক্যাশ টাকা পাবে। শুধু কোন প্রকারে সোনিয়ার কাছ থেকে চেকটি উদ্ধার করলেই হলো—টোনী ফার্নান্ডেজ মন্তব্য করলো।

আমি দেখতে পেলুম যে দুবের চোখে মুখে বিরক্তির ভাব বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। দুবে ফার্নান্ডেজের প্রশ্নের কোন জবাব দিতে চায় না।

আমরা সবাই বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলুম। কেউ কোন কথা বললুম না। দুবে আর টোনী ফার্নান্ডেজ বেশ ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগলো। আজকের এই আলাপ আলোচনায় দুজনেই বেশ উত্তেজিত, চঞ্চল হয়েছে।

ঃ মিস্টার, আপনার কথার মূল বক্তব্য হলো যে সোনিয়াকে এই ক্যাশ চেকের জন্যেই খুন করা হয়েছে—দুবে আবার আলোচনা সুরু করলো।

ঃ আপনার অনুমান মিথ্যে নয়। আর পুলিস এ কথা বিশ্বাস করবে। কারণ ডিকি জন স্রেফ 'ব্ল্যাকমেলার'। টাকা পাবার জন্যে সে সব কিছু করতে পারে। বলুন, এ কথার কী জবাব দেবেন?

দুবে কিংবা লিলি ডিকি জন টোনী ফার্নান্ডেজের কথার কোন জবাব দিলো না। জবাব দেবার কোন ভাষা কিংবা যুক্তি খুঁজে পেলো না। তাই চুপ করে রইলো। টোনী ফার্নান্ডেজ কথা বলতে লাগলো। আমরা বাকী তিন জনে হলুম নীরব শ্রোতা।

ঃ আমি জানি ডিকি জন কোথায়! না, আমার কথা শুনে আপনারা চমকে উঠবেন না। কারণ আমি আজ আপনাদের কাছে যে কথাগুলো বলবো

সে কথাগুলো আপনাদের কাছে অজানা নয়। কারণ আপনারাও জানেন এখন, এই মুহূর্তে ডিকি জন কোথায় এবং কী করছে। ডিকি জন খুনের অপরাধের সাফাই গাইবার জন্যে সাক্ষী সাবুদ যোগাড় করছে। আর এ সব সাক্ষীরা পুলিসের কাছে গিয়ে বলবে যে ডিকি জন সোনিয়াকে খুন করেনি। কারণ গতকাল রাত্রে এবং আজ সারাদিন ডিকি জন ওদের সঙ্গে ছিলো। এক মুহূর্তের জন্যেও ডিকি জন ওদের চোখের আড়ালে যায় নি। অতএব ডিকি জন সোনিয়াকে খুন করেছে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ এবং সর্বৈব মিথ্যে। না এ কথা বলাবার জন্যে ডিকি জন কোন হেজীপেজী সাক্ষী যোগাড় করবে না। কলকাতার দু চারজন হোমরা চোমরা ব্যবসায়ীর সাহায্য নেবে। ওদের কথা পুলিস সহজে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না। তাই নয় কী মিস্টার? যাক ডিকি জন কী করে পুলিসের হাত থেকে এ খুনের অভিযোগ থেকে রেহাই পাবে সে নিয়ে আমি কোন চিন্তা ভাবনা করছিনে। আমরা দুজনে শুধু আপনাদের কাছ থেকে একটি জিনিস সংগ্রহ করতে এসেছি। আর সেই মূল্যবান জিনিসটি হলো ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম।

দুবে ম্লান হাসলো। আমি তার হাসির অর্থ বুঝতে পারলুম। দুবে বুঝতে পেরেছে যে আমরা ওদের ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছি। দুবে সহজে ঘাবড়াবার পাত্তর নয়। ট্রেড ইউনিয়নের নেতা। এ ধরনের শাসানি সে বহু ফ্যাক্টরীর মালিককে করেছে এবং তাদের কাছ থেকে হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করেছে। আজ সে টোনী ফার্নান্ডেজের হুমকিতে ভয় পেলো না। শুধু একবার সিগারেটে টান দিয়ে মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বের করে বললো ঃ আপনি গল্প লেখেন মিস্টার?

টোনী ফার্নান্ডেজ দুবের প্রশ্ন শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলো। কী ব্যাপার? হঠাৎ দুবে এ ধরণের প্রশ্ন করলো কেন?

আমরা দুজনেই দুবের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে ওর মুখের পানে তাকালুম।

ঃ মানে! টোনী ফার্নান্ডেজ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ মানে আর কিছুই নয়। আপনার এই কল্পনা সত্যি গল্পের জন্যে ভালো উপাদান। কিন্তু পুলিসের কাছে কিংবা কোর্টে আপনার যুক্তি টিকবে না।

দুবের জবাব শুনে টোনী ফার্নান্ডেজের মুখ রক্তিম হয়ে উঠলো। আমি বুঝতে পারলুম যে দুবের প্রশ্নে ফার্নান্ডেজ বিরক্ত বোধ করছে। এ প্রশ্নের কোন জবাব সে দিতে চায় না। তাই সে গলার স্বর একটু রুক্ষ করে বললো ঃ দেখুন, আমার যুক্তি কোর্ট কিংবা পুলিস গ্রহণ করবে কিনা সে নিয়ে তর্ক বিতর্ক করবো না। শুধু সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি যে ডিকি জন বিপদে পড়েছে। বেশ কঠিন বিপদ। আর এ বিপদের হাত থেকে সহজে রেহাই পেতে পারে

তবু বাবু জাভেরী সহজে তাকে নিষ্কৃতি দেবেন না। মেয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ তিনি নেবেন। এবার ভেবে চিন্তে দেখুন কী করবেন। আপনারা কী আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না আমাদের কাজ উদ্ধার করবার জন্যে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে ?

ঃ অন্য কী উপায় আপনারা অবলম্বন করতে চান ? লিলি ডিকি জন জিজ্ঞেস করলো।

ঃ টোনী ফার্নান্ডেজ এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমি আড়চোখে একবার লিলি ডিকি জনের মুখের পানে তাকালুম। ভেবেছিলুম আমাদের কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা শুনে লিলি ডিকি জন চিন্তিত হবে। টোনী ফার্নান্ডেজ বেশ সহজ ভাষায় স্পষ্ট করে বলেছে যে ডিকি জনের বিপদ আসন্ন কিন্তু তবুও যেন আমি লিলি ডিকি জনের মুখে কিংবা ভাষায় কোন বিচলতার আভাষ পেলুম না। আমি বুঝতে পারলুম যে লিলি ডিকি জন এবং তার বাবা দুবে খুবই গভীর জলের মাছ। এরা দু জনে আমাদের কাছে নতি· স্বীকার করবেন না।

টোনী ফার্নান্ডেজ আবার বলতে সুরু করলো। ডিকি জন তার বাবা সাইমন জনকে ব্ল্যাকমেল করে নিয়মিতভাবে টাকা রোজগার করছে। আমি ইচ্ছে করলে এ রোজগার বন্ধ করতে পারি।

ঃ আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করবেন না—লিলি ডিকি জন এবার জবাব দিলো।

ঃ বেশ তাহলে শুনুন এই টাকা রোজগার বন্ধ করবার জন্যে আমরা কী পথ অবলম্বন করতে পারি। প্রথমতঃ বাবু জাভেরীর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গিয়ে বলবো যে বাবু জাভেরীর সেক্রেটারী সাইমন জন হলেন সরকারের বোর্ড অব রেভিন্যু ইনটেলিজেন্সের ইনফরমার। বোম্বাই-এর স্মাগলিং-এর কাজকর্ম এবং স্মাগলারদের গোপনীয় কাজ কারবারের খবরাখবর সাইমন জন রেভিন্যু ইনটেলিজেন্সকে দিচ্ছেন। আমাদের কথা বাবু জাভেরীর বন্ধুরা বিশ্বাস করবেন। কারণ দীর্ঘদিন ধরে ওরা সাইমন জনকে সন্দেহ করছেন। এখন আগুন জ্বালাবার জন্যে একটু ইন্ধন যোগালেই হলো।

ঃ বাবু জাভেরী এরপর আমাদের কথা তুচ্ছ অবহেলা করতে পারবেন না। আর শুধু তাই নয়। উনি যখন শুনতে পাবেন যে তার মেয়ে সোনিয়াকে ডিকি জন অর্থের লোভে—মানে ক্যাশ চেকটি উদ্ধার করবার লোভে খুন করেছে তখন বাবু জাভেরীর মনে কী রাগ হবে তা নিশ্চয় আন্দাজ অনুমান করছেন। বাবু জাভেরী এর প্রতিশোধ নেবেন। আর প্রতিশোধের প্রথম ধাপ হলো তিনি সাইমন জনকে খুন করবেন। এবার বলুন সাইমন জন মারা গেলে ডিকি জন কী তার মৃত বাবার কাছ থেকে নিয়মিতভাবে টাকা আদায় করতে পারবেন ?

: না, মিস্টার আপনারা আগুন নিয়ে খেলা করছেন। এ আগুনে আপনারা পুড়ে মরবেন।

টোনী ফার্নান্ডেজের কথা শুনে দুবে আর তার মেয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বাবা মেয়ে মৃদুস্বরে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বললো। পরে আমাদের পানে তাকিয়ে বললো : বেশ আমরা যদি আপনাদের সঙ্গে ডিল করি তাহলে আমরা এর পরিবর্তে কী পাবো?

টোনী ফার্নান্ডেজ এবার কোন জবাব দিলো না। আমার মুখের পানে তাকালো। তার এই চাউনির অর্থ বুঝে নিতে আমার কোন অসুবিধে হলো না। অর্থাৎ বলো ব্রাদার ডকুমেন্টের পরিবর্তে তুমি কী দেবে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তারপর বললুম : আপনারা যদি ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম দেন তাহলে আমি আপনাদের ডকুমেন্টের উপযুক্ত দাম দিতে রাজী আছি।

: ক্যাশ পেমেন্ট—দুবে প্রশ্ন করলো।

আমি মাথা নেড়ে জবাব দিলুম : ক্যাশ পেমেন্ট।

: কতো? লিলি ডিকি জন জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলো।

: এক লাখ।

দুবে এবং তার মেয়ে জোরে মাথা নাড়লো। অসম্ভব!

: বেশ তাহলে দু-লাখ দেবো—আমি টাকার অংক বাড়ালুম।

: টু লিট্ল মিস্টার। এতো অল্প টাকায় আপনি কখনই অতো দামী ডকুমেন্ট কিনতে পারেন না।

: শুধু তাই নয়। আপনি মাইক্রোফিল্মটিও কিনতে চাইছেন—লিলি ডিকি জন তার বাবার মন্তব্যের সঙ্গে আর একটি কথা জুড়ে দিলো।

: তিন লাখ—আমি যেন মরীয়া হয়ে বললুম। না এর বেশী টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

: সোনিয়া ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিলম পাবার জন্যে দশ লাখ টাকার ক্যাশ চেক দিতে চেয়েছিলো—দুবে বেশ সহজ গলায় বললো।

আমার মুখে শয়তানের হাসির রেখা খেলে গেলো। আমি ছোট জবাব দিলুম : কিন্তু তার পরিবর্তে সে কী পেয়েছে? ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম পায় নি। দশ লাখ টাকার চেক গচ্চা দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটিও খুইয়েছে।

: ওকে—টোনী ফার্নান্ডেজ দুবের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, ডকুমেন্টের দাম নিয়ে আর তর্ক বিতর্ক করবেন না। আমরা আপনাদের তিন লাখ ক্যাশ টাকা দিচ্ছি। তার পরিবর্তে আপনি আমাদের ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্মটি দিন।

দুবে কিংবা লিলি ডিকি জন আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। আমি বুঝতে পারলুম যে ওদের মনে সংশয়ের তুফান উঠেছে। ওরা ভাবছে আমার কাছে তিন লাখ টাকার পরিবর্তে ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্মটি বিক্রী করবে কিনা।

: টাকা আপনি এক্ষুনি দেবেন ?

: পার্ট পেমেন্ট। এক লাখ টাকা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ট্রাভেলার্স চেকে পেমেন্ট করবো। বাকীটা আপনারা আমার হোটেল থেকে নিয়ে যাবেন। আমি ক্যাশ টাকা নিয়ে চলাফেরা করি নে—আমি জবাব দিলুম।

: এ ধরনের ডকুমেন্ট বেচাকিনির ব্যবসা যারা করে তাদের ক্যাশ নিয়ে চলাফেরা করা উচিৎ—দুবে মন্তব্য করলো। আর বাকী দু-লাখ টাকা যে আপনি পেমেন্ট করবেন তার গ্যারান্টি কোথায় ?

এ কথার জবাব দিলো টোনী ফার্নান্ডেজ। বললো: গ্যারান্টি আপনার ঐ ডকুমেন্টগুলো। কারণ আমি জানি যে আপনি আমাদের কাছে ডকুমেন্টের আসল কপিগুলো বিক্রী করছেন না। নকল বিক্রী করছেন। আপনি ডকুমেন্টের আসল কপি আমাদের কাছে দেবেন তখন আমরা বাকী দু-লাখ টাকা দেবো।

দুবে আর কোন কথা বললো না। লিলি ডিকি জনের মুখের দিকে তাকালো। লিলি ডিকি জন এবার উঠে কিছুক্ষণের জন্যে পাশের ঘরে গেলো। তারপর একটি ছোট এটাচী কেস নিয়ে ফেরৎ এলো।

: মিস্টার ফার্নান্ডেজ আপনি কী করেন ? দুবে আচমকা প্রশ্ন করলো। দুবের এই প্রশ্নের জন্যে আমরা দু-জনেই প্রস্তুত ছিলুম না। কিন্তু ফার্নান্ডেজ এই প্রশ্ন শুনে একটুও ঘাবড়ালো না। হেসে বললো: আমি ইনফরমারের কাজ করি। স্মাগলিং-এর কাজকর্মের খবরাখবর পুলিসের কাছে বিক্রী করাই আমার কাজ।

: তাহলে আপনি এই ডকুমেন্টগুলো দিয়ে কী করবেন ? কাকে ব্ল্যাকমেল করবেন ? সাইমন জন না বাবু জাভেরীকে ?

: ইনফরমার কাউকে ব্ল্যাকমেল করে না। খবর সংগ্রহ করা এবং বিক্রী করাই তার প্রধান কাজ।

: সত্যি আপনার বুদ্ধির এবং সাহসের প্রশংসা করছি মিস্টার—

দুবে তার কথা অসমাপ্ত রাখলো।

আমি দুবের কথা শেষ করে দিলুম।

: মিস্টার ফার্নান্ডেজ।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে আপনার নাম মিস্টার ফার্নান্ডেজ। আচ্ছা মিস্টার

আপনার তুখোর বুদ্ধি যদি আপনি কোন ব্যবসায়ে ব্যবহার করতেন তাহলে আপনি জীবনে অনেক উন্নতি লাভ করতে পারতেন।

: কী ধরনের ব্যবসা? টোনী ফার্নান্ডেজ জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলো।

: ধরুন, আপনি যদি ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা করতেন তাহলে এতোদিনে অনেক টাকা রোজগার করতে পারতেন। যারা স্মাগলিং-এর কাজকর্মের খবরাখবর সংগ্রহ করে তারা ইচ্ছে করলে 'টু পাইস' করতেও পারে। এ ব্যবসায়ে পয়সা আছে মিস্টার—টোনী ফার্নান্ডেজের মুখে হাসির রেখা খেলে গেলো।

: আপনি কী বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি ভাবছেন আমার হাতে যখন ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম আছে তখন আমি ইচ্ছে করলেই বাবু জাভেরীকে ব্ল্যাকমেল করতে পারি। তাই নয় কী?

: আপনি যদি ভবিষ্যতে বাবু জাভেরীকে ব্ল্যাকমেল করেন তাহলে আমি অবাক হবো না।

: বেশ আমি যদি সত্যি ওকে ব্ল্যাকমেল করি তাহলে আপনি কী দুঃখিত হবেন—টোনী ফার্নান্ডেজ এই প্রশ্ন করে কিছুক্ষণের জন্যে দুবের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

: মোটেই না। তবে আমরা চাইনে যে সাইমন জনের জীবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটুক। কারণ সাইমন জন হলেন ডিকি জনের বাবা। সময়ে অসময়ে তার ছেলেকে টাকা দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। অবশ্যি আমার মেয়ে ঐ টাকা গুছিয়ে রাখতে পারে নি।

: আমিও সাইমন জনের কোন অমঙ্গল চাই নে। বেশী কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এবার ডকুমেন্টগুলো দিন।

লিলি ডিকি জন এটাচী কেস হাতে নিলো।

আমি উঠে দাঁড়ালুম এবং লিলি ডিকি জনের হাত থেকে এটাচী কেসটি নিলুম।

আমার কাণ্ড দেখে টোনী ফার্নান্ডেজ বেশ অবাক হলো। তার চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠলো।

আমি টোনী ফার্নান্ডেজের মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম: এটাচী কেসটি আমার জিম্মায় রাখবো। হোটেলের সেফ লকারে বন্ধ করে রাখা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

টোনী ফার্নান্ডেজ আমার কথা শুনে লাফিয়ে উঠলো। বললো: তুমি বলছো কী রাজা? এই ডকুমেন্টগুলো পাবার জন্যে আমি এতোটা পথ পরিশ্রম করে এসেছি, আর এখন তুমি কিনা বলছো—

আবার আমার হাসবার পালা।

বললুম ঃ ব্রাদার আমরা মিস্টার দুবের সঙ্গে ডকুমেন্ট বেচাকিনির ব্যাপার নিয়ে একটা আপোষ মীমংসা করেছি বটে কিন্তু তোমার সঙ্গে ডকুমেন্ট বেচাকিনি সংক্রান্ত কোন আলাপ আলোচনা হয়নি। বেশ আগে তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হোক, তারপর আমরা ব্যবসা করবো।

ঃ ব্যবসা ঃ তুমি বলছো কী রাজা ?

ঃ নিশ্চয় ! তুমি কোথাকার পাখী উড়ে এসে খাবার খেয়ে যাবে এ কী কখনও হয় ? মনে রেখো তোমার মতো আমিও কষ্ট করে বোম্বাই থেকে শুধু এই ডকুমেন্টগুলো সংগ্রহ করতে এসেছি। প্রথমতঃ সাইমন জন এ ডকুমেন্ট উদ্ধার করতে পাঠিয়েছেন। আর এ ডাকুমেন্ট যদি আমি ওর হাতে তুলে দিতে পারি তাহলে আমি এক লাখ টাকা ইনাম পাবো। এর মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট বিদেশী মুদ্রায় পাবো। না ব্রাদার অতো সহজে তুমি ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিলম আমার কাছ থেকে পাবে না। আর দ্বিতীয়তঃ ডিকি জনের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে। আমি ওর শ্বশুর এবং স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ওর সঙ্গে দেনা পাওনার হিসেব নিকেষ করতে পারবো না। একটা কথা মনে রেখো ফার্নান্ডেজ। পুলিসের খাতায় লেখা আছে যে আমি ডিকি জনকে খুন করেছি ! অর্থাৎ আমি হলুম মার্ডারার। আমাকে এই খুনীর অপবাদ ঘোচাতে হবে। প্রমাণ করতে হবে ডিকি জন মারা যায় নি। বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। আর একটা কথা মনে রেখো ফার্নান্ডেজ। যদি আমি প্রমাণ না করতে পারি যে ডিকি জন মারা যায় নি তাহলে ডিকি জন আজ সোনিয়াকে খুন করেও পুলিসের ঘোড়াজাল থেকে সটকে পড়বে। কারণ ডিকি জন যদি পুলিসের মনে ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে তার মৃত্যু অনেক আগেই হয়েছে এবং তার মৃত্যুর কারণ হলুম আমি, তাহলে পুলিস বিশ্বাস করবে যে ডিকি জন সোনিয়াকে খুন করে নি। কারণ মৃত লোক কখনও কাউকে খুন করতে পারে না। তাই এই ডকুমেন্ট উদ্ধার করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্য কাজটি করতে হবে। আর সে কাজ হলো ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করা এবং প্রমাণ করা যে আমি ডিকি জনকে খুন করি নি।

অর্থাৎ তিন লাখ টাকার পরিবর্তে তুমি শুধু ডকুমেন্টগুলো ফিরে পেতে নয় ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতেও চাও।

ঃ তুমি ঠিক বলেছ ফার্নান্ডেজ। আমি শুধু ডকুমেন্টগুলো ফেরৎ পেতে চাইনে। আমি ডিকি জনের সঙ্গেও দেখা করতে চাই—আমার এই জবাবী কন্ঠস্বর ছিলো দৃঢ়।

টোনী ফার্নান্ডেজ একবার আমার দিকে আর একবার দুবে এবং লিলি ডিকি জনের দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ পরে তার মুখে খানিকটা হতাশ শুকনো হাসি ফুটে উঠলো তারপর দুবের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ মিস্টার, আপনি

আমার বন্ধুর সর্ত নিজের কানে শুনলেন। এবার ডিকি জনের সঙ্গে ওর মোলাকাৎ করবার একটা আয়োজন বন্দোবস্ত করুন।

দুবে তীব্র প্রতিবাদ করলো। বললোঃ অসম্ভব! পুলিস ডিকি জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর ডিকি জনও আমাদের সবাইকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমার মনে হয় না ডিকি জন এখন কারু সঙ্গে দেখা করতে রাজী হবে। আর রাজার সঙ্গে—

দুবের কথায় টোনী ফার্নান্ডেজ বাধা দিলো। এবার খানিকটা মেজাজ খাঁজের সুরে বললোঃ ব্রাদার, যতোক্ষণ না আমার বন্ধু ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করে ততোদিন সে কলকাতার মায়া ত্যাগ করতে পারবে না। আর একটা কথাতো আগেই বলেছি। আমার বন্ধু স্পষ্টই বলেছেন যে তিন লাখ টাকা শুধু ডকুমেন্ট মাইক্রোফিল্মের জন্যে নয়। উনি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করাবার জন্যে এই টাকা আপনাদের দিচ্ছেন।

দুবে তার মেয়ের মুখের দিকে তাকালো। হয়তো লিলি ডিকি জন তার বাবার চাউনি, দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারলো। এবার লিলি ডিকি জন তার মুখ খুললো। বললোঃ বেশ ডিকি জনের সঙ্গে মিস্টার রাজার দেখা করবার বন্দবস্ত করবো। কবে এবং কোথায় এ মিটিং হবে সে খবর পরে দেবো। শুধু—

আমি লিলি ডিকি জনের কথায় বাধা দিলুম বললুমঃ আমার একটা কথা বলবার আছে।

আমার কন্ঠস্বরে খানিকটা হুকুমী মেজাজ ছিলো। তাই টোনী ফার্নান্ডেজ, দুবে এবং লিলি ডিকি জন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি কী বলতে চাইছি—

ঃ কী কথা? লিলি ডিকি জন বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলো।

ঃ ডিকি জনের সঙ্গে যেন আমি দু একদিনের মধ্যে দেখা করতে পারি তার বন্দোবস্ত করবেন। নইলে সমস্ত ব্যাপার আরো জটিল, ঘোলাটে হবে—

* * *

হোটেলে আসবার পথে ট্যাক্সীতে আমরা দুজনে বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলিনি। হয়তো আমরা দুজনে নিজের নিজের কথা ভাবছিলুম।

কিছুক্ষণ পরে টোনী ফার্নান্ডেজের মুখে হাসির রেখা দেখা দিলো। আমাকে বললোঃ ব্রাদার, আর একটু হলেই তুমি সমস্ত কেসটা ভন্ডুল করতে।

ঃ তোমার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না ফার্নান্ডেজ। তুমি কী বলতে চাইছো? আমি কিছুটা কৌতূহলী হয়ে মন্তব্য প্রকাশ করলুম।

ঃ আহা এ সব কাজ কারবারে বেশ একটু হুঁশিয়ার হয়ে দাবার চাল খেলতে হয়। কিন্তু শেষের দিকে তুমি এমন একটা কাজ করে বসলে যে আমি

ভেবেছিলুম যে দুবে এবং লিলি ডিকি জন হয়তো পেছিয়ে যাবে বেঁকে বসবে। বলবে ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্মগুলো আমাদের কাছে বিক্রী করবে না। না, ব্রাদার এ ধরনের কাজ করবার সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। উত্তেজিত হলে চলে না। আমি মুখ গম্ভীর করে জবাব দিলুম ঃ সাইমন জন, বাবু জাভেরী এবং তুমি ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্মের ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। কিন্তু আমি আসলে কলকাতায় এসেছি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে। গতকাল ডিকি জনের হাউস বোটে গিয়ে ওর দেখা পাই নি। লিলি ডিকি জন আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে সে কথা আমি ভুলবো না। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার সর্ত আরোপ করতে হলো।

টোনী ফার্নান্ডেজ আমার কথা শুনে চুপ করে রইলো। আমি ওর মুখ দেখে বুঝতে পারলুম ফার্নান্ডেজ কী যেন ভাবছে। হয়তো আমার জবাব ওর মনোঃপুত হয় নি। কিছুক্ষণ পরে সে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো।

ঃ আচ্ছা ব্রাদার তোমার কী মনে হয়, সোনিয়াকে খুন করেছে কে? ডিকি জন? আমি চট করে টোনী ফার্নান্ডেজের কথায় কোন জবাব দিতে পারলুম না। কারণ কিছুক্ষণ আমার মনেও প্রশ্ন জেগেছিলো ঃ সোনিয়ার হত্যাকারী কে? আর সোনিয়াকে খুন করা হলো কেন? কিন্তু মনের উত্তেজনায় আমি এ বিষয় নিয়ে টোনী ফার্নান্ডেজের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিনি। কিংবা আরো সহজে বলতে পারি এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার কোন ইচ্ছে আমার ছিলো না।

সোনিয়ার মৃত্যুর খবর শুনে আমার মনে চিন্তা এবং ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিলো। কারণ আমি জানতুম যে সোনিয়ার মৃত্যুর খবর যখন বাবু জাভেরী শুনতে পাবেন তখন তিনি কী করবেন সে কথা আন্দাজ অনুমান করতে আমার অসুবিধে হয় নি। আমি জানতুম যে উনি এই খুনের তদন্ত করবেন এবং আমাকে সন্দেহ করবেন। কারণ কলকাতায় থাকাকালীন সোনিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিল।

আমি জানতুম সাইমন জনও সোনিয়ার মৃত্যু সংবাদ শুনে বিচলিত হবেন। হয়তো উনি খুনীকে শায়েস্তা করবার জন্যে আবার তোতন লাট্টুকে কলকাতায় পাঠাবেন। আর যতোক্ষণ সোনিয়ার আসল খুনীকে খুঁজে না পাওয়া যায় ততোক্ষণ বাবু জাভেরী এবং সাইমন জনের চোখে আমি হলুম সোনিয়ার আসল খুনী। তাই আমি মনে মনে বেশ খানিকটা চিন্তিত উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম।

টোনী ফার্নান্ডেজের প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমার মনে এই কথাগুলো জাগলো। আমি কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে বললুম ঃ ঠিক বলতে পারবো না। ডিকি জন খুন করেছে······না।······

আমার জবাব শুনে টোনী ফার্নান্ডেজ ভৎর্সনার সুরে বললো ঃ সত্যি ব্রাদার আমি ভেবেছিলুম তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে। কিন্তু দেখছি তুমি চোখ কান বুজে আছ। তোমার চারপাশে কী ঘটছে দেখছো না ? ব্রাদার ওপেন ইয়োর আইস।

ঃ বেশ তাহলে বলো সোনিয়াকে কে খুন করেছে ?

ঃ কে আর করবে ? দুবে আর তার মেয়ে লিলি ডিকি জন।

আমি টোনী ফার্নান্ডেজের কথা শুনে চমকে উঠলাম। লোকটা বলছে কী ? ফার্নান্ডেজ কী পাগল হলো নাকি ?

ঃ তোমার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলুম না—আমার এই কথার ভেতর শুধু বিস্ময় ছিলো না—খানিকটা উত্তেজনাও ছিলো।

ঃ আরে ব্রাদার, দুবে এবং লিলি ডিকি জনের এই হত্যার পেছনে হাত আছে। কারণ ওরা জানে যে ডিকি জনের সঙ্গে সোনিয়ার বিয়ে হবার কথা ছিলো। এবার পুলিস যখন সোনিয়ার হত্যা নিয়ে তদন্ত করবে নিশ্চয় জানতে চাইবে ডিকি জনের সঙ্গে সোনিয়ার কী সম্পর্ক ছিলো। আর শুধু তাই নয়। জানতে পারবে যে পরশু দিন সোনিয়া লুকিয়ে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করেছিলো। আরো জানতে পারবে যে সোনিয়ার কাছে ছিলো দশ লাখ টাকার একটি ক্যাশ চেক। নিশ্চয় ডিকি জন এই ক্যাশ চেকটি পাবার জন্যে সোনিয়াকে হত্যা করেছে।

ঃ কিন্তু আমি তোমাকে হলপ করে বলতে পারি যে সোনিয়াকে ডিকি জন খুন করেনি। খুন করেছে লিলি ডিকি জন এবং দুবে। খুন করবার অনেক কারণ আছে। কারণ পুলিস যদি সন্দেহ করে ডিকি জন খুনী তাহলে ওদের পথের কাঁটা দূর হলো। এরপর ক্যাশ চেকের দশ লাখ টাকা এবং তোমার দেয়া তিন লাখ টাকা ওর আয়াসে ভোগ করতে পারবে। বুঝতে পারছো না ব্রাদার সোনিয়ার মার্ডার হলো গভীর চক্রান্ত।

আমাকে মনে মনে স্বীকার করতে হলো টোনী ফার্নান্ডেজের কথার ভেতর যুক্তি আছে।

* * *

কলকাতা শহরে দুটি জায়গা আছে যেখান থেকে বেরুবার পর আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার দেহের ওজন প্রায় বিশ পাউন্ড কমে গেছে। বুক ধরপর করছে এবং আপনার নাড়ীর গতি হয়েছে শ্লথ মন্থর। অর্থাৎ আপনি জীবিত না মৃত সে কথা বুঝবার জন্যে আপনাকে বেশ কয়েক পেগ বিলেতি ব্রান্ডি খেতে হবে।

নিউ মার্কেটে গিয়ে যদি আপনি বাজার সওদা করেন তবে দেখবেন যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আপনি সর্বসান্ত হয়েছেন—রাজনৈতিক ভাষায় বলবো আপনি

হয়েছেন সত্যিকারের প্রলেটারিয়েট। আর লালবাজারে গিয়ে যখন আপনাকে হাজার জবাব কৈফিয়ৎ দিতে হল তখন দেখবেন যে আপনার গলা শুকিয়ে গেছে। কথা বলবার শক্তি আপনি হারিয়েছেন।

নিউ মার্কেটে গিয়ে বাজার করবার প্রয়োজন হয়নি কিন্তু সেদিন হোটেলে ফিরে গিয়ে রিসেপশনিস্টের মুখে শুনতে পেলুম যে লাল বাজার থেকে আমার ঘন ঘন তলব আসছে। কী ব্যাপার ? লালবাজার আমাকে অতো স্মরণ করছে কেন ? রিসেপশনিস্টের মিষ্টি মুখ কর্কশ হলো। মিস্টার রাজা, লালবাজার থেকে আপনাকে টেলিফোন করছিলো। জিজ্ঞেস করছিলো আপনি কোথায় গেছেন। আপনার সঙ্গে ওরা কথা বলতে চান।

আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না কী কারণে লালবাজারের কর্তারা আমাকে স্মরণ করেছে। ওরা নিশ্চয় সোনিয়ার খুন নিয়ে তদন্ত সুরু করেছে। আর সোনিয়া যে আমার সঙ্গী ছিলো এবং আমার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলো এবং আমরা দুজনে কলকাতার পার্ক হোটেলে ছিলুম এ কথা ওদের জানতে বাকী নেই।

আমি হোটেলের ক্লার্ক রিসেপশনিস্টের কথার কোন জবাব দিলুম না। শুধু জিজ্ঞেস করলুম ঃ আপনাদের সেফ লকার আছে ?

ঃ আছে—আপনি দামী কিছু আমাদের জিম্মায় রাখবেন ?

ঃ হ্যাঁ।

এই বলে একটি বড়ো এনভেলাপে আমি ডকুমেন্টগুলো এবং মাইক্রোফিল্মটি ভরলুম। তারপর এনভেলাপটি ক্লার্কের হাতে দিলুম। বললুম ঃ প্যাকেটটি আপনাদের সেফ লকারে রাখুন। আমার পরে দরকার হবে।

প্যাকেটটি লকারে রেখে আমি নিজের ঘরে গেলুম। ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে আমার টেলিফোন বেজে উঠলো।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে রাশভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

ঃ মিস্টার রাজা, আমি লালবাজারের ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর শিকদার কথা বলছি। আপনাকে এক্ষুনি একবার লালবাজার থানায় চলে আসতে হবে। আপনার বান্ধবী মিস্ সোনিয়াকে খুন করা হয়েছে। আর এই খুন সম্বন্ধে আপনাকে আমরা কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

* * *

লালবাজার আমার কাছে একেবারে অপরিচিত এলাকা নয়। দু'বছর আগে ফিল্মের সুটিং করতে গিয়ে ডিকি জন যখন জলে পড়ে গেলো এবং উধাও হয়ে গেল তখন লালবাজারের কর্তারা আমার নামে একটা ফাইল খুলেছিলেন। আর ফাইলের উপর আমার নামের পেছনে লালকালিতে বড়ো বড়ো করে লেখা ছিলো ঃ জহুর রাজা—সাসপেক্টেড মার্ডারার অব ডিকি জন।

সেদিন আমি পুলিসের মনে সন্দেহ দূর করতে পেরেছিলুম কিনা জানিনে কিন্তু আমাকে নিয়ে কিছুদিন টানা-হ্যাঁচরা করবার পর পুলিস আমাকে রেহাই দিয়েছিলো। ভেবেছিলুম লালবাজারে আমাকে আর কখনও ধর্ণা দিতে হবে না। কিন্তু কখনও যে এক সুন্দরী তরুণী হত্যার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে পড়বে আমি কল্পনা করিনি। বুঝতে পারলুম সবই ভাগ্য—সবই নসীব।

ইনসপেক্টর শিকদার আমাকে দেখে খুব সাদর অভ্যর্থনা করলেন না। তাকিয়ে দেখলুম ওর মুখটি বেশ গম্ভীর। পুলিসের লোক, উনি জানেন যে পুরাতন পাপীকে নিয়ে জেরা-তদন্ত করবার অনেক ঝামেলা, অনেক অসুবিধে আছে। সহজে ওদের মুখ থেকে কোন কথা বেরুবে না।

ইনসপেক্টর শিকদার কোন ভণিতা করলেন না। সোজা জেরা করতে সুরু করলেন।

ঃ মিস্টার রাজা, আপনার বন্ধবী মিস্ সোনিয়ার মৃতদেহ ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে পাওয়া গেছে।

ঃ জানি··· আমি খুব ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব দিলুম।

ইনসপেক্টর শিকদার এবার অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলুম আমার ছোট জবাবে তিনি বিস্মিত হয়েছেন।

ঃ এ খবর আপনি কোথায় প্রথম শুনলেন—ইনসপেক্টর শিকদার তার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ আপনার কাছে। কিছুক্ষণ আগে আপনি আমাকে টেলিফোনে সোনিয়ার মৃত্যু-খবর দিয়েছিলেন ঃ কিন্তু কী ভাবে এবং কখন ওর মৃত্যু হয়েছে এ খবর আমি এখনও শুনতে পাইনি। আর এ খবর নেবার জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি—ইনসপেক্টর শিকদারের কাছে আমি মিথ্যে কথা বললুম। লিলি ডিকি জন এবং তার বাবা দুবে আমাকে যে খবর দিয়েছিলেন সে কথা আমি উল্লেখ করলুম না। হয়তো আমার জবাবে ইনসপেক্টর শিকদার সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ আমি তাকিয়ে দেখলুম তার মুখ অমাবস্যার মত কালো হয়েছে। এবার তার কণ্ঠস্বরও বেশ ভারী হলো।

ঃ আপনাকে মিস্ সোনিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই—ইনসপেক্টর শিকদার বললেন।

আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করবো। কিন্তু আমার জবাবে আপনি সন্তুষ্ট হবেন কিনা জানিনে। এতোক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে ইনসপেক্টর শিকদারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলুম। আমি এবার একটি চেয়ারের দিকে তাকিয়ে বললুম ঃ মাপ করবেন। আমি বসতে পারি কী?

ঃ প্লিজ—ইনসপেক্টর শিকদার চেয়ারটির পানে তাকিয়ে বললেন। তারপর

একটি খাতা খুলে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন: আপনার পেশা ক মিস্টার রাজা ?

ঃ বিজনেস। সেকেন্ড হ্যান্ড কার ডিলার।

ঃ আমরা শুনেছিলুম যে আপনি ফিল্ম লাইনের সঙ্গে জড়িত আছেন।

ঃ আমি বুঝতে পারলুম পুলিস এবার পুরোনো কাঁসুন্দী ঘাটতে সুরু করবে। হয়তো ডিকি জন উধাও হয়ে যাবার প্রসঙ্গ তুলবে—পুরোনো—কথা নিয়ে আলোচনা করতে চাইবে। আমি ইনসপেক্টর শিকদারের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলুম।

ঃ আমি সিনেমা লাইনের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক আগেই ত্যাগ করেছি। আজকাল বিজনেস করছি। বললুম তো আমি হলুম কার ডিলার।

ঃ মিস সোনিয়া আপনার সঙ্গে ক'লকাতায় এসেছিলেন? ইনসপেক্টরের কণ্ঠস্বর আমার কাছে একটু কর্কশ শোনাল। আমি বুঝতে পারলুম যে উনি আমাকে বিশ্বাস করেন নি। ওর কণ্ঠে সন্দেহের সুর লেগে আছে।

ঃ দ্যাটস রাইট।

ঃ মিস সোনিয়া আপনার ঘনিষ্ট বান্ধবী ছিলেন।

ঃ ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ঠিক বলবো না। ওর সঙ্গে আমার অল্প বিস্তর পরিচয় হয়েছিলো।

ঃ ওর সঙ্গে আপনার কোথায় প্রথম আলাপ হয়, প্লেনে ?

ঃ না, দিল্লীতে। একটা ককটেল পার্টিতে—আমি আবার মিথ্যে কথা বললুম। আমি যে সাইমন জন এবং বাবু জাভেরীর নির্দেশ মতো সোনিয়ার সঙ্গে দেখা। করেছিলুম একথা চেপে গেলুম। আমি জানতুম যে অনেক সময়ে সত্যি কথা বলার অনেক অসুবিধে আছে। লোক সত্যবাদীকে বিশ্বাস করে না।

ঃ আপনার জবাব কতোটুকু সত্যি একথা যাচাই করতে হবে, ইনসপেক্টর শিকদার আমার কথাগুলো খাতায় টুকে নিয়ে বললেন।

ঃ আপনার সঙ্গে মিস সোনিয়ার শেষ কখন দেখা হয়েছে? ইনসপেক্টর শিকদার জিজ্ঞেস করলেন।

কাল রাত্রি বেলায়। আমরা দুজনে বসে গল্প গুজব করছিলুম।

ঃ এর পর আর আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি।

ঃ না।

ইনসপেক্টর শিকদার আমার জবাব শুনে কি জানি ভাবলেন। তারপর ওর খাতার দু'চারটে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জিজ্ঞেস করলেন। মিস্টার রাজা, আজ সকালে ডাক্তার আপনাকে দেখতে গিয়েছিলো। আমরা ডাক্তারের কাছে খবর পেয়েছি যে আপনি জখম হয়ে হোটেলে ফিরেছিলেন। আপনার জখম হওয়ার কারণ জানতে পারি কী ?

: কাল চীনে পাড়ায় কিছু গুণ্ডালোক আমাকে আক্রমণ করেছিলো। ওদের সঙ্গে আমার মারপিট হয়। হোটেলে ফিরে দেখলুম যে আমি কিছু আঘাত পেয়েছি। তাই ডাক্তারকে ডেকেছিলুম—আমি আবার মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করলুম।

ব্যারাকপুরে ডিকি জনের হাউস বোটে গিয়ে যে হৈ-হল্লা করেছিলুম সে কথা চেপে গেলুম। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটি কথা শিখেছিলুম যে পুলিসের কাছে ধর্মের কথা এবং সত্যি কথা বলতে নেই। তাহলে আপনি পাপের খাতায় দেনার অঙ্ক বাড়াবেন।

: ইনসপেক্টর শিকদার আমার এ কথা বিশ্বাস করলেন না। তার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলো। এবার তিনি ভণিতা না করে স্পষ্ট বললেন : মিস্টার রাজা আপনার উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহস আছে স্বীকার করতে হবে। নইলে আপনি আমার মুখের উপর এমন নির্লজ্জ মিথ্যে কথা বলতে সাহস করলেন! চিন্তা করে দেখুন আজ সকালে আপনি ডাক্তারের কাছে কী জবাব দিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবুকে বলেছিলেন যে আপনি কাল রাত্রে একটু বেশী মদ টেনে ছিলেন। তাই বেসামাল হয়ে ড্রেনে পড়ে যান। তাই নয় কী? আর এখন আপনি অন্য সাফাই গাইছেন। বলুন তো আপনার কোন কথা বিশ্বাস করবো? লায়ার।

ইনসপেক্টর শিকদারের কণ্ঠস্বরে ধমকের সুরে ফুটে উঠলো। আমি বুঝতে পারলুম যে ঝড় ঘনিয়ে আসছে। এবার আমাকে আরো বেশ কিছু কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

: আমি কোন জবাব দেবার আগে ইনসপেক্টর শিকদার বললেন : বেশ, যদি গুণ্ডারা আপনাকে কাল রাত্রে চীনে পাড়ায় আক্রমণ করে থাকে তবে সে কথা পুলিসের কাছে বলেননি কেন? আই মীন থানায় রিপোর্ট করেননি কেন?

আমি হেসে আলোচনার গুমোট আবহাওয়ার পরিবর্তন করবার চেষ্টা করলুম। বললুম : ব্যাপারটি একবারে সামান্য, গুরুতর কিছু নয়। তাই ভাবলুম এতো ছোট ব্যাপার নিয়ে থানায় গিয়ে রিপোর্ট করে কী হবে? আমার পকেটে তো আর বেশী টাকা পয়সা ছিলো না। মাত্র·········

ইনসপেক্টর শিকদার আমার কথায় বাধা দিলেন। বললেন : কতো ছিলো? আই মীন টাকা নয়, কতোজন গুণ্ডা আপনাকে আক্রমণ করেছিল? আমি ইনসপেক্টরের প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলুম। আমি বুঝতে পারলুম যে পুলিস ইনসপেক্টর ইতিমধ্যে আমার কী ধরণের চরিত্র তার কিছুটা আঁচ করে নিতে পেরেছেন। আমি যে সহজ পাত্র নই সে কথা তিনি বুঝতে পেরেছেন। রাজা

শুধু আমার নাম নয়—শয়তানি বুদ্ধিতে যে আমি একেবারে তুখোর এ বুঝতে তার কোন অসুবিধে হয় নি।

আবার হাসলুম। আর হাসির অর্থ হলো : মিথ্যে কথা বলছি।

: বেশী লোকজন ছিলো না! মাত্র তিনজন আমাকে পেছন থেকে আক্রমণ করেছিল। ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আমার কোন অসুবিধে হয় নি। আর ওদের শিক্ষা দিতে গিয়ে আমি পড়ে গিয়ে খানিকটা চোট পেয়েছিলুম। না মিস্টার ইনসপেক্টর, আপনি এই সামান্য ঘটনার ভেতর কোন জটিল রহস্য খুঁজে বারকরবার চেষ্টা করবেন না।

ইনসপেক্টর শিকদার পেন্সিল দিয়ে খাতায় দু'চারটে অক্ষর লিখলেন। তারপর আমার জিজ্ঞেস করলেন। আপনি ড্রিংক করেন মিস্টার? মানে শুধু বেশী মাত্রায় ড্রিংক করেন কিনা জানতে চাই।

আবার হাসলুম। বললুম : দেখুন এই বান্দা কোনদিন ধর্ম করে নি। তাই আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলবো না। মেয়ে মানুষের প্রতি দুর্বলতা, আর মদের প্রতি যে প্রবল আসক্তি আছে একথা আমার বন্ধুরা বেশ ভালো করে জানে।

: কাল রাত্রে কতোবার ড্রিংক করেছিলেন?

: দাঁড়ান, আমাকে গুনে দেখতে হবে। হোটেলে দুটি লাহোরী পেগ খেয়েছিলুম। মানে ডবল পেগ—তারপর আর এক জায়গায়—

কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেলুম। বুঝতে পারলুম কথাটা ফেফাঁস বলে ফেলেছি। কারণ হোটেল থেকে বেরিয়ে আমি লি পিয়াং-এর ওখানে বসে দু'তিন পেগ টেনেছিলুম। তারপর গিদোয়ানী সঙ্গে বসে পেগোর শ্রাদ্ধ করেছিলুম। আমি সবকথা খুলে বলবো, না মিথ্যে কথা বলবো। সত্যি কথা বলে কী হবে। যদি বলি লি পিয়াংর সঙ্গে বসে মদ খেয়েছিলুম তাহলে পুলিস ইনসপেক্টর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন লি পিয়াং কে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় কী করে হলো, আমি কেন ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। না অতো হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে চাইনে। জীবন বাঁচাতে গেলে মিথ্যে কথা বলার প্রয়োজন বৈ কী।

: কথাটা শেষ করলেন না কেন মিস্টার রাজা। বলুন আর এক জায়গায় গিয়ে কতো পেগ ড্রিংক করেছিলেন? আর জায়গাটাও বলুন।

আমি হেসে বললুম : আর এক জায়গা মানে এম্বার বার। ওখানে বসে দু'তিন পেগ টেনেছিলুম। তারপর চীনে পাড়ার বারে বসে কিছু নতুন কড়া মাল টেনেছিলুম।

ইনসপেক্টর শিকদার আবার আমার মুখের পানে তাকালেন। তার চোখে ছিলো অবিশ্বাসের দৃষ্টি।

ঃ চীনে পাড়ায় বারের খবর আপনাকে কে দিয়েছিলো ?

ঃ ইনসপেক্টর সাহেব আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমার হাসি পাচ্ছে। সত্যি কলকাতার চীনে পাড়ায় যে বার আছে আর ঐ সব বারে ছোট স্কার্ট পরে যে বিউটিরা বসে আছেন এ খবর জানা কী কঠিন কাজ ইনসপেক্টর। না, কলকাতার বিমান বন্দরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এই শহরের আকর্ষণীয় সব কিছুর খবর পাবেন।

আবার ইনসপেক্টর শিকদার তার খাতায় কী জানি লিখলেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে আবার প্রশ্ন করতে সুরু করলেন।

ঃ হোটেলে রাত ক'টার সময় ফিরেছিলেন ?

আমি ইচ্ছে করে জবাব দিতে দেরী করলুম। আমার মুখের ভাবটা ছিলো আমি যেন চিন্তা করছি। ঠিক ক'টার সময় আমি হোটেলে ফিরে এসেছিলুম আমার মনে নেই। কারণ গতরাত্রে আমি ছিলুম মাতাল। আমাকে অভিনয় করতে হবে।

ঃ বোধ হয় রাত দুটো···না, না, এবার মনে পড়েছে আমি রাত তিনটের সময় হোটেলে ফিরে এসেছিলুম।

ঃ আপনি হোটেলে ফিরে এসে মিস সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলেন ?

ঃ না।

ঃ কেন ?

ঃ কারণ অতি সহজ। আমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। তারপর আমার দেহে দু'চারটে জখমও ছিলো। কথা বলতে বলতে আমি গলার স্বর নীচু করলুম। বললুম ঃ ইনসপেক্টর, আপনার কাছে সত্যি কথা বলছি। অতো রাত্রে মেয়েমানুষের সোহাগ পাবার চাইতে আমার কাছে ডাক্তারের সহানুভূতি আরো বেশী প্রয়োজন ছিলো।

ঃ বেশ, এবার আপনাকে আরো দু'চারটে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো। মাপ করবেন মিস্টার রাজা। পুলিসের জেরা একটা জিনিস যার ভেতর আন্তরিকতা বলে কিছু নেই। এবার বলুন ডিকি জন বলে কাউকে আপনি চেনেন ?

আমার বুঝতে অসুবিধে হল না যে, পুলিস এবার পুরোনো কাসুন্দী নিয়ে শুরু করবে। হয়তো জিজ্ঞেস করবে যে ডিকি জনকে আমি কখনও খুন করবার কোন চেষ্টা করেছিলুম কিনা ? কিন্তু আমার জবাব হলো যদি ডিকি জন জীবিত থাকে তাহলে পুলিসের কাছে আমাকে সাফাই গাইবার প্রয়োজন হবে না যে আমি নির্দোষ ডিকি জনকে খুন করবার চেষ্টা করিনি।

ঃ চিনতুম—আমার জবাব ছিলো অতি ছোট সংক্ষিপ্ত। আমি অপ্রয়োজনীয় কথা বলে আলোচনা বাড়াতে চাইনে।

ঃ প্রায় দু'বছর আগে ডিকি জনের জীবনে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। আপনি এ সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন?

ঃ আবার আমার হাসবার পালা। আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে পুলিসের প্রশ্নে কোন বাচালতা প্রকাশ করবো না। কারণ যদি সহজ ভাবে পুলিসের সব কথার জবাব দিতে পারি তাহলে কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না।

ঃ ইনস্পেক্টর, আপনি পুরোনো কাসুন্দী ঘাটবার চেষ্টা করছেন। লালবাজারের পুরানো ফাইল খুঁজে দেখুন। ডিকি জনের অ্যাক্সিডেন্টের সব খবর পাবেন।

ইনসপেক্টর শিকদার আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার মুখ খুললেন ঃ আচ্ছা আমার আর একটা কথার জবাব দিন। মিস্ সোনিয়া কী ডিকি জনকে চিনতেন?

মৃদু হেসে জবাব দিলুম ঃ মিস্ সোনিয়া আমাকে বলেছিলেন যে কোন এক সময়ে ডিকি জন এবং ওর সঙ্গে বিয়ের পাকা বন্দোবস্ত হয়েছিলো।

ঃ ডিকি জনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

ছোট জবাব ঃ না।

ঃ আপনি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কেন?

ঃ কারণ অতি সহজ। বাজারে একটা কিংবদন্তী আছে যে আমি ডিকি জনকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলুম। আমি এ অপবাদ ঘোচাবার চেষ্টা করছিলুম। মানে আমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছিলুম যে ডিকি জন বেঁচে আছে। মারা যায় নি।

ঃ আর এ কথা যাচাই করবার জন্যে আপনি বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসেছেন।

ঃ বোম্বাই থেকে নয় ইনসপেক্টর। আমি দিল্লী থেকে এসেছি। আমি দিল্লীতে থাকি।

ঃ আপনার সঙ্গে আজ অবধি ডিকি জনের দেখা হয় নি। তাই নয় কী?

ঃ আমি মাথা নাড়লুম। বললুম ঃ সত্যি কথা।

ঃ বেশ এবার বলুন মিস সোনিয়া কী ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিল?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কেন?

ঃ বললুম তো ঃ ডিকিজনের সঙ্গে মিস সোনিয়ার প্রেমের এবং দেহের সম্পর্ক ছিলো। মিস্টার ইনসপেক্টর আপনি বাস্তব জগতের লোক। বলুন

যদি একটি ছেলে এবং মেয়ে প্রেমে পড়ে তাহলে কী একে অন্যের সঙ্গে দেখা করবে না ?

ইনসপেক্টর পুলিসী চালে হাসলেন। বললেন ঃ আপনার বুদ্ধি আছে রাজা। সত্যি আপনি কথার জবাব দিতে জানেন। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হবে। আচ্ছা বলুন তো মিস সোনিয়া কেন আলেয়ার পেছনে ঘুরছিলেন ? আপনি জানেন ডিকি জন বিবাহিত।

আমার জবাব দেবার পালা। বললুম ঃ দেখুন মিস্টার ইনসপেক্টর আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে প্রেম জিনিষটি কী আপনি ভালো করে জানেন না। যখন একটি ছেলে আর একটি মেয়ে প্রেমে পড়ে তখন সে বিবাহিত না অবিবাহিত সে নিয়ে কেউ বাছবিচার করে না। আসল কথা, মিস্টার ইনসপেক্টর আকর্ষণ। এই আকর্ষণের কোন বাছবিচার, ধর্ম, ন্যায়, বিচার কিছুই নেই। আর যারা প্রেমে পড়েন তারা দুচোখ খুলে সোজা পথ দেখতে পারেন না। আর একটা কথা মনে রাখবেন মিস্টার ইনসপেক্টর। মেয়েরা যখন প্রেমে হতাশ হয় তখন তারা হয় বাঘিনী।

ঃ হোয়াট ! ইনসপেক্টরের প্রশ্ন শুনে আমার মনে হলো, হয় উনি আমার কথাগুলো শুনতে পাননি কিংবা ইচ্ছে করে আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করেছেন।

ঃ আমার উত্তর শুনে আপনি অবাক হচ্ছেন মিস্টার ইনসপেক্টর। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা কম। মেয়েরা কী চায় আমি জানি। কারণ, আমার নাম হলো জহুর রাজা। বলতে পারেন মেয়েদের দেখবার এবং চেনবার আসল জহুরী হলুম আমি—মিস্টার রাজা। যাক, কথা বাড়াবো না। শুধু বলবো যে ডিকি জনের প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মিস সোনিয়া তাকে ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন।

ইনসপেক্টর শিকদার কী জানি ভাবলেন ! আমার মনে হলো যে আমার কথাগুলো ওর মনে রেখাপাত করেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আবার বলতে সুরু করলেন ঃ দাঁড়ান মিস্টার রাজা। আপনি বলছিলেন যে মিস সোনিয়া ব্যর্থ প্রেমের প্রতিহিংসা নেবার জন্যে কলকাতায় এসে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলো। আসলে দেখা হয়েছিলো কি না তার খবর আপনি জানেন না। গুড। এবার আপনার সঙ্গে মিস সোনিয়ার কী সম্পর্ক ছিলো সেইটে নিয়ে বিচার করে দেখা দরকার। দিল্লীতে এক ককটেল পার্টিতে ওর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় হয়। তারপর মিস সোনিয়া আপনার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। আপনারা দু'জনে কলকাতায় এসেছিলেন একই উদ্দেশ্যে কিন্তু বিভিন্ন কারণে। আপনি এসেছিলেন যাচাই করে দেখবার জন্যে যে ডিকি জনের মৃত্যু হয় নি আর মিস সোনিয়া এসেছিলেন

প্রেমকের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে। আচ্ছা, আপনারা দু জনে কখনও ডিকি জনকে নিয়ে কোন আলাপ আলোচনা করেছিলেন কী?

আমি মাথা নেড়ে বললুম ঃ বেশ কয়েকবার আমরা দুজনে ডিকি জনকে নিয়ে আলোচনা করেছি।

ঃ কী ধরনের আলোচনা তার আভাস আমাকে দিতে পারেন কী?

ঃ একটি বিষয়ে আমরা দু জনে একমত ছিলুম। আর সেই মতটি হলো ঃ ডিকি জন হলো বাস্টার্ড। হ্যাঁ, ইনসপেক্টর সাহেব এ অপ্রিয় অশ্লীল কথাটি শুনে আপনি চমকে উঠবেন না। সোনিয়া আর আমি জানতুম যে ডিকি জন ছিলো বাস্টার্ড।

ঃ আচ্ছা আপনি কী কখনও সন্দেহ করেছিলেন যে মিস সোনিয়া প্রেমের জ্বালায় অন্ধ হয়ে হুজুগের মাথায় বিশ্রী কোন কাণ্ড করে বসবে। ধরুন, সুইসাইড ধরনের কিছু কিংবা ডিকি জনকে খুন করবার চেষ্টা করতে পারে।

আমি চট করে কোন জবাব দিলুম না। কিছুক্ষণ ভেবে বললুম ঃ না, আমার মনে হয় না মিস সোনিয়ার প্রেম এতো তীব্র হয়েছিলো যে সে বেসামাল কোন কাণ্ড করে বসতে পারে।

ঃ মিস্টার রাজা মিস সোনিয়ার হত্যার ব্যাপারে আমরা ডিকি জনকে সন্দেহ করেছি এবং তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমরা এখনও তার হদিস পাই নি।

ঃ আমি আবার মিথ্যা কথার আশ্রয় নিলুম। বললুম ঃ না আপনারা যে ডিকি জনকে সন্দেহ করেছেন এ খবর আজ আমি প্রথম শুনলুম।

ঃ আর একটি খবর শুনলে আপনি আমাদের সন্দেহের সঠিক কারণ বুঝতে পারবেন। মিস্টার রাজা, আমরা মিস সোনিয়ার মৃতদেহের পাশে ডিকি জনের মানিব্যাগ খুঁজে পেয়েছি।

ঃ আমি প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলুন। বললুম ঃ মিস্টার ইনসপেক্টর আমাদের এই নাটকের স্ক্রীপ্টে বেশ একটা মারাত্মক ভুল থেকে যাচ্ছে। যদি ডিকি জন সোনিয়াকে হত্যা করে থাকে তাহলে সে তার মানিব্যাগ কেন, সামান্য টুকরো কাগজ কিংবা অন্য কোন নিশানা সে রেখে আসতো না। না, ইনসপেক্টর ডিকি জন আর যা কিছুই থাকুন না কেন, বোকা ছিলো না।

ঃ আপনার কথার ভেতর যুক্তি আছে। এ কথাটা আমরাও চিন্তা করে দেখেছি।

ঃ কিন্তু তবু আপনারা ডিকি জনকে এ খুনের জন্যে সন্দেহ করছেন?

ঃ দ্যাটস রাইট। আচ্ছা, আমার আর একটি প্রশ্নের জবাব দিন। মিস সোনিয়ার সঙ্গে কী কোন দামী জুয়েলারী কিংবা ক্যাশ কোন টাকা ছিলো?

ঃ হ্যাঁ স্টেট ব্যাঙ্কের ট্রাভেলার্স চেক।

ঃ কতো টাকার?

ঃ ঠিক বলতে পারবো না।

এবার আমার প্রশ্ন করবার পালা। আমি জিজ্ঞেস করলুম ঃ আপনারা মিস সোনিয়ার ডেড বডি কখন খুঁজে পেয়েছেন ?

ঃ আজ সকালে।

ঃ খুন কখন করা হয়েছে ?

ঃ ডাক্তারের রিপোর্ট অনুযায়ী শেষ রাত্রে।

ঃ ওর বাবাকে মানে বাবু জাভেরীকে এই মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছেন ?

ঃ না—মিস্টার রাজা। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা খুনীকে খুঁজে বার করতে না পারি ততোক্ষণ আমরা তদন্ত গোপনে চালিয়ে যেতে চাই। বাবু জাভেরী যদি টের পান যে তার মেয়েকে খুন করা হয়েছে তাহলে সমস্ত লালবাজারে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে।

আমি এবার ইনসপেক্টরকে জিজ্ঞেস করলুম ঃ দেখুন এক ঘন্টা ধরে আপনি তো আমাকে হাজার রকমের প্রশ্ন, জেরা করলেন। এবার যদি অনুমতি দেন তাহলে—

ঃ না, আপনাকে আরো কয়েকটি প্রশ্ন করবার আছে। প্রশ্নগুলো ব্যক্তিগত। আমি জানি, আপনাকে যে সমস্ত সরকারী প্রশ্ন করেছিলুম সে সমস্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব আপনি দেন নি। বরং বলবো, আপনি আসল কথা গোপন করবার চেষ্টা করেছেন! মিস্টার রাজা, লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কাছে কোন খবরই লুকানো থাকে না। আপনি এবং মিস সোনিয়া কলকাতায় আসলে কী উদ্দেশ্যে এসেছিলেন এ খবর আমাদের অজানা নেই। যাক, আপনি লি পিয়াংকে চেনেন? আমরা খবর পেয়েছি যে চীনে পাড়ার বারে যাবার আগে লি পিয়াং-এর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। না, আপনি আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলেন। এম্বার বারে যান নি। লি পিয়াং-এর কাছ থেকে আমরা খবর পেয়েছি যে ওর সঙ্গে আপনার ডিকি জন সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা আলোচনা হয়েছে। লি পিয়াং আপনাকে ডিকি জনের কাজকর্ম সম্বন্ধে পুরো আভাস দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় আপনাকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে ডিকি জনের পেছু লাগলে আপনি নিজের বিপদ সৃষ্টি করবেন।

ইনসপেক্টর শিকদারের মুখে আমি লি পিয়াং-এর নাম শুনে চমকে উঠলুম! আমার মনে পড়লো যে লি পিয়াং পুলিসবিভাগকে নিয়মিতভাবে খবর সাপ্লাই করে থাকেন। অতএব আমার কলকাতায় আগমন এবং কী কারণে আমি এসেছি এ খবর লি পিয়াং কলকাতার পুলিসের কাছে দিয়েছেন।

ইনসপেক্টর শিকদারের মন্তব্য শুনে আমি লজ্জা পেলুম। কারণ যদি জেরা তদন্তের আগে জানতে পারতাম যে লি পিয়াং আমার সম্বন্ধে সব খবর পুলিসের

কর্তাদের কাছে দিয়েছেন, তাহলে অহেতুক আমি মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করতুম না।

ঃ তাহলে আপনি লি পিয়াং-এর কাছ থেকে আমি কী উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসেছি সে খবর শুনেছেন।

মৃদু হেসে ইনসপেক্টর শিকদার জবাব দিলেন ঃ কিছুটা শুনেছি ঃ যদি আমরা আপনার আগমনের আসল উদ্দেশ্য না জানতে পারতুম তাহলে মিস সোনিয়াকে হত্যার ব্যাপারে আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করতুম। আর শুধু তাই নয়। আমরা বাবু জাভেরীর কাছে তার মেয়ের মৃত্যুর খবর পাঠাতুম! কিন্তু আমরা সমস্ত ব্যাপারটা বর্তমানে গোপন রাখছি এবং গোপনেই তদন্ত করছি।

আমি চুপ করে রইলুম। মনে মনে লি পিয়াংকে ধন্যবাদ জানালুম। সত্যি লি পিয়াং আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।

ঃ আপনারা ডিকি জনকে খুনী বলে সন্দেহ করেছেন। কিন্তু ধরুন আপনারা যদি ওর খোঁজ পান তাহলে ওকে গ্রেপ্তার করা কী সম্ভব হবে? আপনি জানেন মিস্টার দুবে অর্থাৎ ডিকি জনের শ্বশুর এই অঞ্চলের একজন বিখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন লীডার। ওর অনেক রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে! ডিকি জনকে গ্রেপ্তার করলে ওর শ্বশুর কলকাতার শ্রমিক মহলে বিরাট হাঙ্গামা সৃষ্টি করবেন।

ঃ ইনসপেক্টর শিকদার আমার কথা শুনে মাথা নাড়লেন। বললেন ঃ আপনি ঠিক কথা বলেছেন। আমরা জানি যে মিস্টার দুবে ইচ্ছে করলে আমাদের শ্রমিক এলাকায় হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে পারেন।

ঃ আরো সহজ ভাষায় বলতে পারি, ডিকি জন আপনাদের রীতিমতো ব্ল্যাকমেল করেছেন—আমি মন্তব্য করলুম।

ঃ ঠিক কথা বলেছেন। জানেন মিস্টার রাজা, পুলিসের কাজ বড়ো ঝঞ্ঝাটের। কিন্তু খুনের ব্যাপারে আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। আমাদের একটা কিছু করতে হবে।

ঃ আমি হেসে বললুম ঃ ইচ্ছে করলে এই তদন্ত গোপন করে যেতে পারেন। দোষীকে বেকসুর খালাস করতে পারেন। তাই হয়তো আপনারা মিস সোনিয়ার বাবা বাবু জাভেরীকে তার মেয়ের মৃত্যু সংবাদ দেন নি।

ঃ কিন্তু এবার ব্যাপারটি গোপন রাখা যাবে না। কারণ বাবু জাভেরী ইচ্ছে করলে আমাদের জন্যে বিস্তর হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে পারেন—ইনসপেক্টর জবাব দিলেন ঃ

ঃ বেশ তাহলে আপনারা ডিকি জনকে গ্রেপ্তার করবেন এবং তাকে কোর্টে পেশ করবেন।

ঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

ঃ যদি ডিকি জনের শ্বশুর দুবে গোলমাল সৃষ্টি করেন—

ঃ আমাদের এবার বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে।

ঃ আপনি ডিকি জনকে দেখেছেন। মানে ওর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে।

ইনসপেক্টর শিকদার জোরে মাথা নাড়লেন। বললেনঃ না, আমি ডিকি জনের নাম শুনেছি বটে কিন্তু ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। আপনি জানেন ডিকি জনের এ শহরে বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো। কোন ব্যাপার নিয়ে ওর কাছে গিয়ে তদন্ত কিংবা জেরা করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

ঃ তাহলে ওকে ধরবেন কী করে? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ইনসপেক্টর শিকদার এবার ড্রয়ার খুলে একটি ফটো অ্যালবাম বের করলেন। তারপর ডিকি জনের একটি ছবি দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ একে চিনতে পারেন?

ছবির একটি কপি আমি আগেই সাইমন জনের কাছে দেখেছিলুম। কাজেই পুলিসের অ্যালবামের ছবি দেখে আমার ডিকি জনকে চিনতে অসুবিধে হলো না। আমার মুখ দিয়ে ছোট একটি কথা বেরুলোঃ ডিকি জন।

ঃ ঠিক বলেছেন। আমরা এ ছবির একটি কপি আমাদের বিভিন্ন ইনফরমারকে দিয়েছি। আর শুধু তাই নয়। আমরা ওর ব্যারাকপুরের হাউস বোটের এবং আলিপুরের বাড়ীর উপর কড়া নজর রাখছি।

ঃ অবশ্যি গত বারো ঘণ্টার মধ্যে আমরা ওর কোন খবর পাইনি। তবে শিগগির আমরা হদিস পাব। ডিকি জন সহজে আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না।

ঃ আমার আরো কয়েকটা প্রশ্ন করবার ইচ্ছে ছিলো। তাই নিজের মনের কৌতূহল চাপতে পারলুম না। জিজ্ঞেস করলুমঃ মিস্টার ইনসপেক্টর আমি লি পিয়াং-এর কাছে শুনেছি যে ডিকি জন ক'লকাতার মেয়ে মহলে বেশ পপুলার ছিলো। প্রায়ই তার হাউস বোটে বড়ো বড়ো পার্টি দেয়া হতো। আপনি ইচ্ছে করলে ওর বান্ধবীদের প্রশ্ন করলে ওর গতিবিধির কিংবা কোথায় ডিকি জন লুকিয়ে আছে সে খবর বের করতে পারবেন।

আমার প্রশ্ন শুনে ইনসপেক্টর শিকদার হাসলেন। তারপর বললেনঃ না ওর বান্ধবীদের কাছে প্রশ্ন করে আমরা কোন খবর জানতে পারবো না। কারণ পুলিসের নাম শুনলেই ওরা মুখ বন্ধ করবে। কেউ পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। বাজারে পুলিস এবং ইনকামট্যাক্সের এমন দুর্নাম যে কেউ তাদের কাছে মুখ খুলতে চায় না। যাক আপনি আর ক'দিন ক'লকাতায় থাকবেন মিস্টার রাজা?

এবার আমি ইনসপেক্টরের কাছে মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করলুম না। কারণ আমি জানতুম যে মিথ্যে কথা বলে কোন লাভ হবে না। তাই বেশ সহজ গলায় বললুম ঃ ডিকি জনের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। কারণ ওর কাছ থেকে আমার কিছু খবর সংগ্রহ করতে হবে। আরো যতোদিন আমি ডিকি জনের দেখা না পাচ্ছি ততোদিন আমাকে ক'লকাতায় থাকতে হবে—

ঃ যে খবরের সন্ধানে আপনি ডিকি জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সে খবর আমাদেরও দরকার। যাক আপনি আমাদের না বলে ক'লকাতা থেকে চলে যাবার চেষ্টা করবেন না। এতে অনর্থক নিজের বিপদ সৃষ্টি করবেন।

ঃ আপনার উপদেশ মনে রাখবো ইনসপেক্টর। গুড আফটারনুন—

ঃ গুড আফটারনুন—

আমি লালবাজার থানা থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

কিছুক্ষণ পরে আমি গিয়ে লি পিয়া-ংএর সঙ্গে তার অফিসে দেখা করলুম।

ঃ লি পিয়াং তার রামের গ্লাস দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ কী খাবে? রাম না হুইস্কী?

ঃ হুইস্কী।

ঃ লি পিয়াং হুইস্কীর বোতল খুলে আমার গ্লাসে বেশ খানিকটা মদ ঢেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর ক'লকাতার হালচাল কী রকম বলো?

আমি গ্লাসে চুমুক দিয়ে জবাব দিলুম—রাবিশ। বিশ্রী শহর। জীবন আরো ডার্টি।

লি পিয়াং আমার জবাব শুনে হাসলো। হাসবার সময় তার সোনার দাঁতগুলো বেশ স্পষ্ট দেখা গেলো। আর হাসলে ওকে ধূর্ত দেখায়।

ঃ আমি জানতুম যে তুমি এ ধরনের একটা জবাব দেবে। কারণ—

লি পিয়াং তার কথা অসমাপ্ত রেখে আবার রামের গ্লাসে চুমুক দিলো।

ঃ কারণ কী? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ কারণ সহজ। গত তিনদিন তোমাকে বিস্তর হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে। ইনসপেক্টর শিকদার আমাকে বলছিলেন—

লি পিয়াং-এর জবাবগুলো এবার আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হলো। বুঝতে পারলুম, ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর শিকদার লি পিয়াংকে সমস্ত খবর দিয়েছেন।

ঃ পুলিস ইনসপেক্টর আর কী বললেন? আমি জিজ্ঞেস করলুম। আমার জানবার আগ্রহ হলো লালবাজার থানায় গিয়ে পুলিসের সঙ্গে দেখা করবার পর ইনসপেক্টর শিকদার আমার সম্বন্ধে কোন নতুন মন্তব্য করেছেন কিনা? অর্থাৎ ওরা আমার জবাবে সন্তুষ্ট হয়েছে কিনা?

ঃ কী জানতে চাইছো? 'ল পিয়াং এই ছোট প্রশ্ন করে আমার হাতে একটি লম্বা সিগার দিয়ে বললো ঃ টেনে দেখো। তোমার ভালো লাগবে।

ঃ মারিউনা— ?

না, হাসিস ।

আমি কোনদিন হাসিস খাইনি। আজ লি পিয়াং-এর পাল্লায় পড়ে হাসিসেছ চুরুটে টান দিলাম। প্রথম টানে মাথা ঘুরতে লাগলো। মিষ্টি স্বাদ, কিন্তু বড্ডো কড়া। বেশিক্ষণ একসঙ্গে টানা যায় না। তাহলে মাথায় ঘূর্ণি চক্কোর আসবে। আমি সিগারে দু-তিনটে টান দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলুম ঃ হ্যাঁ, পুলিস ইনসপেক্টর শিকদারের কথা বলছিলুম। উনি কী আমার জবাব শুনে সন্তুষ্ট হয়েছেন? আমার প্রশ্ন শুনে লি পিয়াং হাসতে লাগলো।

ঃ তারপর জিজ্ঞেস করলো ঃ তুমি কী ভাবছো? ওরা ভেবেছে তুমি হলে সত্যবাদী। না, পুলিসকে অতো বোকা ভেবো না। রাজা, পুলিস তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু তুমি চিন্তা করো না। ওরা তোমাকে সোনিয়ার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সন্দেহ করেনি।

তোমার জবাব শুনে সন্তুষ্ট হলুম। কিন্তু আমাকে সন্দেহ না করবার কারণ কী জানতে পারি?

ঃ কারণ অতি সহজ। তুমি হোটেলে বসে কী করছো, কোথায় যাচ্ছো, কার সঙ্গে দেখা করছো—সব খবর পুলিস পেয়েছে। এই সব খবর থেকে পুলিস আন্দাজ-অনুমান করেছে যে খুনের ব্যাপারের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

ঃ আমি গত দুদিনে বেশ কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা করেছি—আমি জবাব দিলুম।

ঃ কিন্তু ডিকি জনের সঙ্গে তোমার আজো দেখা হয়নি।

লি পিয়াং সত্যি কথা বলেছে। আমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ক'লকাতায় এসেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

লি পিয়াং তার ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো ঃ আমার বাইরে দু-চারটে কাজ আছে। কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যেতে হবে। আজ বিকেলে আমার বাড়ীতে এসো। তোমার সঙ্গে বসে এ ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা যাবে।

ঃ ক'টার সময়?

ঃ এই ধরো বিকেল পাঁচটার সময়।

ঃ চমৎকার। আমি ঠিক বিকেল পাঁচটার সময় তোমার বাড়ীতে যাবো।

এবার লি পিয়াং-এর বাড়ী খুঁজে নিতে কিংবা তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমার কোন বেগ পেতে হলো না। পুরানো সে লোকটি যথারীতি দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলো। এবার আমাকে দেখে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। লোকটি কোন কিছু বলবার আগেই আমি বললুম ঃ নো মানি।

লোকটি হাসলো। বললো ঃ ইয়েস, নো মানি বাট লি পিয়াং অ্যাট হোম।

লি পিয়াং আমার জন্যে তার ড্রয়িং রুমে অপেক্ষা করছিলো। আমি ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চীৎকার করে বললো ঃ ওয়েলকাম, মিস্টার রাজা। আশা করি আজ আমার বাড়ি খুঁজে বার করতে তোমার কোন অসুবিধে হয়নি।

ঃ না।

ঃ যাক কী দিয়ে সন্ধ্যে শুরু করবে। লাল পানী না চা।

ঃ চা।

ঃ চমৎকার। আজ তোমাকে চাইনীজ টী খাওয়াবো।

ঃ লি পিয়াং-এর নির্দেশানুযায়ী এক ট্রে চাইনীজ টী এলো। এর আগে আমি কখনও চাইনীজ টী খাইনি। আজ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নতুন আস্বাদ পেলুম। হেসে বললুম ঃ চমৎকার। তারপর নতুন কোন খবর আছে? মানে তোমার সিক্রেট স্পাই নেটওয়ার্ক আর কোন খবর সংগ্রহ করতে পারলো?

লি পিয়াং চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, টোনী ফার্নান্ডেজ কে?

প্রশ্নটি শুনে আমি বিস্ময় প্রকাশ করলুম না। কারণ আমি জানতুম যে পুলিস কিংবা লি পিয়াং টোনী ফার্নান্ডেজ সম্বন্ধে আমাকে নিশ্চয় জেরা করবে।

ঃ টোনী ফার্নান্ডেজ হলেন ফিনান্স মিনিস্ট্রি মানে বোর্ড অব রেভিন্যু ইন্টেলীজেন্সের ইনফরমার। আমি নিজে ওর আইডেন্টিটি মানে পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে দেখেছি।

ঃ বেশ, কিন্তু টোনী ফার্নান্ডেজ তোমাকে বলেছে যে ডিকি জন সোনিয়াকে খুন করেনি। খুন করেছে দুবে এবং তার মেয়ে লিলি ডিকি জন। তুমি ওর কথা বিশ্বাস করো রাজা?

ঃ ওর এই বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি আছে। সোনিয়াকে খুন করলে আসলে ওদের দুজনের লাভ হবে। কারণ, পুলিস ডিকি জনকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করবে আর ডিকি জনের টাকা পয়সা ওরা পাবে।

ঃ যুক্তি খুব জোরাল নয় রাজা। আমার মনে হয় কোন কারণবশতঃ টোনী ফার্নান্ডেজ এ খুনের দোষ এখন দুবে এবং তার মেয়ের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে।

আমি কোন জবাব দিলুম না। চুপ করে রইলুম। লি পিয়াং একটি সিগারেটের প্যাকেট খুলে আমার হাতে একটি সিগারেটে দিয়ে বললো ঃ তোমার কাছে প্রথমে সব ঘটনা শুনে ভেবেছিলুম আমাদের সমস্যা খুব জটিল নয়। কিন্তু রাজা আজ তুমি মার্ডার, ব্ল্যাকমেল, সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছো। আজ এই জটিল রহস্যপূর্ণ ঘটনা থেকে বেড়িয়ে আসা সহজ কাজ নয়। অতএব আমাদের আরো একটু হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে। আচ্ছা, আমাকে আর একটা কথার জবাব দাও।

ঃ কী? আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ তুমি কী ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চাও?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তাহলো তোমাকে আরো সতর্ক হয়ে চলতে হবে! মনে রেখো, দুদিন আগে এই চীনে পাড়ায় তোমাকে খুন করবার চেষ্টা করা হয়েছিলো। হয়তো তোমার শত্রুরা আবার তোমাকে খুন কিংবা গুম করবার চেষ্টা করবে। তোমার কাছে কোন রিভলবার আছে?

ঃ না। আমি ছোট জবাব দিলুম।

ঃ বেশ, তাহলে এই ছোট রিভলবারটি তোমার কাছে রাখো। দরকার হবে। প্রয়োজন হলে এ জিনিষটি ব্যবহার করতে ভুলো না।

ঃ লি পিয়াং ড্রয়ার খুলে একটি রিভলবার আমার হাতে তুলে দিলো। বললো ঃ বিলেতি, অটোমেটিক। আর এ সঙ্গে তোমাকে একটি পারমিট দিচ্ছি। তাহলে তোমাকে কেউ কোন প্রশ্ন করবে না।

আমি রিভলবারটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। প্রথমে আমার মনে হলো, আমি একটি ছোট টয় পিস্তল নিয়ে খেলা করছি। কিন্তু লি পিয়াং আমাকে সাবধান করে বললো ঃ দেখো, অটোমেটিক চাবি খুলো না। তাহলে বেমক্কা গুলি বেড়িয়ে যাবে।

আমি আবার সাবধানে রিভলবারটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম।

ঃ তোমাকে এই অস্ত্রটি দিচ্ছি কেন জানো? কারণ, আমার মনে হয়, যদি ডিকি জনের সঙ্গে তুমি দেখা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হও, তাহলে তোমার শত্রুরা তোমাকে রেহাই দেবে না। তোমাকে খুন করবার চেষ্টা করবে। ওরা চায় না তুমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করো।

আমি চুপ করে হাতের রিভলবারটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। মনে মনে আমি বিপদের আশংকা করতে লাগলুম। ভাবতে লাগলুম, বিপদ কবে এবং কোথা থেকে আসবে? দুবে এবং তার মেয়ে লিলি ডিকি জন আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ওরা ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার আয়োজন বন্দোবস্ত করে দেবে। যদি ওরা প্রতিশ্রুতির খেলাপ করে তাহলে আমি দুবে এবং

লিলি ডিকি জনকে বাকি টাকা দেবো না। দুবে ক্ষমতাশালী দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। ইচ্ছে করলে সে আমাকে বিপদে ফেলতে পারে।

লি পিয়াং এবার আমাকে আর একটি খবর দিলো এবং সে খবর শুনে আমি বিস্মিত হলুম।

ঃ আজ দুপুর বেলা আমি ছটুকে টেলিফোন করেছিলুম।

ঃ কী বললে? ছটুকে টেলিফোন করেছিলে? কেন? আমার প্রশ্নে শুধু বিস্ময়ের রেশ নয়, কিছুটা উত্তেজনাও ছিলো।

ঃ হ্যাঁ, ছটুরামকে টেলিফোন করেছিলুম। কারণ, আমি চিন্তা করে দেখলুম তোমার বিপদের সময় যদি তোমার একজন বন্ধু কাছে থাকে তাহলে সুবিধে হবে। বিশেষ করে ময়নাকে জানানো দরকার যে তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছো।

আমি যেন লি পিয়াং-এর কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলুম না। লোকটা পাগল হলো নাকি। বলছে কী? ছটুরামকে খবর দিয়েছে যে আমি আগুন নিয়ে খেলা করছি। ছটুরাম এসে আমার কী করতে পারবে? কিছুই না? বরং আরো অনর্থ সৃষ্টি করবে।

ঃ ছটুকে কী বলেছ? আমি জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ কী আর বলবো। সোনিয়াকে যে খুন করা হয়েছে এবং তুমি এই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে আছো এ কথা বললুম।

ঃ হোয়াট! আমি বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলুম।

ঃ হ্যাঁ, আমাকে ছটু বললো সে আজ কলকাতায় এসে পেঁছুচ্ছে। আর ওর সঙ্গে আসছে ওর বউ ময়না।

ময়না আসছে এ কথা শুনে বিস্ময়ে উত্তেজনায় আমার মাথা টলতে লাগলো। লি পিয়াং বলছে কী?

লি পিয়াং আমার মনের উত্তেজনার কথা বুঝতে পারলো। মৃদু হেসে বললোঃ কী করবো? যেই ছটুর মুখে ময়না শুনতে পেলো যে সোনিয়ার খুনের সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে আছে সে অমনি বায়না ধরে বসলো যে ছটুর সঙ্গে কলকাতায় আসবে। ওদের শহরে পেঁছতে আর বাকী নেই। দিল্লী থেকে বিকেলের প্লেন কলকাতায় সাতটার সময় এসে পেঁছয়। সাতটা বাজতে আর আধঘণ্টা বাকী আছে। আর কিছুক্ষণ বাদে ছটু এসে হোটেলে তোমার খোঁজ করবে।

আমি ঘড়ির দিকে তাকালুম। সাতটা বাজবার বেশী বাকী নেই। হোটেলে ফিরে যাবার জন্যে পা পাড়ালুম। যাবার আগে লি পিয়াংকে জিজ্ঞেস করলুমঃ আজ পর পর অনেকগুলো এক্সাইটিং খবর দিলে। আশা করি দেবার মতো আর কোন খবর নেই?

ঃ আছে। কিছুক্ষণ আগে ইনসপেক্টর শিকদার আমাকে টেলিফোন করেছিলেন এবং উনি বললেন যে ব্যারাকপুরের গঙ্গার উপর ডিকি জনের যে হাউস বোট ছিলো সে বোটটি ঐ জায়গা থেকে অন্য আর একটি জায়গায় চলে গেছে।

আমি পর পর কতকগুলো বিস্ময়কর ঘটনা শুনে এতো উত্তেজিত হয়েছিলুম যে ডিকি জনের বোট উধাও হয়েছে—এ খবর শুনে মনের বিচলতা আর প্রকাশ করলুম না। শুধু হেসে বললুম ঃ লি পিয়াং আজ অনেকগুলো বিশেষ জরুরী খবব তোমার মুখ থেকে শুনতে পেলুম। কিন্তু এর মধ্যে সব চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা হলো ডিকি জনের বোট নিয়ে সরে পড়া। পুলিস কী জানতে পারে নি যে হাউস বোট নিয়ে ডিকি জন সটকে পড়েছে?

লি পিয়াং আমার কথা শুনে হেসে উঠলো। বললো ঃ হাউস বোট ঐ জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার আগে ব্যারাকপুরের পুলিস হাউস বোট বেশ ভালো করে সার্চ করেছিলো। কিন্তু আপত্তিজনক কিছু পায় নি।

ঃ মানে ডিকি জন হাউস বোটে ছিলো না? আমি আমার মনের কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

ঃ হাউস বোটে কয়েকজন খালাসী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। আর বোট সার্চ করে পুলিস আপত্তিজনক কিছুই পায় নি।

ঃ হাউস বোট কোথায় নিয়ে গেছে? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ পুলিস এখনও সঠিক হাউস বোটের গতিবিধি কিংবা গন্তব্যস্থল জানতে পারে নি। তবে খালাসীদের কাছ থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, হাউস বোট শ্রীরামপুরের আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। অবশ্যি হাউস বোট কোথায় আছে আমরা আর কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারবো।

আমি লি পিয়াংকে আরো প্রশ্ন কিংবা জেরা করলুম না। বলা যায় না, লি পিয়াং হয়তো একটু বাদে বলে বসবে যে সোনিয়া মারা যায় নি এবং ডিকি জন পালায় নি।

লি পিয়াং অসম্ভব সম্ভব করতে পারে।

*　　　*　　　*

হোটেলে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে আমি টেলিফোনে টোনী ফার্নান্ডেজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

ঃ রাজা এতোক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? আমি কতোক্ষণ ধরে তোমার খোঁজ করছি। চার পাঁচবার তোমাকে টেলিফোন করেছিলুম। কিন্তু হোটেলের রিসেপশনিস্ট আমাকে বললো, তুমি বাইরে গিয়েছ। কোথায় গিয়েছ, তার কোন খবর ওরা আমাকে দিতে পারলো না।

আমি চুপ করে রইলুম। কেন জানি না টোনী ফার্নান্ডেজের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবা; ইচ্ছে আমার হলো না। কারণ লি পিয়াং আমাকে আসবার আগে সতর্ক করে বলেছিলো ঃ রাজা, কলকাতা বড়ো বিচিত্র, আজব চিড়িয়াখানা। এ শহরে কখন যে কী ঘটে কেউ বলতে পারে না। আর এ শহরে কে যে তোমার শত্রু কে বন্ধু কেউ বলতে পারবে না। তাই সাবধানে চলাফেরা করো এবং একটু সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলো।

ঃ কিছু খবর পেলে? আমি কোন চিন্তা ভাবনা না করে ছোট প্রশ্ন করলুম।

ঃ কিছু খবর পেয়েছি।

ঃ কী খবর?

ঃ তুমি চলে যাবার পর আমি দুবের উপর তীক্ষ্ন নজর রাখছিলুম। দুবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলো জানো? চীনে পাড়ায় একটি ছোট বার আছে, সেই বারে ঢুকলো। দুবে ঐ বাড়ীতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছে। আমার মন কী বলছে জানো?

ঃ কী? ডিকি জন ঐ চীনে পাড়ায় লুকিয়ে আছে। আর চীনে পাড়ায় দুবে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো।

ঃ তুমি ঠিক বলেছ রাজা, তোমার বুদ্ধি আছে বলতে হবে। আমি বেশ কিছুক্ষণ ঐ বারের সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে দুবে বার থেকে বেরিয়ে এলো। আমার কী মনে হয় জানো, দুবে ডিকি জনকে বলতে গিয়েছিলো যে তুমি ওর সঙ্গে দেখা না করে কলকাতা শহর ত্যাগ করবে না।

ঃ ঠিক কথা বলেছ ফার্নান্ডেজ। কিন্তু ডিকি জনের দেখা কখন পাবো সেইটে ভাবছি—আমি বেশ সহজ গলায় মন্তব্য করলুম।

ঃ ডিকি জনের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে টোনী ফার্নান্ডেজের হাসির আওয়াজ শুনতে পেলুম। আমার মনে হলো টোনী ফার্নান্ডেজ আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছে না।

ঃ রাজা, ডিকি জন সহজ পাত্র নয়। ও তোমার সঙ্গে সর্তানুযায়ী দেখা করবে। আর একটা কথা—টোনী ফার্নান্ডেজ কথা বলতে বলতে চুপ করে গেলো।

ঃ কী কথা বলতে চাইছো ফার্নান্ডেজ?

ঃ আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি রাজা?

ঃ মানে? আমার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়।

ঃ মানে আর কিছু নয়। ডিকি জন যদি তোমার সঙ্গে দেখা করে তাহলে হুজুগের মাথায় হয়তো আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। তোমাকে খুন

করবার চেষ্টা করতে পারে। তোমার কাছে কোন অস্ত্র আছে রাজা? আই মীন রিভলবার।

আমার মনে পড়লো যে লি পিয়াং আমাকে এমনি ধরনের কথা বলেছিলো। সতর্ক করে বলেছিলো: রাজা যদি তুমি কলকাতা শহর ত্যাগ না করে যাও তাহলে ডিকি জন তোমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। তাই সব সময়ে রিভলবারটি সঙ্গে রেখো। বিপদে আপদে এ জিনিসটি তোমার কাজে লাগবে।

ঃ আমার জন্যে তুমি চিন্তা করো না ফার্নান্ডেজ। নিজেকে কী করে সামলাতে হয় আমি জানি। কিন্তু হঠাৎ তুমি আমার বিপদের কথা বলছো কেন?

ঃ কারণ কলকাতার বাজারে ডিকি জনের একটা দুর্নাম আছে। সে যখন কিছু করতে চায় তখন তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। রাজা, ডিকি জন পণ করেছে যে তোমাকে কলকাতা থেকে তাড়াবে। প্রথমে মিষ্টি কথায় তোমাকে ভুলিয়ে শহর থেকে সরাবার চেষ্ট করেছিলো। কিন্তু তুমি ওর কথা শোননি। বরং গোঁ ধরেছ যে ওর সঙ্গে দেখা না করে কলকাতার মায়া ত্যাগ করবে না। তাই এবার তোমাকে তাড়াবার জন্যে ভয় দেখাবে। প্রয়োজন হলে তোমাকে খুন করবার চেষ্টা করবে। অবশ্যি চীনে পাড়ায় একবার তোমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলো! কিন্তু আমি কী ভাবছিলুম জানো?

ঃ কী?

ঃ যদি ওরা তোমাকে খুন করে তাহলে তোমার কাছে যে মাইক্রোফিল্ম আছে সেগুলোর কী হবে?

ঃ মানে? টোনী ফার্নান্ডেজের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলুম। ফার্নান্ডেজ কী বলতে চাইছে?

ঃ মাইক্রোফিল্ম! আমি তো মাইক্রোফিল্মগুলোর কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম।

ঃ আমি ভুলিনি। কারণ ঐ মাইক্রোফিল্মগুলো আমার বিশেষ দরকার।

আমি ফার্নান্ডেজের কথা শনে হাসলুম। আমার হাসির শব্দ শুনে ফার্নান্ডেজ জিজ্ঞেস করলো: ব্রাদার মনে হচ্ছে আমার কথাগুলো তুমি একেবারে সিরিয়াসলি নাওনি। আমি বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসেছি শুধু মাইক্রোফিল্মগুলো উদ্ধার করতে। ওগুলো আমার বিশেষ দরকার।

ঃ পাবে: কিন্তু তোমার হাতে মাইক্রোফিল্মগুলো তুলে দেবার আগে ডিকি জনের জঙ্গে নিরিবিলিতে কতগুলো কথা বলতে চাই।

ঃ অর্থাৎ ডিকি জনের সঙ্গে দেখা না হলে তুমি মাইক্রোফিল্মগুলো হাতছাড়া করবে না।

ঃ ঠিক বলেছ। আগে ডিকি জনের সঙ্গে কথা বলে নিই, তারপর তোমাকে মাইক্রোফিল্মগুলো দেবো।

ঃ ধরো এর আগে যদি তোমাকে খুন করে, তাহলে মাইক্রোফিল্ম কোথায় পাবো। আবার আমার হাসবার পালা। আমি বললুম ঃ ফার্নান্ডেজ তুমি চিন্তা করো না। আমি মাইক্রোফিল্মগুলো খুব নিরাপদ জায়গায় রেখে গেছি। যদি কোন দুর্ঘটনায় আমার মৃত্যু হয় তাহলে ঐ ফিল্মগুলি তুমি পাবে। কোথায় পাবে তার খবর আমি হোটেলের রিসেপশনিস্টের কাছে রেখে যাবো।

টেলিফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বেশ কিছুক্ষণ কোন জবাব পেলুম না। বুঝতে পারলুম, আমার কথাগুলো নিয়ে টোনী ফার্নান্ডেজ চিন্তা করছে। হঠাৎ টোনী ফার্নান্ডেজ একটু উত্তেজিত গলায় বলে উঠলো ঃ ব্রাদার, দুবে আবার বারে ঢুকেছে। আমার মনে হয় এবার ওর সঙ্গে ডিকি জনকে দেখতে পাবো। দাঁড়াও দেখে আসি। একটু পরে তোমাকে আবার টেলিফোন করবো।

টোনী ফার্নান্ডেজ টেলিফোন ছেড়ে দিলো!

*　　　*　　　*

টেলিফোন ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রুম বেয়ারা এসে আমার হাতে একটি চিরকুট দিলো। রিসেপশনিস্ট লিখেছে—মিস্টার এবং মিসেস ছটুরাম আজ দিল্লী থেকে এক্ষুণি এসে পৌঁছেছেন। তিনশো দশ নম্বর ঘরে আছেন। আপনাকে এক্ষুণি গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

ছটুরাম আসবে এ কথা লি পিয়াং আমাকে বলেছিলো। কিন্তু মিসেস ছটুরাম অর্থাৎ আমার বান্ধবী ময়না যে ক'লকাতায় হুট করে চলে আসবে এ কথা কখনও কল্পনা করিনি। আমার জানবার ইচ্ছে হলো ময়না কেন ক'লকাতায় এলো?

এর জবাব অবশ্য আমি ময়নার মুখ থেকে শুনতে পেলুম।

ঃ বাপ্‌স রাজা তুমি কলকাতা শহরে কী হৈ হল্লা করছো বলতো। লি পিয়াং আমাদের টেলেফোন করে বললো যে তুমি নাকি এক খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছ। কী ব্যাপার বলো তো! লি পিয়াং-এর কথা শুনে ছটু বললো ও এখুনি কলকাতায় আসছে। আমিও বায়না ধরলুম কলকাতায় আসবো। অনেকদিন কলকাতা শহর দেখিনি।

কথাগুলো ময়না বেশ জোর গলায় বললো যেন ছটু শুনতে পায়। কিন্তু তারপরেই ছটুর আড়ালে কণ্ঠস্বর মিহি এবং নীচু করে বললো ঃ আসলে কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। কাউকে বলো না।

আমি অবশ্য এ ধরনের একটা জবাব ময়নার কাছ থেকে আশা করেছিলুম। কারণ, আমি জানতুম যে হিয়ায় হিয়া টানে। ময়না যে আমার আকর্ষণে এসেছে এ কথা জানতুম।

ময়নার কথা শুনে আমি হাসলুম। কোন জবাব দিলুম না। ময়না আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললো : আজ হোটেলে এসে দেখি তোমার রুমের টেলিফোন এনগেজড আবার কোন এক্সট্রা জুটিয়েছ নাকি ? আমি বাপু পুরুষদের একেবারে বিশ্বাস করিনে। শাড়ীর আঁচল দেখলে ওদের মন টগবগ করে ওঠে। বলি নতুন বান্ধবীটি কে ?

: কলকাতায় আমার কোন বান্ধবী নেই। আর বান্ধবী সংগ্রহ করবার মতো সময় এবং উৎসাহ আমার নেই। এখানে এসে কতোগুলো বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি।

ছট্টুরাম এবার জিজ্ঞেস করলো : কী ব্যাপার খুলে বলো তো ? লি পিয়াং-এর মুখে যা শুনলুম সে কথা শুনে তো আমার চিন্তা হচ্ছে।

: সোনিয়া হ্যাজ বীন কীল্ড—আমার কথা শেষ হবার আগে ময়না অহেতুক প্রশ্ন করে বললো : সে কী, রাজা আজকাল তুমি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মেয়েদের খুন করতে শুরু করেছ। এখন কী হবে ?

আমি ময়নাকে ধমকের সুরে বললুম : আঃ কী বাজে বক্‌ছো। ব্যাপারটা ছেলেখেলা বা ঠাট্টা করবার মতো নয়। সিরিয়াস।

আমি দেখতে পেলুম ছট্টুর মুখ গম্ভীর হয়েছে। কিন্তু ছট্টু কিছু বলবার আগেই আমাদের দরজায় কে জানি 'নক' করলো। আর দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যে দুজন লোক আমাদের ঘরে ঢুকলো ওদের দেখে আমার চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেলো। লোক দুটো আর কেউ নয়। তোতন এবং লাট্টু।

তোতন এবং লাট্টু ঘরে ঢুকে কোন ভনিতা করলো না। সোজা আমাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে শুরু করলো।

: সত্যি রাজা তুমি এখনও বেঁচে আছো দেখে অবাক হচ্ছি। অবশ্যি আমরা যে কোন মুহূর্তে তোমাকে কোতল করতে পারি। কিন্তু কী করবো। সাইমন জন এখনও তোমাকে খতম করবার অনুমতি দেন নি। যাক বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবো না। কারণ আমরা দুজনে এসেছি সোনিয়াকে কে এবং কী করে খুন করা হলো জানার জন্যে। মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করো না। তাহলে শুধু তোমার বিপদ হবে না—তোমার বান্ধবীকে তোমার দোষের জন্যে খেসারত দিতে হবে—এই কথা বলে তোতন ময়নার মুখের দিকে তাকালো।

আমি দেখতে পেলুম ময়নার মুখ ভয়ে আমসীর মতো হয়েছে। কিন্তু ছট্টু এবং আমি তোতনের কথায় ভয় পেলুম না। আমি একটা জবাব দেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু আমি কিছু বলবাব আগে লাট্টু বলতে শুরু করলো।

: আজ সকালে বাবু জাভেরী ডেকে বললেন : ব্যাপারটা কী ? সোনিয়ার মৃত্যুর খবরে বাবু জাভেরী বিশেষ কাবু হয়েছেন। উনি সাইমন

জনকে কী বলেছেন জানো ? সোনিয়ার মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী। তোমাকে কলকাতায় পাঠান হয়েছিলো দেখাশোনা করবার জন্যে। কিন্তু তুমি সোনিয়াকে দেখাশোনা করোনি এবং তোমার গাফিলতীর জন্যে আজ সোনিয়ার মৃত্যু হয়েছে। বাবু জাভেরী তোমার দেহের চামড়া চান এবং এ চামড়া দিয়ে তিনি তার জুতো বানাবেন।

আবার আমি লাট্টুর কথার জবাব দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু তোতন আমাকে বাধা দিলো।

ঃ না কোন কৈফিয়ৎ কিংবা জবাব দিহি দিয়ে দোষ ঢাকবার চেষ্টা করো না। সুবিধে হবে না। কারণ সোনিয়ার মৃত্যুর আসল কারণ আমরা জানতে পারবো।

তারপর গলার স্বরের মাত্রা নীচু করে তোতন বললো ঃ তুমি হলে ড্যাম স্কাউনড্রেল। আজ তোমার জন্যে সাইমন জন বিপদে পড়েছেন। কারণ বাবু জাভেরী ওকে বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যদি সোনিয়ার হত্যাকারীকে স্যজা না দেওয়া হয় তাহলে সাইমন জনের জীবনের মেয়াদ হবে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে। তুমি এবার কী জবাব দেবে বলো ?

আমি তোতন লাট্টুর ধমকানিতে ভয় পেলুম না। মৃদু হাসলুম। আমার মুখের ভাবখানা ছিলো যে এ ধরনের হুমকি আমি এর আগে অনেক শুনেছি। কিন্তু তোতন লাট্টু কী জানে যে রাজা গভীর জলের মাছ ; এ মাছকে ধরা ছোঁয়া সহজ কাজ নয়।

আমি তোতন লাট্টুর কথার জবাব দেবার আগে একবার ছট্টুর মুখের দিকে তাকালুম। দেখতে পেলুম আমার মতো ছট্টুও ভয় পায় নি। কিন্তু ওর মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

ময়না অবশ্যি আমাদের আলাপ আলোচনা থেকে কেটে পড়বার জন্যে একটা বাজে অজুহাত দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো। তারপর ঘর থেকে একটি বিলেতি হুইস্কির বোতল এনে টেবিলের ওপর রেখে দিলো।

তোতন হুইস্কির ছিপি খুলে বোতল থেকে খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিয়ে বললো ঃ যাক, গলাটা ভিজলো। লাট্টু তুই খাবি ?

হয়তো তোতনের এই প্রশ্ন করবার প্রয়োজন ছিলো না। কারণ লাট্টু তোতনের হাত থেকে হুইস্কির বোতলটি টেনে নিয়ে বললো ঃ থ্যাংকস।

কিছুটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিয়ে লাট্টু জিজ্ঞেস করলো ঃ এবার তোমার কী বলবার আছে বলো রাজা ! আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে ওদের দুজনের সঙ্গে বাজে কথা বলবো না। দু চারটে মামুলী জবাব দেবো। দেখি ওরা কী বলে ?

আমি প্রথমে ছট্টুর সঙ্গে ওদের দু জনের পরিচয় করিয়ে দিলুম।

বললুম ঃ আমার বিজনেস পার্টনার ছটুরাম। আর এ ভদ্রমহিলা কে হয়তো আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। কারণ কিছুদিন আগে আপনারা দুজনে ওকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলেন।

লাট্টু ময়নার দিকে তাকিয়ে বললো ঃ মিস ময়না।

আমি ওর কথা সংশোধন করে বললুম ঃ না ওর নাম হচ্ছে মিসেস ছটুরাম।

ঃ চমৎকার। কিন্তু আমরা এখানে আপনার বিজনেস পার্টনার ছটুরাম কিংবা তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে আসিনি। আমরা জানতে চাই সোনিয়াকে কে এবং কী করে খুন করা হলো। সাইমন জন এবং বাবু জাভেরী এক্ষুনি এ খবর জানতে চান।

সোনিয়াকে গলা টিপে মারা হয়েছে। আর ওর মৃতদেহ গঙ্গার ধারে পাওয়া গেছে।

ঃ তোতন লাট্টু আমার কথা শুনে শিস দিয়ে উঠলো। আমি তাকিয়ে দেখলুম যে ওরা দুজনে চোখ থেকে সান গ্লাস দুটো খুলে পকেটে ভরছে! বুঝতে পারলুম যে ওরা দুজনেই বেশ উত্তেজিত হয়েছে।

ঃ তুমি কোথায় ছিলে? তোতন জিজ্ঞেস করলো। আমি তাকিয়ে দেখলুম যে ওদের দুজনের মুখের ভাব বেশ হিংস্র হয়েছে।

ঃ আমি? আমি কোথায় ছিলুম? দাঁড়াও ভেবে দেখি—এই বলে আমি কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করলুম।

ঃ রাত প্রায় বারোটার সময় আমি ডিকি জনের হাউস বোটে গিয়েছিলুম।

আবার তোতন ধমক দিয়ে বললো ঃ আমরা এখানে তোমার এনগেজমেন্ট ডায়েরী শুনতে আসিনি। আমরা জানতে চাই কী করে সোনিয়াকে খুন করা হলো এবং কেন এ খুন করা হলো।

ঃ বাবু জাভেরী এবং সাইমন জনকে বলতে পারো যে এ দুটো প্রশ্নের কোনটার জবাব দিতে আমি পারবো না। পুলিস খুনের তদন্ত করছে। আর এ রাত্রে আমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। হাউস বোটে ডিকি জনের লোকের সঙ্গে আমার মারপিট হয়।

ঃ ওরা তোমাকে খুন করলো না কেন? তাহলে আমরা খুশী হতুম। —লাট্টু ফোড়ন কাটলো।

এবার আমার ধমক দেবার পালা। প্রায় চীৎকার করে বললুম, শাট আপ। তোতন লাট্টুকে বাধা দিয়ে বললো ঃ দাঁড়া, লোকটিকে চটিয়ে লাভ নেই। যাক, রাজা আমরা বোম্বে থেকে কলকাতায় এসেছি শুধুমাত্র সোনিয়ার মৃত্যু খবর শোনবার জন্যে। সোনিয়াকে কে খুন করলো আমরা জানতে চাই।

ঃ পুলিসের কাছে যাও, ওদের কাছে সব খবর পাবে—ছটু এতোক্ষণ কোন কথা বলেনি। চুপ করে তোতন লাট্টুর হুংকার শুনছিলো। এবার সে মুখ খুললো।

তোতন ছট্টুর কথা শুনে বিরক্ত বোধ করলো। বাঁকা চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো : তুমি কে ?

: আমার বিজনেস পার্টনার—জবাব আমি দিলুম।

: তোমাকে কোন প্রশ্ন করি নি। আমরা রাজাকে প্রশ্ন করেছি। আর আমাদের কথার জবাব রাজা দেবে—তোতন হুমকি দিয়ে মন্তব্য করলো।

: সোনিয়ার মৃত্যু নিয়ে পুলিস তদন্ত করছে। ওদের কাছে গেলে সব প্রশ্ন, কৌতূহলের জবাব পাবে।

তোতনের মুখ আরো গম্ভীর কালো হলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো : বাবু জাভেরীর মেয়েকে খুন করা হলো অথচ পুলিস এই খুনের খবর ওকে দেয় নি। নিশ্চয় এ খুনের কোন রহস্য লুকানো আছে। নইলে পুলিস কথাটা গোপন করে গেল কেন ?

: পুলিস খুনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওর নাগাল পেলে হয়তো বাবু জাভেরীকে সব খবর দেবে—ছট্টু বললো।

: আমরাও খুনীর খোঁজে কলকাতায় এসেছি—লাট্টু এবং তোতন এক সঙ্গে বলে উঠলো।

: তাহলে ডিকি জনের খোঁজ করো। কারণ পুলিস এই খুনের ব্যাপারে ডিকি জনকে সন্দেহ করছে।

: ডিকি জন, ডিকি জন···তোতন দু-তিনবার ডিকি জনের নাম উচ্চারণ করলো। তারপর হুইস্কির বোতল থেকে আবার খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে বললো : ডিকি জন কী করে খুন করলো ?

আমি ধমক দিয়ে বলে উঠলুম : ডিকি জন কী করে সোনিয়াকে খুন করলো সে খবর আমি কী করে বলবো ? খুন করেছে ডিকি জন, আমি নই।

লাট্টু তার পকেট থেকে বিলেতি এক প্যাকেট সিগারেট বের করে একটি সিগারেট নিজে ধরালো এবং আর একটি সিগারেট তোতনকে দিলো। সিগারেটে আগুন ধরিয়ে মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বের করে বললো : যাক কথা বলে সময় নষ্ট করবো না। তোমাকে শুধু ছোট একটা কথা বলতে এসেছি। বলতে পারো সতর্ক বাণী। যদি আর আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ কিংবা আমরা সোনিয়ার মৃত্যুর পুরো রহস্য জানতে না পারি তাহলে আমরা কী করবো জানো ?

: কী আর করবে ? বিশ্রী কোন কাণ্ড গুণ্ডামি—তাই নয় কী ?

: শাট আপ, চুপ করো—তোতন চীৎকার করে বললো।

: চীৎকার করছো কেন ? আমার পার্টনার কী বোবা যে কথা বলতে পারবেন না—আমি পাল্টা ধমকের সুরে বললুম।

: অল রাইট তোমার পার্টনার যতো খুশী বক্ বক্ম করুক আমাদের

আপত্তি নেই—এবার লাট্টু মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া বের করে বলতে শুরু করলো। কিন্তু আমরা তোমাকে স্পষ্ট এবং সহজ ভাষায় বলে যাচ্ছি যদি খুনীকে আমরা খুঁজে বার না করতে পারি তাহলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে। কারণ সোনিয়াকে দেখবার জন্যে তোমাকে কলকাতায় পাঠান হয়েছিলো।

আমি মাথা নাড়লুম। বললুম ঃ হুঁ, তোমাদের কথার ভেতর কিছুটা ভুল আছে। কারণ আমি কলকাতায় এসেছিলুম কিছু মূল্যবান ডকুমেন্ট উদ্ধার করতে। সোনিয়ার চাপরাশী হয়ে আসি নি।

ঃ নেভার মাইন্ড, তুমি কী করতে কলকাতায় এসেছিলে তা জানতে চাই না। আমরা খুনীকে খুঁজে বার করতে চাই।

ঃ তাহলে ইনসপেক্টর শিকদারের সঙ্গে দেখা করো।

ঃ উনি কে?

ঃ লালবাজারের ডিটেকটিভ ইনসপেক্টর। সোনিয়ার মার্ডার কেস উনি তদন্ত করছেন। ওর কাছ থেকে সব খবর পাবে।

ঃ খবর পাই বা না পাই, এ ঘটনার জন্যে আমরা তোমাকে দায়ী করবো। তোমার জীবন আমাদের হাতের মুঠোয় রইলো—লাট্টু বেশ মাতব্বরী চালে বললো।

ছট্টু আজকের আলোচনায় বড়ো বেশী কথা বলে নি কিন্তু এবার সে তার মুখ খুললো। বললো ঃ আমাদের হুমকি দিয়ে কোন কাজ হবে না মিস্টার। আপনারা নিজের চরকায় তেল দিন—

তোতন ছট্টুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। ছট্টু যে তাদের মুখের উপর কথা বলতে সাহস করবে এ কথা যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। এবার সে ছট্টুর মুখের উপর একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললো ঃ লাটের বাচ্চার মতো কথা বলছো। তুমি কে হে?

ঃ এইতো কিছুক্ষণ আগে তোমাকে বললুম ছট্টু হলো আমার বিজনেস পার্টনার। তারপর গলার স্বর এক ধাপ উঁচু করে বললুম ঃ শুধু বিজনেস পার্টনার নয়—এই যে কলকাতা শহরের রেসকোর্স আর গঙ্গার নদী দেখছো ওর মালিক ছিলেন ছট্টুর বাবা। গঙ্গার নদী অবশ্য সরকার ন্যাশনালাইজ করে নিয়েছেন আর রেসের দেনা মেটাবার জন্যে ওর বাবা রেসকোর্স বিক্রী করে দেন।

ঃ তোতন লাট্টু দু-জনেই বুঝতে পারলো যে আমি মিথ্যে কথা বলছি। আর শুধু মিথ্যে কথা নয়, আমার জবাবে ঠাট্টার সুর ছিলো এ তাদের কানে বাজলো। তোতন মুখ ভেংচি কেটে বললো ঃ লায়ার।

আমি তোতন-লাট্টুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললুম ঃ আহা আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে কী লাভ হবে? সোনিয়াকে কে খুন করেছে, কোথায় করেছে তার পুরো খবর তোমাকে ইনসপেক্টর শিকদার দেবেন। উনি লালবাজারে বসেন।

যদি লালবাজার খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় তাহলে কোন ট্রাফিক পুলিসকে জিজ্ঞেস করবে, উনি লালবাজার থানা কোথায় বলে দেবেন।

তোতন-লাট্টু কড়া চোখে আমাদের দু-জনের মুখের দিকে তাকালো। তারপর গটগট করে দু-জনে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলো। যাবার আগে বেশ হুমকি দিয়ে বলো গেলো : মিস্টার তোমার বিজনেস পার্টনার গঙ্গার মালিক হতে পারেন বটে কিন্তু মনে রেখো আমরা হলুম ইনকমট্যাক্স কলেক্টর। তোমাদের পাওনা গণ্ডার হিসেবে কোন ভুল থাকলে সহজে রেহাই পাবে না। এ কথা তোমাদের জানিয়ে দিলুম।

তোতন-লাট্টু চলে যাবার পর ছট্টু বোতল থেকে খানিকটা হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে নিয়ে গলায় ঢাললো। তারপর বললো : রিয়েল বাসটার্ড।

ময়না এতোক্ষণ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা শুনছিলো। এবার সে বেশ চিন্তার রেশ মুখে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

: কী ব্যাপার লোকদুটো তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করছিলো কেন?

: ঝগড়া নয় ডার্লিং, ওরা উঁচু গলায় কথা বলে কিনা তাই ওদের কথা শুনলে মনে হয় ওরা ঝগড়া করছে—জবাব আমিই দিলুম। আর কথা বলবার সময় একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম যে ময়নার স্বামী ছট্টুরাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

: ও মা এই ওদের কথা বলবার ছিরি নাকি? কী অসভ্য।

তারপর আমার কাছে এসে বললো : তোমাকে কী ওরা খুন করতে চায় রাজা?

: আমি এবার এক কাণ্ড করে বসলুম! ছট্টুর অস্তিত্বকে একেবারে ভুলে গেলুম। ময়নাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললুম আমাকে খুন করবার মতো সাহস আজ অবধি কোন বান্দার হয় নি···তুমি ভয় পেও না ডার্লিং···

*　　　　*　　　　*

বিকাল বেলা আমি আর ছট্টু হুইস্কির গ্লাস নিয়ে আলোচনা করতে বসলুম। ময়না বললো যে তার শরীর ক্লান্ত। তাই কিছুক্ষণের জন্যে সে বিছানায় গড়িয়ে নেবে। আসলে চুমু খাবার ঘটনার পর থেকে ময়না আমাদের দু-জনের সামনে বেরিয়ে আসতে বেশ লজ্জা পাচ্ছিলো।

: আসল কথা কী বলো তো রাজা। সোনিয়াকে কে খুন করলো? ছট্টু জিজ্ঞেস করলো।

আমি জবাব দিলুম না। চুক চুক করে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলুম। কিছুক্ষণ পরে পকেট থেকে দুটো সিগার বের করে একটি সিগার ছট্টুর হাতে দিয়ে বললুম : আসল হাভানা সিগার। ব্ল্যাক থেকে কিনেছি। খেয়ে দেখো।

ছট্টু সিগার মুখে পুরে বললো ঃ এবার সমস্ত ঘটনা খুলে বলো কী হয়েছিলো। তোমার পাশের ঘরেই তো সোনিয়া থাকতো? তাই নয় কী? ছট্টু আমাকে কেন এই প্রশ্ন করলো তার কারণ আঁচ করে নিতে আমার অসুবিধে হলো না। কারণ ছট্টু হয়তো মনে মনে একটা আন্দাজ করে নিয়েছিলো যে কলকাতায় এসে আমি এবং সোনিয়া কীভাবে জীবন কাটিয়েছি। মেয়েদের প্রতি আমার যে অসীম দুর্বলতা আছে এ কথা ছট্টুর অজানা ছিলো না।

ঃ না ছট্টু কলকাতায় এসে সোনিয়ার সঙ্গে আমার বিশেষ দেখা কিংবা আলোচনা হয় নি। কিন্তু সোনিয়া আমাকে বলেছিলে যে সে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চায় এবং তার দেখা করবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ঐ ডকুমেন্ট, মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করা। আর ঐ জিনিসগুলো উদ্ধার করবার জন্যে বাবু জাভেরী ওকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন। আসলে বলতে পারো আমরা দু-জনে একই জিনিষের সন্ধানে কলকাতায় এসেছিলুম।

ঃ স্ট্রেঞ্জ, ছট্টু মুখ থেকে একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া বের করে বললো।

ঃ স্ট্রেঞ্জ, কেন? আমি বেশ অবাক হয়ে ছট্টুর কথা পুনরাবৃত্তি করে বললুম।

ঃ কারণ আমি ভেবেছিলুম সোনিয়া ডিকি জনের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চায়।

ঃ মিথ্যে কথা। আমাকে প্রথমে এ কথা বলেছিলো। তারপর বললো ঃ রাজা ডিকি জন তোমাকে কলকাতা থেকে চলে যাবার জন্যে বাহাত্তর ঘণ্টা সময় দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তুমি যদি এই শহর ত্যাগ না করো, তাহলে তোমার বিপদ হবে আর আমি ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্মগুলো ডিকি জনের কাছ থেকে পাবো না। সেদিন সোনিয়া আমাকে বললো যে সে ডিকি জনের সঙ্গে হারানো প্রেম নিয়ে আলোচনা করতে আসে নি। বাবু জাভেরী ডিকি জনের কাছ থেকে ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম কিনে নেবার জন্যে ওকে পাঠিয়েছেন। তার প্রধান কারণ ডিকি জন যেমনি সাইমন জনকে ব্ল্যাকমেল করেছিলো তেমনি বাবু জাভেরীকে ব্ল্যাকমেল করতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। তারপর এ বিষয় নিয়ে আমি যখন টোনী ফার্নান্ডেজের সঙ্গে আলোচনা করলুম--

আমার কথা শেষ হবার পর ছট্টু জিজ্ঞেস করলো ঃ টোনী ফার্নান্ডেজ?

ঃ কেন টোনীকে তোমার মনে নেই? রেভিনু্য ইনটেলীজেন্সের ইনফরমার। ডিকি জনের কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করবার জন্যে বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসেছে।

ঃ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। টোনী ফার্নান্ডেজের কথা তুমি আমাকে দিল্লীতে বলেছিলে বটে। লোকটা বুঝি ডকুমেন্টগুলো হাত করবার জন্যে তোমার শরণাপন্ন হয়েছে।

: ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি সহজে ভুলবার পাত্র নই।

আমি ছটুকে তারপর লিলি ডিকি জন এবং দুবের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিলো সেকথা বললুম। ছটু মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনলো। কিন্তু কোন মন্তব্য করলো না। হঠাৎ আমি ছটুকে জিজ্ঞেস করলুম : ছটু তুমি বোম্বাই-এর স্মাগলারদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর রাখো ?

: হ্যাঁ—কেন বলো তো ?

: গিদোয়ানী বলে কাউকে চেনো ? হঠাৎ চীনে পাড়ায় লোকটির সঙ্গে আমার আলাপ হলো। লোকটি আমাকে বললো যে, স্মাগলিং হলো তার পেশা। আগে সওদাগরী জাহাজে ক্যাপ্টেন ছিলো। কিন্তু স্মাগলিং করবার অপরাধে ওর চাকরী যায়।

: আচ্ছা লোকটি কী রকম দেখতে বলতো। এ নাম এর আগে কোথায় যেন শুনেছি।

আমি গিদোয়ানীর চেহারার বিবরণী দিলুম। আমার মুখ থেকে খানিকটা বিবরণী শুনে ছটু বললো : এ চেহারার একটি লোককে আমি অল্প বিস্তর জানতুম বটে তবে ওর সঙ্গে আমার বেশ কয়েক বছর দেখা হয় নি।

: চীনে পাড়ায় লোকটি আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করলো—আমি জবাব দিলুম।

: আমি যে গিদোয়ানীকে চিনি এ যদি সেই গিদোয়ানী হয় তাহলে ওর আলাপ করবার নিশ্চয় গৌণ উদ্দেশ্য আছে।

আমাদের আলোচনায় বাধা পড়লো। টেলিফোন বেজে উঠলো। বেশ কিছুক্ষণ টেলিফোন বাজতে লাগলো। কিন্তু আমি টেলিফোন ধরবার কোন আগ্রহ দেখালুম না। ছটু টেলিফোনের পানে তাকিয়ে বললো : টেলিফোন বাজছে :

নিশ্চয় টোনী ফার্নান্ডেজ আবার টেলিফোন করেছে। আজ দুপুরে একবার টেলিফোন করেছিলো।

: কী চায় ?

: মাইক্রোফিল্ম।

আমি গিয়ে টেলিফোন ধরলুম। কণ্ঠস্বর লিলি ডিকি জনের।

: রাজা।

: দ্যাটস মী।

: আপনার ঘরে আর কেউ আছে ?

: আমি মিথ্যে কথা বললুম, না।

: চমৎকার। আজ সন্ধ্যা আটটার সময় এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। ভদ্রলোক আপনার পরিচিত। কিন্তু সাবধান কেউ যেন আড়ি পেতে আপনাদের কথা না শোনে।

ঃ লিলি ডিকি জন টেলিফোন ছেড়ে দিলো।

ঃ ছট্টু আমাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ কে টেলিফোন করেছিলো ?

ঃ আমি ছোট্ট জবাব দিলুম ঃ মাতাহরি।

ঃ মাতাহরি! তোমার হেঁয়ালী কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না। ছট্টুর প্রশ্নে উদ্বেগের কণ্ঠস্বর ছিলো।

ঃ লিলি ডিকি জন। আমাকে খবর দিলো আজ সন্ধ্যা আটটার সময় ওর কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে—আমি মুখে একটি সিগারেট পুরে জবাব দিলুম।

ঃ তাহলে ডিকি জন তোমার সঙ্গে দেখা করবে—

দেখা যাক। ভাবছি টোনীকে খবর দেবো। এই মিটিং-এ টোনীর উপস্থিত থাকা দরকার।

আমি টোনীর দেয়া টেলিফোন নম্বরটি খুঁজে বার করলুম। কিন্তু টোনীকে পাওয়া গেলো না! যে মেয়েটি টেলিফোন ধরেছিলো সে বললো টোনী কখন ফিরবে সে বলতে পারে না। আমি জবাবে বললুম যে টোনীকে আমার বিশেষ দরকার। টোনী ফিরে এলে যেন আমাকে টেলিফোন করে।

ঃ টোনীর সন্ধান পেলে ?

ছট্টু আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ না। তবে ওকে আমি ওর বান্ধবীর বাড়ীতে খুঁজে পাবো বলে আশা করি নি। কিছুক্ষণ আগে আমাকে চীনে পাড়া থেকে টেলিফোন করেছিলো। তাকে খবর দিয়ে রাখলুম।

ছট্টু আর কোন জবাব দিলো না। শুধু ঘড়ির পানে তাকিয়ে বললো ঃ আটটা বাজবার আরো তিন ঘণ্টা বাকী আছে। কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেয়া যাক। প্লেন জার্নি করে বেশ ক্লান্ত অনুভব করছি। তারপর একবার লি পিয়াং-এর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো।

আমি ছটুর প্রস্তাবে আপত্তি করলুম না। বরং মনে মনে খুসী হলুম। কারণ ছট্টু বাইরে চলে গেলে ময়নার সঙ্গে নির্জনে বসে দু চারটে প্রেমের কথা বলতে পারবো।

আমি নিজের ঘরে চলে এলুম।

*   *   *

রাত আটটা বাজবার কিছুক্ষণ আগে ছট্টু ফিরে এলো।

ছটু লি পিয়াং-এর কাছে চলে যাবার পর আমি ভালো করে স্নান করলুম। স্নান করবার পর শরীরটা আবার তাজা বলে মনে হলো। কলকাতার আবহাওয়া আমার একেবারে সহ্য হয় না। তাই সময় পেলে আমি বাথরুমে গিয়ে স্নান করে নিই।

ইতিমধ্যে ময়না আমার ঘরে এলো। ওর মুখে ছিলো বেশ চিন্তার ভাব। কারণ লালবাজারের পুলিসের কাছে গিয়ে আমাকে যে অনেকবার জবাব দিতে হয়েছে এ কথা শুনে ময়না বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিল।

ময়না বললোঃ সত্যি রাজা কলকাতায় এসে তুমি যে পুলিসের হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে আমি ভাবতে পারিনি! তারপর ময়না আমাকে সোনিয়ার সম্বন্ধে হাজার প্রশ্ন করলো। সোনিয়া সম্বন্ধে ওর জানবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। সোনিয়া কী দেখতে সুন্দরী ছিলো?

ময়নার প্রশ্ন এবং কণ্ঠস্বর থেকে আমি বুঝতে পারলুম ময়না কী জানতে চায়। অর্থাৎ সোনিয়ার সঙ্গে আমার কী ধরনের সম্পর্ক ছিলো?

এ ধরনের প্রশ্নের কী জবাব দিতে হবে আমি জানতুম। মেয়েরা কখনও সত্যি কথায় বিশ্বাস করে না। কল্পনার জাল বুনতে ভালোবাসে। যদি ময়নাকে বলি যে সোনিয়ার সঙ্গে আমার কোন দৈহিক সম্পর্ক ছিলো না তাহলে ময়না কী আমাকে বিশ্বাস করবে? কখনই না। বরং উল্টো ভুল বুঝবে।

তাই আমি মন ভেজাবার জন্যে বললুমঃ সোনিয়ার জন্যে আমার কোন দুর্বলতা ছিলো না। আর দুর্বলতা না থাকবার প্রধান কারণ হলো সোনিয়ার বাবা বাবু জাভেরী। আমাকে সাইমন জন এবং বাবু জাভেরী বেশ সহজ ভাষায় বলে দিয়েছিলেন যেন আমি সোনিয়ার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি না করবার চেষ্টা করি। তাহলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে।

ঃ ওঃ তাই! আমার জবাব শুনে ময়না চুপ করে গেলো। আমার মনে হলো ময়না আমার কথাগুলো একেবারে বিশ্বাস করতে পারে নি। কারণ ময়না রাজাকে জানে। আর কোন মেয়ের সান্নিধ্য যে আমাকে উত্তেজিত করে তোলে সে কথাও ময়নার অজানা ছিলো না। কিন্তু তবু পুরুষেরা যখন মিথ্যে কথা বলে তখন মেয়েরা হাজার চেষ্টা করলে ওদের মুখ থেকে সত্যি কথা বের করতে পারবে না। হয়তো সেদিন ময়না আমার জবাবে সন্তুষ্ট হলো না। তাই সেদিন অভিমান করে আমার সঙ্গে প্রেম করবার কোন চেষ্টা করলো না। আমারও চিন্তা ছিলো অন্যদিকে। বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলুম। কখন রাত আটটা বাজবে—আর লিলি ডিকি জনের লোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় ছটু ফিরে এলো। আমি ছটুকে জিজ্ঞেস করলুমঃ লি পিয়াং-এর সঙ্গে দেখা হলো?

ঃ হ্যাঁ—খুব ছোট জবাব দিলো।

ঃ কী বললো—

ঃ বিশেষ কিছু না—আমার মনে হলো ছটু আমার কথাগুলো এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

ঃ লিলি ডিকি জন আজ রাত আটটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে লোক পাঠাচ্ছে এ খবর লি পিয়াং জানে ?

ঃ আমি এ খবর ওকে দিয়েছি। আমার কথা শুনে লি পিয়াং বিশেষ কিছু বললো না।

ছটু আর বেশী কিছু বললো না। আমি দেখতে পেলুম ওর মুখ বেশ গম্ভীর। আমার মনে হলো নিশ্চয় লি পিয়াং ওকে কিছু বলেছে যে কথা ছটু আমাকে বলতে চায় না।

ঠিক রাত আটটার সময় নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী আমার ঘরে লিলি ডিকি জনের প্রতিনিধি এলো। প্রতিনিধিকে দেখে আমি কিন্তু বিস্মিত অবাক হলুম। প্রতিনিধি আর কেউ নয় আমার চীনে পাড়ার প্রতিনিধি গিদোয়ানী।

ঃ গিদোয়ানী তুমি—বিস্ময়ে আমার মুখে দিয়ে যেন কথা বেরুলো না।

ঃ গিদোয়ানী আমার কণ্ঠস্বর শুনে লজ্জা পেলো। বেশ অপ্রতিভ হয়ে বললো ঃ না এসে পারলুম না ব্রাদার। উনি আমাকে প্রায় জোর করে তোমার কাছে পাঠালেন।

ঃ উনি কে ? যদিও আমি জানতুম যে লিলি ডিকি জন গিদোয়ানীকে আজ আমার কাছে পাঠিয়েছে তবু মনের সন্দেহকে দূর করবার জন্যে এই প্রশ্ন করলুম।

ঃ লিলি ! লিলি ! আমাকে গিদোয়ানী বললো।

আমি আর একটি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আমার কথায় বাধা পড়লো। ছটু আমার ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ গিদোয়ানীর মুখের পানে তাকিয়ে বললো ঃ তুমি গিদোয়ানী। আমাকে চিনতে পারছো ? আমি ছটুরাম।

গিদোয়ানী বিস্মিত হয়ে ছটুরামের মুখের দিকে তাকালো। তার চাউনি দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না—গিদোয়ানী ছটুরামকে চিনতে পেরেছে।

তাহলে কী ছটু আর গিদোয়ানী একে অন্যকে চেনে ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর গিদোয়ানীকে স্বীকার করতে হলো যে ছটুরাম তার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। দু-জনেই দু-জনকে চেনে।

ঃ তুমি ছটুরাম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তুমি বোম্বাইতে এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা করতে। আমরা-দু-জনে—গিদোয়ানী তার কথাটা অসম্পূর্ণ রাখলো। কারণ ছটু তার কথার বাকীটা শেষ করলো।

ঃ হ্যাঁ রাজা, বোম্বাইতে আমি আর গিদোয়ানী একসঙ্গে ব্যবসা করতুম। গিদোয়ানী ছিলো একটা ছোট মালবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন। আর বোম্বাইতে আমার একটি ছোট দোকান ছিলো। গিদোয়ানী তার জাহাজ থেকে মাল এনে আমাকে দিতো। আর আমি সেই মাল বাজারে চড়া দামে বিক্রী করতুম।

কিন্তু একদিন গিদোয়ানী জাহাজ থেকে মাল স্মাগল করতে গিয়ে ধরা পড়ে। আর বিচারে তার দু-বছর জেল হয়। পুলিস অবশ্য আমার নাগাল পায় নি। কারণ পুলিস ঐ দোকানে হানা দেবার আগেই ঐ দোকান আমি গিদোয়ানীর কাছে বিক্রী করেছিলুম।

গিদোয়ানী প্রথমে এইসব কথা শুনে বেশ একটু থমমত খেয়েছিলো। কিন্তু তারপরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো ঃ পুরানো কাসুন্দী ঘাটছো কেন ভাই। হাজার হোক আমরা দু-জনেই ছিলুম বার্ডস অব দি সেম ফেদার।

ঃ না, তোমার জীবনের আরো কিছুটা রাজাকে শোনাতে হবে। তাহলে রাজা জানতে পারবে তুমি কী চরিত্রের লোক।

ঃ গিদোয়ানী বোম্বাই-এর অনেক স্মাগলারদের কাছে জিনিষ বিক্রী করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিদোয়ানী ওর প্রতিশ্রুতি রাখে নি। শুধু তাই নয়। পুলিস এসে যখন গিদোয়ানীকে গ্রেপ্তার করলো তখন গিদোয়ানী পুলিসের কাছে ওদের নাম প্রকাশ করলো। এসব কথা তোমার মনে পড়ে গিদোয়ানী?

গিদোয়ানী এবার নিজের বিরক্তি কিছুটা হেসে উড়িয়ে দেবার সুরে বললো ঃ কী সব আজে-বাজে বক্‌ছো ছটু। আজকালকার ঘটনার সঙ্গে এইসব ঘটনার কী সম্পর্ক? তুমি শুধু রাজার মন বিষিয়ে দেবার চেষ্ট করছো।

গিদোয়ানী এই কথা বলে হুইস্কির বোতলের পানে তাকালো। আমি বুঝতে পারলুম যে গিদোয়ানী ছটুর কঠোর কথাগুলো ভালো করে হজম করতে পারছে না। তাই মনে সাহস যোগাড় করবার জন্যে হয়তো হুইস্কি খেতে চায়।

ঃ আমি হুইস্কির বোতলটি গিদোয়ানীর কাছে দিয়ে বললুম ঃ হুইস্কি খাবে?

ঃ অন দি রকস—গিদোয়ানী ছোট জবাব দিলো।

আমি গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বললুম ঃ গিদোয়ানী লিলি ডিকি জনের কাছ থেকে তুমি কত টাকা আদায় করেছ?

ঃ পঁচিশ হাজার টাকা। কিছু টাকা আমাকে অগ্রিম দিয়েছে। কাজ শেষ হলে বাকী টাকাটা দেবে।

ঃ কী ধরনের কাজ? আমি মনের কৌতূহল চাপতে পারলুম না।

ঃ ডিকি জন আমার ফ্ল্যাটে লুকিয়ে আছে। আমি ওখানে তোমাকে নিয়ে যাবো।

ঃ তোমার ফ্ল্যাট কোথায়?

গিদোয়ানী আমার কথা এড়িয়ে গেলো। শুধু বললো ঃ ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে তোমাকে একাই যেতে হবে। কারণ তোমার সঙ্গে আর কেউ যায় ডিকি জনের একেবারেই পছন্দ নয়।

ছটু বিদ্রুপের সুরে জবাব দিলো ঃ নিশ্চয়, ডিকি জন অন্য কারু সঙ্গে দেখা করতে চায় না। কারণ—

গিদোয়ানী প্রতিবাদের সুরে বললো ঃ ছটু ঠাট্টা করো না।

ঃ লিলি ডিকি জন তোমার সঙ্গে কী করে যোগাযোগ করলো—আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ আমার বান্ধবীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট—আজ সকালে লিলি আমাকে টেলিফোন করেছিলো।

ঃ কিন্তু তোমার ফ্ল্যাট কোথায় না জানলে আমি কী করে যাবো ?

গিদোয়ানীর মুখে এবার হাসির রেখা ফুটে উঠলো। আমার মনে হলো তার মনের দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে।

ঃ ব্রাদার ডিকি জনের কাছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লিলি আমাকে পঁচিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু—

ঃ কিন্তু কী ? আমি গিদোয়ানীর অর্ধ সমাপ্ত কথা লুফে নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ সত্যি রাজা যদি তুমি ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চাও তাহলে আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা বখশিস দিতে হবে।

ঃ পঁচিশ হাজার টাকা ! আমার এই জবাবে ছিলো বিস্ময় এবং উত্তেজনা।

দ্যাটস রাইট ব্রাদার ! জানো তো মানি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আর অন দি সেম থিংকস……

ঠিক বলেছ ! আমি ছোট জবাব দিলুম।

* * *

শেষ পর্যন্ত গিদোয়ানী ছটুরামকে আমাদের সঙ্গে নিতে রাজী হলো।

তার কারণ হলো টাকার লোভ। লিলি ডিকি জন তাকে পঁচিশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। আর গিদোয়ানী আমার কাছে পঁচিশ হাজার টাকা চেয়েছিলো। মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা। হয়তো গিদোয়ানী অতোগুলো টাকার লোভ সম্বরণ করতে পারলো না। ছটুরামকে আমাদের সঙ্গে নিতে রাজী হলো।

আজ গিদোয়ানী আমাকে চীনে পাড়ার এক ঘিঞ্জি পল্লীতে নিয়ে এলো। রাস্তায় ঢুকে ভেবেছিলুম যে এলাকাটা হচ্ছে বাজার। ছেলেদের দল রাস্তায় খেলছে, আর মাঝ-রাস্তায় দু-তিনটে গরু-মোষ নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে শুয়ে হাই তুলছে। চীনে মেয়েরা খড়ম পায়ে দিয়ে হাঁটছে আর বুড়োর দল মুখে সিগার পুড়ে অংবং কথা বলছে। চীনে পাড়ার ঘিঞ্জি রাস্তা দিয়ে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ হাঁটতে হলো। অনেকক্ষণ হাঁটবার পর আমরা এক ফ্ল্যাট বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালুম।

চোখের ইসারায় গিদোয়ানী আমাদের বাড়ীর ভেতর ঢুকতে বললো।

: ব্রাদার, দাঁড়াও একবার খবর নিয়ে দেখি ডিকি জন বাড়ীতে আছে কিনা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গিদোয়ানী আমাকে বললো।

অন্ধকার সিঁড়ি। রেলিং-এ হাত না দিয়ে উপরে ওঠা যায় না। আমি ছটুরামের হাত ধরে উপরে উঠলুম। কিন্তু গিদোয়ানীর কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়ালুম। কী ব্যাপার? তুমি আমাকে বললে যে ডিকি জনের কাছে নিয়ে যাবে।

: নিশ্চয়। কিন্তু ডিকি জন তো এ বাড়ীতে থাকে না। ব্যারাকপুরে থাকে। কিন্তু ব্যারাকপুরে যাবার আগে একবার খোঁজ নিয়ে যাই ডিকি জন তার বাড়ীতে আছে কিনা? শুধু শুধু অতোটা রাস্তা গিয়ে তো আর কোন লাভ হবে না—গিদোয়ানী বেশ শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বললো।

: কী করে খোঁজ নেবে? ছটু প্রশ্ন করলো।

: টেলিফোন করবো। এ বাড়ী থেকে টেলিফোন করবার অনেক সুবিধে আছে ব্রাদার। পুলিস টের পাবে না যে আমরা ডিকি জনের সঙ্গে কথা বলছি। হোটেল থেকে টেলিফোন করলে পুলিস নিশ্চয় লাইন ট্যাপ করতো।

: আমি মনে মনে বললুম : স্কাউন্ড্রেল। আমার মনে হলো গিদোয়ানী আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে। নইলে ডিকি জনের কাছে আমাদের নিয়ে যাবার নাম করে চীনে পাড়ায় নিয়ে এলো কেন? হয়তো আমার মুখে কিছুটা চিন্তার রেশ ফুটে উঠেছিলো। আর আমি যে চিন্তা করছি এ কথা বুঝতে গিদোয়ানীর কোন অসুবিধে হলো না।

: কী ভাবছো ব্রাদার—চিন্তার কোন কারণ নেই। দাঁড়াও ডিকি জনের কাছে যাবার আগে দু'চার পেগ 'ধেনো' খেয়ে যাই। দুদিন আগে আমরা যে হাউস বোটে গিয়ে কী হাঙ্গামায় পড়েছিলুম নিশ্চয় তোমার মনে আছে?

আমি কোন জবাব দিলুম না। গিদোয়ানীর সঙ্গে একটা ঘরে ঢুকলুম। বেশ বড়ো ঘর। বিলেতি আসবাবে দামী রেডিও, ট্রানজিস্টার, ছবিতে ভর্তি—ঢুকলেই মনে হয় কোন বড়লোকের ঘরে এসেছি।

: আমার অফিস ঘর রাজা। এখান থেকে বসে আমি ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করি।

: আমি তো ভেবেছিলুম যে রিপন স্ট্রীটের বারে বসে তুমি লোকদের সঙ্গে কথা বলো। আমার মনে হাজার প্রশ্ন এসে জড়ো হয়েছিলো। কখনও কল্পনা করিনি যে চীনে বাজারে গিদোয়ানীর অফিস ঘর আছে। আমি ওকে মাতাল, মেয়ে আসক্ত স্মাগলার বলে ঠাউরেছিলুম। আজ আমাকে মনে মনে স্বীকার করতে হলো যে গিদোয়ানী ধূর্ত, শয়তান। ছটু ঠিক কথাই বলেছিলো যে গিদোয়ানী হলো পাকা স্মাগলার।

: স্মাগলিং-এর ব্যবসা বড়ো বিচিত্র রাজা। ডান হাত কী করছে বাম হাতকে জানতে দেবে না। তাই রিপন স্ট্রীটের বারে বসে যখন মেয়েদের সঙ্গে

গল্প-গুজব করি তখন পুলিস জানতে পারে না আমার আসল পেশা কী? ওদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে আমাকে বহুরূপীর পোষাক পরতে হয়।

কথা বলতে বলতে গিদোয়ানী তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে এক দিশী রামের বোতল খুললো। কিছুটা রাম আমাকে এবং কিছুটা ছটুর গ্লাসে ঢেলে দিয়ে বললো: খেয়ে দেখো। আমার নিজের বাড়ীতে তৈরী।

: তুমি রাম তৈরী করো? আমি রামের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলুম।

: তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি রাজা। চোলাই মদ তৈরী এবং বিক্রী করা আমার বড়ো ব্যবসা। খেয়ে দেখো, ভালো লাগবে। বাজারে এর বেশ চাহিদা আছে।

গিদোয়ানী মিথ্যে কথা বলেনি। সত্যি ওর তৈরী রামে বেশ আস্বাদ আছে। হয়তো আমি গিদোয়ানীর তৈরী রামের প্রশংসা করতে যাচ্ছিলুম। ছটু আমাকে বাধা দিলো। বললো: গিদোয়ানী আমরা এখানে রাম খেতে কিংবা তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসিনি। আমরা ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আর লিলি ডিকি জন তোমাকে ওর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে পাঠিয়েছেন।

ছটুর কথা শুনে গিদোয়ানী খুব জোরে হেসে উঠলো। বললো: সত্যি ছটু তুমি ভারী প্র্যাকটিক্যাল। কোন সময়েই তুমি কাজের কথা ভুলে যাও না। দাঁড়াও ক'টা বাজে? রাত আটটা। কিন্তু রাদার রাত দশটার আগে তো আমরা ডিকি জনের দেখা পাবো না। তাই আর আধঘন্টা আমাদের এখানে বসে রাম খেতে হবে।

ছটু এবং আমি দুজনেই বিরক্তি প্রকাশ করলুম। আমাদের মনে হলো গিদোয়ানী আমাদের কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে। নিশ্চয় ওর পেটে কোন শয়তানী বুদ্ধি আছে। কিন্তু সেদিন আমাদের আর কিছু করবার উপায় ছিলো না। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের আরো কিছুটা সময় গিদোয়ানীর ফ্ল্যাটে বসে কাটাতে হলো।

রাত ন'টার কিছু আগে আমরা ফ্ল্যাট বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম। বাড়ীর সামনে একটা মার্সিডিজ গাড়ী দাঁড়িয়েছিলো।

গিদোয়ানী গাড়ীর দরজা খুলে আমাদের ভেতরে বসতে বললো।

: তোমার গাড়ী? আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম।

: লিলি ডিকি জনের। তোমাকে ডিকি জনের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে এই গাড়ী পাঠিয়েছেন।

আমি আর প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করলুম না। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারলুম যে গিদোয়ানী আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলছে। গাড়ীটা লিলি ডিকি জনের ন্যায়। তবে গাড়ীটা কার জানবার প্রবল ইচ্ছে হলো।

গিদোয়ানী গাড়ী চালাতে লাগলো। আমি এবং ছটু গাড়ীর পেছনে

বসলুম। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা কিন্তু রাস্তার ভীড় কমেনি। কিছুটা পথ যাবার পর গাড়ী ভীড়ে আটকে যায়। তাই ভীড় কাটিয়ে গাড়ী এগিয়ে যেতে বেশ কিছুটা সময় নিলো।

হঠাৎ আমার মনে হলো যে আমাদের পেছনে আর একটা গাড়ী আসছে। আমি বেশ কিছুক্ষণ পেছনে তাকিয়ে দেখলুম যে আমার অনুমান, মনের সন্দেহ একেবারে মিথ্যে নয়। আর একটা গাড়ী আমাদের পেছনে আসছে।/

ব্যারাকপুরে ঢুকবার আগে আর একটা এম্বাসডার গাড়ী আমাদের পথ রুখে দাঁড়াল। আমি ভেবেছিলুম গাড়ীর ড্রাইভারকে গিদোয়ানী গালমন্দো দেবে। কিন্তু গিদোয়ানী কিছু বললো না। একটু বাদে গাড়ীটা আমাদের সামনে দিয়ে চলতে লাগলো। আমি মনের কৌতূহল চাপতে পারলুম না। জিজ্ঞেস করলুম : লোকটি তোমার পরিচিত ?

আমার কথা শুনে যেন গিদোয়ানীর চমক ভাঙলো। স্টিয়ারিংএ হাত রেখে পেছনে তাকিয়ে বললো : না লোকটাকে আমি চিনিনে।

: বেশ পেছনে যে লোকটি—কলকাতা থেকে আসছে তাকে নিশ্চয় চেনো ? ছটু এই প্রশ্নটি করলো।

গিদোয়ানী ছটুর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলো না। সহজ গলায় জবাব দিলো : না লোকটাকে আমি চিনিনে।

তারপর একটু হেসে বললো : চিন্তা করো না রাজা। আমি এক্ষুণি ওদের দুজনকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি।

এই বলে গিদোয়নী এক্সিলেটরে চাপ দিলো। মার্সিডিজ এবার তীব্র বেগে ছুটতে লাগলো। পেছনের গাড়ীটা অনেক দূরে রইলো আর সামনের গাড়ীটার পাশ কাটিয়ে গাড়ী গঙ্গার ধারে এগিয়ে চললো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমরা আবার পেছনের গাড়ীর আলো দুটো দেখতে পেলুম। গিদোয়ানী মৃদু হেসে বললো : ওরা আমাদের লোক নয়।

একটু বাদে আর একটি গাড়ী আমাদের পাশ কাটিয়ে বেড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো। গিদোয়ানী তার পথে রুখে দাঁড়াল। পেছন থেকে গাড়ীটা বার বার হর্ন দিতে লাগলো। কিন্তু গিদোয়ানীর দৃঢ় পণ গাড়ীটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার পথ দেবে না। গাড়ীটা যখন আবার পাশ কাটাবার চেষ্টা করলো তখন গিদোয়ানী এক কাণ্ড করে বসলো। গাড়ীটার সামনে এক টুকরো ছোট কাঠ ফেলে দিলো। গাড়ীর টায়ার ফেসে গেলো। এবং গাড়ীটা তাল সামলাতে না পেরে পাশের একটি ল্যাম্প পোস্টের গায়ে গিয়ে লাগলো। গাড়ীর ধাক্কার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজন প্যাসেঞ্জারের চীৎকার শুনতে পেলুম। আমি জোর গলায় বললুম : গিদোয়ানী গাড়ী থামাও।

গিদোয়ানী আমার কথায় কোন জবাব দিলো না। বরং গাড়ীর স্পীড বাড়াবার চেষ্টা করলো। বললো : আমাদের হাতে আর সময় নেই রাজা।

দেরী করলে আমরা ডিকি জনের দেখা পাবো না।

ছটু এবার গিদোয়ানীর হাত থেকে গাড়ীর স্টিয়ারিং ছিনিয়ে নিলো। বললো : ঐ গাড়ীর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আর এই অ্যাকসিডেন্টের জন্যে তুমি দায়ী। গাড়ীর ভেতর কী আছে আমরা দেখতে চাই।

গাড়ীটা থামিয়ে আমরা দুজনে রাস্তা দিয়ে দৌড়ুতে লাগলুম। ছটু গাড়ী থেকে নামবার সময় গাড়ীর চাবি তার হাতে নিয়েছিলো। কাজেই গিদোয়ানী চুপ করে গাড়ীর ভেতর বসে রইলো।

ল্যাম্প পোস্টে ধাক্কা গেলে গাড়ীটা উল্টে গিয়েছিলো। আমরা দুজনে গিয়ে গাড়ীর ড্রাইভার এবং তার সঙ্গীকে গাড়ী থেকে টেনে বার করলুম। কিন্তু দুজনেই অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

ছটু আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললো : ডেড। লোক দুটো কে বলতে পার ?

একটি লোককে দেখে আমি চিনতে পারলুম। ইনসপেক্টর শিকদারের সঙ্গে লোকটিকে আমি লালবাজার থানায় দেখেছিলুম। আমার মন বলতে লাগলো : লোক দুটো পুলিসের।

: একটি লোককে আমি চিনি। ওকে আমি ইনসপেক্টর শিকদারের সঙ্গে লালবাজার থানায় দেখেছিলুম। আমার মনে হয় ওরা পুলিসের ইনফরমার। আমাদের ফলো করছিলো। কিন্তু আমার মনে হয় গিদোয়ানী ইচ্ছে করেই এই অ্যাকসিডেন্ট করিয়েছে। ছটু চুপ করে কী জানি ভাবলো। বললো : আমার কী মনে হয় জানো রাজা! গিদোয়ানী আমাদের বিপদে ফেলবার এক বিরাট ষড়যন্ত্র করেছিলো। আর যেই নিজে বিপদের আংশকা করলো অমনি পুলিসের গাড়ীর সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট ঘটালো। দাঁড়াও, গিদোয়ানীকে আমাদের মনের সন্দেহের কথা বলে লাভ নেই। লোকটা সতর্ক হবে। দেখা যাক ও কী করে। আর এই মৃতলোক দুটোর সদগতি করবার জন্যে আমরা যদি দেরী করি তাহলে আমরা ডিকি জনকে ধরতে পারবো না। চলো গাড়ীতে ফিরে যাই।

ছটুর কথায় যুক্তি খুঁজে পেলুম। আমরা দুজনে আবার গাড়ীতে ফিরে এলুম। গিদোয়ানী গাড়ীর ভেতর মুখ গোমড়া করে বসেছিলো।

: কী দেখলে ? গিদোয়ানী জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

: গাড়ীর দুজন প্যাসেঞ্জার মারা গেছে। কিন্তু ওদের পেছনে সময় নষ্ট করে লাভ হবে না। তাই আমরা চলে এলুম। গিদোয়ানীর প্রশ্নের জবাব ছটুই দিলো।

: ভালো করেছ। সময় মূল্যবান। দেরী করলে আমরা ডিকি জনের দেখা পাবো না।

আবার আমাদের গাড়ী ছুটে চললো। কিছুক্ষণ বাদে গঙ্গার ধারে একটা

পরিত্যক্ত বাগানবাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামলো। বাগানবাড়ীর সামনের গেট বন্ধ ছিলো। গেটের সামনে এসে গিদোয়ানী তিনবার গাড়ীর হেড লাইট জ্বালালো এবং নেবালো। বুঝতে পারলুম যে গিদোয়ানী আলোর সংকেত জানাচ্ছে।

আমাদের অনুমান মিথ্যে ছিলো না। কারণ একটু বাদে বাগানবাড়ীর দরজা খুলে গেলো আমাদের গাড়ী বাগান বাড়ীর ভেতর ঢুকলো।

বাড়ীটা নির্জন। ভুতুড়ে বাড়ী। দেখলে মনে হয় না বাড়ীর ভেতর কেউ থাকে। আমরা বাড়ীর ভেতর ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা বাদুড় চীৎকার করে উড়ে গেলো।

আমি ফিস ফিস করে ছটুকে বললুম ঃ তুমি ঠিক বলেছ ছটু। গিদোয়ানী আমাদের ফাঁদে ফেলবার জন্যে বিরাট ষড়যন্ত্র করেছে। দেখা যাক জল কোথায় দাঁড়ায়।

ছটু কী জানি বলতে যাচ্ছিলো। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলুম অন্ধকারের ভেতর দিয়ে একটি লোক আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে। অস্পষ্ট আলোয় তার মুখ আমি ভালো করে দেখতে পেলুম না। কিন্তু তার হাঁটার ভঙ্গী আমার কাছে পরিচিত বলে মনে হলো।

দূর থেকে লোকটি আমার নাম ধরে ডাকলো ঃ ওয়েলকাম টু মাই হাউস রাজা—ওয়েলকাম !

কণ্ঠস্বর আমার বন্ধু টোনী ফার্নান্ডেজের।

* * *

এসেছিলুম ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু এখানে এসে যে টোনী ফার্নান্ডেজের দেখা পাবো এ কথা আমি কল্পনা করি নি। এ পোড়ো বাড়ীতে টোনী ফার্নান্ডেজ এলো কী করে ? তার সঙ্গে গিদোয়ানীর কী সম্পর্ক ?

আমার মনের সন্দেহ টোনী ফার্নান্ডেজ ভাঙলো। সে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো ঃ আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছ না। যাক এক্ষুনি তোমার মনের সন্দেহ দূর করবো। চলো ঘরে গিয়ে বসি……তারপর ছটুর পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো ঃ তোমার পার্টনার ?

ঃ দ্যাটস রাইট।

ঃ কী নাম জানি বলেছিলে ?

ঃ ছটুরাম।

আমরা চারজনে গিয়ে একটা ঘরের ভেতর বসলুম। ঘরটার ভেতর কিছু আসবাবপত্র আছে। দেখলে মনে হয় এ ঘরে কেউ থাকে। একটা ছোট খাট, ছোট টেবিল। দুটো চেয়ার—আর একটা সোফা গদী। দু চারটে কাপড় সার্ট চেয়ারে ছড়ান ছিলো। আমরা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে টোনী ফার্নান্ডেজ চেয়ার থেকে কাপড়গুলো সরিয়ে নিয়ে বললো ঃ সিট ডাউন রাজা।

তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে দামী স্কচের বোতল খুলে বললো ঃ তোমাকে আগে কখনও ড্রিঙ্ক অফার করি নি। আজ তোমাকে বিলেতি স্কচ খাওয়াবো। চারটে গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে টোনী ফার্নান্ডেজ বললো।

ঃ ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে রাজা। সত্যি তোমার সাহস আছে বলতে হবে। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলা দরকার মনে করি। জীবনে বেশী অনুসন্ধিৎসা থাকা ভালো নয়। চিন চিন—

আমরা সবাই হুইস্কি গ্লাসে চুমুক দিলুম।

ঃ কথাটা আরো একটু খুলে বলো টোনী। তুমি বড্ড হেঁয়ালী ভাষায় কথা বলো। সব সময়ে তোমার কথাগুলো বুঝে উঠতে পারিনে—আমি বেশ রুক্ষ স্বরেই কথা বললুম। আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে এই বিরাট ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের পেছনে টোনী ফার্নান্ডেজের অদৃশ্য হাত আছে।

ঃ তোমার নাম টোনী ফার্নান্ডেজ ?—ছটু টোনীকে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ টোনী ফার্নান্ডেজ তার মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। কী জানি ভাবলো। তারপর তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

ঃ টোনী ফার্নান্ডেজ অব দি বোর্ড অব রেভিন্যু ইন্টেলীজেন্স—হ্যাঁ ব্রাদার। আপনার বন্ধুর কাছে আমি এই নামে এবং পেশায় পরিচিত—কথাটা বলে টোনী ফার্নান্ডেজ বেশ জোরে হাসতে লাগলো।

ঃ এবার তোমার আসল মতলবটা কী খুলে বলো তো ? আমি জিজ্ঞেস করলুম। আমার জানবার আগ্রহ ক্রমে বেশ তীব্র হচ্ছিলো। সত্যি এতোদিন আমি সরল মনে বিশ্বাস করেছি যে টোনী ফার্নান্ডেজ হলো বোর্ড অব রেভিন্যু ইন্টেলীজেন্সের ইনফরমার। তার পেশা এবং পরিচয় নিয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করি নি। আসলে কী টোনী ফার্নান্ডেজের আর একটি পরিচয় এবং পেশা আছে। টোনী ফার্নান্ডেজের আসল পরিচয় জানবার আগ্রহ হলো কিন্তু আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই টোনী ফার্নান্ডেজ গিদোয়ানীকে জিজ্ঞেস করলো ঃ রাস্তায় কোন গোলমাল হাঙ্গামা হয় নি তো ?

এবার গিদোয়ানীর জবাব দেবার পালা। আমি দেখতে পেলুম যে ওর মুখ বেশ শুকিয়ে গেছে।

ঃ রাস্তায় একটা ছোট অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিলো ঃ বেশ ভয়ে ভয়ে গিদোয়ানী টোনী ফার্নান্ডেজের কথার জবাব দিলো। আজ গিদোয়নীর জবাব দেবার ভঙ্গী এবং কণ্ঠস্বর শুনে আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে দলের নেতাই হলো টোনী ফার্নান্ডেজ এবং গিদোয়ানী হলো তার সাগরেদ।

ঃ ছোট অ্যাকসিডেন্ট ! কী ধরনের অ্যাকসিডেন্ট—একটু ভর্ৎসনার সুরেই টোনী ফার্নান্ডেজ প্রশ্ন করলো। আমি বুঝতে পারলুম গিদোয়ানীর জবাব শুনে টোনী ফার্নান্ডেজ খুশী হয় নি বরং তার মনে কিছুটা ভয় কিছুটা

রাগ হয়েছে।

গিদোয়ানী কোন জবাব দেবার আগে আমি জবাব দিলুম ঃ অ্যাকসিডেন্ট একেবারে ছোট নয় বেশ গুরুতর বলতে পারো। একটা পুলিসের গাড়ী আমাদের ফলো করছিলো। গাড়ীর পথ আটকাবার জন্য গিদোয়ানী ওদের গাড়ীর সামনে একটি কাঠের টুকরো ফেলে দেয়। ওরা গাড়ীর তাল সামলাতে পারে নি। গাড়ী ল্যাম্পপোস্টে গিয়ে ধাক্কা মারে। গাড়ীর দুটো লোক মারা গেছে। ওরা ছিলো পুলিসের ইনফরমার।

ঃ ডেড! বেশ চিন্তিত কণ্ঠস্বরে টোনী ফার্নাণ্ডেজ প্রশ্ন করলো।

ঃ ডেড—গিদোয়ানী জবাব দিলো।

ঃ এ নিয়ে মোট তিনজন মারা গেলো টোনী—আমি মন্তব্য করলুম।

ঃ তিনজন? টোনী ফার্নাণ্ডেজ আমার কথাটি একটু বিস্মিত কণ্ঠস্বরেই পুনরুচ্চারণ করলো।

ঃ হ্যাঁ, তিনজন; দুজন পুলিস ইনফরমার এবং সোনিয়া—বাবু জাভেরীর মেয়ে। আমি জানি সোনিয়ার মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী টোনী। ওর কাছ থেকে দশ লাখ টাকার চেকটি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলে। তাই নয় কী? আমার তো মনে হয় সোনিয়াকে তুমি নিজের হাতেই খুন করেছ।

আমার কথা শুনে টোনী ফার্নাণ্ডেজের মুখের চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। কী জানি ভাবলো। তারপর মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো ঃ তোমার কথার প্রতিবাদ করবো না রাজা।

ঃ বেশ তাহলে এবার আমার একটি কথার জবাব দাও। ডিকি জন কোথায়?

ঃ আমার প্রশ্ন শুনে টোনী ফার্নাণ্ডেজ এবং গিদোয়ানী বেশ জোরে হেসে উঠলো। দুজনে অনেকক্ষণ একটানা হাসলে লাগলো। ওদের হাসি দেখে আমার বেশ রাগ হলো। কী ব্যাপার আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না কেন?

ঃ সত্যি তোমার প্রশ্ন শুনে হাসি পাচ্ছে। কী জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছিনে—টোনী ফার্নাণ্ডেজ মন্তব্য করলো।

ঃ রঙ্গীন ফানুষ দেখেছ? গিদোয়ানী বললো।

এবার ছটু আলোচনায় যোগ দিলো। বললো ঃ আমরা ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। এখানে বসে মদ খেতে কিংবা হাসি ঠাট্টা করতে আসিনি।

ঃ তাহলে শোন ডিকি জনের সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে না। আজ নয়, কাল নয় এবং কখনই নয়—টোনী ফার্নাণ্ডেজের কণ্ঠস্বরে বেশ হুমকীর রেশ ছিলো।

ঃ কেন? আমি ছোট প্রশ্ন করলুম। বুঝতে পারলুম যে আমাদের ধাঁধার হেয়ালীর রহস্য ক্রমশঃই পরিষ্কার হচ্ছে।

ঃ কারণ অতি সহজ। ডিকি জন নেই।

ঃ হোয়াট। আমি এবং ছটু দুজনেই প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলুম।

ঃ ডিকি জন ইজ ডেড মাই ডিয়ার ব্রাদার। ডিকি জন মারা গেছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে হলে তোমাকে ওপারে যেতে হবে। অবশ্যি ওপারে যাবার জন্যে তোমাদের মাত্র আর আধ ঘন্টা সময় আছে—টোনী ফার্নান্ডেজ তার মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো।

ঃ কথাটা আর একটু খুলে বলো—ছটু জিজ্ঞেস করলো ঃ আমরা রহস্যে বিশ্বাস করিনে—

ঃ আমিও রহস্যে বিশ্বাস করিনে। হ্যাঁ, তোমাকে সব কথা খুলে বলতে আপত্তি নেই। কারণ তোমাদের দু-জনের জীবনের মেয়াদ মাত্র আর আধঘণ্টা। তারপর তোমাদের দু-জনকে খুন করা হবে। খুনের কাজ কারবারে গিদোয়ানী বেশ পটু। কী করে ওদের খুন করবে গিদোয়ানী—

টোনী ফার্নান্ডেজের কথা শেষ হবার আগে আমি ধমক দিয়ে উঠলুম।

ঃ ডোন্ট টক রাবিশ। তোমার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইনে। আমরা যে প্রশ্ন করেছি সেই প্রশ্নের জবাব দাও। ডিকি জন কী করে মারা গেলো ?

ঃ বলছি ব্রাদার, সব কথা বলছি। আসল কথা কী জানো রাজা, তোমার সব কিছু জানবার বড্ডো কৌতুহল। আর এ কয়েকটা দিনে তুমি আমাদের কাজ-কারবারের অনেক কথা জানতে পেরেছ। অতো কথা জানা ভালো নয়। তাই আজ তোমাকে মরতে হবে। কিন্তু মরবার আগে ডিকি জনের কী করে মৃত্যু হলো সে কথা তোমার জানা দরকার।

ঃ ডিকি জন যেদিন শুটিং করবার সময় জাহাজ থেকে পড়ে গেলো আসলে সেদিন ওর মৃত্যু হয় নি। আর মরবার কোন ইচ্ছেই ডিকি জনের ছিলো না। পাওনাদারদের হাত থেকে রেহাই পাবাব জন্যে ডিকি জন এই অভিনয়ের আয়োজন করেছিলো। অবশ্যি বাজার থেকে বেমালুম গায়েব হবার আর একটি কারণ ছিলো। আর সে কারণ হলো সোনিয়ার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব। আর ডিকি জন যে জলে ডুবে মারা যায় নি একথা সাইমন জন বিলক্ষণ জানতেন। তিনি ডিকি জনকে পালিয়ে যাবার কিংবা বলতে পারো গা ঢাকা দিয়ে থাকবার জন্যে সাহায্য করেছিলেন। এর অবশ্যি একটি বিশেষ কারণ ছিলো। কারণ সাইমন জন জানতেন যে ডিকি জন এবং সোনিয়া ভাই বোন অর্থাৎ ওদের মা ছিলেন ইভন। সেম মাদার বাট নট সেম ফাদার। তাই সাইমন জন প্রথম থেকে দু-জনের বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি তুললেন। কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে সাইমন জনের আপত্তি দেখে বাবু জাভেরীর মনে সন্দেহ আরো দৃঢ় হলো! সাইমন জন এ বিয়েতে বাধা দিচ্ছে কেন? তিনি হুকুম দিলেন যেমনি করেই হোক এ বিয়ে দিতেই হবে। সাইমন জন তো আর বাবু জাভেরীর কাছে সত্যি কথা বলতে পারেন না যে ডিকি জন হলো ইভনের

ছেলে। তাই দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে ডিকি জন যখন পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছিলো তখন সাইমন জন তাকে নির্দেশ দিলো যে শুটিং-এর সময় জলে পড়ে যাবার অভিনয় করতে হবে বাজারে সবাইকে বলতে হবে যে ডিকি জনের মৃত্যু হয়েছে। আর অভিনয়ের জন্যে একজন সাইড অ্যাক্টর দরকার। আর সেই সাইড অ্যাক্টর হলে তুমি রাজা।

একটানা কিছুক্ষণ কথা বলে টোনী ফার্নান্ডেজ থামলো। আমি দেখতে পেলুম উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো বেশ বড়ো হয়েছে। টোনী ফার্নান্ডেজ ডিকি জনের অন্তর্ধানের গোপন রহস্য জানে? কী করে সে এসব কথা জানতে পারলো? কিছুক্ষণ বাদে টোনী ফার্নান্ডেজ আমার মনের কৌতূহল দূর করলো।

সেদিন পুলিসের খাতায় লেখা রইলো ডিকি জন জলে ডুবে মারা গেছে। আর তার মৃত্যুর কারণ হলে তুমি। পুলিস তোমাকে সন্দেহ করলো বটে কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার মতো কোন প্রমাণ ওদের হাতে ছিলো না। তাই সে যাত্রায় তুমি রেহাই পেয়ে গেলে।

ঃ যাক ডিকি জন গঙ্গার জলে পড়ে গিয়ে স্রোতের টানে এই ব্যারাকপুরে এসে উপস্থিত হলো। আর এইখানে বলতে পারো এই বাড়ীতে ডিকি জনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হলো। কারণ সেদিন গঙ্গার জল থেকে ডিকি জনকে উদ্ধার করেছিলো আমাদের বন্ধু ক্যাপ্টেন গিদোয়ানী। কারণ গিদোয়ানী তার মোটর স্পীড বোট করে ব্যারাকপুর থেকে কলকাতায় যাচ্ছিলো। এমনি সময় ডিকি জনকে জলে ভাসতে দেখে। গিদোয়ানী ডিকি জনকে জল থেকে তুলে এনে আমার কাছে নিয়ে এলো।

ঃ এবার আমার পরিচয় তোমাকে দেয়া দরকার। সেদিন বোম্বাই-এর শেরটন হোটেলে তোমার কাছে গিয়ে যখন নিজের পরিচয় দিলুম যে আমি হলুম বোর্ড অব রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সের ইনফরমার, সে দিন আংশিক সত্যি কথা বলেছিলুম।

ঃ হ্যাঁ রাজা, আমি কিছুদিন বোর্ড অব রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সের সঙ্গে জড়িত ছিলুম কিন্তু স্মাগলারদের সঙ্গে আমার টাকা পয়সার লেনদেন ছিলো। অর্থাৎ আমি নিয়মিতভাবে ওদের কাছ থেকে একটা মাসোহারা পেতুম। কিন্তু আমার এই টাকা গ্রহণ করাকে বোর্ড অব রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সের কর্তারা সুনজরে দেখলেন না। ওদের বক্তব্য হলো যে আমি স্মাগলারদের কাছ থেকে ঘুষ খাচ্ছি। আর এই ঘুষ খাবার অভিযোগে আমার চাকরী গেলো।

ঃ বোর্ড অব রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সে কাজ করবার সময় আমার গিদোয়ানীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। গিদোয়ানী জাহাজে কাজ করতো কিন্তু তার আসল পেশা ছিলো জাহাজ থেকে বিলেতি মাল স্মাগল করে বন্দরে নিয়ে আসা। আর গিদোয়ানীর অবৈধ কাজ কারবারের খবরাখবর আমি জানতুম কিন্তু কোন-

দিন তার কাজ-কারবারের খবর কর্তাদের দিই নি। কারণ আমি গিদোয়ানীর কাছ থেকে নিয়মিতভাবে স্মাগলের টাকার বখরা পেতুম।

: আমার চাকুরী যাবার পর আমি গিদোয়ানীর সঙ্গে স্মাগলিং-এর ব্যবসা শুরু করলুম। কিছুদিনের মধ্যে আমি হলুম ব্যবসার কর্তা, গিদোয়ানী হলো আমার সাগরেদ। আর আমাদের ব্যবসা যখন সবে বেশ জমে উঠেছে তখন আমরা ডিকি জনের দেখা পেলুম।

: প্রথমে আমরা ডিকি জনের আসল পরিচয় জানতে পারি নি। কারণ আমাদের ধারণা ছিলো ডিকি জন হলো জুয়ারী, কার্ড শাফলার। আর শুধু তাই নয়। রেসকোর্সে তার ভাগ্য ভালো ছিলো। কিছুদিনের মধ্যে ডিকি জন আমাদের আসর জাঁকিয়ে বসলো। আমরা হলুম ওর গুণমুগ্ধ ভক্ত। তাসের খেলায়, রেস কোর্সে ওর দৌলতে আমরা বেশ দু-পয়সা রোজগার করতে শুরু করলুম। তারপর আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জের ব্ল্যাক-মার্কেটিং শুরু করলুম। এ ব্যবসায় আমাদের দু-পয়সা রোজগার হতে লাগলো।

: এই সময় থেকে ডিকি জন তার বাবা সাইমন জনকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। ডিকি জন সাইমন জনকে বললো যে গা ঢাকা দিয়ে থাকবার জন্যে তার পয়সা দরকার। প্রথমে প্রতিমাসে কয়েক হাজার টাকা নিতো। তারপর টাকার অংক বাড়ালো। কিছুদিন পরে ডিকি জন তার বাবার কাছ থেকে কিছু মূল্যবান ডকুমেন্ট চুরি করে নিয়ে এলো। ডিকি জন আমাদের বললো যে এই ডকুমেন্ট মাইক্রোফিল্মের মধ্যে বাবু জাভেরী এবং বোম্বাই-এর অন্যান্য স্মাগলারদের গোপন কাজকর্মের বিবরণী লেখা আছে।

: বোম্বাই-এর সর্দারদের খবর আমি কিছু জানতুম কিন্তু ওদের কাজকর্মের খবর বাজারে প্রকাশ করে কিংবা ভয় দেখিয়ে যে পয়সা আদায় করা যাবে এ কথা কখনও কল্পনা করি নি। ডিকি জনই এই পরামর্শ আমাদের প্রথম দিলো। আর দেবার কারণ ছিলো। কারণ ভারত সরকার স্মাগলিং-এর কাজকর্ম বন্ধ করবার জন্যে বিভিন্ন ধরনের আইন করতে লাগলেন এবং অ্যান্টি স্মাগলিং স্কোয়ার্ডকে আরো শক্ত পাকাপোক্ত করলেন।

ডিকি জন জানতো যে সাইমন জন হলেন ডবল এজেন্ট। আসলে উনি সরকারের কাছ থেকে পয়সা খেয়ে ওদের কাছে স্মাগলারদের অবৈধ কাজকারবারের খবর দিচ্ছেন। অতএব সাইমন জনকে ভয় দেখান হলো : আরো পয়সা দাও। নইলে তোমার আসল পরিচয় বাবু জাভেরীকে দেবো।

সাইমন জন এ খবর পেয়ে ভয় পেলেন। ভয় পাবার কারণ ছিলো। কারণ কিছুদিন যাবৎ বাবু জাভেরী ওকে সন্দেহ করছিলো। অতএব ডিকি জনের মুখ বন্ধ করবার জন্যে ওকে প্রতিমাসে এক লাখ টাকা দিতেন।

: ব্ল্যাকমেলিং করে ডিকি জন যখন দু-পয়সা রোজগার করছে তখন একদিন জুয়োর আসরে ডিকি জনকে খুন করা হলো। খুনের কারণ আর

কিছু নয়। টাকা পয়সা ভাগ নিয়ে ঝগড়া।

ঃ ডিকি জনের খুনের কথাটি আমরা চেপে গেলুম। কারণ আমরা ঠিক করলুম যে ডিকি জনের নাম ভাঙিয়ে আমাদের ব্ল্যাকমেলিং-এর কাজ করতে হবে। কিন্তু এ কাজের জন্যে আমাদের একজন নকল ডিকি জন দরকার হবে। গিদোয়ানী হলো নকল ডিকি জন। আর আমি হলুম ওর সেক্রেটারী। কিন্তু ব্ল্যাকমেলিং-এর আসল কাজকর্ম আমিই করতুম।

ঃ খুন হবার আগে ডিকি জন ট্রেড ইউনিয়নের ব্যবসা শুরু করেছিলো। আমি এবার এ ব্যবসাকে আরো জাকিয়ে তুললুম। বন্দরের শ্রমিকদের হাত করলুম। জাহাজ থেকে মাল নামাতে কিংবা ওঠাতে ইচ্ছে করে দেরী করতুম। কোম্পানীর মালিকদের বলতুম যে পয়সা দাও নইলে জাহাজের মাল নামবে না কিংবা উঠবে না। কোম্পানীর মালিকেরা লোকসানের ভয়ে আমাকে প্রতি মাসে টাকা দিতো। তারপর বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট সৃষ্টি করতে সুরু করলুম। আর এ কাজ করবার সময় আমার ট্রেড ইউনিয়ন লীডার দুবে এবং তার মেয়ে লিলির সঙ্গে পরিচয় হয়। অবশ্য আলাপ-পরিচয় লিলির মাধ্যমে হয়। আমি হিসেব করে দেখলুম যে যদি দুবেকে হাত করতে পারি তাহলে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের ব্যবসা আরো ভালো জমবে। দুবের সঙ্গে বন্ধুত্বকে দৃঢ় করবার জন্যে আমি লিলিকে বিয়ে করলুম। না, আমাদের ঠিক বিয়ে হয়নি। আমাদের ভেতর এক কনট্রাক্ট হয়েছিলো যে আমরা স্বামী-স্ত্রী'র অভিনয় করবো আর ব্যবসা থেকে আমরা যে টাকা রোজগার করবো সেই টাকা পঞ্চাশ পঞ্চাশ শেয়ারে ভাগ করবো। আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের ব্যবসা যখন জমে উঠলো তখন দুবে জানতে পারলো যে আমি ডিকি জন নই। অতএব দুবে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে সুরু করলো। দুবে জানতো যে আমি প্রতি মাসে সাইমন জনের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করছি। দুবে আমাকে বললো যে এ টাকার কোন ভাগ যদি আমি ওকে না দিই তাহলে সাইমন জনকে চিঠি লিখে জানাবে যে ডিকি জন মারা গেছে এবং আমি ডিকি জনের মুখোস পড়ে ওকে ব্ল্যাকমেল করছি।

ঃ ব্ল্যাকমেল এমন একটা জিনিস রাজা যে একাজ শুরু করলে সহজে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। আজ তুমি কাউকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করলে অমনি আর একজন তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করবে। আমি বুঝতে পারলুম যে দুবের ফাঁদে পা দিয়েছি। কাজেই দুবের সঙ্গে আমার একটা মীমাংসা করতে হলো। আর মীমাংসার শর্ত হলো যে ব্ল্যাকমেল করে আমরা যে টাকা রোজগার করবো তার বেশ মোটা অংশ দুবেকে দেবো।

ঃ কিছুদিন পরে দুবে আমাকে বললো যে আমরা বাবু জাভেরীকে ভয় দেখাব। আর ওকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবো। আমরা বেনামী চিঠিতে বাবু জাভেরীকে জানালুম যে ডিকি জনের মৃত্যু হয়নি। শুধু তাই নয়, বাবু

জাভেরী এবং তার দলের কাজ-কারবারের কিছু কাগজপত্র আমাদের কাছে আছে। আর এসব কাগজ সাইমন জন আমাদের দিয়েছেন !

ঃ বেনামী চিঠি পেয়ে বাবু জাভেরী চিন্তিত হলেন। কারণ কিছুদিন যাবৎ বোম্বাই-এর সর্দাররা তাকে সতর্ক করছিলেন যে তার বিশ্বস্ত কর্মচারী সেক্রেটারী সাইমন জন হলেন সরকারের ইনফরমার—ডবল এজেন্ট। বোম্বাই-এর স্মাগলিং-এর খবরাখবর সাইমন জন সরকারের কাছে বিক্রী করছেন। বাবু জাভেরী যদি সাইমন জনকে শায়েস্তা না করেন তাহলে সর্দারেরা বাবু জাভেরীর নেতৃত্বকে আর স্বীকার করবেন না। প্রয়োজন হলে বাবু জাভেরীকে খুন করতে কোন দ্বিধা ওরা করবেন না।

ঃ সর্দারদের সিদ্ধান্ত শুনে বাবু জাভেরী বেশ চিন্তিত হয়েছিলেন। আর এই সময়ে আমরা বাবু জাভেরীর কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লিখলুম। আমাদের নির্দেশানুযায়ী বাবু জাভেরী আমাদের টাকা পাঠাতে শুরু করলেন। কিন্তু শয়তান বাবু জাভেরী সাইমন জনকে বললেন যে ডিকি জন মারা যায়নি, এ খবর তার কাছে অজ্ঞাত নয়। সাইমন জন তাকে ধাপ্পা দেবার জন্যে ডিকি জনের মিথ্যা মৃত্যু খবর দিয়েছেন। তিনি আরো খবর পেয়েছেন যে ডিকি জনের কাছে কিছু গোপনীয় কাগজপত্র আছে। আর এ গোপনীয় কাগজগুলো যেমনি করে হোক উদ্ধার করতে হবে। এ কাগজ উদ্ধার করবার জন্য তিনি সাইমন জনকে একমাস সময় দিলেন। এই সময়ে সাইমন জন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করলো। কারণ তার কাজটি ছিলো বিপজ্জনক। যদি কোন প্রকারে বাবু জাভেরীর বন্ধু সর্দাররা জানতে পারেন যে ডিকি জন বেঁচে আছেন এবং ওর কাছে ওদের কাজকর্মের খবরাখবরের গোপনীয় মাইক্রোফিল্ম আছে তাহলে সাইমন জনের জীবন বিপন্ন হবে। সাইমন জনের চিন্তার আর একটি কারণ হলো যে সম্প্রতি ডিকি জন ব্ল্যাকমেইলিং-এর টাকার অঙ্ক বাড়িয়েছেন। অর্থাৎ এক লাখ টাকার পরিবর্তে প্রতি মাসে দু লাখ টাকা চেয়েছে।

ডিকি জনের চিঠি পেয়ে সাইমন জন ঠিক করলেন যে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কলকাতায় একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাতে হবে। আর এমন লোক পাঠাতে হবে যে কস্মিনকালেও স্মাগলিং কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলো না। শুধু তাই নয়। লোকটি হবে স্মাগলারদের কাছে একেবারে অপরিচিত অজ্ঞাত। সাইমন জন রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে তোমার প্রচুর প্রশংসা শুনেছিলেন। শুধু তাই নয়। ডিকি জনের সঙ্গে তোমার অল্পবিস্তর পরিচয় ছিলো। আর তোমাকে এ কাজে পাঠাবার আর একটি গৌণ কারণ ছিলো। কারণ পুলিশের খাতায় লেখা ছিলো যে তুমি ডিকি জনকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে সাইমন জন ঠিক করলেন যে কলকাতায় গিয়ে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করবার উপযুক্ত পাত্র হলে তুমি।

ঃ তোমার কলকাতায় আগমনের খবর আমরা শুনতে পেলুম। আমার এবং

দুবের মনে চিন্তা হলো। সাইমন জন যদি জানতে পারেন যে ডিকি জন বেঁচে নেই এবং আমরা ওর ছেলের নাম ভাঙিয়ে ওর কাছ থেকে টাকা আদায় করছি তাহলে আমাদের শুধু রোজগারের পথ বন্ধ হবে না—আমাদের বিপদ হবে। সমস্ত ঘটনা ভালো করে জানবার জন্যে আমি সরেজমিনে বোম্বাইতে চলে এলুম।

ঃ বোম্বাইতে এসে শুনতে পেলুম যে তুমি কলকাতায় ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে আসছো। আমি বিপদের আশংকা করলুম। আমি জানতুম যে অন্য লোকের চোখে ধুলো দিতে পারি কিন্তু রাজার চোখে ধুলো দিওয়া সম্ভব নয়। আমি মনে মনে ঠিক করলুম তোমাকে বাধা দিতে হবে। কিন্তু আমি জানতুম যে রাজাকে বাধা দেওয়া সহজ কাজ নয়। কারণ আমি যদি তোমাকে ভয় দেখাই তাহলে তোমার জিদ বাড়বে। তাই আমি ঠিক করলুম তোমাকে ছলে-বলে বশ করতে হবে। অর্থাৎ আমি তোমার বন্ধুর ভেক ধরবো। নিজেকে বোর্ড অব রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সের ইনফরমার বলে তোমার কাছে পরিচয় দিলুম। বললুম ঃ আমিও সিক্রেট ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্মগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছি। আসল কথা আমার উদ্দেশ্য ছিলো তোমার কাছ থেকে ডকুমেন্ট এবং মাইক্রো-ফিল্মটি বাগানো। আমার কাছে বোর্ড অব রেভিন্যু ইন্টেলীজেন্সের দেওয়া একটি পুরানো পরিচয়পত্র ছিলো ঃ তোমাকে এ কার্ডটি দেখাবার পর তোমার মনের সন্দেহ দূর হলো। তুমি বিশ্বাস করলে যে আমি হলুম রেভিন্যু ইন্টেলীজেন্সের ইনফরমার······

ঃ বেশ কিছুক্ষণ একটানা কথা বলে টোনী ফার্নান্ডেজ চুপ করলো। তারপর পকেট থেকে আমেরিকান সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। একটি সিগারেট নিজের মুখে পুরে আমার হাতে প্যাকেটটি দিয়ে বললো ঃ 'ডু ইউ লাইক এ স্মোক ?'

ঃ আমি প্যাকেটটি ফেরৎ দিয়ে বললুম ঃ থ্যাঙ্কস। আমি দেশী সিগারেট খাই। আমেরিকান সিগারেট খাওয়া আমাদের অভ্যেস নেই।

ঃ ছট্টু এবার তার পকেট থেকে একটি চারমিনার সিগারেটের প্যাকেট বের করে নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে আমার হাতে সিগারেটের প্যাকেটটি দিলো। আমি একটি সিগারেট মুখে পুরলুম।

কিছুক্ষণ সিগারেটে টান দিয়ে টোনী ফার্নান্ডেজ আবার বলতে শুরু করলো ঃ কী বলছিলুম ? হ্যাঁ, বোম্বাইতে তোমার সঙ্গে কথাবর্তা বলে বুঝতে পেরেছিলুম যে তোমাকে বশ করা কঠিন কাজ হবে না। কারণ আমি তোমার দুর্বলতা জানতুম। সুন্দরী মেয়েদের প্রতি তোমার দুর্বলতা আছে। হয়তো আমার প্ল্যান অনুযায়ী ঠিক কাজ হতো। কিন্তু বাবু জাভেরীর মেয়ে সোনিয়া আমার কাজের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। আমি কখনও কল্পনা করিনি যে বাবু জাভেরী এবং সাইমন জন সোনিয়াকে তোমার সঙ্গে কলকাতায় পাঠাবেন। আর যতক্ষণ সোনিয়া তোমার সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ তোমার দেহের খিদে

মেটাবার জন্যে কোন মেয়ের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু সোনিয়ার কলকাতায় আগমনে আমাদের মনে আর একটি চিন্তা হলো। যদি সোনিয়া জানতে পারে যে ডিকি জন বেঁচে নেই আর আমরা মিথ্যে কথা বলে বাবু জাভেরীর কাছ থেকে টাকা আদায় করছি তাহলে আমাদের জীবন বিপন্ন হবে।

কলকাতায় সোনিয়া এসে যখন দুবের সঙ্গে দেখা করলো তখন আমরা আতঙ্কিত হলুম। সত্যিই ব্যাপারটি অনেকদূর এগিয়েছে। আমরা তোমাকে সোনিয়ার মারফৎ ভয় দেখাবার চেষ্টা করলুম। সোনিয়াকে বললুম যে যদি রাজা তিনদিনের মধ্যে কলকাতা শহর ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে আমরা ওর কাছে ডকুমেন্টগুলো দেবো। সোনিয়া আমাদের কথা বিশ্বাস করলো এবং তোমাকে একথা জানালো। কিন্তু তুমি সোনিয়ার কথায় কান দিলে না। আমরা এবার ভাবতে লাগলুম সোনিয়াকে নিয়ে কী করবো।

ঃ দুবে আর আমি ঠিক করলুম যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সোনিয়াকে খুন করাই হবে আমাদের বাঁচবার পথ। কিন্তু এ খুন এমনভাবে করতে হবে যেন পুলিস তোমাকে এ খুনের জন্যে সন্দেহ না করে। অবশ্যি সোনিয়াকে খুন করবার আমার আর একটি উদ্দেশ্য ছিলো। আমাদের কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো কিনে নেবার জন্য বাবু জাভেরী তার মেয়ের কাছে দশ লাখ টাকার ক্যাশ চেক দিয়েছিলেন। আমি মনে মনে ঠিক করলুম, সোনিয়াকে খুন করবার আগে বাবু জাভেরীর দেওয়া ক্যাশ চেকটি হাত করতে হবে।

ঃ আমরা সোনিয়াকে বলেছিলুম, যদি সে ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করতে এবং সিক্রেট ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করতে চায় তাহলে যেন সে ব্যারাকপুরে হাউস বোটে আমাদের সঙ্গে দেখা করে। অবশ্যি আমরা সোনিয়াকে অনেকবার সতর্ক করেছিলুমঃ রাজা মাস্ট গো ফ্রম ক্যালকাটা।

সোনিয়া হাউস বোটে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলো। কিন্তু এখানে এসে প্রথম জানতে পারলো যে আমরা ওর সঙ্গে প্রতারণা করেছি এবং ওর কাছে মিথ্যে কথা বলেছি। সেদিন রাত্রে সোনিয়া সর্বপ্রথম জানতে পারলো যে ডিকি জন বেঁচে নেই। এবং আমরা ডিকি জনের নাম করে বাবু জাভেরীর কাছ থেকে নিয়মিতভাবে টাকা আদায় করছি। সোনিয়া পালাবার চেষ্টা করলো কিন্তু আমরা ওকে পালাতে দিলুম না। কারণ সোনিয়া যদি সেদিন পালিয়ে যেতে পারতো তাহলে বাবু জাভেরী আমাদের আসল পরিচয় জানতে পারতো এবং তারপর আমাদের মৃত্যু হতো অনিবার্য।

সোনিয়াকে পালাতে না দেবার আর একটি কারণ ছিলো। সে রাত্রে আমরা সোনিয়াকে হাউস বোটে ডেকে এনেছিলুম ওর কাছ থেকে ক্যাশ চেকটি উদ্ধার করবার জন্যে। কিন্তু·····

আমি টোনী ফার্নাণ্ডেজের কথায় বাধা দিলুম। জিজ্ঞেস করলুমঃ সোনিয়াকে খুন করলো কে?

টোনী ফার্নান্ডেজ আমার প্রশ্ন শুনে জোরে হেসে উঠলো। তারপর কিছুক্ষণ হাসবার পর বললোঃ না রাজা, আমরা কেউ সোনিয়াকে খুন করিনি। বলতে পারো নিজের দোষেই সোনিয়া তার প্রাণ হারালো ঃ আমরা সংকল্প করেছিলুম যে সোনিয়াকে আটকে রাখবো। তারপর সুবিধে মতো ওকে ছেড়ে দেবো। কিন্তু সোনিয়া যখন শুনতে পেলো যে ডিকি জন বেঁচে নেই তখন সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সাঁতার কেটে ডাঙ্গায় উঠবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেদিন জলে প্রবল স্রোত ছিলো। ঐ স্রোতে সাঁতার কাটা খুব সহজ-সাধ্য কাজ ছিলো না। সোনিয়ার দেহ যখন স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছিলো তখন গিদোয়ানী ওকে জল থেকে তুলে আনবার চেষ্টা করলো। অবশ্যি সোনিয়াকে জল থেকে উদ্ধার করে আনবার একটি গৌণ কারণ ছিলো। আমরা সোনিয়ার কাছ থেকে চেকটি উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিলুম। আর ঐ চেকটি ছিলো ব্লাউজের ভেতর।

জল থেকে সোনিয়াকে টেনে আনবার জন্যে বিস্তর টানা-হ্যাঁচড়া করতে হয়। আর এই টানা-হ্যাঁচড়া করতে গিয়ে সোনিয়ার গলায় ফাঁস লেগে যায়। যখন সোনিয়ার অচৈতন্য দেহ ডাঙ্গায় তুলে আনলুম তখন তার মৃত্যু হয়েছে।

ঃ চেক! চেকের কী হলো? আমি উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

ঃ ঐটে সবচাইতে বড়ো দুঃখের ব্যাপার ব্রাদার, ভেরী স্যাড। আমরা যখন সোনিয়ার ব্লাউজ থেকে চেকটি উদ্ধার করলুম তখন চেকটি জলে চুপসে গেছে। না, সে চেক ব্যাঙ্কের কাউন্টারে পেশ করা যায়নি। তাই টাকা রোজগার করবার একটি নতুন পন্থা আমাদের বের করতে হলো। আর সেই পথটি হলো রাজার কাছ থেকে টাকা আদায় করা। আমরা তোমাকে বললুম যে আমরা তোমাকে ডকুমেন্ট, মাইক্রোফিল্ম দেবো যদি তুমি আমাদের দু'লাখ ক্যাশ টাকা দাও। অবশ্যি তুমি আমাদের কিছু টাকা দিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে বাকী টাকা পরে দেবে। আমরা তোমাকে কিছু ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম দিলুম। কিন্তু ঐ ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম কিনে তোমার কোন লাভ হয়নি। কারণ—

ঃ তুমি বলছো কী? আমি উত্তেজনায় প্রায় চীৎকার করে কথা বলতে লাগলুম।

ঃ হ্যাঁ, সেদিন তোমাকে আমাদের কোনো প্রয়োজন ছিলো—টোনী ফার্নান্ডেজ সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললো।

ঃ কেন? কৌতূহলী কণ্ঠে ছট্টু ছোট প্রশ্ন করলো।

ঃ কারণ আমরা তোমার কাছে যে ডকুমেন্টগুলো এবং মাইক্রোফিল্ম বিক্রী করেছিলুম সেগুলো ছিলো জাল।

ঃ জাল! আমি যেন টোনী ফার্নান্ডেজের কথাগুলো বিশ্বাস করতে

পারলুম না। আমি এক লাখ টাকা দিয়ে জাল ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম কিনেছি! টোনী ফার্নান্ডেজ বলছে কী? সত্যি লোকটি যে পাকা বদমাশ এতোক্ষণ বিশ্বাস করি নি; কিন্তু এবার আমার মনে একটুও সন্দেহ রইলো না আমি পাকা ধুরন্ধর শয়তানের সঙ্গে দাবা খেলছি।

ছটু অবশ্যি টোনী ফার্নান্ডেজের জবাবে একটুও বিচলিত হলো না। বেশ ধীর শান্ত কণ্ঠে বললো: বেশ, আসল ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্মের কী হলো?

ম্লান হাসলো টোনী ফার্নান্ডেজ। বললো: না আমরা কখনই ডিকি জনের করতে কাছ থেকে আসল ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করতে পারিনি। পরে শুনেছিলুম, ডিকি জন ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্মগুলো ব্যাংকের লকারে জমা রেখেছে। না; সে ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম আমরা কখনই সংগ্রহ পারি নি।

: অর্থাৎ তোমরা জাল ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্মের ভয় দেখিয়ে সাইমন জন এবং বাবু জাভেরীর কাছ থেকে টাকা আদায় করছিলে।

: দ্যাটস রাইট ব্রাদার। সত্যি রাজা, মাঝে মাঝে তুমি বেশ বিচক্ষণের মতো কথা বলো। আমরা ডিকি জনের নাম ভাঙিয়ে মিথ্যে ডকুমেন্টের নাম করে নিয়মিতভাবে সাইমন জনের কাছ থেকে টাকা আদায় করছিলুম। কিন্তু তুমি আর সোনিয়া এসে আমাদের কাজকারবারে বাগড়া দিলে।

: রাজাকে পথ থেকে সরাবার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো তখন আমরা ওকে সরাবার অন্য পন্থা ধরলুম।

: ঠিক করলুম, সোনিয়ার মৃত্যুর জন্যে তোমাকে দায়ী করতে হবে। সেদিন রাত্রে আমরা সোনিয়ার মৃতদেহ গঙ্গার ধারে রেখে এলুম। পরের দিন ভোরে পুলিস এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে তদন্ত শুরু করলো। কিন্তু আমাদের প্ল্যানে বাধা দিলো—তোমাদের বন্ধু লি পিয়াং।

লি পিয়াং ক্যালকাটা পুলিসকে খবর দিলো, সোনিয়ার আসল হত্যাকারী রাজা নয়, আসল হত্যাকারী হলুম আমি এবং গিদোয়ানী। এবার রাজাকে সরাবার শেষ চেষ্টা করলুম। ঠিক করলুম, ডিকি জনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার অজুহাত দিয়ে আমরা তোমাকে ব্যারাকপুরে নিয়ে আসবো। কিন্তু আমরা কল্পনা করিনি যে তোমার পার্টনার বন্ধু ছটুরাম এসে কলকাতায় হাজির হবে। আমরা অবশ্যি ছটুর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। যাই হোক আসাতে আমাদের সুবিধে হয়েছে। কারণ রাজাকে হত্যা করবার দোষটা আমরা ছটুর ঘাড়ে চাপাতে পারবো। কারণ, বাজারের সবাই জানে যে তুমি ছটুর বউ-এর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছো। আর এ ব্যাপারে ছটুর তোমার প্রতি হিংসে আছে। কিন্তু আজ আমাদের কাজে আবার লি পিয়াং বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলো। পুলিসকে খবর দিয়েছিলো যে আমরা তোমাকে শহরের

বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। তাই শুধু পুলিস কর্মচারী দুজন বেঘোরে প্রাণ হারাল।

লি পিয়াং একবার বাড়ীর ভেতরের দিকে তাকালো। বাড়ীতে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আমি চীৎকার করে বললুম ঃ সময় নষ্ট করে লাভ নেই। টোনী ফার্নান্ডেজ পালিয়ে যাচ্ছে। একটু বাদেই ওর প্লেন সিঙ্গাপুরে চলে যাবে। লি পিয়াং যেন আমার কথার মানে বুঝতে পারলো। সে তার গাড়ীর মোড় ঘোরাল। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যারাকপুর রোড দিয়ে দুতিনখানা গাড়ী তীব্র বেগে ছুটতে লাগলো।

তখন রাত প্রায় একটা।

গাড়ীর ভেতর বসে আমি আর ছটু হাপাচ্ছিলুম। লি পিয়াং আমার হাতে একটি সিগারেট দিয়ে বললো ঃ সিগারেট খাও। দম পাবে। তারপর বলো কী হয়েছিলো ?

আমি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললুম ঃ আজ টোনী ফার্নান্ডেজ এবং তার সাগরেদ গিদোয়ানী ওদের ফাঁদে আমাদের আটকাবার চেষ্টা করেছিলো। ওরা ঠিক করেছিলো আমাকে খুন করবে আর আমাকে খুন করবার দোষটা ছটুর ঘাড়ে চাপাবে। বলবে ঃ ছটু আমাকে হিংসে করে খুন করবার চেষ্টা করেছিলো। ওদের মতলব ছিলো, আমাদের খুন করে প্লেনে করে সিঙ্গাপুরে পালিয়ে যাবে। টোনী ঐ মার্সিডিজ গাড়ী করে পালাচ্ছে। গিদোয়ানী পালাতে পারে নি। ঐ ডিনামাইটের আগুনে মারা গেছে।

লি পিয়াং তার বর্মীজ সিগারে টান দিলো। তারপর ধীর শান্ত গলায় বলতে লাগলো ঃ চিন্তা করো না রাজা। ওরা পালাতে পারবে না। আমরা টোনীর পালাবার কথা জানতুম। তাই আমরা তোমাদের উদ্ধার করবার এবং ওকে ধরবার জন্যে ছুটে এসেছি। দুবে আমাদের এ খবর দিয়েছে।

ঃ দুবে ! আমার ছোট প্রশ্নে ছিলো বিস্ময়।

ঃ হ্যাঁ রাজা ! একটা কথা মনে রেখো রাজা। ব্ল্যাকমেলারকে ব্ল্যাকমেল করা যায়। আমরাও তাই করেছি। আমরা আজ দুবের কাছ থেকে টোনী ফার্নান্ডেজের আসল পরিচয় জানতে পেরেছি। কিন্তু টোনী ফার্নান্ডেজ আজ দুবেকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছিলো। সোনিয়ার কাছ থেকে যে ক্যাশ টাকার চেক আদায় করেছিলো সে চেকের কথা ওকে কিছু বলে নি। তাই দুবে যখন শুনতে পেলো যে টোনী ফার্নান্ডেজ এবং গিদোয়ানী ওর সঙ্গে প্রতারণা করবার চেষ্টা করছে তখন সে আমাদের কাছে টোনী ফার্নান্ডেজের কীর্তিকাহিনী বললো।

ঃ টোনী ফার্নান্ডেজের আসল পরিচয়—তুমি বলছো কী লি পিয়াং—আমি আর ছটু দুজনে একসঙ্গে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলুম।

ঃ হ্যাঁ, রাজা আজ আমরা যাকে টোনী ফার্নান্ডেজ বলে জানি এবং যার

পেছনে আমরা ছুটে যাচ্ছি আসলে লোকটার নাম টোনী ফার্নান্ডেজ নয়। ওর আসল নাম ববি খান। লোকটি আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কখনও টোনী ফার্নান্ডেজ কখনও বা ডিকি জন পরিচয় দিয়ে কলকাতা শহরে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছে।

: লি পিয়াং তুমি বলছো কী ? আমি আবার জোর গলায় জিজ্ঞেস করলুম। লি পিয়াং আমার মনের উত্তজনা দেখে হাসলেন। তারপর চোখ বুজে বমী'জ সিগারেটে দু-চারবার লম্বা টান দিয়ে তার কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

: হ্যাঁ রাজা, আজ এখানে আসবার আগে আমি আর ইনসপেক্টর শিকদার, দুবে এবং তার মেয়ের সঙ্গে দেখা করেছি। ওদের কাছ থেকে আমরা টোনী ফার্নান্ডেজ এবং গিদোয়ানীর আসল পরিচয় জানতে পারলুম।

: টোনী ফার্নান্ডেজ বলে একটি লোক—বোর্ড অব রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সে ইনফরমারের কাজ করতো। কিন্তু স্মাগলারদের কাছ থেকে ঘুষ খাবার অপরাধে ওর চাকরী যায়। শুধু চাকরী যায় বললে ভুল বলা হবে। দুবছরের জন্যে একে জেলে দেয়া হয়।

: জেল খানায় টোনী ফার্নান্ডেজের সঙ্গে আরো দুজন লোকের পরিচয় হয়। এক জনের নাম হলো গিদোয়ানী এবং আর একজনের নাম হলো ববি খান। গিদোয়ানী জাহাজে কাজ করতো কিন্তু ওর আসল কাজ ছিলো জাহাজ থেকে জিনিষ স্মাগল করে ডাঙ্গায় বিক্রি করা। কিন্তু জিনিষ স্মাগল করতে গিয়ে গিদোয়ানীর চাকুরী গেলো এবং পরে তাকেও তিন বছরের জন্যে জেলখানায় পাঠান হলো। বোর্ড অব রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সে কাজ করবার সময় টোনী ফার্নান্ডেজের গিদোয়ানীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিলো। জেলখানায় এসে ওদের বন্ধুত্ব আরো সুদৃঢ় হলো।

এবার তোমার নিশ্চয় জানবার ইচ্ছে হবে ববি খান কে ?

ববি খান ছিলো কার্ড শাফলার। রেসকোর্সের বুকি। কিন্তু তাস খেলার আসরে জালিয়াতি করবার জন্যে এবং লোক ঠকাবার জন্য ববি খানের জেল হয়। আর জেলখানায় এসে টোনী ফার্নান্ডেজ গিদোয়ানী এবং ববি খান হলো থ্রী মাস্কেটিয়ার্স অর্থাৎ ওয়ান ফর অল, এ্যান্ড অল ফর ওয়ান। তিনজনে মিলে ঠিক করলো, ওরা জেলের মেয়াদ শেষ হবার আগে জেলখানা থেকে পালাবে এবং তিনজনে মিলে ব্যবসা করবে। এই ব্যবসার প্রধান চাই কিংবা বলতে পারো ব্রেন হলো ববি খান। টোনী ফার্নান্ডেজ হলো চীফ অপারেটার আর গিদোয়ানী হলো সাগরেদ, বোম্বাই-এর ফিল্মি ভাষায় বলবো চামচা।

জেলখানা থেকে তিনজনে পালাতে চেষ্টা করে। ববি খান এবং গিদোয়ানী পালিয়ে যায় কিন্তু টোনী ফার্নান্ডেজ পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং জেলের ওয়ার্ডারের গুলিতে জখম হয়। কিছুদিন পরে টোনী ফার্নান্ডেজ জেলখানায় মারা যায়।

জেলখানা থেকে পালিয়ে ববি খান এবং গিদোয়ানী কলকাতায় এলো। কলকাতায় ববি খান প্রথমে নিজেকে টোনী ফার্নাণ্ডেজ বলে পরিচয় দিলো। এ পরিচয় দিতে কোন অসুবিধে হয় নি। কারণ, জেলখানা থেকে পালিয়ে আসবার সময় ববি খান টোনী ফার্নাণ্ডেজের কাছ থেকে তার পরিচয় পত্রটি অর্থাৎ বোর্ড অব রেভিন্যু ইনটেলীজেন্সের লেখা আইডেন্টিটি কার্ডটি চুরি করে এনেছিলো।

একদিন জুয়োর আসরে তার ডিকি জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। ডিকি জনও ছিলো জুয়ারী, তাস খেলতো। প্রথমে ডিকি জন ওদের কাছে রড্রিক্স বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো। কিন্তু পরে একদিন মদের নেশায় ডিকি জন তার সত্যিকারের পরিচয় অর্থাৎ বিখ্যাত স্মাগলার সাইমন জন এবং বাবু জাভেরীর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক সেইটে বললো। শুধু তাই নয়—ডিকি জন যে প্রতি মাসে তার বাবা সাইমন জনকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা নিচ্ছে একথাও ববি খান জানতে পারলো।

এবার থেকে ববি খান অর্থাৎ ডিকি জন যাকে টোনী ফার্নাণ্ডেজ বলে জানতো নিয়মিতভাবে ডিকি জনকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করলো। একদিন ববি খান ডিকি জনকে বললোঃ আমাকে তোমার ব্ল্যাকমেলিং-এর টাকার ভাগ দিতে হবে। নইলে আমি বাবু জাভেরীকে গিয়ে বলবো যে ডিকি জন মারা যায় নি। বেঁচে আছে আর তোমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে সাইমন জন তোমাকে নিয়মিতভাবে টাকা দিচ্ছেন! এ কথা বাবু জাভেরী জানতে পারলে সাইমন জনের জীবন বিপন্ন হবে। হয়তো বাবু জাভেরী ওকে খুন করবেন। তাহলে তুমি আর সাইমন জনের কাছ থেকে টাকা পাবে না। ডিকি জন প্রথমে ববি খানকে টাকা দিতে রাজী হলো। কিন্তু পরে ওদের দু-জনের মধ্যে টাকার অংশ নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হলে কিছুদিন পরে ববি খান এবং গিদোয়ানী ডিকি জনকে খুন করলো। আর এবার থেকে ববি খান বাজারে নিজেকে ডিকি জন বলে পরিচয় দিতে লাগলো। কিন্তু বোম্বাইতে তোমাকে হাত করবার জন্যে কিংবা বলতে পারো ভয় দেখাবার জন্যে তোমার কাছে টোনী ফার্নাণ্ডেজ বলে পরিচয় দিয়েছিলো।

ডিকি জনকে খুন করবার পর ববি খান এবং গিদোয়ানী সাইমন জনকে এবং জাভেরীকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করলো।

এই সময় এই নাটকে আর একজন অভিনেতার আবির্ভাব হলো। এই ভদ্রলোকটির নাম হলো চন্দ্রকান্ত দুবে। দুবে ডিকি জনকে চিনতো কিন্তু তারপর যখন দেখতে পেলো যে ববি খান ওরফে টোনী ফার্নাণ্ডেজ নিজেকে ডিকি জন বলে বাজারে পরিচয় দিচ্ছে তখন তার সমস্ত ঘটনাটি আঁচ করে নিতে কোন অসুবিধে হলো না। ডিকি জনকে যে খুন করা হয়েছে এবং তার নাম ভাঙ্গিয়ে ববি খান যে সাইমন জনকে ব্ল্যাকমেল করছে একথা দুবে বুঝতে পারলো। ববি

খানও বুঝতে পারলো, দুবে তার আসল পরিচয় জানতে পেরেছে।

এবার দুবে ববিকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করলো। বললো: তোমার ব্যবসায় ভাগ দাও। নইলে পুলিসকে গিয়ে বলবো তুমি কে এবং তুমি ডিকি জনকে খুন করেছ এবং সাইমন জনকে ব্ল্যাকমেল করছো। প্রথমে দুবের মুখ বন্ধ করবার জন্যে তার মেয়ে লিলির সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করলো। এমন কি লোক দেখানো বিয়ে করলো। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের নেতা দুবে ছিলেন ঝুনো নারকেল। তিনি বুঝতে পারলেন, ববি খান তার মুখ বন্ধ করবার জন্যে লিলির সঙ্গে প্রেম করেছে কিংবা তার সঙ্গে বিয়ের অভিনয় করেছে। দুবে ববি খানের মিষ্টি কথায় ভুললো না। বললো: বিজনেসের শেয়ার চাই। বাধ্য হয়ে ববি খান দুবেকে তার বিজনেসের প্রফিটের অংশ দিতে রাজী হলো। এবার থেকে ডিকি জন গিদোয়ানী দুবে ব্ল্যাকমেলিং কোম্পানীর লাভের অংশ তিন অংশে ভাগাভাগি হতে লাগলো।

ওদের ব্ল্যাকমেলিং-এর ব্যবসা ভালোই চলছিলো কিন্তু হঠাৎ একদিন সাইমন জন জানলো যে ডিকি জন বেঁচে নেই। আর অন্য কেউ তাকে ব্ল্যাক-মেল করছে। সন্দেহ করবার কারণ ছিলো। কারণ লোক পরম্পরায় সাইমন জন ডিকি জনের মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু ডিকি জনের যে সত্যিই মৃত্যু হয়েছে তার কোন প্রমাণ সাইমন জনের কাছে ছিলো না। এ ছাড়া বাবু জাভেরীর মনেও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিলো। তিনি সাইমন জনকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। সাইমন জন বাবু জাভেরীর এবং ব্ল্যাকমেলিং-এর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তোমাকে কলকাতায় পাঠালো। বাবু জাভেরীও সমস্ত ঘটনা তদন্ত করতে তার মেয়ে সোনিয়াকে কলকাতায় পাঠালো।

লি পিয়াং একটানা কথা বলে যাচ্ছিলো। আমি এবার তার কথায় বাধা দিলুম। বললুম: না, সোনিয়া কলকাতায় এসেছিলো ডিকি জনের কাছ থেকে সিক্রেট ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম কিনে নেবার জন্যে।

লি পিয়াং আমার কথা শুনে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো: তুমি ঠিক বলেছ রাজা, সোনিয়াকে বাবু জাভেরী একটি চেক দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম কিনে নেবার জন্যে। কিন্তু বাবু জাভেরী জানতে পারেন নি যে ডিকি জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এই ডকুমেন্ট কিনে আনতে গিয়ে তার মেয়ের যে মৃত্যু হবে—একথা তিনি কখনই কল্পনা করেন নি।

আমি আবার লি পিয়াং-এর কথায় বাধা দিলুম। বললুম: কিন্তু কলকাতায় এসে প্রথম রাত্রে সোনিয়া আমাকে বললো যে তার ডিকি জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সোনিয়া ডিকি জনকে চিনতো। তাহলে সে এরকম মারাত্মক ভুল করলো কেন?

আমার মনে হলো যে লি পিয়াং আমার মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি বললেন: না রাজা, আমার মনে হয় সোনিয়া তোমার কাছে সত্যি

কথা বলেনি। কিংবা সেদিন রাত্রে সোনিয়ার যার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো সে নিশ্চয় ডিকি জনের ছদ্মবেশ পড়েছিলো।—ডবল রোল। আজকালকার সিনেমার যুগে সবই সম্ভব। আমার মনে হয় সোনিয়া গিদোয়ানী কিংবা দুবের সঙ্গে দেখা করেছিলো। ওরা সোনিয়াকে বলেছিলো যে যদি রাজা তার জীবন বাঁচাতে চায় তাহলে সে যেন বাহাত্তর ঘণ্টার ভেতর কলকাতা শহর ত্যাগ করে চলে যায়।

লি পিয়াং চুপ করলো। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো লি পিয়াং-এর গল্প শুনছিলুম। মনে মনে ববি খানের আমি বুদ্ধির তারিফ করলুম। ব্ল্যাকমেলিং করবার এতো বিচিত্র অভিনব পন্থা থাকতে পারে আগে কল্পনা করিনি।

দূর থেকে আমরা ববি খানের পেছনের লাইট বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ওর গাড়ীটি দমদম এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলো।

ঃ ওরা দমদম এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে—ছট্টু বললো।

ঃ না আমাদের চিন্তা করবার কিছু নেই। দমদম এয়ারপোর্টে পুলিসের লোক মজুত আছে। প্লেনে উঠে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ওরা ধরা পড়বে—ইনসপেক্টর শিকদার ছট্টুর কথার জবাব দিলেন।

ঃ আমার মনে আর একটি প্রশ্ন জেগেছিলো। তাই লি পিয়াংকে জিজ্ঞেস করলুমঃ বাবু জাভেরী সোনিয়াকে যে চেকটি দিয়েছিলেন সেই চেকটির কী হলো! কিছুক্ষণ আগে ববি খান, আই মীন টোনী ফার্নান্ডেজ বললো যে চেকটি ওরা ক্যাশ করতে পারেনি। কারণ, চেকটি নাকি জলে চুপসে গিয়েছিলো। চেকের কোন খবর আপনি রাখেন কী?

লি পিয়াং আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন। বললেনঃ মিথ্যে কথা বলা ববি খানের মজ্জাগত অভ্যেস—এই চেক নিয়েই তো আজ ববি খান এবং দুবের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। সোনিরার কাছ থেকে ওরা চেক উদ্ধার করেছে—এ কথা দুবেকে বলা হয়নি। ববির ইচ্ছে ছিলো চেকের টাকা দুবেকে দেবে না। কিন্তু এ চেক ওরা ক্যাশ করতে পারবে না।

ঃ কেন? আমি এবং ছট্টু বেশ উত্তেজিত এবং বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলুম।

ঃ কারণ, আজ বিকেলে ভারত সরকার দেশের স্মাগলারদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট, লকার আটক করেছেন। অর্থাৎ ওদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লকার থেকে টাকা তোলা যাবে না। তাই এ চেক ক্যাশ করা যাবে না—আমার প্রশ্নের জবাব ইনসপেক্টর শিকদার দিলেন।

ঃ শুধু তাই নয়। ডিকি জন যে ডকুমেন্ট এবং মাইক্রোফিল্ম লকারে রেখেছিলেন সে কাগজগুলো এখন সরকারের জিম্মায় আছে।

কিন্তু আমাদের কথাবার্তায় বাধা পড়লো। আমরা দেখছি দূর থেকে বেশ একটি উজ্জ্বল আলো রাস্তার উল্টো থেকে দিকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

আলোটি কী আমাদের বুঝতে অসুবিধে হলো না। একটি বড়ো ট্রাকের হেড লাইট। ট্রাকের হেড লাইট দেখে আমি চীৎকার করে বললুম : দেখতে পাচ্ছো, গাড়ীটা কী জোরে আসছে।

আমার কথা শেষ হবার আগে লি পিয়াং বলে উঠলো : সর্বনাশ আমার মনে হচ্ছে গাড়ীটি ঐ মার্সিডিজ গাড়ীর দিকেই ছুটে যাচ্ছে। হয়তো এক্ষুণি··· লি পিয়াং-এর কথা শেষ হবার আগে আমরা দুটো গাড়ীর শব্দ এবং মার্সিডিজ গাড়ী থেকে ববি খানের করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলুম। দেখতে পেলুম যে বিশাল ট্রাক গাড়ীটি মার্সিডিজ বেনজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঘটনা বুঝে নিতে আমাদের বেশী সময় লাগলো না। ট্রাকটি ইচ্ছে করে মার্সিডিজ গাড়ীকে ধাক্কা দিয়েছে। আসলে ববি খানকে খুন করা হয়েছে।

আমরা দেখতে পেলুম, ট্রাকটি অ্যাকসিডেন্টের পর আবার যে পথ দিয়ে এসেছিলো সে পথ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা অ্যাকসিডেন্টের জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখতে পেলুম, ট্রাক গাড়ীর ধাক্কায় মার্সিডিজ গাড়ীটি থেৎলে গেছে। আর গাড়ীর ভেতর পড়ে আছে ববি খানের নিশ্চল মৃতদেহ। ইনসপেক্টর শিকদার এবং আর একজন কনস্টেবল ববি খানের মৃতদেহটি মার্সিডিজ গাড়ী থেকে টেনে বার করলেন।

আমি ইনসপেক্টর শিকদারকে বললুম : ট্রাকটি পালিয়ে গেলো!

ইনসপেক্টর শিকদার আমার কথার জবাব দিলেন না। শুধু ছোট মন্তব্য করলেন : খুন। স্রেফ খুন।

লি পিয়াং কী জানি ভাবছিলো। ইনসপেক্টর শিকদারের কথায় তার চিন্তার রেশ ছিন্ন হলো। বললো : হ্যাঁ আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। আমি শুধু ভাবছি এই খুনের জন্যে দায়ী কে? তোতন···লাট্টু না চন্দ্রকান্ত দুবে··· ? নেভার মাইন্ড, এ নিয়ে চিন্তা করে লাভ হবে না। লেট আস গো—

———